# বাইওকেমিক ভৈষজ্যতত্ত্ব

ও

# চিকিৎসা-প্রদর্শিকা।

**THE**

# Biochemic Materia Medica

**AND**

# Practice of Medicine

**IN BENGALI.**


হোমিওপ্যাথিক সরল গৃহ-চিকিৎসা, পুরাতন রোগ, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-দর্পণ, কালাজ্বর ও উহার হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা, বাইওকেমিক রিপার্টরী প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা এবং ঢাকা হোমিওপ্যাথিক কলেজ অব ফিজিসিয়ান্স এণ্ড সার্জ্জন্সের মেটিরিয়া মেডিকা ও প্র্যাক্টিস্ অব মেডিসিনের ভূতপূর্ব্ব লেকচারার

**ডাঃ নৃপেন্দ্রচন্দ্র রায়** এম্, ডি, বি. এইচ্. এস্

প্রণীত

*Revised & Enlarged By*

**Dr. Manindra Chandra Roy** H. M. B.

**&**

**Rabindra Chandra Roy** B. A. (Biochemist)



৭ম সংস্করণ

**1942**




[ মূল্য ৩৲ মাত্র

প্রকাশক—
শ্রীরবীন্দ্রচন্দ্র রায় বি, এ.
হোমিও পাবলিশিং হাউস্
২নং ওয়্যারষ্ট্রীট, উয়ারী, ঢাকা।

Printed By
Kanai Lal Sarkar
At the Hema Printing House, Dacca.

স্বর্গীয়

পিতৃদেবের চরণোদ্দেশ্যে

অর্পিত হইল।

# প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

বাইওকেমিক ভৈষজ্যতত্ত্ব ও চিকিৎসা-প্রদর্শিকার প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হইল। ইহা মহামতি জর্জ্জ ইউলিয়ম কেরীর সুবিখ্যাত "বাইওকেমিক সিষ্টেম অব মেডিসিন" নামক পুস্তক অবলম্বনে লিখিত। সত্যের গতি অপ্রতিহত। অবিশ্বাসীর ফুৎকারে উহা নির্ব্বাপিত হইবার নহে। তাই হোমিওপ্যাথির ন্যায় বাইওকেমিষ্ট্রীর প্রসারও দিন দিন জগদ্ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে। যাহার ভিত্তি পূর্ণ সত্যের উপর প্রোথিত, আজকালকার শিক্ষিত জগতে তাহার প্রচার না হইবে কেন? আজ ৪।৫ বৎসর যাবৎ আমরা অতিশয় সাবধানতা ও আগ্রহের সহিত এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া চমৎকার ও আশাতিরিক্ত ফল পাইতেছি। তাই, যাহাতে রোগ-শোক ও দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত নিঃস্ব বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে এই নবপ্রবর্ত্তিত চিকিৎসা-প্রণালী আদৃত ও পরীক্ষিত হইতে পারে, তন্মানসে এই পুস্তক সঙ্কলিত হইল। এতদ্দ্বারা সে উদ্দেশ্য কতদূর সাধিত হইবে বলিতে পারিনা। এই নব প্রবর্ত্তিত প্রণালীর চিকিৎসায়, চিকিৎসক ও রোগী উভয়েরই বিশেষ সুবিধা আছে। প্রথমতঃ, বাইওকেমিষ্ট্রী মতে চিকিৎসায় কেবল মাত্র বারটী "টিস্যু" ঔষধ দ্বারা যাবতীয় রোগের চিকিৎসা করিতে হয়; দ্বিতীয়তঃ, টিস্যু ঔষধের সমস্ত গুলিই আমাদের দেহের উপাদান বিশেষ, সুতরাং নির্দ্দোষ। ইহার সকলগুলিই বিষক্রিয়াবিহীন। অতি-প্রয়োগ বা অপপ্রয়োগ জন্য কোনও প্রকার আশঙ্কার কারণ নাই। তৃতীয়তঃ,—এই চিকিৎসা স্বল্পব্যয় সাক্ষেপ। চতুর্থতঃ—দীর্ঘকাল থাকিলেও ঔষধগুলি নষ্ট হয় না। পঞ্চমতঃ, যৎসামান্য লেখা পড়া শিখিয়াও এই মতে চিকিৎসা করা যাইতে পারে।

যে চিকিৎসায় এতগুলি সুবিধা, তাহা সর্ব্বত্র বিস্তৃতরূপে প্রচারিত হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে কি ? যে উদ্দেশ্যে এই পুস্তক সঙ্কলিত হইল এই ক্ষুদ্র পুস্তক দ্বারা তাহার কিয়দংশ সাধিত হইলেও শ্রম সফল জ্ঞান করিব। পুস্তকের কলেবর অত্যন্ত বৃদ্ধি হইবে আশঙ্কায় এসংস্করণে কেবল কয়েকটী প্রধান প্রধান রোগ ব্যতীত, অপর কোনও রোগের লক্ষণ ও কারণ-তত্ত্ব বর্ণিত হয় নাই। সাধারণের উৎসাহ পাইলে পরবর্ত্তী সংস্করণে সে অভাব দূর করিবার ইচ্ছা রহিল।

সর্ব্বশেষে বিনীত নিবেদন এই যে, এই গ্রন্থের স্থানে ২ মুদ্রাঙ্কন দোষ থাকিবার সম্ভাবনা ; পাঠক পাঠিকাগণ তাহা মাপ করিবেন।

হোমিওপ্যাথি প্রচার কার্য্যালয়
নবাবপুর, ঢাকা।
শ্রাবণ। ১৩১৮ সন।

শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র রায়।

# সপ্তম সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

অতি অল্পকাল মধ্যেই ষষ্ঠ সংস্করণের পুস্তক নিঃশেষিত হওয়ায় তাড়াতাড়ি করিয়া এই ৭ম সংস্করণ বাহির করিতে হইল। কিরূপ দ্রুত-গতিতে এই নব-প্রবর্ত্তিত চিকিৎসা-প্রণালী এতদ্দেশে সমাদৃত হইতেছে ইহা তাহারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এ চিকিৎসায় চিকিৎসক ও রোগী উভয়েই তুল্য ফল না পাইলে এই বিদেশী ও বিজাতীয় চিকিৎসা-প্রণালী কখনও এ দেশে এইরূপ দ্রুতগতিতে বিস্তৃতি লাভ করিতে পারিত না। যে উদ্দেশ্যে সর্ব্ব-প্রথম এই গ্রন্থ লিখিত ও প্রচারিত হইয়াছিল তাহা কখনও ব্যর্থ হয় নাই, বরং সিদ্ধই হইয়াছে বলিতে হইবে। অধিকন্তু, আমি বিশেষরূপে অবগত আছি, কেবলমাত্র এই একখানি গ্রন্থের সাহায্যেই চিকিৎসা করিয়া বহু বাঙ্গালী যুবক এই দুর্দ্দিনে সংসার প্রতিপালন করিতেছেন এবং কতিপয় লব্ধ-প্রতিষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী এলো-প্যাথিক ডাক্তার ও কবিরাজ (B. A. & M. B.) এই চিকিৎসার চমৎকার সুফল দর্শন করিয়া ইহা গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই।

ভারত তাহার কৃষ্টি ও সভ্যতার দান যেমন অতি প্রাচীনকাল হইতেই সমগ্র বিশ্বকে দান করিয়া আসিয়াছে, তেমনি অন্যের যাহা কিছু মূল্যবান্— যাহার উৎকর্ষ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহাও সে গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করে নাই। এই সত্যানুসন্ধিৎসা এবং গ্রহণশীলতা ভারতীয় জাতীয় চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বাইওকেমিষ্ট্রীর ন্যায় অতি আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের এ দেশে অতি দ্রুত প্রসার ইহার অন্যতম নিদর্শন।

চিকিৎসা-বিজ্ঞান আজও তাহার অভ্রান্ত ও পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় পৌছিতে পারে নাই। কিন্তু এ কথা আমাদের স্বীকার করিতেই হইবে যে, বর্ত্তমান্ যুগে এই বিজ্ঞানে যে উৎকর্ষ দেখিতে পাইতেছি, সভ্যতার অতি আদিম

অবস্থায় ইহা মানবের কল্পনাতীত ছিল। ভবিষ্যতে যে ইহা সমধিক উৎকর্ষ লাভ করিয়া একদিন পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় পৌঁছিতে পারিবে না, ইহা আজ একমাত্র অজ্ঞ ও দুঃখবাদীরা (ignorants & pessimists) ভিন্ন আর কেহই বিশ্বাস করেন না।

আজ বাইওকেমিষ্ট্রীর এই অসাধারণ উৎকর্ষের জন্য পূর্ব্ববর্ত্তী অন্যান্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানের আবিষ্কর্ত্তাদের নিকট আমাদের ঋণ অকপটে স্বীকার করিতেই হইবে। বাইওকেমিষ্ট্রীর এই উন্নতির মূলে রহিয়াছে বিভিন্ন চিকিৎসা-বিজ্ঞানের মনীষীদের নিগূঢ় সাধনার ফল। হোমিওপ্যাথি এবং বাইওকেমিষ্ট্রির আবিষ্কর্ত্তা মহামতি হানিম্যান্ ও মেডি স্‌সলার উভয়েই জার্ম্মেণীর খ্যাতনামা এলোপ্যাথিক চিকিৎসক ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা যে মুহূর্ত্তে তাঁহাদের অবলম্বিত চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ভ্রম বুঝিতে পারিলেন, তন্মুহূর্ত্তেই তাহা ত্যাগ করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। ইঁহাদের ন্যায় জগদ্বিখ্যাত আরও কতিপয় এলোপ্যাথিক চিকিৎসকও তাঁহাদের অবলম্বিত চিকিৎসা-বিজ্ঞান সম্বন্ধে অতি সরলভাবে তাঁহাদের অভিজ্ঞতালব্ধ যে সত্য ও মতামত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আমরা পাঠক পাঠিকাগণের অবগতির নিমিত্ত এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে "কতিপয় অভিজ্ঞ চিকিৎসকের অভিমত" শীর্ষক প্রবন্ধে উদ্ধৃত করিলাম।

আমি আশাবাদী এবং আমি আমার স্বদেশবাসীর আন্তরিকতায় বিশ্বাস করিয়া এই আশা পোষণ করি যে, যাহা আছে তাহা হইতে উন্নত-তর এবং উৎকৃষ্টতর চিকিৎসা-পদ্ধতি তাঁহারা চাহেন। কিন্তু এমনও কেহ কেহ আছেন, যাঁহারা ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য, গোড়ামীর বশীভূত হইয়া, রোগী—তথা স্বদেশবাসীর স্বার্থেরদিকে বিন্দুমাত্রও দৃক্‌পাত করেন না। তাঁহারা বিজ্ঞানের অগ্রগতির পথ রোধ করিতে দ্বিধা বোধ করেন না; প্রাণশক্তির উৎস স্বরূপ প্রভাতের সূর্য্যালোক হইতে নিঃসঙ্কোচে

চক্ষু ফিরাইয়া লইয়া যান। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস করিতে হইবে তাঁহাদের সংখ্যা অতি অল্প; অধিকাংশ লোকই এই নূতন বিজ্ঞানের উৎকর্ষে মুগ্ধ হইয়া ইহাকে সাদরে গ্রহণ করিবে।

শূন্যে সৌধ নির্ম্মাণ করা যায় না। তাই, বাইওকেমিষ্ট্রির ন্যায় এই অতি আধুনিক বিজ্ঞানও স্বকীয় গুণে ভারতবর্ষের ন্যায় সুদূর প্রাচ্যে প্রসার লাভ করিয়াছে। ডাঃ সুস্লার বাইওকেমিষ্ট্রি স্বরূপ যে বীজ বপন করিয়া গিয়াছিলেন তাহা ক্রমে ক্রমে অঙ্কুরিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া আজ শাখা-প্রশাখা ও পত্রে-পুষ্পে পরিশোভিত হইয়াছে এবং পৃথিবীর অগণিত রোগক্লিষ্ট নরনারী ইহার সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় লাভ করিয়া শান্তিলাভ করিতেছে।

ক্রমশঃই এই পুস্তকের চাহিদা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে দেখিয়া উৎসাহিত হইয়া, এবং পাঠক-পাঠিকাগণের অভাব দূরীকরণ মানসে এই সংস্করণের প্রায় সর্ব্বত্রই বহু নূতন বিষয় সংযোজিত করিয়া দিয়াছি। অভিজ্ঞতালব্ধ বহু বিষয় এবং চিকিৎসিত বহু রোগীর বিবরণও এই সংস্করণে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহাতে গ্রন্থের কলেবর প্রায় শতাধিক পৃষ্ঠা বর্দ্ধিত হইয়াছে।

বর্ত্তমানে বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের দরুণ কাগজ একরূপ দুষ্প্রাপ্য এবং উহার মূল্যও প্রায় চতুর্গুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। আমার পরম হিতৈষী ও অকৃত্রিম বন্ধু "হরদেও গ্লাস ফ্যাক্টরীর" অন্যতম স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত রামধন টোডি এবং শ্রীযুক্ত ব্রজলাল টোডি এই পুস্তকের সম্পূর্ণ কাগজ এককালীন পূর্ব্বেই প্রদান করিয়া আমার বিশেষ উপকার করিয়াছেন। ইহাঁদের এই সাহায্য ব্যতীত এই সময় এইরূপ বৃহৎ-গ্রন্থ কখনও প্রকাশ করিতে পারিতাম না। এজন্য আমি তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। কাগজের মূল্য এবং গ্রন্থের আকার বর্দ্ধিত হওয়ায় পুস্তকের মূল্য সামান্য বর্দ্ধিত করিয়া ৩৲ টাকা মাত্র ধার্য্য করা হইল। এই নূতন সংস্করণের

পরিবর্দ্ধনে আমার পুত্রদ্বয় শ্রীমান্ মণীন্দ্রচন্দ্র রায় ও শ্রীমান্ রবীন্দ্রচন্দ্র রায় বি. এ আমার বিশেষ সহায়তা করিয়াছে। এখন পাঠক-পাঠিকাগণ গ্রন্থখানিকে পূর্ব্বের ন্যায় প্রীতির চক্ষে দেখিলে এবং ইহাদ্বারা রোগক্লিষ্ট-জনগণের কিঞ্চিন্মাত্রও উপকার হইলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব। পরিশেষে নিবেদন, অতি দ্রুত এই পুস্তক মুদ্রিত হওয়ায় এবং স্বয়ং "প্রুফ-শিট" দেখিতে না পারায়, স্থানে স্থানে মুদ্রঙ্কন-দোষ থাকিতে পারে; পাঠক-পাঠিকাগণ মরালধর্ম্ম অনুসরণকরতঃ গ্রন্থের দোষাংশ বর্জ্জন করিয়া গুণাংশ গ্রহণ করিলে চিরকৃতজ্ঞ থাকিব। ইতি—

দোল-পূর্ণিমা.
১৩৪৮ সন

**শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র রায়**
হোমিও পাবলিশিং হাউস্,
উয়ারী, ঢাকা।

# অবতরণিকা

## বাইওকেমিষ্টির উৎপত্তি।

"প্রকৃত বস্তু দ্বারা অভাব পূরণ করা" অর্থাৎ "শরীরে যে যে পদার্থের অভাব বা ন্যূনতা বশতঃ রোগোৎপন্ন হয়, ঠিক সেই সেই পদার্থ দ্বারাই উক্ত অভাব বা ন্যূনতার পরিপূরণ করা" ইহাই বাইওকেমিক চিকিৎসার মূলসূত্র। Bios ( বাইয়স ) ইহা একটী গ্রীক্ শব্দ। ইহার অর্থ life অর্থাৎ জীবন। Chemistry ( কেমিষ্ট্রী ) শব্দের অর্থ রসায়ন-শাস্ত্র। অতএব বাইওকেমিষ্ট্রী শব্দের অর্থ—জৈবনিক রসায়ন শাস্ত্র।

প্রাণী-দেহ সাধারণতঃ অর্গানিক ( organic ) অর্থাৎ জান্তব, এবং ইন্-অর্গানিক ( inorganic ) অর্থাৎ ধাতব এই দুই প্রকার পদার্থের সমবায়ে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় নির্ম্মিত হইয়া পরিপুষ্ট, পরিবর্দ্ধিত ও পরিরক্ষিত হইয়া থাকে। জীবিত শরীরে পূর্ব্বোক্ত জান্তব ও ধাতব এই দুই প্রকার পদার্থের মধ্যে পরস্পর অংশ বিশেষের আদান প্রদান হইয়াই এরূপ হইয়া থাকে।

জীবিত শরীরে কখনও জান্তব পদার্থের অভাব ঘটে না। অভাব হইলে ধাতব পদার্থেরই হইয়া থাকে। যদি কখনও কোন ধাতব পদার্থের অভাব হয়, তবে তখন সেই পদার্থের সহিত রাসয়নিক সম্বন্ধে সম্বদ্ধ কোনও জান্তব পদার্থ, কার্য্যকারীর অভাবে, দেহের পক্ষে উপদ্রবকারী হইয়া উঠে এবং প্রাকৃতিক উপায়ে দেহ হইতে নিস্ক্রান্ত হইতে চেষ্টা করে। জান্তব পদার্থ সকল এবম্প্রকারে দেহ হইতে বাহির হইবার কালে কতকগুলি লক্ষণ প্রকাশ করে। উহাই—

## রোগনামে অভিহিত হইয়া থাকে।

লক্ষণ দৃষ্টে, যে ধাতব পদার্থের অভাব ঘটিয়াছে তাহা ঔষধ স্বরূপ গ্রহণ করিলে শীঘ্রই তাহার পরিপূরণ হয়, অর্থাৎ রোগলক্ষণ দূরীভূত হইয়া যায়।

১৮৩২ খৃষ্টাব্দে একখানি জার্ম্মাণ সংবাদ পত্রে কোনও বিজ্ঞ চিকিৎসক লেখেন "মনুষ্য দেহের অত্যাবশ্যকীয় উপকরণ সমূহই উত্তম ঔষধ।" তৎপর, ১৮৪৬ খৃঃ অঃ অপর জনৈক অভিজ্ঞ চিকিৎসক উক্ত পত্রিকায় লেখেন "মনুষ্য দেহের যে যে যন্ত্র যে যে অত্যাবশ্যকীয় পদার্থ দ্বারা নির্ম্মিত, তাহারা তত্তৎ স্থানেই কার্য্যকারী।" ইহার পর ১৮৭৩ খৃঃ অঃ জার্ম্মেণীর অন্তর্গত ওল্ডেনবার্গ নিবাসী ডাক্তার **মহামতি মেডি সূসলার** লিপ্‌জিক্ হোমিওপ্যাথিক গেজেট নামক সংবাদপত্রে একটী প্রবন্ধে লেখেন—"এক বৎসর হইল আমি এই সকল টিস্যু ঔষধ দ্বারা রোগারোগ্য করা যায় কিনা তাহা পরীক্ষা করিয়া বিশেষরূপে কৃতকার্য্য হইয়াছি।"

এই প্রবন্ধ বাহির হইবার পরই জনৈক ডাক্তার উহার প্রতিবাদ করেন ও ডাঃ মহামতি সূসলারকে তাঁহার পরীক্ষিত নূতন চিকিৎসার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করিবার জন্য অনুরোধ করেন। তাহাতে তিনি উক্ত পত্রিকায় "Abridged System of Therapeutics" নামক এক বিস্তৃত প্রবন্ধ লেখেন। এইচ্‌ সি, জি, লুটিস্ নামক আমেরিকার জনৈক সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার প্রথমে উক্ত জার্ম্মাণ প্রবন্ধের ইংরেজী অনুবাদ করিয়া Homœopathic News নামক পত্রিকায় প্রকাশ করেন। এই অনুবাদ বাহির হইবার পরই চারিদিকে মহা হুলুস্থুল পড়িয়া যায়। ইহার পর ডাঃ হেরিং "দ্বাদশ টিস্যু রেমিডি" সম্বন্ধে একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। এই পুস্তিকায় তিনি ডাঃ সূসলারকে প্রচুর ধন্যবাদ প্রদান করেন এবং তাঁহার প্রচারিত মতের পরীক্ষা করিয়া সত্যতা উপলব্ধি করিবার জন্য জনসাধারণকে অনুরোধ

করেন। প্রথম প্রকাশিত হইবার পর, অতি অল্প কাল মধ্যেই এই পুস্তিকার কতিপয় সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া যায়। ইহার পর, শীঘ্রই গ্রেটব্রিটেন, জার্ম্মেণী ও আমেরিকায় এই নূতন মতের কতকগুলি পুস্তক ও পুস্তিকা প্রকাশিত হওয়ায় নূতন মত প্রচারের বিশেষ সুবিধা ও জগতের মহান্ অভাব দূরীভূত হইয়াছে। আজ সমগ্র জগৎ এই মহা সত্যের সত্যতা নিরীক্ষণ ও উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছে। দিন দিনই ইহার প্রসার জগদ্ব্যাপী হইয়া উঠিতেছে। তাই আজ বাঙ্গালার সুদূর পল্লীতে পল্লীতে পর্য্যন্ত ইহার নাম প্রতিধ্বনিত।

কোনও কোনও অজ্ঞ ব্যক্তির মতে "বাইওকেমিষ্ট্রী" ও "হোমিওপ্যাথি" একই জিনিষ ; কিন্তু এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। উভয় চিকিৎসার মূলমন্ত্র বা মত সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। হোমিওপ্যাথির মূল সূত্র, "সমঃ সমং শময়তি" আর বাইওকেমিষ্ট্রীর মত—"যে বস্তুর অভাব, সেই বস্তু দ্বারাই তদভাবের পূরণ করা।"

বাইওকেমিক মতে, রোগীর লক্ষণ দৃষ্টে, শরীরে কোন্ কোন্ লাবণিক পদার্থের অভাব হইয়াছে তাহা স্থির করিয়া ঐ সব লাবণিক পদার্থই ঔষধরূপে রোগীকে সেবন করিতে বিধি দেওয়া হইয়া থাকে। এই সব "লাবণিক পদার্থ মানব-দেহেরই উপাদান বিশেষ, সুতরাং বাইও-কেমিষ্টগণ এই সকল লাবণিক পদার্থকে ঔষধ না বলিয়া টিশু-ডায়েট ( tissue-diet ) আখ্যা দিয়া থাকেন। ইহাই অধিকতর সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। বাইওকেমিক মতে, মানব-দেহের কোন কোন উপাদানই ঔষধরূপে ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে ; শরীরের উপাদান নয়, এমন কোনও পদার্থই ব্যবস্থা করা হয় না। হোমিওপ্যাথি, এলোপ্যাথি এবং কবিরাজী প্রভৃতি অপরাপর চিকিৎসাপদ্ধতিমতে, দেহের উপাদান নয়, এরূপ বহু পদার্থই (যাহা উগ্র বিষ বিশেষ এরূপ পদার্থও) প্রয়োজিত হইয়া থাকে এবং

সময় সময় ঐ সব বিষাক্ত পদার্থের অপ-প্রয়োগে দেহের গুরুতর ক্ষতি এবং প্রাণহানি পর্য্যন্তও ঘটিয়া থাকে। এজন্য সুসলার ঐ সব চিকিৎসা-প্রণালীর (যদিও উহা দ্বারা জগতের মহান্ উপকার সাধিত হইতেছে) দোষ প্রদর্শন পূর্ব্বক বিশেষ নিন্দা করিয়াছেন। তাঁহার মতে, একমাত্র বাইওকেমিক চিকিৎসাই প্রকৃত যুক্তিযুক্ত ও বিচার-সম্মত চিকিৎসা বা rational treatment. সুস্লারের পর, জার্ম্মাণীর অপর মনীষী, ডাঃ লুইকুনে Nature cure বা জল ও মাটী দ্বারা চিকিৎসা-প্রণালীর উদ্ভাবন করেন। ইহাও সুস্লারের স্বভাব চিকিৎসারই অন্তর্গত বটে।

বাইওকেমিক মতে যে সব লাবণিক পদার্থ ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে উহার সকলই নির্দ্দোষ। রোগীর লক্ষণ দৃষ্টে যে সব "টিশু" ঔষধ ব্যবহার করা হয়, তাহার অতিপ্রয়োগ বা অপ প্রয়োগেও শরীরের কোন হানি জন্মে না। শরীরের যাবতীয় টীশুই রক্ত হইতে তাহাদের প্রয়োজনীয় পদার্থ গ্রহণ করিয়া অভাবের পূরণ করিয়া থাকে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত পদার্থ গ্রহণ করিবার তাহাদের (টিশুগুলির) ক্ষমতাই নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখান যাইতে পারে যে, একগ্লাস সরবৎ তৈয়ার করিতে যে পরিমাণ চিনির দরকার, তদতিরিক্ত চিনি ঐ গ্লাসে দিলে, জল সবগুলি চিনিই গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে না, জলের পরমাণুগুলি যে পরিমাণ চিনি গ্রহণ করিতে সমর্থ, কেবল তাহাই তাহারা গ্রহণ করিবে, অতিরিক্ত চিনি গ্লাসের নিম্নে জমিয়া থাকিবে। এইরূপ আমরা দেখিতে পাই, সূর্য্য কিরণে সকল প্রকার বর্ণক-পদার্থ (colouring matter) বিদ্যমান থাকিলেও সকল বৃক্ষ বা লতাপাতাই উহার সকলগুলিই গ্রহণ করে না, নিজ নিজ প্রয়োজন মত বিশেষ বিশেষ পদার্থ মাত্র গ্রহণ করিয়া থাকে। এইরূপ মৃত্তিকার রসে জীবজগতের নির্ম্মাণ ও সংরক্ষণের পক্ষে যে যে পদার্থের প্রয়োজন, এক কথায় সর্ব্বপ্রকার ভৌতিক পদার্থই, বিদ্যমান্ আছে। কিন্তু তাই

বলিয়া সকল বৃক্ষ বা লতাপাতাই ঐ মৃত্তিকা-রস হইতে যাবতীয় দ্রব্যই গ্রহণ করে না, নিজ নিজ প্রয়োজন মত দ্রব্যাদি গ্রহণ করিয়া থাকে। এই জন্যই আমরা দেখিতে পাই—একই ভূমিতে উৎপন্ন নানা প্রকার বৃক্ষের নানা প্রকার পাতা, উহা নানা বর্ণ এবং বিভিন্ন প্রকারের বৃক্ষের ফলের বিভিন্ন প্রকার আস্বাদ। সকলেই যদি একই জিনিষ গ্রহণ করিত তবে সব জিনিষেরই একই স্বাদ এবং একই আকার ও প্রকৃতি হইত। কিন্তু তাহা না হইয়া একটী তিক্ত, একটী অম্ল ও একটী মধুর স্বাদ বিশিষ্ট হইল কেন? আম কাঠ, নিম কাঠ শাল কাঠ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার কাঠের উৎপত্তি হইল কি করিয়া? ভগবান্ সৃষ্টির প্রাক্কালে প্রত্যেক জিনিষকেই বিভিন্ন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এই সৃষ্টিকালেই জীব-জগতের বীজের পরমাণুগুলির ভিতর বিশেষ একটী আকর্ষণী শক্তি (power of selection) দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। এই বিশেষ নির্ব্বাচনী-শক্তির বলেই প্রত্যেক টিশু তাহার পক্ষে প্রয়োজনীয় পদার্থ রক্ত হইতে গ্রহণ করিয়া থাকে এবং এইরূপ শক্তির বলেই অপ্রয়োজনীয় পদার্থ দেহ হইতে নিষ্ক্রান্তও করিয়া থাকে। (thrown out of the system)

আমরা এই জাগতিক ব্যাপারে দেখিতে পাই, ইষ্টক-নির্ম্মিত ঘর মেরামত করিতে হইলে ইট চুণ, সুড়কি, সিমেণ্ট এবং লৌহ ও কাষ্ঠ ব্যতীত অপর কোনও পদার্থের প্রয়োজন হয় না। তদ্রূপ খড়ের ঘর মেরামত করিতেও বাঁশ, খড় এবং বেত বা রশি ব্যতীত অপর কোনও বিসদৃশ (dis-similar) পদার্থের প্রয়োজন হয় না। সেইরূপ রুগ্ন, মাবব-দেহ রোগ মুক্ত (বা মেরামত) করিতে গেলেও যে যে উপাদানে উহা গঠিত, ঠিক সেই সেই পদার্থই ব্যবহার করা উচিৎ। ইহাই অধিকতর বিজ্ঞান সম্মত, বিচার-সম্মত ও যুক্তি সঙ্গত চিকিৎসা-প্রণালী. (more scientific, logical and rational treatment.)

# বাইওকেমিক ঔষধ সকলের পূর্ণ ও সংক্ষিপ্ত নাম।

| | পূর্ণ নাম | সংক্ষিপ্ত নাম |
|---|---|---|
| ১। | ক্যাল্কেরিয়া ফ্লোরিকা— | ( ক্যাল্ক-ফ্লোর )। |
| ২। | ক্যাল্কেরিয়া ফসফরিকা— | ( ক্যাল্ক-ফস )। |
| ৩। | ক্যাল্কেরিয়া সলফিউরিকা— | ( ক্যাল্ক সলফ )। |
| ৪। | ফিরম ফসফরিকম— | ( ফিরম-ফস )। |
| ৫। | ক্যালীমিউরিয়েটিকম— | ( ক্যালী-মিউর )। |
| ৬। | ক্যালী ফসফরিকম্— | ( ক্যালী-ফস )। |
| ৭। | ক্যালী-সলফিউরিকম্— | ( ক্যালী সলফ )। |
| ৮। | ম্যাগ্নেশিয়া ফসফরিকম্— | ( ম্যাগ্ন-ফস )। |
| ৯। | নেট্রম-মিউরিয়েটিকম্— | ( নেট্রম-মিউর )। |
| ১০। | নেট্রম ফসফরিকম্— | ( নেট্রম ফস )। |
| ১১। | নেট্রম সলফিউরিকম্— | ( নেট্রম-সলফ )। |
| ১২। | সিলিশিয়া— | ( সিলি )। |

এই বারটী ধাতব লাবণিক পদার্থই মানবদেহ রক্ষার প্রধান উপকরণ।

পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশটী লাবণিক পদার্থ ব্যতীত শরীরে আরও কতিপয় ধাতব লবণ দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু ঔষধার্থে ঐগুলির কোনও আবশ্যক হয় না।

পূর্ব্বেই উল্লেখিত হইয়াছে যে মানব দেহ **ধাতব ও জান্তব** এই দুই প্রকার পদার্থের সমবায়ে গঠিত। এতন্মধ্যে জান্তব পদার্থের অংশ ১০ ভাগ ; চর্ব্বি, শর্করা ও অণ্ডলাল প্রভৃতিরূপে ইহারা দেহে বর্ত্তমান। অবশিষ্ট ৮/১০ ভাগ ধাতব পদার্থে গঠিত। এই ৮/১০ ভাগের ৭/১০ ভাগই জল বক্রী ১/১০ অংশ পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশ বা ততোধিক ধাতব-লবণ। পূর্ব্বে ইহাও

উল্লেখিত হইয়াছে যে এই ধাতব লবণ ব্যতীত জান্তব পদার্থ সকল দেহে কার্য্যকারী হইতে পারে না।

## কি প্রকারে এই ধাতব-লবণ সকল গৃহীত হইয়া থাকে ?

সূর্য্যকিরণ, নিঃশ্বসিত-বায়ু এবং আহার্য্য ও পানীয় দ্রব্যের সহিত পূর্ব্বোক্ত ধাতব পদার্থ নিচয় শরীরাভ্যন্তরে গৃহীত হইয়া থাকে। ভুক্ত ও পীত ( যাহা পান করা হইয়াছে ) দ্রব্য সকল লালা, আমাশয়-রস ( গ্যাষ্ট্রিক যূস্ ) ক্লোম-রস প্রভৃতির সহিত মিলিত হইয়া পরিপাচিত হইবার পর, আচূষিত হইয়া রক্তবহানাড়ী মণ্ডলীতে প্রবেশ করে। রক্তবহা নাড়ীতে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে ইহার বর্ণ দুগ্ধবৎ শুভ্র থাকে। তখন ইহাকে কাইল (chyle) বলে। এই কাইলমিশ্রিত রক্ত তৎপর রক্তসঞ্চলন প্রক্রিয়ায় ফুসফুসে প্রবেশ করে। ফুসফুসের ভিতর নিঃশ্বাস যোগে গৃহীত বায়ু হইতে অক্সিজেন প্রাপ্ত হইয়া এই কাইল মিশ্রিত রক্ত বিশোধিত হয় ও উজ্জ্বল-লোহিত বর্ণ ধারণ করে। এই বিশোধিত রক্ত তৎপর ধমনী ও কৈশিকা নাড়ীর সাহায্যে সর্ব্বাঙ্গে সঞ্চালিত হইয়া শরীরের প্রত্যেক বিধান বা টিস্কে ( রক্তের সহিত মিশ্রিত পূর্ব্বোক্ত লাবণিক পদার্থ নিচয়ের মধ্য হইতে ) যাহার যে দ্রব্যের প্রয়োজন তাহাই সরবরাহ করিয়া থাকে।

# কেন রোগ হয় ?

প্রতিনিয়তই আমাদের শরীর ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে। প্রতিদিন পানা-হারাদি দ্বারা আমরা ঐ ক্ষয়ের পূরণ করিয়া থাকি। কিন্তু যদি কোনও কারণে আমাদের পরিপাক-যন্ত্রের বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া ভুক্তদ্রব্য আশোষণে ব্যাঘাত ঘটায়, তবে নিশ্চিতই আবশ্যকীয় লাবণিক পদার্থের অভাব নিবন্ধন আমাদের নানা প্রকার রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা। ( প্রথমে একটি পদার্থের

অভাব হইলে যদি শীঘ্রই ঐ অভাব পূরণ করা না যায়, তবে সত্বরই আবার প্রথম অভাবটার পরিণাম স্বরূপ অন্যান্য পদার্থের অভাব ঘটিবার সম্ভাবনা ) ।

যেমন ক্যাল্ক-ফস, এই ধাতব পদার্থের সহিত দেহস্থ আওলালিক পদার্থের বিশেষ রাসায়নিক সম্বন্ধ আছে। আওলালিক পদার্থের সহিত মিশ্রিত হইয়া ইহা পেশী, অস্থি প্রভৃতি বিধান ( টিসু ) নির্ম্মাণ করে। কিন্তু যদি কোনও কারণে রক্তে এই ক্যাল্ক-ফসের অভাব হয়, তবে দেহস্থ আওলালিক পদার্থ কার্য্যকারীর অভাবে দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে চেষ্টা করিবে। যথা, শরীরের কোনও পথে আওলালিক পদার্থ নিষ্ক্রান্ত হইতে দেখিলে ক্যাল্ক-ফসের অভাব বুঝিতে হইবে। এইরূপে, লক্ষণ দৃষ্টে, যে বস্তুর অভাব ঘটিয়াছে তাহা জানিয়া তদভাবের পূরণ করিতে পারিলেই—

## বাইওকেমিক চিকিৎসকের কর্ত্তব্য

করা হইল। যে দ্রব্যের অভাব ঘটিয়া থাকে উহাই

## সূক্ষ্ম মাত্রায়

সেবন করিতে দিলে ব্যাধির উপশম হইয়া থাকে। সূক্ষ্ম মাত্রায় ঔষধ দ্রব্য কেন ব্যবহার কবিতে হয় তাহার কারণ এই—খাদ্য বা ঔষধ আশোষিত হইয়া রক্তে মিশ্রিত না হইতে পারিলে কার্য্যকারী হইতে পারে না। পরিপাক-যন্ত্র হইতে রক্তসঞ্চলন যন্ত্রে মিলিত হইতে অতিসূক্ষ্ম কৈশিকানাড়ী (capillary) সমূহ একমাত্র পথ। এই সূক্ষ্মপথে প্রবেশ করিতে পারে এজন্য ঔষধ সমূহ সূক্ষ্মাকারে ব্যবহার করা একান্ত প্রয়োজনীয়। স্থূল মাত্রায় ঔষধ প্রয়োগ করিলে উহার অতি অল্পাংশই আশোষিত হইয়া রক্তে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়। বিশেষতঃ রুগ্ন শরীরে পরিপাক-যন্ত্র স্বভাবতঃই অল্পাধিক রুগ্ন হইয়া পড়ে। এমতাবস্থায় রুগ্ন পরিপাক-যন্ত্রকে কার্য্য করিতে দিয়া আরও দুর্ব্বল করা অপেক্ষা সূক্ষ্ম মাত্রায় ঔষধ দিয়া উহাকে বিরাম লাভ

করিতে দেওয়া সঙ্গত নহে কি ? বিশেষতঃ পুরাতন রোগাদিতে পরিপোষণাভাবে পাকস্থলীর অভ্যন্তরে নানা প্রকার অকার্য্যকরী পদার্থ সমূহ সঞ্চিত থাকায় আশোষণ কার্য্য উত্তমরূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে না। এই জন্যই হোমিওপ্যাথিক এবং বাইওকেমিক চিকিৎসায় পুরাতন রোগে সাধারণতঃ উচ্চ ক্রমের ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং এই কারণেই রোগীকে যতদূর লঘু পথ্য সম্ভব তাহাই ব্যবস্থা করা চিকিৎসকের অপর প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

শর্করা মানব দেহের একটী প্রধান উপকরণ। দুগ্ধ-শর্করা ভৈষজ্যগুণবিহীন পদার্থ। মানবদেহে রাসায়ণিক পরীক্ষায় স্পিরিট বা তত্তুল্য কোনও পদার্থই পাওয়া যায় না। সুতরাং স্পিরিট অপেক্ষা **দুগ্ধ শর্করার সহিত** মর্দ্দন করিয়া ঔষধকে সূক্ষ্মাকারে শক্তিকৃত করা সমধিক সমীচীন।

## রোগ বিশেষে ব্যবহৃত ঔষধের ক্রম বা শক্তি।

ডাঃ সুসলার প্রমুখ বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তরুণ পীড়ায় ৩× ও ৬× ক্রম, এবং পুরাতন পীড়ায় ১২×, ৩০× এবং আবশ্যক হইলে ২০০× ক্রম ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন।

## ঔষধের পুনঃপ্রয়োগ কাল।

সর্দ্দি, কাসি, জ্বর ও অতিসারাদি তরুণ পীড়ায় সাধাণত. ২।৩ ঘণ্টান্তর এবং পুরাতন পীড়াদিতে দিবসে মাত্র ২।৩ বার ঔষধ দেওয়া কর্ত্তব্য। শ্বাস-কাস, ওলাউঠা বা শূল-বেদনাদিতে আবশ্যক মত ৫।১০।১৫ মিনিট অন্তর ঔষধ দেওয়া উচিত। উপকার দর্শিতে থাকিলে ক্রমে ক্রমে দীর্ঘকাল পর পর দেওয়া যাইতে পারে। উষ্ণ জলের সহিত গুলিয়া খাইলে ঔষধের ক্রিয়া অতি সত্বর দর্শে। শূল বেদনা, তরুণ সর্দ্দি প্রভৃতি রোগে উষ্ণ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া খাইতে দেওয়া কর্ত্তব্য। পুনঃ পুনঃ ঔষধ সেবনের প্রয়োজন হইলে ১৫ গ্রেণ পরিমিত ঔষধ ৮ আউন্স উষ্ণ জলের সহিত গুলিয়া পুনঃ পুনঃ এক এক চামচ করিয়া খাইতে দিবে।

## মাত্রা।

বাইওকেমিক ঔষধের মাত্রা পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে ৪ গ্রেণ। দুই বা ততোধিক ঔষধ এককালে ব্যবহার করিবার আবশ্যক হইলে মাত্রা কিছু কম করিয়া দেওয়া উচিত। কোন কোন ডাক্তারের মতে

## দুই বা ততোধিক ঔষধ এক কালে ব্যবস্থেয়

হইলে পৃথকরূপে পর্য্যায়ক্রমে, এবং কাহারও কাহারও মতে একত্র মিশ্রিত করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। যাহাহউক, ইহাতে ব্যবস্থেয় ঔষধের ক্রিয়ার বিশেষ কোন বিঘ্ন ঘটে না। শেষোক্ত মতের পক্ষপাতিগণ ফসফেট সকল একত্র মিলাইয়া এবং অন্যান্য ঔষধ সকল পর্য্যায়ক্রমে পৃথকরূপে দিতে উপদেশ দেন।

## ঔষধের বাহ্য-প্রয়োগ।

আভ্যন্তরিক ঔষধ সেবন কালে কোন কোন ঔষধের বাহ্য প্রয়োগও প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে। ইহা নানাপ্রকারে সংসাধিত হইতে পারে। উষ্ণজল, ভেসিলিন, গ্লিসিরিণ বা পুল্টিস সহযোগে ব্যবহার করা যাইতে পারে। কোন কোন চর্ম্মরোগে ৩× ক্রমের বিচূর্ণন ১৫ গ্রেণ ২।৩ সের উষ্ণ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া, এবং ক্ষত, কাটা ঘা, বা প্রদাহাদিতে প্রয়োগ করিতে হইলে উক্ত পরিমাণে ঐ ঔষধ অর্দ্ধসের পরিমিত জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া লোশন বা ধাবন রূপে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। ক্ষতাদিতে লোশন ব্যতিরেকে উক্তপরিমাণ ঔষধ ১ আউন্স পরিমিত ভেসিলিন বা গ্লিসিরিণের সহিত মিশ্রিত করিয়া মলমরূপেও ব্যবহার করা যায়। পুল্টিসের উপর ঔষধ দ্রব্য ছড়াইয়া অথবা পীড়িত স্থানে সামান্য পরিমাণ জলের সহিত ঔষধ দ্রব করিয়া লাগাইয়া তদুপরি পুল্টিস দিবে।

# পিচকারী প্রয়োগ।

কোন কোন সময় আভ্যন্তরিক ঔষধ সেবন কালে গুহ্যদ্বার বা জননেন্দ্রিয় মধ্যে পিচকারীর সাহায্যে ঔষধ প্রয়োগ করার প্রয়োজন হইয়া পড়ে। পিচকারীতে ব্যবহার জন্য উষ্ণ ও শীতল উভয় প্রকার জলই ব্যবহৃত হয়। পিচকারী দেওয়া কালে রোগীকে বাম পার্শ্বে শয়ন করাইয়া পিচকারী দেওয়া কর্ত্তব্য। বয়স ভেদে জলের পরিমাণেরও তারতম্য হইয়া থাকে। শিশুদিগের পক্ষে ১ আউন্স, বালকদিগের পক্ষে ২ হইতে ৪ আউন্স, ৫—১০ বৎসর বয়স্ক বালকদিগের পক্ষে ৬—৮ আউন্স এবং যুবকদিগের পক্ষে ১ হইতে ২ পাইণ্ট পর্য্যন্ত জল ব্যবহার করা যায়। স্ত্রীলোকদিগের নানাপ্রকার রোগে ১০০ ডিগ্রী উত্তপ্ত গরম জলের সহিত প্রযোজ্য ঔষধ গুলিয়া জননেন্দ্রিয়ের ভিতর পিচকারী দিতে হয়। ঋতু বা প্রসবান্তিক স্রাবের অবরুদ্ধতায় ইহা সচরাচর ব্যবহৃত হয়। প্রসবান্তিক রক্তস্রাবে ১০০ ডিগ্রী উত্তপ্ত গরম জলের পিচকারী সচরাচর ব্যবহৃত হয়।

# সূচী-পত্র ।

## প্রথম অধ্যায় ।



## দ্বিতীয় অধ্যায় ।

পৃষ্ঠা।

# বাইওকেমিক ভৈষজ্যতত্ত্ব
# ও
# চিকিৎসা প্রদর্শিকা।

## ক্যালকেরিয়া ফ্লোরিকা।

### ( **Calcarea Fluorica** )

ইহা একপ্রকার খনিজ ধাতু বিশেষ। ইহাতে শতকরা ৫৮·২ ভাগ চুণ আছে। ইহা স্ফটিকেরন্যায় উজ্জ্বল এবং নানা বর্ণের ও আকারের পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহা জলে দ্রবীভূত হয় না। হোমিওপ্যাথিক বিচূর্ণন পদ্ধতি অনুসারে খল করিয়া ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়।

ইহার অপর নাম ফ্লোরাইড্ অব লাইম। সংক্ষিপ্ত নাম ক্যাল্ক-ফ্লোর। ইহা দেহস্থ অণ্ডলাল বা এল্‌বুমেনের সহিত মিলিত হইয়া কার্য্যকরী হইয়া থাকে। অণ্ডলালের সহিত মিলিত হইয়া এই পদার্থ দন্তের ও অস্থির বহিরাবরণ (enamel of teeth and bone), মাংস পেশীর স্থিতিস্থাপক সূত্র ( elastic fibre ) এবং সর্ব্বপ্রকার সংযোজক টিসু ( connective tissues ) সকল নির্ম্মাণ করে। যদি কোন কারণ বশতঃ দেহস্থ এই পদার্থ স্বাভাবিক পরিমাণাপেক্ষা হ্রাস প্রাপ্ত হয়, তবে পূর্ব্বোক্ত বিধান অর্থাৎ টিসু সকল প্রসারিত ও শিথিল ( dilated and relaxed ) হইয়া পড়ে। যদি শিরা বা ধমনীর প্রাচীরের ( walls of vessels ) অথবা

রসবাহী-প্রণালীর (lymphatic system) এই প্রকার অবস্থা উৎপন্ন হয়, তবে ঐ সকল স্থানে কঠিন পদার্থ সমূহ ( আচূষিত হইতে না পারায় ) সঞ্চিত হইতে থাকে ও ঐ সকলস্থানে কঠিন স্ফীততা উৎপন্ন করে।

জরায়ুর আলম্বন পেশীতে এই পদার্থের অভাব হইলে, পেশীর শিথিলতা প্রযুক্ত জরায়ু নীচের দিকে নামিয়া পড়ে, ধমনী ও শিরার আবরণ পেশীতে ইহার অভাব ঘটিলে উহাদের স্ফীততা জন্মে, উদরের স্থিতিস্থাপক (elastic) পেশীতে ইহার স্বল্পতা ঘটিলে উদরের বৃহত্ত্বতা ( hanging belly ) জন্মে জরায়ুর পেশীতে ইহার অভাব ঘটিলে জরায়ু হইতে প্রবল রক্তস্রাব হয় এবং প্রসবান্তিক স্রাবের অভাব ঘটে। ত্বকের বহিরাবরণে ইহার অভাব ঘটিলে উহা হইতে কিরেটিন ( Keratin ) নামক পদার্থ নিঃসৃত হইয়া ত্বকে সঞ্চিত হয়, যাহার ফলে হস্ত ও পদতলের বিদারণ জন্মে। (Keratin নামক পদার্থ ত্বকের বহিরাবরণ, চুল এবং নখে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে )। সরলান্ত্রের পেশীতে ইহার অভাব ঘটিলে অর্শ ও কোষ্ঠবদ্ধতা উৎপন্ন হয়। অস্থি এবং দন্তের বহিরাবরণের পীড়া সমূহ, যাবতীয় গ্রন্থির স্ফীততা ও প্রস্তরবৎ কঠিনতা, অণ্ড, প্লীহা ও যকৃতের বিবর্দ্ধন ও প্রস্তরের ন্যায় কঠিনতা, জিহ্বা এবং হস্ত-পদের বিদারণ ( ফাটা ) এই পদার্থের অভাব হেতুই উৎপন্ন হইয়া থাকে।

## আময়িক প্রয়োগ ( **Therapeutic use** )

অস্থির যে কোন রোগে, অস্থির বহিরাবরণ (enamel) আক্রান্ত হইলে, দন্ত রোগে দন্তের বহিরাবরণ বা enamel আক্রান্ত হইলে (অর্থাৎ দন্ত ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে ) এবং ত্বকের বা শরীরের যে কোন স্থানের সংযোজক বিধান-তন্তু বা Connective tissueর পীড়ায় এবং মাংস পেশীর স্থিতি

স্থাপক সূত্রের শ্লথতা প্রযুক্ত যে সকল পীড়া হয় অথবা শিরা ( vein ) বা ধমনীর ( artery ) পেশীর যে কোন রোগে ইহা অবশ্য ব্যবহার্য্য। এই জন্যই এই ঔষধ শিরা বা ধমনীর পেশী শ্লথ হইয়া পড়িলে ( relaxed condition of the elastic fibres, including dilatation of blood vessels) হৃৎপিণ্ডের বিবর্দ্ধনে ( dilated heart ) শিরা বা ধমনীর উপর অর্ব্বুদ বা টিউমার জন্মিলে, অর্শে এবং শিরার স্ফীততায়, ( varicose veins ) সর্ব্ব প্রকার গ্রন্থির প্রস্তরের ন্যায় কঠিন স্ফীততায় ( indurated glands of stony hardness )।

অস্থির বা দন্তের অসম্যক পরিপোষণে ( malnutriton of bones and teeth ), বৃহৎ উদর (হাত পা কাঠি কাঠি, কিন্তু গণেশের ন্যায় লম্বোদর—pendulous abdomen) ; জরায়ু নামিয়া পড়া বা জরায়ুর যে কোন প্রকারের অবস্থানের বিচ্যুতিতে ( displacements of uterus ) এবং জরায়ুর কাঠিন্যে ; প্রসব কালে জরায়ু মুখের কাঠিন্যে ( hard and indurated Os ) ; অণ্ডকোষের কঠিন স্ফীততায় ; যকৃৎ ও প্লীহার বিবৃদ্ধি ও কঠিন স্ফীততায়, শরীরের যে কোন গ্ল্যাণ্ড বা গ্রন্থির কঠিন স্ফীততায় এবং হার্ড শ্যাঙ্কারে ইহার সফলতার সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

## বিশেষ লক্ষণ

শরীরের যে কোনও স্থানের প্রস্তরবৎ কঠিনতা ইহার অভাবসূচক সর্ব্বপ্রধান বিশেষ লক্ষণ। রোগ যাহাই কেন হউকনা, রোগাক্রান্ত স্থান প্রস্তরের ন্যায় শক্ত হইয়া উঠিলে ইহা অতিশয় সফলতার সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

রক্তে এই পদার্থের অভাব হইলে, স্থান ও যন্ত্রভেদে নিম্নলিখিত লক্ষণ

সমূহ উৎপন্ন হইতে পারে। সুতরাং ঐ সকল লক্ষণ দৃষ্টে ইহা ব্যবহার করিলে উত্তম ফল দর্শে।

## প্রধান প্রধান লক্ষণ

**মন**।—অতিশয় নিরুৎসাহিতা। আর্থিক বিনাশ সম্বন্ধে বৃথা ভয়, কোন বিষয়েই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায় না। মনে করে যে দুনিয়ায় অর্থের ন্যায় আর কিছুই নাই; এই অর্থ বিনাশের ভয়েই সে সর্ব্বদা চিন্তাগ্রস্ত।

**মস্তক**।—সদ্যজাত শিশুদিগের শিরো-গুল্ম (টিউমার); রক্তগুল্ম; মস্তকের অস্থির ঘৃষ্টতা জনিত কঠিনতা ও খরস্পর্শতা; অস্থির ক্ষত; মস্তকের অস্থির কঠিন বিবৃদ্ধি, মাথায় হাত দিলে শক্ত অর্ব্বুদের ন্যায় হাতে লাগে। অপরাহ্নে মূর্চ্ছাকর বিবমিষা সহকারে শিরঃপীড়া (মাথাধরা); সন্ধ্যার সময় উহার হ্রাস প্রাপ্তি। মস্তকের অস্থিতে অসমপ্রান্ত বিশিষ্ট ক্ষত। মস্তকে একপ্রকার কড় কড় খর খর শব্দ শুনা ও তজ্জন্য নিদ্রার ব্যঘাত। অপরাহ্নে মূর্চ্ছাকর বিবমিষা (বমি বমিভাব) সহ শিরঃপীড়া। মস্তকের অস্থিতে টিউমার। গ্রন্থকার ক্যাল্কফ্রোর ৬×ক্রম ব্যবহার করিয়া জনৈক ডাক্তারের ২২ বৎসর বয়স্ক পুত্রের বহুদিনের পুরাতন মস্তকের প্রকাণ্ড কঠিন টিউমার সম্পূর্ণ রূপে আরোগ্য করিয়াছেন।

**চক্ষু**।—ছানি। চক্ষুর অতিরিক্ত চালনা জনিত অক্ষিগোলকে বেদনা এবং অস্পষ্ট দৃষ্টি। চক্ষুর বিশ্রামে উহার উপশম। চক্ষুর সম্মুখে ঝিলিমিলি ও স্ফুলিঙ্গ দর্শন। কার্ণিয়ায় (চক্ষুর কৃষ্ণবর্ণ মণ্ডল) দাগ; চক্ষুর পাতার টিউমার বা অঞ্জনী। <u>কর্ণিয়ায় ক্ষতে ক্ষতের প্রান্ত শক্ত থাকিলে</u> ইহা অতিশয় ফলপ্রদ। অক্ষিগোলকে বেদনা, আস্তে চাপদিলে বা চক্ষু বুজিলে উহার উপশম। আংশিক দৃষ্টিহীনতা। অতি ব্যবহার জন্য ঝাপসা দৃষ্টি।

**কর্ণ**।—কর্ণের যে কোনও রোগে অস্থি এবং অস্থি-বেষ্ট (periosteum) আক্রান্ত হইলে ইহা বিশেষ উপযোগী। কর্ণপটহে চূর্ণময় (calcareous) পদার্থ সঞ্চয়। ম্যাষ্টয়েড অস্থির রোগে অস্থিবেষ্ট (পেরিঅষ্টিয়ম) আক্রান্ত হইলে ইহা সুন্দর উপযোগী।

**নাসিকা**।—নাসাবরোধক মস্তকের প্রতিশ্যায় (সর্দ্দি) সহকারে গাঢ়, পীতবর্ণ, থানা থানা, হরিতাভ স্রাব নিঃসরণ। থানা থানা দুর্গন্ধি স্রাব ; ওজিনা (নাসারন্ধ্র হইতে দুর্দ্দম্য দুর্গন্ধময় স্রাব নিঃসরণ)। (ক্যালী ফস, সিলি)। নাসিকার রোগে অস্থি আক্রান্ত হইলে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ (ক্যাল্ক-ফস)। হাঁচিবার বিফল প্রয়াস। নাসাভ্যন্তরে অস্থিময় বিবর্দ্ধন (osseous growth)। নাসিকার অস্থিপচিয়া দুর্গন্ধ বাহির হইলে এই ঔষধ ব্যবহারে উহা নিবারিত হয়। নাসার পশ্চাৎ রন্ধ্রের ও গলকোষের (ফ্যারিংস) স্ফীততা।

**মুখমণ্ডল**—বেদনা অথবা দন্তবেদনা সংযুক্ত গণ্ডের (গালের) কঠিন স্ফীততা। মাড়ি অথবা গণ্ডাস্থির অস্থিময় বিবর্দ্ধন। নাসিকা বা ওষ্ঠের বিদারণ (ফির ফস)। ঠাণ্ডালাগার দরুণ ওষ্ঠে বেদনাশূন্য ক্ষত। হনুর অর্থাৎ চোয়ালের অস্থির (Jaw-bone) নালীক্ষত, উহা হইতে কৃষ্ণবর্ণ রক্তাক্ত দুর্গন্ধি স্রাব ক্ষরণ।

**মুখমধ্য**—বিদারিত ওষ্ঠ ; মাড়ির প্রস্তরের ন্যায় কঠিনতা সংযুক্ত স্ফীততা। মাড়ির স্ফোটক (gum boil) ; মুখের অতিশয় শুষ্কতা। কৌলিক উপদংশ ; মুখ ও গলায় ক্ষত। মুখের কোণে বেদনাশূন্য ক্ষত।

**দন্ত**।—দন্তমূল-গহ্বরে দন্তের শিথিলতা, তজ্জন্য বেদনা বা বেদনার অভাব। খরস্পর্শ, পাতলা এবং ভঙ্গপ্রবণ দন্ত। শীঘ্র শীঘ্র দন্ত ক্ষয় (ক্যাল্ক-ফসের সহিত পর্য্যায়ক্রমে)। দন্তোদ্গমে বিলম্ব। খাদ্যদ্রব্যের

সংস্পর্শে দন্তবেদনা। দন্তের শিথিলতা সহ দন্ত বেদনা। দন্তের বহি-রাবরণের খরস্পর্শতা। দন্তের পরিপোষণের অভাব।

**জিহ্বা।**—বেদনাযুক্ত বা বেদনাশূন্য, কঠিন, বিদারিতবৎ জিহ্বা, বিশেষতঃ প্রদাহের পর ( সিলি )। জিহ্বার পুরাতন কঠিনতা, বিশেষতঃ প্রদাহের পর।

**গলমধ্য।**—কণ্ঠের শিথিলতা। আলজিহ্বার বিবৃদ্ধি, তজ্জন্য শুষ্ক খক খক কাসি (ন্যাট-ফস)। ডিফথিরিয়ার (ঝিল্লীক প্রদাহ) প্রদাহ বায়ুবাহী-নল পর্য্যন্ত সম্প্রসারিত হইয়া থাকিলে ইহা বিশেষ উপযোগী (ক্যাল্কফস সহকারে পর্য্যায়ক্রমে)। গল গণ্ড (goitre)। গলার রক্তবহা নাড়ীর শিথিলতা। টন্সিলের বৃহত্তা ও কঠিনতা (ব্যারাইটা কার্ব্বের পর) গলার অতিশয় শুষ্কতা ; প্রাতে কাসিতে কাসিতে শ্লেষ্মা উত্তোলন ; গলায় জ্বালা, উষ্ণ পানীয় গ্রহণে উহার উপশম।

**আমাশয় ( পাকস্থলী )।**—অপরিপাচিত ভুক্ত দ্রব্য বমন। এই লক্ষণে ফির-ফসই প্রধান ঔষধ। উহা দ্বারা বিশেষ ফল না পাইলে ক্যাল্ক-ফ্লোর প্রয়োগ করিয়া দেখিবে। খক্ খক্ করিয়া কাসিয়া শ্লেষ্মা তুলিয়া ফেলিবার পর হিক্কা। পেটফাঁপা। যকৃতে কর্ত্তনবৎ বেদনা। নড়িলে চড়িলে উহার উপশম।

**উদর এবং মল।**—রক্তস্রাবী অর্শ। কণ্ডুয়নকর বহির্ব্বলিযুক্ত অস্রাবী অর্শ, বিশেষতঃ উহার সহিত বেদনা এবং কোষ্ঠ কাঠিন্য থাকিলে, মলের বর্ণ এবং রক্তের লক্ষণের সহিত অপর কোন ঔষধের সাদৃশ্য থাকিলে সেই ঔষধের সহিত পর্য্যায়ক্রমে। অর্শ সহকারে মস্তকে রক্তের প্রধাবন ( ফির-ফসেরও প্রয়োজন )। মলদ্বারের পেশীর শক্তিহীনতা বশতঃ মল নিঃসারণে অক্ষমতা, একারণ্য প্রভূত মলসঞ্চয় সংযুক্ত মলরোধ। প্রসবের পর

প্রায়ই এইরূপ হইয়া থাকে। মলদ্বারের বিদারণ। দক্ষিণ কুক্ষিদেশে বেদনা। ঐ পার্শ্বে শয়নে বৃদ্ধি। নিম্নোদরে প্রভূত বায়ু সঞ্চয়। গেঁটেবাতের রোগীদিগের অতিসার। ক্ষুদ্রকৃমি জনিত মলদ্বারকণ্ডূয়ন। অন্তর্ব্বলি অথবা স্রাবহীন অর্শ ও তজ্জন্য কটিবেদনা ও কোষ্ঠকাঠিন্য।

**মূত্র**।—প্রভূত মূত্র স্রাব, বিশেষতঃ মূত্রযন্ত্রের পেশীর শিথিলতা লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে। পুনঃ পুনঃ মূত্রবেগ। স্বল্প, আরক্ত ও উগ্র-গন্ধযুক্ত মূত্র।

**পুং-জননেন্দ্রিয়**।—অণ্ডের শোথ। অণ্ডের কাঠিন্য। উপদংশে লক্ষণের সাদৃশ্য থাকিলে ইহা ব্যবহার্য্য। অণ্ডের শীর্ণতা সহ অবিরাম শুক্র ও প্রষ্টেটিক রস ক্ষরণ। হাইড্রোসিল (কুরণ্ড); কঠিন উপদংশ। অণ্ডের ঝুলায় মানতা।

**স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়**।—জরায়ুর সকল প্রকার অবস্থানের পরিবর্ত্তনে (স্থান বিচ্যুতি, displaccments) এই ঔষধের প্রয়োজন (ক্যাল ফস ক্যালী-ফস)। জরায়ু নামিয়া পড়া। জরায়ুর সম্মুখাবর্ত্তন, (এন্টিভার্সন) এবং উহার উর্দ্ধাংশের পশ্চাৎ দিকে ও নিম্নে অবনতি এবং নিম্নাংশের উপরের দিকে ও সম্মুখদিকে উন্নতি বিশিষ্ট অবস্থান বিচ্যুতি (রিট্রোভার্সন) কটীতে এবং কুচকি প্রদেশে আকর্ষণী বেদনা। উরুপর্য্যন্ত বেদনার সম্প্রসারণ। বেদনা সংযুক্ত প্রভূত রজঃস্রাব। শিথিল, নরম, অথবা, প্রস্তরের ন্যায় কঠিন জরায়ু। প্রভূত রজঃস্রাবে এই ঔষধ দীর্ঘকাল ব্যবহার করিলে অতি উৎকৃষ্ট ফলদর্শে। রোহিণীরোগ (অতিরজঃ) ও তৎসহ উদরস্থ সমস্ত পদার্থ ভগপথে নামিয়া পড়িবার আশঙ্কা; জরায়ুর ফাইব্রয়েড টিউমার। উপদংশ। স্তনে ছোট ছোট কঠিন অর্ব্বুদ; যোনির শিরার স্ফীততা উপদংশ। উপদংশজ কঠিন প্রান্তবিশিষ্ট ক্ষত।

**গর্ভ**।—অপ্রচুর প্রসবান্তিক বেদনা। জরায়ুর সঙ্কোচনাভাব বশতঃ রক্তস্রাব। স্তন-গ্রন্থির কাঠিন্ত এবং স্ফীততা ( ক্যালী-মিউর )। গর্ভাবস্থায় নিয়মিতরূপে ইহা ব্যবহার করিলে অতি সহজে প্রসব হইয়া থাকে ( বিশেষ পরীক্ষিত )।

**শ্বাস-যন্ত্র**—আলজিহ্বার বিবর্দ্ধন বশতঃ শুষ্ক, থক থক কাস। কাসিতে কাসিতে ক্ষুদ্র দানা দানা, দুশ্ছেদ্য পীতবর্ণ নিষ্ঠীবন পরিত্যক্ত হয় ( সিলি )। শ্বাসকাসে ( হাঁপানি ) কফ তুলিয়া ফেলিতে অতিশয় কষ্ট হইলে এবং খণ্ড খণ্ড পীত বর্ণ শ্লেষ্মানিষ্ঠীবিত হইলে ইহা বিশেষ উপকারী ( ক্যালীফস )। রোগীর অতিশয় অবসন্নতা ও ক্লান্তি। স্বরযন্ত্রের শুষ্কতা ও স্বরভঙ্গ। উচ্চস্বরে অধ্যয়ন বা বক্তৃতাদির পর স্বরভঙ্গ। ক্রুপ রোগের প্রধান ঔষধ। শুষ্ক থক্ থক্ কাশ, মনে হয় স্বরযন্ত্রের ভিতর কোন বাহ্য বস্তুর অবস্থান জন্য এই কাস উদ্রিক্ত হইতেছে। শ্বাস রোধের ন্যায় অনুভব। শয়িতাবস্থায় আলজিহ্বার উপদাহ বশতঃ শুষ্ক থক্ থকে কাস।

**রক্ত সঞ্চালন যন্ত্র**—শিরা-স্ফীতি বা এরূপ হইবার সম্ভাবনা; শিরা দেখিয়া মনে হয় যেন উহা বিদীর্ণ হইবে ( এই ঔষধের লোশন বা বাহ্য প্রয়োগও ব্যবহার্য্য )। ধমনীর অর্ব্বুদে, আইওডাইড অব্ পটাস ব্যবহৃত হইয়া না থাকিলে, এই ঔষধ ফিরম-ফসের সহিত পর্য্যায় ক্রমে ব্যবহার করিলে উৎকৃষ্ট ফল দর্শে।

হৃৎপিণ্ডের বিবর্দ্ধন (ক্যালী-মিউর), হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার বৈষম্য। হৃৎপিণ্ডের দপদপানি।

**গলা, পৃষ্ঠ এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ**—পৃষ্ঠের নিম্নদেশে ( কটিদেশে ) বেদনা ও ক্লান্তি অনুভব। ত্রিকাস্থিতে ( মেরুদণ্ডের নিম্নে গুহ্যদ্বারের উপরে যে ত্রিকোণ অস্থি আছে, sacrum ) জ্বালাকর বেদনা

সহকারে কোষ্ঠ বদ্ধ। অস্থির উপর কঠিন আব বা বৃদ্ধি ( tumor ); স্ফীততা। সন্ধির বাতজনিত স্ফীততা। ( ম্যাগ-ফস্ )। পুরাতন কটিবাত। প্রথম সঞ্চলনে বৃদ্ধি, ক্রমাগত সঞ্চলনে হ্রাস। গল-গ্রন্থির প্রস্তরবৎ কঠিনতা। ঘ্যাগ। গলার দুইপার্শ্বের ক্ষুদ্র গ্রন্থিগুলির কঠিন স্ফীততা; গ্লেনার্ড-ডিজিজ।

**ঊর্দ্ধ ও নিম্নাঙ্গ**—মণিবন্ধ অর্থাৎ কব্জার পৃষ্ঠ দেশে ঝিল্লিময় থলীতে আবৃত টিউমার ( encysted tumors ); আঙ্গুলহাড়া ( felon ) অঙ্গুলি সন্ধির বাতজনিত স্ফীততা। একভাবে অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া কাজ করার দরুণ কটিবাত। জানুসন্ধির প্রদাহ। পুরাতন শিবামুণ্ড ( সাইনো-ভাইটিস ) সন্ধির কড়কড়ি ( cracking ); কণুইসন্ধির স্ফীততা; অস্থিতে পূজসঞ্চয়।

**জ্বর।**—সপ্তাহ বা তদধিক কালব্যাপী পিপাসা সংযুক্ত জ্বর। শুষ্ক পাংশুটে ( brown ) বর্ণের জিহ্বা।

**নিদ্রা।**—জাজ্জল্যমান দৃষ্ট স্বপ্ন ( vivid dreams ); নূতন দৃশ্য ও নূতন স্থান স্বপ্নে দর্শন।

**স্নায়ুমণ্ডল।**—সারাদিন বিশেষতঃ প্রাতঃকালে অতিশয় দুর্ব্বলতা অনুভব।

**ত্বক।**—শীতকালে ওষ্ঠ ও হাত পা ফাটা। পা বা হাতের তালু ফাটিলে উক্তস্থান সাবান দ্বারা উত্তমরূপে ধৌত করিয়া এই ঔষধ কিঞ্চিৎ ভ্যাসিলিনের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিবে। গুহ্যদ্বার বিদারণে এবং দূষিত নালীক্ষতে ঘন পীতাভ পূয নিঃসৃত হইলে এই ঔষধ ব্যবস্থেয় ( সিলি, ক্যাল্ক-সলফ )। কার্ব্বঙ্কল, আঙ্গুল হাড়া। পুনঃ পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তনশীল ইরিসিপেলাস। যে কোনও স্থানের কঠিন স্ফীততা বা

টিউমার। মৎস্যের আঁইশের ন্যায় কঠিন ও শুষ্ক আইশ বিশিষ্ট চর্ম্মরোগ। হস্ত বা পদতলের বিদারণ, বা উহার কঠিনতা প্রাপ্তি। অর্শ সহকারে মলদ্বারের একজিমা।

**মন্তব্য।**—অস্থি এবং অস্থিবেষ্টের পুযোৎপত্তিতে এই ঔষধ অতিশয় ফলপ্রদ। ক্ষত এবং আঙ্গুলহাড়ার, স্তনের এবং সর্ব্বপ্রকার গ্রন্থির স্ফীততায় তন্তুময় পদার্থ পুযে পরিণত না হইয়া স্ফীত কঠিনাকার ধারণ করিলে এই ঔষধ অবশ্যই প্রয়োগ করিবে (সুসলার)। হৃদ্রোগ জনিত শোথ। কৌষিক (সিষ্টিক) টিউমার। পেশী-তন্তু, বন্ধনী (লিগামেণ্ট) ও কণ্ডরার উপরিস্থ প্রস্তরবৎ কঠিন স্ফীততায় ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। অস্থি পচিয়া নষ্ট হইলে ইহার ন্যায় ঔষধ আর নাই।

উষ্ণতায় উপশম (বিশেষতঃ স্ফীততা কঠিনাকার ধারণ করিলে)। কোন স্থানের সঙ্কোচন আবশ্যক হইলে কখন কখন শীতল বাহ্য প্রয়োগও উপকারী।

**ক্রম।**—এই ঔষধের ৩×৬×ও ১২×ক্রম বিশেষ উপকারী। অস্থিরোগে এই ঔষধের উচ্চক্রম (১২×) অতীব ফলপ্রদ। মলদ্বার বিদারণে, অস্থিময় বিবর্দ্ধনে (bony growths), অর্শে, শিরার স্ফীততায় এবং আঙ্গুল হাড়ায় ইহার বাহ্য প্রয়োগও হইয়া থাকে। এই সবস্থলে ৬×বা ১২×চূর্ণ ২০ গ্রেণ ৪ আউন্স পরিমাণ জলে মিশ্রিত করিয়া লিণ্ট বা তুলা ভিজাইয়া স্থানিক প্রয়োগ করিবে। অথবা এক আউন্স ভেসিলিনে ১ ড্রাম চূর্ণ উত্তমরূপে মিশাইয়া দিনে ৪।৫ বার স্থানিক প্রয়োগ করিবে। কঠিন স্ফীততা বিশিষ্ট টিউমারে এবং গুহ্যদ্বার বিদারণ প্রভৃতিতে এইভাবে বাহ্য প্রয়োগ করিয়া আমরা চমৎকার ফল পাইয়াছি। প্লীহা ও যকৃতের কঠিনাকার বিবৃদ্ধিতেও আভ্যন্তরিক ঔষধ ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে ইহার বাহ্য প্রয়োগ অতীব উপকারী।

**সম্বন্ধ**।—মনের ও স্বরযন্ত্রের রোগে ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্বের সহিত, নিদ্রা লক্ষণে ফ্লোরিক এসিডের সহিত, গ্রন্থি ও পেশীতন্তুর প্রস্তরবৎ কাঠিন্য লক্ষণে ক্যাল্ক আইয়োড, কালী-আইয়োড, ম্যাগ মিউর ও কোনায়মের সহিত ইহার সাদৃশ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। ফসফরাস, মার্ক, রুটা, অরম ও সিলিশিয়া প্রভৃতি ঔষধের অনেকানেক লক্ষণের সহিত এই ঔষধের লক্ষণের সাদৃশ্য আছে। কটি বাতে রসটক্স বিফল হইলে অনেক সময় এই ঔষধ প্রয়োগে ফলপাওয়া যায়। পূযস্রাবে সিলিশিয়া বিফলান্তে, সন্ধির বাতে ও স্ফীততায় ব্রাই ও ক্যাল্কের পর; সাইনোভাইটিস অর্থাৎ শিবামুণ্ড রোগে ষ্টিক্টা ও ফিরম-ফসের পর; বেদনাপরিশূন্য ক্ষতে নেট্রাম-মিউরের পর, সাধারণতঃ ইহা ব্যবহারে বেশ ফল পাওয়া যায়। শিশুদিগের মস্তকাস্থির স্ফীততায় সিলিশিয়ার সহিত; অস্থির পূযোৎপত্তিতে ক্যাল্ক-ফস, এসাফিটিডা ও সিলির সহিত; ঘোড়ায় পায়ের ক্ষুরের সমীপবর্ত্তী সন্ধির প্রদাহ ও স্ফীততায় এসিড-ফস ও সিলির সহিত ইহার তুলনা হইতে পারে। রক্তহীনতায় ক্যাল্ক-কসের পর ইহা দ্বারা সুফল পাওয়া যায়। Arterio Sclerosis অর্থাৎ ধমনীর স্থূলত্বে ব্যারাইটা ক্যাল্ক আয়োড, প্লম্বম ও ব্যারাইটা মিউরের সহিত ইহার তুলনা হইয়া থাকে।

**তুলনার স্তবক**—(১) কঠিন স্ফীততায়-ক্যাল্ক ফ্লোর, ব্যারাইটা আয়োড, ক্যাল্ক-আয়োড, হেক্লা লাভা, এষ্টিরিয়াস, কোনায়ম, ফাইটো লাক্কা, কার্ব্বো এনিমেলিস, মার্ক-প্রোটো আয়োড, সিলি। (২) নাসিকার দুর্গন্ধি স্রাবে—ক্যাড্মিয়াম, ক্যাল্ক-ফস, এসিড়-নাইট, কালী বাইক্রম, অরম, হিপার, এণ্টিম-সলফ, অর, অরম-মিউর-নেট্রোনেটাম আর্স-আয়োড্, নেট্রাম কার্ব্ব, সিফিলিনাম।

# ক্যালকেরিকা ফসফরিকা।

## Calcarea Phosphorica

### ক্যালসিয়াম ফসফেট বা ফস্‌ফেট অব লাইম।

চুণের জলের মধ্যে ডাইলিউট ফসফরিক এসিড মিশ্রিত করিলে এক প্রকার সাদা তলানি পড়ে। চুয়ান জলে উত্তমরূপে ধৌত করিয়া ও পরে শুষ্ক করিয়া ইহা ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। ডাঃ হেরিং সর্ব্বপ্রথম এই প্রক্রিয়ায় ফস্‌ফেট অব লাইম প্রস্তুত করিয়া ঔষধার্থে ব্যবহার করেন।

এই পদার্থ জল বা এলকোহলে অদ্রবনীয়। ডাইলিউট নাইট্রিক এসিড ও অন্যান্য এসিডে দ্রবীভূত হয়। হোমিওপ্যাথিক ফার্ম্মাকোপিয়ার বিচূর্ণন পদ্ধতি অনুসারে মর্দ্দন (খল) করিয়া ইহা ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়।

মানবদেহ নির্ম্মাণ ও সংরক্ষণের পক্ষে ইহা একটী অত্যাবশ্যকীয় পদার্থ রক্ত, লালা, আমাশয়িক রস (gastric juice) অস্থি, সংযোজক তন্তু (connective tissue), দন্ত ও দুগ্ধ প্রভৃতির বিধানোপাদানে ইহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই পদার্থের জন্যই অস্থির দৃঢ়তা জন্মে। দেহস্থ অণ্ডলালের সহিত এই পদার্থের বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে।

ক্যাল্কেরিয়া ফ্লোরের ন্যায় অণ্ডলালের সহিত মিশ্রিত হইয়া এই পদার্থ দেহে কার্য্যকরী হইয়া থাকে। অণ্ডলালের সহিত এই পদার্থের সংমিশ্রণে অস্থি ও দন্ত নির্ম্মিত হইয়া থাকে। অস্থিতে শতকরা ৫৭ ভাগ ফসফেট অব্ লাইম আছে। এই পদার্থ ব্যতীত অস্থি ও দন্ত নির্ম্মিতই হইতে পারে না। শরীরে যখন এই পদার্থের স্বল্পতা ঘটে, তখন কার্য্যকারীর অভাবে দেহস্থ অণ্ডলাল (এল্বুমেন) নানা দ্বার দিয়া শরীর হইতে বাহির হইয়া যায়। এল্বুমেন বৃক্ক পথে (কিড্‌নি) নিষ্ক্রান্ত হইলে—ব্রাইটস ডিজিজ, ফুসফুস-পথে নিষ্ক্রান্ত হইলে—কাসি, এবং নাসা-পথে

বাহির হইলে—প্রতিশ্যায় বা সর্দ্দি নাম ধারণ করে। ত্বক-পথে এব্‌ মেন বাহির হইলে—নানাপ্রকার চর্ম্মরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। লক্ষণভেদে উহাদের বিভিন্ন নাম দেওয়া হইয়া থাকে। শরীরের কোন গ্রন্থিতে ইহা প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত হইলে তাহাকে গণ্ডমালা বা স্ক্রফিউলা (Scrofula) বলে। পাকস্থলী হইতে নিঃসৃত রসে ( gastric juice ) ফস্‌ফেট অব লাইমের স্বল্পতা ঘটিলে অপাক ( indigestion ) জন্মিয়া থাকে।

## আময়িক প্রয়োগ

ভগ্নাস্থির সংযোগ স্থলে অস্থির অসম্যক বা অস্বাভাবিক বিবর্দ্ধন বশতঃ খরস্পর্শতায় ( in unnatural and callous growths at the ends of fractured bones) ইহা অতীব ফলপ্রদ। অস্থির কোমলতা, বক্রতা ও সর্ব্বপ্রকার বিকৃতির ইহা এক মাত্র অব্যর্থ মহৌষধ ' রিকেটস্'। শিশুদের দন্তোদ্গমকালীন সর্ব্বপ্রকার উপদ্রবে যথা—অতিসার, জ্বর, কনভঃলসন প্রভৃতিতে, বিশেষতঃ স্ক্রফিউলাগ্রস্ত শিশুদিগের পক্ষে ইহা মন্ত্র-শক্তির ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে। সর্ব্বপ্রকার ক্ষয়কর রোগে, বিশেষতঃ তৎসহ ঘুষঘুষে জ্বর থাকিলে ইহা অন্তর্ব্বর্ত্তী ঔষধরূপে মধ্যে মধ্যে ব্যবহার করিলে পরিপাকের সহায়তা করিয়া শরীরের ক্ষয় ও শীর্ণতা বিদূরিত ও রক্তের লোহিতকণা বৃদ্ধি করিয়া থাকে। এজন্য, কি শিশু, কি বয়স্ক, কি বৃদ্ধ যাহাদেরই রোগে শারীরিক শীর্ণতা ও দুর্ব্বলতা ভুক্তদ্রব্য সমীকরণের অসদ্ভাব বশতঃ উৎপন্ন হইয়াছে ( arising from non-assimilation of food) বলিয়া বুঝিতে পারিবে, তাহাদের রোগেই ইহা দ্বিধা না করিয়া প্রয়োগ করিবে। এই সব স্থলে ইহা "টনিকের" ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে। মূত্রের সহিত অধিক পরিমাণ ফসফেট নির্গত হইলে এবং যে সকল যুবক দ্রুত বর্দ্ধিত হয় ও যাহাদের রক্তহীনতা আছে এবং যে সকল স্ত্রীলোক

বহু সন্তান প্রসব করিয়া দুর্ব্বলীভূত হইয়া পড়িয়াছেন অথবা সন্তানকে অধিক দিন স্তন্য দান জন্য যাঁহাদের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে, অতিরিক্ত রজঃস্রাব বা প্রদরস্রাব জন্য যাহাদের বলক্ষয় ও শরীরের শীর্ণতা জন্মিয়াছে তাঁহাদের পক্ষে ইহা সঞ্জীবনী সুধার ন্যায় ফলপ্রদ। ব্রঙ্কাইটিস ও পুরাতন শ্বাস-কাস প্রভৃতি রোগে অতিরিক্ত শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন হেতু দুর্ব্বলতা যক্ষ্মা জনিত উদরাময় ও নৈশ-ঘর্ম্ম এবং স্ফোটকাদি হইতে অতিরিক্ত পূয স্রাব, ইহা ব্যবহারে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

বার্দ্ধক্যহেতু স্নায়ুমণ্ডলের ক্ষয় নিবারণের ইহা শ্রেষ্ঠ ঔষধ (কালীফস ও এতৎ সহকারে ব্যবহার্য্য)। দীর্ঘকাল রোগভোগের পরবর্ত্তী শারীরিক দুর্ব্বলতা বিদূরিত করিতে, স্বপ্নদোষ ও হস্তমৈথুনের কুফল নিবারণ করিতে এবং স্ত্রীলোকদিগের দুর্দ্দমনীয় কামপ্রবৃত্তি নিবারণ করিতে ইহার অদ্ভুত ক্ষমতা। যুবতীদিগের কোরিয়া এবং ক্লেরোসিস রোগেও ইহা চমৎকার ফলপ্রদ। ক্ষয়কাস ও তৎসহ শরীরের শীর্ণতা, নৈশঘর্ম্ম ও রক্তকাস প্রভৃতি লক্ষণে এই ঔষধ নিম্নক্রমে (৬×) ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। বিবাহিত যুবকদিগের স্বপ্নদোষে এবং হস্তমৈথুনকারীদিগের পক্ষেও ইহা অতীব ফলপ্রদ। মস্তকাস্থির সংযোগস্থলে ও উপাস্থি দ্বারা অস্থির সংযোগস্থলে বেদনা, তৎসহ শীত শীত অনুভব, আর্দ্রতায় বৃদ্ধি, ঘর্ম্ম স্রাবের প্রবণতা এবং গ্রন্থির বিবৃদ্ধি ইহার বিশেষ প্রয়োগ লক্ষণ।

অস্থির সংযোগস্থলে বেদনা, বেদনাক্রান্ত স্থানের অবশতা ও সিড়্‌সিড়ানি এবং তৎসহ শীত শীত অনুভব, সহজেই ঘর্ম্মস্রাব ও গ্রন্থির স্ফীততার প্রবণতা, আর্দ্রতায় রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানে বেদনা, শরীরের শীতলতা (কিছুতেই শরীর উষ্ণ হয় না), এ গুলিও এই ঔষধের বিশেষ পরিচালক লক্ষণ।

ত্বকে এই পদার্থের অভাব ঘটিলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলপূর্ণ উদ্ভেদ বা গুটিকা প্রকাশ পায়; ক্যাল্কফস সূক্ষ্ম মাত্রায় ব্যবহার করিলে এগুলি বিদুরিত হইয়া থাকে।

রক্তহীনতা হইতে বেদনা ও আক্ষেপ ( Spasm ) উৎপন্ন হইলেও ইহা অতিশয় ফলপ্রদ।

কথন কথন দেহে এই পদার্থের (ক্যাল্ক-ফস) স্বল্পতা নিবন্ধন আমবাত ( Rheumatism ) জন্মে। সোডিয়ম ফসফেট ( Natrum Phos ) নামক লাবণিক পদার্থের অভাবই এই রোগের মুখ্য কারণ। উপযুক্ত পরিমাণে ন্যাটফস রক্তে বর্ত্তমান থাকিলে বাতরোগ জন্মিতেই পারে না। যখন রক্তে ফসফেট অব লাইমের ( Calcarea phos ) অভাব হয়, তথন প্রাকৃতিক নিয়মে সোডিয়ন ফসফেট হইতে অংশ বিশেষ আসিয়া স্বল্প মাত্র ফসফেট অব লাইমের সহিত সংমিলিত হয় এবং এই প্রকারেই অভাব পুর্ণ করিয়া থাকে। সোডিয়ম ফসফেট হইতে অংশ বিশেষ চ্যুত হইয়া ফসফেট অব লাইমের সহিত মিলিত হওয়ার সোডিয়ম ফসফেটের পরিমাণ কম হইয়া পড়ে। এজন্য বাতরোগে ক্যাল্ক-ফস অবশ্য প্রযুজ্য। সোডিয়ম ফসফেটের ( Natrum Phos ) এই ন্যূনতাই রিউমেটিজমের কারণ। ম্যাগ্নেসিয়া-ফস নামক লাবণিক পদার্থের সহিতও ফসফেট অব লাইমের ক্রিয়ার অনেকটা সৌসাদৃশ্য আছে। এজন্য ম্যাগফস প্রয়োগোপযোগী রোগে উহা দ্বারা বিশেষ কোন উপকার না দর্শিলে অনেক সময় ফসফেট অব লাইম দ্বারা উত্তম ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

## প্রধান প্রধান লক্ষণ।

**মন**—শিশুর অত্যন্ত ক্রোধ ও খিটখিটে স্বভাব। মানসিক চাঞ্চল্য; স্মৃতি ক্ষীণতা; চিন্তাসংগ্রহে অসমর্থতা। বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে মন ধাবিত হয়। হস্ত-মৈথুনকারী অথবা যাহারা পূর্ব্বে হস্তমৈথুন করিত, তাহাদের

ক্ষীণ স্মৃতিশক্তি (ক্যালী ফস) ; নিরুৎসাহিতা ও বিষণ্ণতা; একাকী থাকিতে ইচ্ছা এবং শোক, ক্রোধ ও প্রেমভঙ্গ জনিত নিরাশার পর এই ঔষধ ভাল খাটে। শিশুর ক্ষণরাগিতা ও দুর্ব্বলচিত্ত ; সহজে কোন বিষয় বুঝিতে অসমর্থ ; হাবার ন্যায় ব্যবহার।

**মস্তক**—শিরঃপীড়া সহকারে মস্তকে শীতলনানুভব। মস্তকে উত্তাপের স্বল্পতা, স্পর্শেও মস্তক ঠাণ্ডা অনুভূত হয়। মস্তকের উপর বরফ থাকায় ন্যায় শীতলতা অনুভব ; মস্তকশিখরে এবং কর্ণের পশ্চাতে বেদনা ; মস্তকে কষিয়া ধরার ন্যায় আট আট অনুভব। প্রাপ্ত যৌবনা দিগের (যখন প্রথম ঋতু প্রকাশ পায়) শিরঃপীড়া সহকারে অস্থিরতা ও স্নায়বীয়তা, মানসিক পরিশ্রমে বৃদ্ধি ও মস্তকের অস্থিসমূহের সংযোগস্থলে (suture) শিরঃপীড়ার প্রাবল্য, পাতলা ও কোমল করোটী (মাথার খুলি) বিলম্বে ব্রহ্মরন্ধ্রের সংযোজন বা উহার পুনরায় উদ্ঘাটন। শীতলতা সহকারে মস্তকে তুড়্তুড়ি বা সিড়্ সিড়্ অনুভব। মস্তক-শিখরে ক্ষত, শিরোঘূর্ণন (ফিরফস) মস্তিষ্কের শোথ (হাইড্রোকেফেলাস), কেশপতন টাকপড়া। মাথা সোজা করিয়া রাখিতে অসমর্থতা। মস্তকের বৃহত্ত্বতা। অনেক দিন পর্য্যন্ত শিশুর মস্তকাস্থির অসংযোজন (ফাঁকথাকা) এবং মস্তকাস্থির কোমলতা, হাতদিলে তুলতুলে বোধ হয়। সন্ধ্যাকালে মস্তক কণ্ডূয়ন। মস্তকে টাক পড়া। পেটফাঁপা সহ মাথাধরা। মানসিক শ্রমে ও শীতলতায় বৃদ্ধি। মস্তক শিখরে বরফের জল পতনের ন্যায় সিড় সিড়্ অনুভব। ঋতুপরিবর্ত্তনকালে মস্তিষ্ক লক্ষণের উপচয় (বৃদ্ধি) সন্ধ্যা-কালে মস্তকত্বকে কণ্ডূয়ন, বৃদ্ধদিগের শিরোঘূর্ণন, শিরঃপীড়া, হাঁচি দিলে উহার কিঞ্চিৎ উপশম। দ্বিতীয় বার দাঁত উঠিবার কালে শিরঃপীড়া। মস্তকের অস্থির সংযোগ স্থলে বেদনা, মস্তকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানে বেদনা।

**চক্ষু**—ক্রিম আলোকে চক্ষে স্পর্শ দ্বেষ। অক্ষি গোলকে বেদনা। চক্ষুর পাতার আক্ষেপ (ম্যাগফস)। তির্য্যকদৃষ্টি। চক্ষুর পাতায় উষ্ণতানুভব। রেটিনার পক্ষাঘাত বশতঃ দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা বা বিলুপ্ততা (ক্যালী-ফস)। চক্ষুর স্নায়ুশূলে ম্যাগ-ফসে উপকার না হইলে ইহা ব্যবহার্য্য। চক্ষুর প্রদাহ অথবা অপরিচ্ছন্ন দৃষ্টি, বিশেষতঃ স্ক্রফিউলাগ্রস্ত রোগীর; আলোকাসহ্যতা। কর্ণিয়ায় ক্ষত। গ্যাসের আলো চক্ষে সহ্য হয় না। প্রদাহের পর চক্ষুর অস্বচ্ছতা। এমোরোসিস বা দর্শন-স্নায়ুর পক্ষাঘাতজন্য অন্ধতা; চক্ষুরছানি। রেকাইটিস বা স্ক্রফিউলা ধাতুর শিশুদের কৌলিক এম্বিওপিয়া বা দৃষ্টির অপরি চ্ছন্নতা।

**কর্ণ**—গ্রীবাগ্রন্থির স্ফীততা সহকারে মুখমণ্ডলে অবিরাম মৃদু বেদনা। কর্ণবেদনা সহকারে ক্যাল্‌-ফসের প্রকৃতিসিদ্ধ অণ্ডলালের ন্যায় ক্ষতকর পূয স্রাব। স্ক্রফিউলাগ্রস্ত রোগীর কর্ণমূল গ্রন্থির অতিশয় স্ফীততা লক্ষণে ইহা সমধিক উপযোগী। কর্ণের স্ফীততা; জালা ও কণ্ডুয়ন। কর্ণে অবরুদ্ধতানুভব। যদি শরীরের শীর্ণতাসংযুক্ত কোন প্রকার ক্ষয়কর রোগের সহিত রোগীর কর্ণ হইতে পাতলা ও দুর্গন্ধি স্রাব নিঃসৃত হইতে থাকে, তবে ইহার ন্যায় উৎকৃষ্ট ও ফলপ্রদ ঔষধ আর নাই। যক্ষ্মাগ্রস্তদিগের পক্ষে ক্যাল্ক-হাইপো-ফস অধিকতর উপযোগী। শ্রুতিশক্তির বিলোপ সহ কর্ণে নানা প্রকার শব্দ শ্রুত হয়। কর্ণের চতুর্দ্দিকের অস্থিতে বেদনা। কর্ণ রোগের সহিত গলার রোগ সংশ্লিষ্ট। কর্ণে অবিরাম বেদনা।

**নাসিকা**—বৃহৎ সবৃন্ত নাসার্ব্বুদ। নাসাভ্যন্তরের প্রদাহ ও অতিশয় স্ফীততা (সিলি)। নাসাগ্রের বরফের ন্যায় শীতলতা। মস্তকের প্রতিশ্যায় সহকারে অণ্ডলালের ন্যায় স্রাব নিঃসরণ। পশ্চাৎ নাসাবিবর

হইতে ( posterior nares ) গাঢ় দুশ্ছেদ্য আঙলালিক স্রাব নিঃসরণ, এজন্য পুনঃ পুনঃ কাসিয়া উহা তুলিয়া ফেলিবার আবশ্যকতা। বিমুক্ত বায়ুতে বৃদ্ধি। ক্ষীণরক্ত ব্যক্তিদিগের সহজে সর্দ্দিলাগে ( ফির ফস )। পুতিনস্য ( ক্যাল্কফ্লোর সহ ); অপরাহ্নে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব। নাসিকা হইতে দুর্গন্ধ নিঃসরণ।

**মুখমণ্ডল**—মুখমণ্ডলের পাণ্ডুবর্ণ সহ শীতলঘর্ম্ম। মৃদ্বর্ণ মুখমণ্ডলের বাত, রাত্রিতে উহার বৃদ্ধি। ব্রণ বা ফুস্কুড়ি। তুড় ভুড়ি অনুভব সহকারে বেদনা। শীতলতা; অবশতানুভব। চট চটে ও শীতল ত্বক। বৃক (Lupus নাসিকা ও মুখমণ্ডলের প্রসারণশীল রক্তবর্ণ পীড়কা বিশিষ্ট একপ্রকার রোগ )। মুখমণ্ডলের উত্তপ্ততা। যুবক ও প্রাপ্ত যৌবনাদিগের বয়োব্রণ; ফুস্কুরি; মুখমণ্ডলেব ছিন্নকর ও নিষ্পেষণবৎ বেদনা (ম্যাগ-ফস)। কষ্টকর দন্তোদগমকালীন শিশুর মুখমণ্ডলের পাণ্ডুরতা। কর্ণমূল গ্রন্থির স্ফীততা। মুখমণ্ডলের বসাবৃতের ন্যায় ( greasy ) আকৃতি। উর্দ্ধহনু অস্থির ( upper-jaw ) বেদনা; রাত্রিকালে উহার বৃদ্ধি।

**মুখমধ্য**।—প্রাতে মুখে বিরক্তিকর স্বাদ ( ন্যাট-ফস )। তিক্তাস্বাদ সহ শিরঃপীড়া, উপরের ওষ্ঠের স্ফীততা ও বেদনা। টন্সিলের বেদনা জন্য হাঁ করিতে অনিচ্ছা বা অসামর্থ্য।

**দন্ত**।—দাঁত উঠিতে বিলম্ব (ক্যাল্কফ্লোর)। ক্যাল্ক-ফস দাঁতের একটী প্রধান উপাদান। ইহার অভাব বা স্বল্পতা ঘটিলেই দাঁত উঠিতে অতিশয় কষ্ট ও বিলম্ব হয়। এরূপাবস্থায় সময় সময় আক্ষেপ এবং অন্যান্য উপসর্গও জন্মিতে পারে। এজন্য বালকদিগের দন্তোদগম কালীন পীড়ায় ইহা প্রধান ঔষধ ( ম্যাগ ফস ); দাঁতের উঠিবা মাত্রই ক্ষয় প্রাপ্তি। রন্ধ্র করণের ন্যায় বেদনা ও রাত্রিতে উহার বৃদ্ধি (সিলি) মাড়ীর স্ফীততাযুক্ত বেদনা। দাতের সকল প্রকার রোগেই ইহা প্রধান ঔষধ। মাড়ির স্ফীততা,

মাড়ির পাণ্ডুরতা থাকিলে ইহা বিশেষরূপে উপযোগী (মুলার)। দন্তোদ্ভেদ কালীন আক্ষেপে ম্যাগ ফস সহ ব্যবহার করিলে উৎকৃষ্ট ফলদর্শে।

**জিহ্বা।**—জিহ্বার স্ফীততা ( ক্যালীমিউ ) আড়ষ্টতা ও অবশতা। জিহ্বার অগ্রভাগে ফোস্কা ও ফুস্কুড়ি এবং বিদারণ। প্রাতে তিক্তাস্বাদ সহ শিরঃপীড়া।

**গল-মধ্য।**—গলার বাহ্যগ্রন্থির স্ফীততা ও বেদনা। গলগণ্ডের ইহা প্রধান ঔষধ ( ন্যাট মিউর )। আলজিহ্বার পুরাতন বিবৃদ্ধি। ডাঃ চ্যাপম্যান বলেন শ্বাস রোধের আশঙ্কায় প্রারম্ভাবস্থার ব্যবহার করিয়া তিনি ইহাদ্বারা উত্তম ফল পাইয়াছেন। গ্রন্থির বেদনা, এজন্য ঢোক গিলিতে কষ্ট। মুখ ও জিহ্বার শুষ্কতা সহকারে পিপাসা। ঢোক গিলিতে গলায় খোঁচামারার মত ও ক্ষতবৎ বেদনা, স্থায়ী স্বরভঙ্গ। কথা বলিবার সময় অনবরত গলা খেকারি ও গলা পরিষ্কার করিবার আবশ্যকতা ; গলায় চাঁচিয়া যাওয়ার ন্যায় বেদনা। ধর্ম্মযাজক ও বক্তাদিগের স্বরভঙ্গের ইহা একটী প্রধান ঔষধ ( ফিরফসের সহিত পর্য্যায়ক্রমে )। পুরাতন প্রতিশ্যায়ে নাসিকার পশ্চাৎরন্ধ্র হইতে প্রভূত স্রাব নিঃসরণকালে স্বরযন্ত্রে ও গল-নলীতে জ্বালাকর ও ক্ষতবৎ বেদনা। টনসিলের পুরাতন বিবৃদ্ধি, গল-ক্ষত। গলার খরস্পর্শতা, এজন্য ঢোক গিলিতে অসুবিধা ; গলায় জ্বালা। প্রথম কোন কিছু গিলিবার সময় বা শূন্য নিগীরণে গলায় জ্বালা ও শুষ্কতানুভব। গলা ও নাসিকা হইতে দুশ্চেদ্য আঠা আঠা শ্লেষ্মা নিঃসরণ।

( গিলিবার সময় নিম্নাভিমুখে জ্বালার প্রসারণ লক্ষণে ক্যান্থ ; শূন্য ঢোক গিলিবার সময় বেদনায়, সিমিসি )। গলক্ষত সহ সন্ধ্যাকালে গলায় সুড়সুড়ি ও কাস ; শয্যায় শয়ন করিলে এই কাসের বৃদ্ধি। অধিক ক্রন্দন অথবা দৌড়াইবার পর গলার অভ্যন্তরে যেরূপ সঙ্কোচন

অনুভূত হয় গলার ভিতরে তদ্রূপ সঙ্কোচন অনুভব। প্রাতে নিদ্রা হইতে জাগরণ মাত্র গলায় ক্ষতবৎ বেদনা, দক্ষিণ পার্শ্বে উহার বৃদ্ধি। প্রাতরাহারের পর উহার তিরোধান। সর্দ্দি লাগিলেই রোগীর গলায় অভ্যন্তরে শুষ্কতা ও ক্ষতবৎ বেদনা অনুভব। গলায় এবং বক্ষঃস্থলে সুচিবিদ্ধবৎ বেদনা। টন্সিলের পাণ্ডুরতা, শিথিলতা ও স্ফীততা তৎসহ মধ্যকর্ণের প্রদাহ। খাদ্য অথবা উষ্ণ পানীয় গলাধঃকরণ অপেক্ষা লালা গিলিতে অধিক কষ্ট ( মার্কসল )।

**আমাশয়।**—আহারের পর আমাশয়ে জ্বালা ও বেদনা। ভুক্তদ্রব্য আমাশয়ে ( ষ্টমাক ) পৌছিবার পর পিণ্ডবৎ রহিয়াছে এ প্রকার অনুভব। আমাশয়ে গুরুত্ব ও জ্বালা। যৎসামান্য আহারেই বেদনার বৃদ্ধি ( ফিরফস )। স্পর্শে আমাশয়ে ক্ষতবৎ বেদনা। শীতল পানাহারে বেদনার বৃদ্ধি, উষ্ণতায় উপশম ( ম্যাগ-ফস )। অস্বাভাবিক ক্ষুধা, কিন্তু খাইলে অসুখ করে। আমাশয় প্রদেশে নিমগ্নতা অনুভব। অগ্নিমান্দ্য, কিছু খাইলে বা ঢেকুর উঠিলে বেদনার সাময়িক উপশম। শিশুদিগের দধির ন্যায় অম্ল বমন ( ন্যাট ফস ) ও সর্ব্বদা জলপানের ইচ্ছা। আমাশয়ে বায়ু সঞ্চয়। এই ঔষধ ভুক্তদ্রব্য পরিপাকে বিশেষ সাহায্য করে। এজন্য টাইফয়েড ফিভারের পরে পরিপাক শক্তির দুর্ব্বলতা জন্মিলে ব্যবহৃত হয়। শীতল পানীয়ের পর বমন। পরিপাকে বিশৃঙ্খলা সহকারে শিরঃপীড়া। বাতোদ্গার। পাকস্থলীর উপদ্রব সংযুক্ত অগ্নিমান্দ্য। আহারান্তে ক্যাল্ক-ফস ১ x এক গ্রেণ মাত্রায় সেবন করিলে পেটে বায়ু জন্মিতে পারে না। অগ্নিমান্দ্য ( আহারান্তে বাতোদ্গারে সাময়িক কিছু উপশম বোধ করিলে ) এই ঔষধ প্রযুজ্য। লোনা ও ধূমশুষ্ক মাংস ভক্ষণের স্পৃহা। শিশুর

শরীরের শীর্ণতা; মেসেন্টি্ক গ্রন্থির বিবৃদ্ধি। প্রতিবার আহারের চেষ্টায়ই উদর বেদনা উপস্থিত হয়। উপবাস করিলে মেরুদণ্ডে বেদনা।

**উদর এবং মল**—শিশুদিগের দন্তোদ্ভেদকালীন অতিসার; উদর বেদনা সহকারে শেওলা শেওলা অপরিপাচিত সবুজ বর্ণ মলস্রাব (ন্যাট-ফস)। শিশু-বিসূচিকা। যে সকল দ্রব্য খাওয়া উচিত নয়, শিশু তাহাই খাইতে চায়। উত্তপ্ত, দুর্গন্ধ ও সশব্দে নির্গত হয় এরূপ মল (ক্যালীফস), এই মল সূক্ষ্ম কণার আকারে চারিদিকে ছিটকাইয়া পড়ে (sputtering)। গ্রীষ্মকালীন অতিসার, কাঁচা ফল ভক্ষণের পর অতিসার; উদরের নিমগ্নতা। মুখমণ্ডলের পাণ্ডুরতা ও শিশুর খিটখিটে স্বভাব। নাভির নিকটে বেদনা। দুগ্ধপানকালে শিশুর ক্রন্দন। শীর্ণতা। শিশু উদর পরিতোষ করিয়া খায়, কিন্তু উত্তরোত্তর আরও শীর্ণ হইয়া পড়ে। পুনঃ পুনঃ নিষ্ফল মলবেগ কিন্তু মলত্যাগ করিতে গেলে কিছুই বাহির হয় না। (ক্যালীফস, ম্যাগ ফস)। বিদ্যালয়ের বালিকাদিগের শিরপীড়া সহকারে অতিসার। বৃদ্ধ এবং শিশুদিগের কোষ্ঠকাঠিন্য সহ কঠিন মল। কণ্ডূয়নকর বাহ্যবলি সংযুক্ত অর্শ (ক্যাল্ক-ফ্লোর, ফির-ফস)। অর্শ হইতে অণ্ডলালের ন্যায় স্রাব নিঃসরণ (বিশেষতঃ রক্তহীন ব্যক্তিদিগের)। গুহ্যদ্বার বিদারণ (ক্যাল্ক ফ্লোর)। মলদ্বারে বেদনাবিহীন নালী ঘা, দুর্গন্ধি মল (ক্যালীফস); সরলান্ত্রে শূলবেদনা ও মলত্যাগান্তে বেদনা। রাত্রিতে ও ঋতুপরিবর্ত্তনকালে লক্ষণের বৃদ্ধি (সিলি)। পিত্তশীলার (ষ্টোন) উৎপত্তি নিবারণে ইহা বিশেষ উপযোগী। ভগন্দর ও শ্বাসযন্ত্রের রোগের পর্য্যায়ক্রমে উপস্থিতি। যে সকল

লোকের প্রতি ঋতুপরিবর্ত্তন কালে প্রতি সন্ধিস্থানে বেদনা জন্মে তাহাদের ইহা পক্ষে বিশেষ উপযোগী। কোষ্ঠকাঠিন্য, রক্তসংযুক্ত কঠিন মল, বিশেষতঃ বৃদ্ধদিগের। রক্তহীন ব্যক্তিগণের হার্ণিয়া। মলের সহিত দুর্গন্ধি পুয নিঃসরণ। মলত্যাগের পর কট্যাস্থির নিম্নাংশে প্রবল বেদনা উপস্থিত হয় ও রাত্রে শয্যায় না যাওয়া পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকে। ক্ষয় রোগ সংশ্লিষ্ট অতিসার। মধ্যান্ত্র-গ্রন্থির গুটিকা রোগ বশতঃ শরীর ক্ষয় ( টেবিস মেসেণ্টেরিকা )।

**মূত্র**—প্রগাঢ় বর্ণ বিশিষ্ট মূত্র। অবিরত মূত্রপ্রবৃত্তি, তৎসহ মূত্রাশয়ের গ্রীবাদেশে ও মূত্রনালীদিয়া তীব্র কর্ত্তনবৎ বা তীরবিদ্ধবৎ বেদনা ( ফির-ফস )। মূত্র বৃদ্ধি। মূত্রে অণ্ডলাল থাকিলে এই ঔষধ অতিশয় উপকারী ( কালী-ফস ) এবং মেনের সহিত ক্যাল্কফসের রাসায়নিক সম্বন্ধ আছে, এজন্য ব্রাইটস ডিজিজে ইহা অতিশয় উপকারী ( কালীফস )। মূত্রে ফস্ফেটিক অধঃক্ষেপ থাকিলে অন্তর্ব্বর্ত্তী ঔষধ স্বরূপ সাবস্তুত। শয্যায় মূত্রত্যাগ। সর্ব্বাঙ্গীন দুর্ব্বলতা। দুর্ব্বলতাসহ বৃদ্ধ ও শিশুদের অবারিত মূত্র স্রাব )। কুরণ্ড। মূত্র শীলা বা পাথরী রোগে ইহা ব্যবহারে মূত্র শিলার পুনরুৎপত্তি নিবারিত হয়।

**পুং জননেন্দ্রিয়**—অণ্ডের স্ফীততা। হস্তমৈথুনের কুফল। অন্ত্রবৃদ্ধি ( ক্যাল্ক-ফোর )। অণ্ডের অতিশয় কণ্ডূয়ন, লোলিততা ঘর্ম্মাক্ততা ও স্পর্শদ্বেষ। পুরাতন প্রমেহ এবং গ্লীট। অণ্ডের শোথ। মূত্রনালী হইতে যে কোন প্রকারের আণ্ডলালিক স্রাবেই ( ডিম্বের শ্বেতাংশের ন্যায় ) ইহা সুপ্রযোজ্য। বিবর্দ্ধিত মৈথুনপ্রবৃত্তি। যন্ত্রণাকর লিঙ্গোচ্ছ্বাস। প্রমেহ জনিত আমবাত। প্রমেহ জনিত বাতের প্রকৃতি আর্দ্র-ঋতু পরিবর্ত্তনে বৃদ্ধি ( মেডো )। কুরণ্ড। অণ্ডের স্ফীততা।

**স্ত্রীজননেন্দ্রিয়**--জরায়ুর নিম্নাভিমুখে নির্গমন অথবা অপর কোনও প্রকার স্থানবিচ্যুতি বশতঃ জরায়ু-প্রদেশে দুর্ব্বলতানুভব ( ক্যাল্ক-ফ্লোর, ক্যালী ফস )। জরায়ুতে অবিরাম মৃদু বেদনা ( একিং পেইন)। স্ত্রীঅঙ্গে দপ্‌দপানি এবং তৎসহ বিবর্দ্ধিত সঙ্গমেচ্ছা, বিশেষতঃ ঋতুর পূর্ব্বে। সকল প্রকার শ্বেত-প্রদরেই, ধাতু দোষ সংশোধনের নিমিত্ত ইহা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। শ্বেত প্রদরে এল্‌বুমেনের ন্যায় অথবা সরের ন্যায় স্রাব নিঃসরণ। নড়িতে চড়িতে অনিচ্ছা। বিদাহী স্রাব, ঋতু অথবা কামোত্তেজনার পর বৃদ্ধি। রক্তহীন যুবতীদিগের নিয়মিত সময়ের বহু পূর্ব্বে বা বহু পরে ঋতু স্রাব। দুই সপ্তাহ পর পর উজ্জ্বল লোহিত ঋতু স্রাব। ঋতুকালে.কটিবেদনা। ঋতুকালে প্রসব বেদনার ন্যায় বেদনা (ম্যাগফস) (এতন্নিবারণে ফির ফস )। ঋতুকালে মুখমণ্ডলের আরক্ততা এবং হস্ত পদের শীতলতা (ফির-ফস) স্তন্যদানকালে ধাতুস্রাব ; ঋতুস্রাবের পূর্ব্বে ও পরে প্রসববেদনার ন্যায় বেদনা ; সময় সময় মল ও মূত্রত্যাগের পরও এইরূপ বেদনা উপস্থিত হয়। যোনিতে জ্বালা। স্তনের কঠিনতা। যোনিত দপ দপ অনুভব, প্রবল চুলকানি ও তজ্জন্য কৃত্রিম মৈথুনের প্রবৃত্তি রজলোপ। জরায়ুর বেদনা সহ প্রবল কটি বেদনা।

**গর্ভ**।—গর্ভাবস্থায় হস্তপদে অবিরাম মৃদু বেদনা ; স্তন্যদুগ্ধের বৈগুণ্য। গর্ভাবস্থায় ও প্রসবান্তে শরীরের অতিশয় শীর্ণতা। জলের ন্যায়, নীলাভ অথবা লবণাক্ত স্বল্প দুগ্ধস্রাব ( ন্যাটমিউর ), তাই শিশু মাই টানিতে চায়না। শিশু পুনঃ পুনঃ দধির ন্যায় জমাট অম্ল দুগ্ধ বমন করে। স্তন-ক্ষত ( ফির-ফস )। প্রসবান্তিক এবং দীর্ঘকাল স্তন্য দানের পরবর্ত্তী দুর্ব্বলতা দূর করিবা জীবনীশক্তি প্রতিষ্ঠার্থ ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে ( ক্যালী ফস )। স্তনে জ্বালাকর ও ক্ষতবৎ বেদনা। শীর্ণা ও দুর্ব্বল রমণীদিগের জরায়ু নির্গমন। দীর্ঘকাল

স্তন্যদানের পরবর্ত্তী স্বরের ক্ষীণতা, কাসি, দুর্ব্বলতা ও স্কন্ধাস্থিদ্বয়ের মধ্যভাগে বেদনা, গর্ভাবস্থায় সর্ব্বাঙ্গীন দুর্ব্বলতা।

**শ্বাস-যন্ত্র।**—কাস সহকারে এল্‌বুমেনের ন্যায় শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন। স্বরভঙ্গ সহ দিবারাত্র শুষ্ককাস। পুরাতন কাস। যক্ষ্মার প্রারম্ভাবস্থায়। কাসরোগের দুর্ব্বলতায় এবং শীর্ণতায় অন্তর্ব্বর্ত্তী ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। দুর্দ্দম্য হুপিংকাস। ফুসফুসে আমবাতিক বেদনা। অনৈচ্ছিক হাঁইতোলা। ক্ষয় রোগে গলার শুষ্কতা ও ক্ষতবৎ বেদনা। তৎসহ হস্তপদের শীতলতা। নৈশ ঘর্ম্ম, বিশেষতঃ গলায় ও শিরোদেশে (সিলি, ন্যাট-মিউ)। খক্ খক্ করিয়া কাসিয়া গলা পরিষ্কার করিতে হয়। রক্তহীন ব্যক্তিদিগের এবং শিশুদিগের দন্তোদ্গমকালীন কাসি। ভগন্দর সহ শ্বাসযন্ত্রের রোগ। স্পর্শে বক্ষে ক্ষতবৎ বেদনা, আয়াসিত শ্বাস প্রশ্বাস এবং বক্ষে আকর্ষণবৎ বেদনা সহ বুকাস্থি (ষ্টার্ণম) ও কণ্ঠাস্থির (ক্লেভিকেল) নিম্নে বেদনা। রক্তহীন রোগীদিগের আশঙ্কিত যক্ষ্মা। দুর্ব্বল শিশুদিগের দন্তোদ্ভেদকালীন হুপিংকাস। শিশুদিগের শ্বাস-রোধক কাস, শয়নে উহার উপশম ও উপবেশন বৃদ্ধি। স্তন্যপানের পর শিশুদিগের শ্বাসরোধের আক্রমণ, ক্রন্দনের পর উহার আরও বৃদ্ধি, মুখমণ্ডল নীলবর্ণ হইয়া উঠে। তৎপর বক্ষের শিথিলতা, দ্রুত, হ্রস্ব আয়াসিত শ্বাস। বিলম্বিত দন্তোদ্গমের ফল স্বরূপ (retarded dentition) গ্লটিস অর্থাৎ স্বরযন্ত্রে মুখের আক্ষেপ।

**রক্ত সঞ্চালন যন্ত্রে।**—হৃৎপিণ্ডের প্রায় সকল প্রকার রোগেই অন্তর্ব্বর্ত্তী ঔষধ রূপে ব্যবহৃত হয়। উৎকণ্ঠা সহ হৃৎপিণ্ডের দপ্ দপ্, তৎপর দুর্ব্বলতা; রক্তে শ্বেতকণিকার আধিক্য। রক্তসঞ্চলনের অসম্পূর্ণতা। শরীরের কোন কোন অংশে রক্ত সঞ্চালিত হয় না।

ঐ সব স্থানের অবশতা। শ্বাস গ্রহণকালে হৃৎপ্রদেশে তীব্র বেদনা। হৃৎপিণ্ডের অণ্ডাকার ছিদ্রের (foramen ovale) অনবরুদ্ধতা।

**পৃষ্ঠ এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ।**—পৃষ্ঠ এবং হাত পায়ের প্রায় রোগেই ক্যাল্ক-ফস অতি সুন্দর ফল দর্শায়। "হাড়ের ঔষধ" ইহার এই নাম এইখানেই সুপ্রযোজ্য। কেননা, এই সকল স্থান প্রধানতঃই অস্থিনির্ম্মিত। মেরুদণ্ডের বক্রতা। হাতপায়ের অবশতা। সন্ধি-স্থানের বেদনা ও কামড়ানি। হাত পায়ে শীতল জল ঢালিয়া দেওয়ার ন্যায় শীতলতানুভব। হাড়ে বিশেষতঃ জঙ্ঘার সম্মুখস্থ হাড়ে বেদনা। রাত্রিতে এবং শীতল আর্দ্র ঋতুতে বৃদ্ধি। সন্ধি স্থানের এবং গ্রীবাপৃষ্ঠের আমবাতিক বেদনা, রাত্রিতে অথবা বিশ্রামকালে এই বেদনার অতিশয় বৃদ্ধি। কটি-বাত (ফির-ফস)। সামান্য ঠাণ্ডা বাতাস লাগিলেই গ্রীবার আমবাতিক বেদনা ও স্তব্ধতা। ভারী কিছু উত্তোলন করিবার কালে অথবা নাকে ফোঁৎ করিলে ঘাড়ে, গলায়, কটিতে এবং বৃক্কক-প্রদেশে আক্ষেপিক বেদনা। মেরুদণ্ডের বক্রতা, বিশেষতঃ যুবতী কুমারীদিগের যৌবনোন্মুখকালে। স্পাইনা-বাইফিডা। কটি এবং নিতম্বপ্রদেশে ঝাঁজিলাগা। স্কন্ধ এবং স্কন্ধাস্থিদ্বয়ে এবং বাহুদ্বয়ে ক্ষতবৎ বেদনা। বাহু উত্তোলনে অসামর্থ্য। কনুই পর্য্যন্ত তীরবিদ্ধবৎ বেদনা। নখমূলে ক্ষতবৎ বেদনা। প্রকোষ্ঠে (অগ্রবাহু, fore arm), মণিবন্ধে (wrist), হস্তাঙ্গুলীতে, বিশেষতঃ বৃদ্ধাঙ্গুলীতে আক্ষিপ্তবৎ বেদনা। গ্রন্থিবাত জনিত অঙ্গুলী সন্ধিতে চূর্ণময় পদার্থ সঞ্চয় (nodosity) শীতলতা অথবা অবশতাযুক্ত সন্ধির বাত। ঋতুপরিবর্ত্তনকালে বাতের বৃদ্ধি, বসন্তকালে উপশম, শরৎকালে প্রত্যাবৃত্তি। রোগাক্রান্ত স্থানের অবশতা অথবা পিপীলিকা বিচরণের ন্যায় ভুড় ভুড়ি। রোগাক্রান্ত

অঙ্গে ঝাঁঝিলাগার ন্যায় অবশতা। দুর্ব্বলতা সহ সর্ব্বাঙ্গে কামড়ানি (aching)। আমবাতিক বেদনায় স্থান-বিকল্পশীলতা (সঞ্চরমানতা) উরুর কামড়ানি। হাঁটুতে বেদনা, বিচরণকালে বৃদ্ধি। নিম্নাঙ্গের অবশতা। পদদ্বয় বরফের ন্যায় শীতল। স্কন্ধাস্থিতে বেদনা। জঙ্ঘায় খালধরা, গোড়ালিতে সন্ধি বিচ্যুতির ন্যায় (dislocation) অনুভব। সন্ধিস্থানের বসাময় দ্রব্যের প্রদাহ। শিরামুণ্ড (সাইনোভাটিস)। কটিদেশে স্ফোটক। উপদংশমূলক অস্থিবেষ্ট প্রদাহ অথবা ক্ষত। অস্থির কোমলতা বশতঃ শিশুদিগের হাঁটা শিখিতে বিলম্ব। শিশুদেব পদেব বক্রতা। শিশুর বক্র গ্রীবা। অস্থির ভগ্নতা। রিকেটস্। উপদংশদোষ বশতঃ অস্থিবেষ্টের প্রদাহ। অস্থির বা সন্ধির গম্ভীরমূল ক্ষত। রাত্রিতে অস্থির স্নায়ুশূল (সিলি)। হাত পায়ের বেদনা বশতঃ অস্থিরতা, নড়িলে চড়িলে উপশম। প্রাতে নিদ্রা হইতে জাগ্রত হওয়া মাত্র কটিদেশে বেদনা অনুভব।

স্নায়ুমণ্ডল।—রাত্রিকালে প্রত্যাবর্ত্তনশীল স্নায়ুশূল। এই বেদনা আবেশে আবেশে উপস্থিত হয়। উদর বেদনা, আক্ষেপ ইত্যাদি (ম্যাগফস বিফল হইলে)। শিশুদিগের দন্তোদ্গমকালীন আক্ষেপ। আমবাত সহকারে পক্ষাঘাত। রোগীর অতিশয় অবসন্নতা ও ক্লান্তি অনুভব। কর্ম্মে অথবা উচ্চে উঠিতে অপ্রবৃত্তি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানে বেদনা; রাত্রিকালে বেদনার অতিশয় বৃদ্ধি, তৎসহকারে অবশতা, শীতলতা ও ভুড় ভুড়ি। বিদ্যুতের ন্যায়, কখন কখন বা জলবিন্দু পাতের ন্যায় বেদনা সকল স্থানে ছড়াইয়া পড়ে। হস্তপদাদির কম্পন। তরুণ রোগের পরবর্ত্তি দুর্ব্বলতা। এপিলেপ্সি। ছিন্নকর বেদনা, ঋতুপরিবর্ত্তন কালে উহার বৃদ্ধি। বেদনাক্রান্ত স্থানের অবশতা ও ভুড় ভুড়ি।

তড়িতাঘাতের ন্যায় বেদনা। তরুণ রোগের পর অত্যন্ত ক্লান্তি। দৌর্ব্বল্য জন্য প্রাতে শয্যা হইতে উঠিতে অনিচ্ছা। সর্ব্বপ্রকার আক্ষেপেই ( spasm ) ম্যাগ-ফস বিফল হইলে ইহা অবশ্য প্রযুজ্য। আমবাত জনিত অবশতা বা পক্ষাঘাত।

ত্বক।—ত্বকে অণ্ডলালের ন্যায় স্রাবশীল উদ্ভেদ। কণ্ডূয়নকর নূতন বা পুরাতন ফুস্‌কুড়ি। বৃদ্ধদিগের গাত্রকণ্ডূয়ন। যোনিকণ্ডূয়ন; কোন প্রকার চর্ম্মরোগ ব্যতীত গাত্রের অতিশয় কণ্ডূয়ন। পীতাভ শ্বেত মস্তক বিশিষ্ট পামা। সমগ্র মুখমণ্ডল ব্রণে পরিপূর্ণ। শুষ্ক ত্বক। স্নানের পর ত্বকের কণ্ডূয়ন, আরক্ততা ও জ্বালা। পৃষ্ঠবংশীয় দুর্ব্বলতা বশতঃ হস্তের ঘর্ম্মাক্ততা। বুক; আণ্ডলালিক স্রাবসহ অথবা তদ্ব্যতীতই কণ্ডূয়ন ( ন্যাটমিউর )। মেহেতো ( ১x ক্রমের বিচূর্ণ ১০ গ্রেণ, পরিশ্রুত জল ১ ড্রাম বাহ্য প্রয়োগ ) রক্তবর্ণ মুখদূষিকা ( একনি রোজেসিয়া )। সর্ব্বাঙ্গে তাম্রবর্ণ পীড়কা। দদ্রু। তরুণ বা পুরাতন হার্পিজ। লুপঃস, গাত্রকণ্ড।

নিদ্রা।—কৃমি বশতঃ অস্থির নিদ্রা ( ন্যাটফস )। প্রাতে নিদ্রালুতা; সকালে জাগরিত হওয়া যায় না। সুস্পষ্ট স্বপ্ন। শিশুদিগের নিদ্রিতাবস্থায় চিৎকার, হাঁইতোলা ও হস্তপদ প্রসারণ করা। বৃদ্ধদের নিদ্রালুলতা সহ বিষাদময় চিন্তা।

জ্বর)—প্রারম্ভাবস্থায় শীত ও কম্প ( ফির ফস )। প্রভূত ঘর্ম্ম। যক্ষ্মারোগে প্রচুর নৈশঘর্ম্ম। শরীরে এবং মুখমণ্ডলে আঠা আঠা ঘর্ম্ম। টাইফয়েড ফিভার ও অপরাপর জ্বরের পর ক্ষয়ের ক্ষতিপূরণার্থে ব্যবহৃত হয়। সিড সিড় করিয়া শীত ও কম্প উপস্থিত হয়। মুখমণ্ডলে শীতল ঘর্ম্ম ও অঙ্গের অতিশয় শীতলতা। স্ক্রফিউলাগ্রস্ত শিশুদিগের পুরাতন সবিরাম জ্বর। সর্ব্বাঙ্গের বরফের ন্যায় শীতলতা, বিশেষতঃ পদদ্বয়ের।

হ্রাস-বৃদ্ধি।—শীতলতা, নড়া চড়া এবং ঋতুপরিবর্ত্তন কালে লক্ষণের বৃদ্ধি এই ঔষধের বিশেষ লক্ষণ। আর্দ্রতায় এবং ঠাণ্ডা লাগিলেই রোগীর লক্ষণের উপচয় (বৃদ্ধি) জন্মে। অধিকাংশ লক্ষণই শয়নে বা বিশ্রামে উপশমিত হইয়া থাকে।

আময়িক প্রয়োগ।—রক্তহীনতা ও ক্লোরোসিস্ রোগে রক্তে নূতন লোহিত কণা নির্ম্মাণের জন্য এবং শুষ্ক শীর্ণ লোলিত-চর্ম্ম বালকদিগের রোগে এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া আশাতিরিক্ত ফল পাওয়া গিয়াছে। অস্থির কোমলতা, ভঙ্গপ্রবণতা ও ভাঙ্গা হাড় সহজে জোড়া না লাগিলে এই ঔষধে অতি সুন্দর ফলদর্শে। স্ক্রফিউলা, রিকেটস; অজীর্ণতা জন্য শরীরের শীর্ণতা, অস্থির ক্ষত, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিলম্বে বৃদ্ধি বা অসম্পূর্ণ বিকাশ, বহুপাদ (নাসা বা জরায়ুর পলিপাস), শ্লৈষ্ম যন্ত্রের রোগ, শীর্ণতা হরিৎপাণ্ড ও রক্তহীনতা এবং অস্থির সকল প্রকার রোগেই ইহা অবশ্য প্রয়োগ করিবে। রাত্রিতে ও শীতল ঋতুতে এই ঔষধের লক্ষণের বৃদ্ধি জন্মে। উষ্ণস্থানে ও উষ্ণ ঋতুতে উপশম। রক্তে শ্বেতকণার আধিক্য থাকিলে ইহা অতিশয় ফলপ্রদ। যে সকল শিশুর কথা কহিতে ও হাঁটা শিখিতে বিলম্ব হয় ও যাহারা উপযুক্ত সময়ে বাড়েনা, তাহাদের পক্ষে এই ঔষধ অত্যাবশ্যক। যুবকদিগের স্বপ্নাবস্থায় বা অজ্ঞাতসারে শুক্রপাত (স্বপ্নদোষ)।

ক্রম—৩x, ৬x, ১২x ৩০x ও ২০০x ক্রমের বিচূর্ণ বা ট্যাবলেট ব্যবহার্য্য। সাধারণতঃ এই ঔষধের ৩x ও ৬x ব্যবহারেই উত্তম ফল পাওয়া যায়। ৩০x ও ২০০ ব্যবহার করিয়াও চিকিৎসা ক্ষেত্রে উত্তম ফল পাওয়া গিয়াছে। সুসলার সাধারণতঃ ৬x ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন (অধিক মাত্রায় এই ঔষধ ব্যবহৃত হয় না উহাতে বরং

অপকারই হয় )। অধিক দিন সমানে এই ঔষধ ব্যবহার করার মূত্রশিলা উৎপন্ন হইয়া থাকে। বয়স্ক বা বৃদ্ধদিগের পক্ষে এই ঔষধ নিম্নক্রমে ব্যবহার নিষিদ্ধ।

**সম্বন্ধ**—এই ঔষধের ক্রিয়ার সহিত ক্যাল্ক-কার্ব্বের অনেকটা সাদৃশ্য আছে। ক্যাল্ক-কার্ব্বের রোগী হৃষ্ট পুষ্ট, কিন্তু ক্যাল্কফসের রোগী শীর্ণ। শ্বাস-যন্ত্রের তরুণ রোগেই প্রায়ঃশ ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কৃষ্ণকেশ, কৃষ্ণ ( বা শ্যামবর্ণ ) বর্ণ এবং কৃষ্ণ নয়ন বিশিষ্ট লোকের পক্ষেই ক্যাল্ক-ফস এবং নীলবর্ণ নয়ন ও কটা রংয়ের চুল ( lignt haired ) বিশিষ্ট বালক বালিকাদের পক্ষে ক্যাল্ককার্ব্ব সমধিক উপযোগী। ফসফরাস ও ক্যাল্ক-কার্ব্ব এই দুই ঔষধের মধ্যবর্ত্তীস্থান ইহার প্রয়োগস্থল। অনেক সময় ফসফরাসের পর ইহা ( ক্যাল্ক-ফস ) অনুপূরক ঔষধরূপে কার্য্য করিয়া থাকে। গুহ্যদ্বারের নালীতে ক্ষতে ( fistula in ano ) বার্ব্বেরিস এবং ক্যাল্ক ফস উভয় ঔষধই অনেক সময় সফলতার সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বক্ষঃস্থলের লক্ষণ সমুহের মধ্যে উভয়ের লক্ষণেরই অনেক সাদৃশ্য আছে ( বিশেষতঃ অস্ত্রচিকিৎসার পর যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে )। বিদ্যালয়ের বালিকাদিগের শিরঃপীড়ায় এই ঔষধের পর ম্যাগ ফস প্রয়োগ করিলে চমৎকার ফলদর্শে। দন্তমুলের নালী ক্ষতে বা দন্তের ক্ষতে ( কেরিজ ) ফ্লোরিক এসিড ম্যাগ-ফস ও সিলির সহিত ; সন্ন্যাসরোগে ফিরম-ফস কালী-মিউর, কালী-ফস ও সিলির সহিত ; বহুমূত্র রোগে কালী-ফস ও নেট্রামফসের সহিত ; কৃমির উপসর্গে নেট্রাম ফসের সহিত ক্যাল্ক-ফসের তুলনা হয়। রক্তহীনতা ও মস্তিষ্কোদক রোগে চায়নার পর ব্যবহৃত হয়। ইহা কার্ব্বোএনিমেলিস ও রুটার পর অনুপূরক ঔষধ স্বরূপ কাজ

করে। নিউরেস্থিনিয়া অর্থাৎ স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য রোগে এই ঔষধের লক্ষণে অথবা ইহা বিফল হইলে ক্যাল্কেরিয়া-হাইপোফস ব্যবহার্য্য; তরুণ দৌর্ব্বল্যকর রোগের পরবর্ত্তী অতিঘর্ম্মে সোরিণমের সহিত ইহার তুলনা করুণ। তরুণ সন্ধিবাতে নেট্রাম মিউর ও কালীফস্ ব্যবহারের পর যদি রোগের অবশেষ থাকিয়া যায়, তবে ইহা ব্যবহার্য্য। লুপাস (lupus) অর্থাৎ বৃক রোগে ইহার সহিত কালী-মিউরের তুলনা করুণ। বৃদ্ধদিগের রোগে ব্যারাইটার সহিত; রক্তহীনতা ও ক্লোরোসিস (মৃৎপাণ্ডু) রোগে নেট্রাম মিউরের সহিত; বিশেষতঃ উহার সহিত কোষ্ঠকাঠিন্য বিদ্যমান থাকিলে ইহার সহিত পর্য্যায়ক্রমে নেট্রাম মিউর ব্যবহার্য্য। মুখদূষিকা অর্থাৎ বয়োব্রণে ছেলেদের রোগে পিক্রিক এসিড ও যুবতী মেয়েদের রোগে ক্যাল্ক-ফস সমধিক উপযোগী। ডিস্‌পেপসিয়া অর্থাৎ অগ্নিমান্দ্য রোগে আহারান্তে সাময়িক উপশম বোধ করিলে ক্যাল্ক ফস ব্যবহার্য্য, কিন্তু এই অবস্থায় এনাকার্ডিয়মই অধিকাংশ স্থলে ব্যবহার্য্য। এইরূপ স্থলে চেলিডোনিয়ামও ব্যবহৃত হইতে পারে। মানসিক অবসাদ, দুর্ব্বলতা ও মূত্রে ফসফেট অধঃক্ষেপ থাকিলে হেলোনিয়াসের সহিত তুলনীয়। শিশুদের রক্তহীনতায় ক্ষুদ্রাকৃতি কৃশ ও রিকেটস গ্রস্তদের পক্ষে বিশেষতঃ তাহাদের মস্তক হইতে তৈলাক্তের ন্যায় ঘর্ম্ম নিঃসৃত হইলে সিলি ফলপ্রদ। এই সব স্থলে ফিরম, কুপ্রম, আর্সেনিক প্রভৃতি ঔষধ ও লক্ষণানুসারে ব্যবস্থিত হইতে পারে। হাইড্রোকেফেলয়েড অর্থাৎ মস্তিষ্কোদক রোগে এই ঔষধের পর অনুপূরক ঔষধ স্বরূপ জিঙ্কম এবং সন্ধির রোগে ইহার পর রুটা ব্যবহার্য্য। ভগ্নাস্থির অসংযোজনে সিম্ফাইটমের সহিত তুলনীয়। ক্ষয় রোগে (consumption)

ক্যাল্ক-ফসের পর লক্ষণের সাদৃশ্য অনুসারে সিলি, সলফ, অথবা টিউবার কিউলিনঃম ব্যবহৃত হইতে পারে; এই রোগে ফস, মার্ক, আয়োড, আর্স আইয়োডের পরই সাধারণতঃ ইহা (ক্যাল্কফস) ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

# ক্যালকেরিয়া সলফিউরিকা।

## Calcarea Sulphurica.

ইহার ইংরেজী নাম সলফেট অব লাইম বা ক্যালসিয়ম সলফেট। সাধারণতঃ ইহাকে জিপসঃম ( Gypsum ) বা প্লাষ্টার অব পেরিস বলিয়া থাকে। জান্তব শরীরের বিধান তন্তুর ( tissue ) অভ্যন্তরে পূয বা তৎসদৃশ কোন প্রকার অকার্য্যকরী পদার্থ সঞ্চিত হইলে তৎক্ষণাৎ তাহা দূরীকরণ এবং বিগলিত বিধানতন্তুর নিঃসারণই জীবদেহে সলফেট অব লাইমের প্রধান ক্রিয়া। শরীরস্থ বিকৃত রস এবং পূযকে শরীর হইতে বাহির করিয়া দেওয়াই এই পদার্থের বিশেষ কাজ। শরীরে ইহার পরিমাণের ন্যূনতা ঘটিলে পূযস্রাব বর্দ্ধিত হইতে থাকে। এজন্য পূযোৎপত্তির উপর ইহার এত প্রভাব।

### আময়িক প্রয়োগ।

সকল প্রকার প্রতিশ্যায়েরই তৃতীয়াবস্থায়, ফুসফুসের যাবতীয় রোগে, ফোড়ায়, কার্ব্বঙ্কলে এবং ক্ষত ঘায় ইহার অবশ্য প্রয়োজন। সিলিশিয়ার যেমন পূযোৎপাদনের ক্ষমতা, ইহার তেমনই পূয নিবারণের ক্ষমতা। এজন্য স্ফোটকাদি পাকাইবার বা ফাটাইবার প্রয়োজন হইলে সিলিশিয়া ও ঘা শুকাইবার প্রয়োজন হইলে ক্যাল্ক সলফ দিতে হয়। সকল প্রকার

পূযস্রাবেই ইহা ব্যবহার্য্য নহে। গাঢ়, হরিদ্রাবর্ণ ও সামান্য রক্তমিশ্রিত পূযস্রাব লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলেই ইহা প্রযোজ্য। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর পূযস্রাবে মাস্তক ঝিল্লীর পূযাক্ত রসক্ষরণে ( purulent exudation in serous sacs ), অন্ত্রের টিউবারকিউলার অর্থাৎ গুটিকা দোষ সম্ভূত ক্ষত বা স্ফোটকে এবং কর্ণিকার ক্ষতে ইহা অতিশয় ফলপ্রদ। প্রদাহের প্রারম্ভাবস্থায় ইহা ব্যবহার্য্য নহে। সঞ্চিত পূয বাহির হইতে থাকিলে অথবা বাহির হইয়া যাওয়ার পর অল্প অল্প স্রাব নির্গত হইতে থাকিলেই ইহা প্রযুজ্য ( It is curative in suppuration at the stage in which matter is discharging or contnuing to ooze after the infiltrated place have discharged their contents of pus )। যে যে স্থলে ক্ষত শীঘ্র শুকায় না, বহুদিন পর্য্যন্ত স্রাব নির্গত হইতে থাকে এবং সূক্ষ্ম ছিদ্র বিশিষ্ট মুখ দিয়া এই স্রাব নিঃসৃত হইতে থাকে ( presence of pus with a vent ) সেই সকল স্থলেই ইহা অব্যর্থ ফলপ্রদ।

## প্রধান প্রধান লক্ষণ

**মন।**—মানসিক ভাবের পরিবর্ত্তনশীলতা। হঠাৎ স্মৃতি অথবা সংজ্ঞা লোপ। অস্থির চিত্ততা ( absent minded ) ; ক্রোধপ্রবণতা, উৎকণ্ঠা, খোলা বাতাসে উপশম ; অসন্তুষ্টতা ; ভয়শীলতা।

**মস্তক।**—শিশুদের মস্তকের ত্বক উঠিয়া যাওয়া ও উহা হইতে পীতবর্ণ পূয নিঃসরণ অথবা ক্ষতের উপর পীতাভ মামড়ি। ক্রুষ্টা-লেক্টিয়ায় ( শিশুদিগের মস্তকের এক প্রকার পামা রোগ ) রোগলক্ষণের হ্রাস পড়িলে ( কালী-মিউরের পর ), বিবমিষা সহ মাথাধরা। ঠাণ্ডা লাগার পর মাথাধরা, কিন্তু ঠাণ্ডা বাতাসে উপশম সমগ্র মস্তকে,

বিশেষতঃ কপালে বেদনা। বিবমিষা সহ শিরোঘূর্ণন। অতিশয় রুখি বা খুসকী। কেশ পতন। মস্তকের ক্ষয় রোগ ( cranio tabes )।

**চক্ষু**—চক্ষু প্রদাহে, প্রদাহের তৃতীয়াবস্থায় যখন পূযস্রাব হইতে থাকে। কর্ণিয়ার গভীর মল স্ফোটক বা ক্ষত। চক্ষুর গভীর-মূল ক্ষত ( সিলি )। চক্ষু হইতে গাঢ় পীতবর্ণ পূযস্রাব। অক্ষি ব্রণ; রেটিনার প্রদাহের তৃতীয়াবস্থায় কর্ণিয়া অথবা কঞ্জাংটাইভার প্রদাহে গাঢ় পীতবর্ণ স্রাব লক্ষণে ইহা প্রযুজ্য! ( সিলিশিয়ার পর )। অর্দ্ধদৃষ্টি। অক্ষিপুটের স্পন্দন। চক্ষুর কোণের প্রদাহ। চক্ষু উঠা; চক্ষে শলা প্রবেশের পর ইহা বিশেষ উপযোগী।

**কর্ণ**।—মধ্য কর্ণ হইতে গাঢ় পীতবর্ণ, কখন কখন বা রক্তাক্ত পূয নিঃসরণ ( সিলিশিয়ার পর )। পূর্ব্বোক্ত স্রাব সহকারে বধিরতা। কর্ণের পশ্চাতে বেদনাযুক্ত স্ফীততা ও পূয জন্মিবার আশঙ্কা। কর্ণের চতুর্দ্দিকে ফুস্কুড়ি।

**নাসিকা**।—নাসিকার প্রতিশ্যায়ের তৃতীয়াবস্থায় অথবা রোগ-লক্ষণ হ্রাস পড়িলে। নাসিকা হইতে গাঢ়, পীতবর্ণ পূযের ন্যায়, কখন কখন বা রক্তাক্ত স্রাব নিঃসরণ। মস্তকের পুরাতন প্রতিশ্যায়ে পূযবৎ স্রাব লক্ষণে ইহা বিশেষ উপযোগী ( ক্যাল্‌কী-সলফ, সিলি )। নাসিকা হইতে রক্তপাত। এক নাসা হইতে স্রাব নিঃসরণ। নাসারন্ধ্রের প্রান্তে ক্ষত। নাসাভ্যন্তরের শুষ্কতা ও অবরুদ্ধতা। নাসিকায় চমটি পড়া ( crust )।

**মুখমণ্ডল**।—মুখমণ্ডলের পূযস্রাবী ব্রণ ( সিলির সহিত পর্য্যায় ক্রমে )। যুবকদিগের বয়োব্রণে ( acne ) পূয জন্মিলে। দাঁড়ির গোড়ায় কোমল বেদনাজনক রক্তাক্ত পূযস্রাবী উদ্ভেদ। মুখমণ্ডলের

যে কোন প্রকার স্ফীততায় পুযোৎপত্তির প্রতিষেধার্থে ইহা ব্যবহৃত হওয়া উচিত। ( ক্যালী-মিউর )। গণ্ডের স্ফীততা ও উহাতে পূযোৎপত্তির আশঙ্কা। মুখমণ্ডলের দদ্রু বা তদাকারের চর্ম্মরোগ।

**মুখমধ্য**।—মুখের রোগে পূযবৎ স্রাব লক্ষণে ইহা ব্যবহৃত হয়। দন্তমূলে স্ফোটক। ওষ্ঠের ভিতরের দিকে ক্ষত। ওষ্ঠে কাঁচা ঘা।

**দন্ত**।—মাড়ির এবং গালের স্ফীততা সহকারে দন্তমূলের ক্ষত। দন্তমূল হইতে রক্ত পাত ( ৩x ); দন্ত ক্ষত; পূযোৎপত্তির প্রতিষেধক। আমবাতিক দন্তশূল। মাড়ের অভ্যন্তর প্রদেশের স্ফীততা সহ দন্তশূল; দন্তমূলে স্ফোটক ( ৩x ক্রম অতিশয় ফলপ্রদ )। আমেরিকার দন্ত চিকিৎসকগণ দন্তমূলের ( মাড়ির ) বেদনা ও দন্তমূল হইতে রক্তস্রাব নিবারণের জন্য সর্ব্বদা তাঁহাদের পকেটে ক্যাল্ক-সলফ ৩x বহন করিয়া থাকেন এবং উহা প্রয়োগ করিয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়া থাকেন।

**জিহ্বা**।—জিহ্বার প্রদাহে পূযোৎপত্তি হইতে থাকিলে ( সিলি )। জিহ্বার লোলিততা। জিহ্বায় শুষ্ক কাদার ন্যায় লেপ; অম্ল অথবা সাবানের ন্যায় স্বাদ। জিহ্বামূলে পীতবর্ণের লেপ।

**গলমধ্য**।—গলার যাবতীয় রোগে প্রদাহের তৃতীয়াবস্থায়, অথবা পূযবৎ স্রাব নিঃসরণ কালে। গল-ক্ষত, কুইন্সি ও টন্‌সিলাইটিস রোগে পূযস্রাব হইতে থাকিলে অথবা পূয জন্মিবার পূর্ব্বে উহার প্রতিষেধার্থে। শ্বাসরোধের আশঙ্কা ( হিপার )।

**আমাশয়**।—টাট্‌কা শাকশব্জী, ফল ও চা পানের আকাঙ্ক্ষা; প্রবল ক্ষুধা ও পিপাসা। ভোজনকালে উপরতালুতে ক্ষতবৎ বেদনা। আমাশয়ে জ্বালাকর বেদনা। দুর্ব্বলতা দূরীকরণার্থ বলকারক ( টনিক ) ঔষধ সেবনের ইচ্ছা। বিবমিষা সহ শিরোঘূর্ণন।

**উদর এবং মল**—অন্ত্র হইতে পুয অথবা পূযবৎ আঠা আঠা পদার্থ স্রাব। আমরক্ত রোগে পূযের ন্যায় ও শেওলা ও শেওলা মল স্রাব। যকৃতের স্ফোটক ও উহা হইতে পূযবৎ স্রাব নিঃসরণ। যকৃৎ প্রদেশে ক্ষতবৎ বেদনা। এই ঔষধের প্রকৃতিসিদ্ধ স্রাব সংযুক্ত অতিসার। অন্ত্রের ক্ষত। ক্ষয় রোগের প্রবর্দ্ধিতাবস্থায় অন্ত্র হইতে পূযবৎ স্রাব নিঃসরণ বা কোষ্ঠরোধ। ভগন্দর রোগ সহ মলদ্বারের নিকটে বেদনাশূন্য স্ফোটক। মলদ্বারকণ্ডূয়ন; মলদ্বারের সমীপবর্ত্তী স্থানের আর্দ্রতা; সরলান্ত্র নির্গমন; রাত্রে ঘুষ ঘুষে জ্বর সহ কোষ্ঠবদ্ধতা। টাইফস রোগে অন্ত্রের ক্ষত। ক্যালিস বাহির হওয়া। ঘুষ ঘুষে জ্বর ও শ্বাসকষ্ট সহ কোষ্ঠবদ্ধতা। অন্ত্র হইতে পূযের ন্যায় আঠা আঠা তরল পদার্থ স্রাব।

**মূত্র**।—মূত্রাশয়ের পুরাতন প্রদাহে পূযময় বা রক্তাক্ত মূত্র লক্ষণে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী (ফির-ফস, ক্যালী-মিউর)। নিফ্রাইটিস। বাধির পূয স্রাব হ্রাস করিতে ইহা বিশেষ উপযোগী।

**পুং জননেন্দ্রিয়**।—প্রষ্টেট গ্রন্থির পূযস্রাবী ব্রণ। বাঘী, উপদংশ বা প্রমেহ রোগে পূযাক্ত দুর্গন্ধি (সিলি) রসাণি নিঃস্রব (স্রাব) থাকিলে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। শুক্রমেহ। প্রষ্টেট গ্রন্থির স্ফোটক।

**স্ত্রীজননেন্দ্রিয়**—গাঢ় পীতবর্ণ বা রক্তাক্ত স্রাবশীল প্রদর (সিলি); প্রমেহের স্রাবে উপরোক্ত লক্ষণ থাকিলে। বিলম্বে প্রত্যাগত, অধিক দিন স্থায়ী ঋতু। ঋতুর পর যোনির কণ্ডূয়ন। সমীপবর্ত্তী যন্ত্রাদি হইতে বস্তি-গহ্বরে পূযসঞ্চয়; ভগাধরের (লেবিয়া) স্ফীততা।

**গর্ভ**।—স্তন-প্রদাহে, পূযোৎপত্তি হইলে সিলিসিয়ার পর।

**শ্বাসযন্ত্র।**—ক্ষয় রোগের শেষাবস্থায় পূযময় রক্তাক্ত নিষ্ঠীবন; উহার অতিশয় দুর্গন্ধ থাকিলে। পূয, পাত্রের তলদেশে পড়িবার পরই ছড়াইয়া যায় ( সিলি )। কাস রোগে, বিলেপক জ্বর সহকারে পূযাক্ত নিষ্ঠীবন। বুকের অভ্যন্তরদিয়া আড়াআড়ি বেদনা। বুকের ভিতর জ্বালা ও দুর্ব্বলতা। ক্রুপ; নিউমোনিয়া ও ব্রঙ্কাইটিস ( শেষাবস্থা ) রোগে সাধারণতঃ কালী-মিউরের পর ব্যবহৃত হয়। দুর্দ্দম্য স্বরভঙ্গ। শ্বাস-কাস সহ অল্প অল্প জ্বর।

**রক্ত সঞ্চালন যন্ত্র।**—হৃদ্বেষ্ট-প্রদাহের পূযসঞ্চিতাবস্থায়। রাত্রিকালীন হৃৎপিণ্ডের দপদপানি।

**পৃষ্ঠ এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।**—সন্ধিতে পূযোৎপত্তি (সিলি); সকল প্রকার ক্ষত বা ঘায়ে পূযোৎপত্তি হইলে ( দুর্দ্দম্য রোগে কালী-ফস ); উরু সন্ধির রোগ ( সিলি )। অস্থিক্ষত ( সিলি, ক্যাল্ক ফস )। ক্ষয়রোগে পায়ের তলায় জ্বালা। পদতলে জ্বালাকর কণ্ডূয়ন, কার্ব্বঙ্কল রোগে পূয কমাইবার জন্য ( কালীমিউ, সিলি )। পৃষ্ঠের কার্ব্বঙ্কলে ( পৃষ্ঠাঘাত ) ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। আঙ্গুলহাড়ায় পূযস্রাব শীঘ্র শীঘ্র হ্রাস প্রাপ্ত না হইলে। জঙ্ঘাপৃষ্ঠে খালধরা। হিপ্‌জয়েণ্ট ডিজিজে পূযস্রাব হ্রাসকরিবার জন্য।

**স্নায়ুমণ্ডল**—অঙ্গের স্পন্দন; অতিশয় দুর্ব্বলতা ও অবসন্নতা বোধ। বৃদ্ধদিগের স্নায়ুশূল। কম্পন সংযুক্ত দৌর্ব্বল্যে রোগীর টনিক ঔষধ সেবনের আকাঙ্ক্ষা।

**নিদ্রা**—দিবাভাগে নিদ্রালুতা ও রাত্রিকালে জাগরণ। চিন্তা জন্য অনিদ্রা। যেন ভয় হইতে তাহার কনভঃলশন জন্মিয়াছে রোগীর এরূপ স্বপ্ন দেখা।

**জ্বর।** টাইফয়েড ও টাইফস ফিবারে এবং অতিসার ও রক্তাতিসারে অন্ত্র হইতে পূযাক্ত বা রক্তাক্ত স্রাব বা তরল রসানি নির্গত হইলে ইহা ফলপ্রদ। কোন রোগের সহবর্ত্তী ঘুষ ঘুসে জ্বর (hectic fever) শীত সহ আপরাহ্নিক জ্বর। পূযোৎপত্তি জন্য ঘুষ ঘুষে জ্বর ও পদতলে জ্বালা।

**চর্ম্ম।**—চর্ম্মরোগে ক্ষতে পীতবর্ণের মামড়ি। পূযস্রাবী ফুস্কুড়ি; দাঁড়ির নিম্নে দানাময় ফুস্কুড়ি ও উহা হইতে পূয ও রক্তস্রাব। স্ফোটক নিবারণার্থ এবং পূযস্রাব হ্রাসকরণার্থ। শিরোদদ্রু বা মস্তকের এক-জিমা। বসন্ত রোগে গুটিকায় পূযজন্মিলে; পোড়াঘায় পূয জন্মিলে। আভ্যন্তরিক ঔষধ সেবন সহ স্থানিক প্রয়োগও উপকারী। কার্ব্বঙ্কল হইতে ঘন, পীতবর্ণ পূযস্রাব। সর্ব্বাঙ্গে দদ্রুর ন্যায় পীড়কা।

**উপচয় উপশম।**—জাগ্রত হইবার পর, দ্রুত বিচরণের পর, অতিরিক্ত উত্তপ্ত হইবার পর; উষ্ণতায়, জলে ধৌত করিবার পর ও কাজকর্ম্ম করিবার পর এই ঔষধের লক্ষণ সমূহের উপস্থিতি বা বৃদ্ধি হয়।

**মন্তব্য।**—শরীরের যে কোন স্থানের পূযোৎপত্তিতে, উহা দীর্ঘ কাল স্থায়ী হইলে ক্যাল্কসলফ বিশেষ উপযোগী। গাঢ়, পীতবর্ণ, রক্তাক্ত জলবৎ দুর্গন্ধ স্রাব ইহার প্রয়োগ-লক্ষণ। আর্দ্রতায় বৃদ্ধি। শুষ্ক উষ্ণ বাতাতপ এই ঔষধের ক্রিয়ার সাহায্য করে। সিলিশিয়া পূযস্রাব বর্দ্ধিত করে, এজন্য স্ফোটকাদি পাকাইবার প্রয়োজন হইলে উহা দিতে হয়। ক্যাল্ক-সলফ পূযস্রাব হ্রাস করে, এজন্য ক্ষতাদি শুকাইবার নিমিত্ত ইহা ব্যবহার্য্য। পেশী বা কণ্ডরার অতিচালনা বশতঃ রোগ জন্মিলে ইহা বিশেষ উপকারী।

**ক্রম**—এই ঔষধের ৩×, ৬×ও ১২× সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়। চক্ষুপ্রদাহাদি চক্ষুর রোগে পূযবৎস্রাব লক্ষণে নিম্নক্রম (৩×) বিশেষ উপকারী। দন্ত-শূল ও দন্ত মূল হইতে রক্তপাতে ৩× ক্রম অতিশয় ফলপ্রদ। ইহাতে শীঘ্রই বেদনা দূরীকৃত হইয়া নিদ্রার আবেশ উপস্থিত হইয়া থাকে। স্ফোটক, ক্ষত ও আঙ্গুল হাড়ায় ইহার বাহ্যপ্রয়োগ ও হইয়া থাকে।

**হোমিওপ্যাথিক ঔষধের সহিত সম্বন্ধ**—এই ঔষধের ক্রিয়া অনেকটা হিপার-সলফের ন্যায়, কিন্তু তদপেক্ষা উগ্র ও গভীর মূল। হিপার বিফল হইলে অনেক সময় ইহাদ্বারা ফল দর্শে। কালী-মিউর দ্বারা আশানুরূপ ফল না পাইলেও কখন কখন ইহা দ্বারা উপকার পাওয়া যায়। এপোসাইনমের ভিতর ক্যাল্ক-সলফ আছে। পূযোৎপত্তিতে ক্যালেণ্ডুলার সহিত ইহার তুলনা হয়। ক্রুপ, ডিসেণ্ট্রি গণ্ডের স্ফীততা ও মিল্কক্রাষ্টে কালী-মিউরের সহিত; স্কার্লেট রোগের পরবর্ত্তী শোথে নেট্রাম-সলফের সহিত; কঠিন ও পূযোৎপত্তিশীল গ্রন্থির রোগে এবং কর্ণিয়ার ক্ষত, টন্সিলাইটিস, স্তন-স্ফোটক, নীহার স্ফোটক প্রভৃতিতে সিলিসিয়ার সহিত তুলনীয়। পাইরোজেনেরও পূযোৎপত্তির ক্ষমতা আছে, ইহাও লক্ষ্য করিবার যোগ্য; স্নায়ুশূলে তীব্র বেদনায় ম্যাগ-ফস এবং অবশতাজনক বেদনায় কালী-ফস উপযোগী; ইহার (ক্যাল্ক সলফ) ক্রিয়া এই দুই ঔষধের মধ্যবর্ত্তী স্থানে। বৃদ্ধদিগের রোগে কালী-ফস অধিকতর উপযোগী।

প্রদাহের তৃতীয়াবস্থায়, কালীমিউর ব্যবহারের পর, যদি স্রাব ঘন ও পূযাক্ত হয়, তবে ইহা উপযোগী। কিন্তু যদি স্রাব পীতবর্ণের ও পাতলা হয় তবে কালী-সলফ; যদি স্রাব পূযবৎ অথবা রক্তাক্ত পূযের ন্যায় হয় তবে সিলিশিয়া ব্যবহার্য্য। কার্ব্বঙ্কলে এন্থ্রাসাইনম ইহা অপেক্ষা

উৎকৃষ্ট। কালীমিউর, বেলেডোনা প্রভৃতি ঔষধ ব্যবহারে যখন সম্পূর্ণ আরোগ্য জন্মে না, তখনই এই ঔষধ উপযোগী। যখন কোনও সুনির্ব্বাচিত ঔষধ প্রয়োগ করিয়া সামান্য উপকারের পর আর কোনও ফল দর্শে না, তখন সলফার, সোরিণম, টিউবারকিউলিনমের ন্যায় এই ঔষধ ও ব্যবহৃত হইতে পারে।

# ফিরম ফসফরিকম।

## Ferrum Phosphoricum.

ইহার ইংরেজী নাম ফস্ফেট অব্ আয়রণ। সংক্ষিপ্ত নাম ফিরম-ফস। ইহা রক্তের লোহিত কণার বর্ণকপদার্থ ( হিমোগ্লোবিণ ) মধ্যে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। ফস্ফেট অব আয়রণের ক্রিয়ায় রক্তের কণা লোহিতবর্ণ ধারণ করে, শরীরের সর্ব্বত্র অক্সিজেন বাহিত হয় এবং এতদ্দ্বারাই জীবনীশক্তি পরিরক্ষিত হইয়া থাকে। রক্তে ইহার স্বাভাবিক পরিমাণের ন্যূনতা ঘটিলে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয় ও রক্তসঞ্চলনের দ্রুততা জন্মে। কেননা, তখন রক্তে যে স্বল্পপরিমিত আয়রণ আছে তাহার সাহায্যেই রক্ত সমস্ত শরীরে অক্সিজেন সরবরাহ করিবার চেষ্টা করে। এজন্য রক্তকে অবশ্যই দ্রুততর সঞ্চালিত হইতে হইবে। ইহা সহজেই অনুমেয়, যে কাজ দশ জনের সাধ্যায়ত্ত, তাহা সাতজনকে সম্পাদিত করিতে হইলে এই সাতজনের অবশ্যই অধিকতর বা দ্রুততর পরিশ্রম করা আবশ্যক। রক্তের এই দ্রুত সঞ্চালনেই শরীরে অধিকতর তাপোৎপন্ন হয় ( heat is evoloved from motion )। এই তাপই জ্বর নামে

অভিহিত হইয়া থাকে। শোণিতে লৌহাংশের স্বল্পতা এবং তন্নিবন্ধন শরীরে অক্সিজেনের অপ্রচুরতাই জ্বরের 'অস্থিরতা" উৎপাদন করিয়া থাকে। ( Nature's cry for oxygen which is dependent on molecules in the blood which brings on the condition of not at ease. )

শরীরে লৌহের স্বল্পতা ঘটিলে শীঘ্রই অপরাপর উপাদানের ক্রিয়ার ও ব্যাঘাত জন্মে এবং তজ্জন্য অপর বহুবিধ উপসর্গ বা লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। পোটাসিয়ম ক্লোরাইড অর্থাৎ কালীমিউরের সহিত লৌহের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। কোনও কারণে জীব-দেহে ইহার ( কালী-মিউর ) পরিমাণ হ্রাস প্রাপ্ত হইলে এবং এই অভাব শীঘ্রই পরিপূরিত না হইলে সঙ্গে সঙ্গে লৌহের পরিমাণও কমিয়া যায়।

প্রত্যেক সেলের ( cell, প্রাণী ও উদ্ভিদের মূল উপাদান ; অণুকোষ ) মূল অর্থাৎ প্রধান উপাদানই হইল এল্বুমেন অর্থাৎ অণ্ডলাল। এল্বুমেনের মধ্যে আবার ফিরম অর্থাৎ আয়রণ ( লৌহ ) আছে। অতএব জান্তর শরীরের প্রত্যেক অণুকোষেই ( সেল ) ফিরম আছে। ফিরমের প্রধান ধর্ম্ম হইল অক্সিজেনকে আকর্ষণ করা। রক্তস্থ আয়রণ নিঃশ্বসিত বায়ু ( inspired air ) হইতে অক্সিজেন গ্রহণ করে। শরীরস্থ আয়রণ ও কালী-সলফের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার ফলে এই অক্সিজেন শরীরের সর্ব্বত্র বাহিত হইয়া থাকে। কোনও কারণে মাংস পেশীতে আয়রণের পরিমাণের হ্রাস জন্মিলে, পেশী-সূত্রের ( muscular fibres ; শিথিলতা ( relaxation ) জন্মে। রক্তবহা-নলীর প্রাচীরস্থ পেশীতে ( in muscular coats of the vessels ) এই পদার্থের ( অর্থাৎ আয়রণের ) স্বল্পতা ঘটিলে শিরা বা ধমনী প্রসারিত হয় ও তজ্জন্য শিরা বা ধমনীতে প্রচুর রক্ত সঞ্চিত হয়। এইরূপে রক্ত-

বাহী প্রণালীতে প্রচুর রক্ত সঞ্চিত হওয়ায় উহার প্রাচীরে ( wall of the blood-vessel ) অধিক চাপ প্রদান করে। ইহাকেই **ব্লাড-প্রেশার** বলে। এই অতিরিক্ত চাপের ফলে রক্তবাহীনলী বিদারিত ও হইতে পারে ( ইহাকেই **এপোপ্লেক্সি** বলে )। ক্যাল্কেরিয়া ফ্লোরের আলোচনা কালে বলা হইয়াছে যে, মাংশপেশীর স্থিতিস্থাপক সূত্রের ( clastic fibres ) প্রধান উপাদান ক্যাল্কেরিয়া ফ্লোর। ইহার স্বল্পতা ঘটিলে, ও পূর্ব্বোক্ত কারণে রক্তবাহীপ্রণালীতে অধিক রক্ত সঞ্চিত হইলে শিরা-প্রাচীরে চাপ পড়ার ফলে পেশীর স্থিতিস্থাপক সূত্র সকল উত্তমরূপে প্রসারিত হইতে পারেনা, কাজেই রক্তের চাপের ফলে শিরা-প্রাচীর বিদীর্ণ হয়। এজন্য ব্লাডপ্রেসার বা এপোপ্লেক্সি রোগে ফিরম-ফস ও ক্যাল্ক-ফ্লোর এই দুই ঔষধেরই বিশেষ প্রয়োজন। এইরূপে অন্ত্রের ভিলাইর ( villi ) পেশীতে ফিরমের অভাব হইলে অন্ত্র-প্রাচীর প্রসারিত হইয়া পড়ে; ইহার ফলে অতিসার অর্থাৎ ডায়েরিয়া উৎপন্ন হয় এবং অন্ত্রের পেশীতে ইহার অভাব হইলে পেশীর ধমনক্রিয়া ( peristaltic action ) সুচারুরূপে নিষ্পন্ন হইতে পারে না, এজন্য কোষ্ঠকাঠিন্য উৎপন্ন হইতে পারে। যে কোন কারণেই রক্তবাহীনলীর প্রসারণ ও তজ্জন্য কৈশিকা নাড়ীতে রক্তাধিক্য ( হাইপারিমিয়া ) জন্মে ( যেমন আঘাত, উপঘাত ইত্যাদি ) তাহাতেই এই ঔষধ ( ফিরম-ফস ) প্রয়োজনীয়। ফিরম-ফস অতি সূক্ষমাত্রায় প্রয়োগ করিলেই লৌহের এই অভাবজনিত অবস্থা বিদূরিত হইয়া স্বাভাবিক অবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার অক্সিজেনকে আকর্ষণ করিবার ক্ষমতার জন্যই এনিমিয়া ( রক্তহীনতা ), ক্লোরোসিস ( মৃৎপাণ্ডু ) এবং লিউকিমিয়া প্রভৃতি রোগে ইহা একটী অত্যাবশ্যক ঔষধ। পূর্ব্বোক্ত কারণেই দেখা যাইতেছে যে, পেশীর শিথিলতা জন্য অথবা রক্তের লোহিতকণিকার

অস্বাভাবিক অবস্থা হইতে যে সমস্ত রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহাতেই ইহা প্রযোজ্য।

চক্ষু ও মুখমণ্ডলের আরক্ততা, মস্তকে রক্তাধিক্য, নাড়ীর পূর্ণতা দ্রুততা ও উচ্চ গাত্রোত্তাপ, শিডঃপীড়া. কোন ও স্থানে রক্তসঞ্চয় ও তজ্জন্য সেই স্থানের স্ফীততা, আরক্ততা ও উত্তপ্ততা অর্থাৎ এক কথায় প্রাদাহিক লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে, তাহার প্রারম্ভাবস্থায় (অর্থাৎ রস-ক্ষরণের পূর্ব্বে (before exudation takes place) ইহা অতিশয় ফলপ্রদ। যখন শিশুদের ক্ষুধার বিলোপ, স্ফূর্ত্তিহীনতা ও শক্তিহীনতা জন্মে ও ওজন কমিয়া যায়, তখন ইহা ব্যবহার করিলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় এবং ক্ষুধার প্রত্যাবৃত্তি জন্মিয়া বিশেষ উপকার দর্শাইয়া থাকে।

অধিকাংশ প্রাদাহিক রোগে এবং কোন কোন সপ্তটিক জ্বরে, বিশেষতঃ যুবক ও স্নায়বিক প্রকৃতির রোগীর পক্ষে, উগ্রতায় একোনাইট ও বেলোডোনা এবং ঔদাসীন্যে জেলসিমিয়ম এই দুইয়ের মধ্যে ইহার স্থান। জ্বর হইলে এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণ দেখিয়া থাকেন, টাইফস, টাইফয়েড, ম্যালেরিয়াল বা অপর কোন প্রকার জ্বর হইয়াছে। কিন্তু বাইওকেমিক চিকিৎসকগণ ইহার কিছুই দেখেন না। দেখিবার আবশ্যকও করে না। তাঁহারা এই সকল রোগীর লক্ষণদৃষ্টে ফিরম-ফসের অভাব দেখিয়া, রোগীর জন্য উহাই ব্যবস্থা করিয়া থাকেন এবং উহাতেই রোগারোগ্য হয়। এই চিকিৎসায় রোগের নামে কিছুই আইসে যায় না, কেবল অভাবের পূরণ করিতে হয় মাত্র।

(১) সর্ব্বপ্রকার প্রাদাহিক রোগের প্রারম্ভাবস্থা, (২) যে সকল বেদনা নড়িলে চড়িলে বাড়ে ও শীতল প্রয়োগে উপশমিত হয়, (৩) রক্তের অস্বাভাবিক ও অতিরিক্ত সঞ্চয় জন্য রক্তস্রাব (Hæ-

morrhages caused by hyperœmia ) এবং ( ৪ ) কোনও প্রকার আঘাত উপঘাতাদি কারণে তরুণ ক্ষত জন্মিলে ফিরম-ফস্ সুফলতার সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

## প্রধান প্রধান লক্ষণ।

**মন**।—মস্তিষ্কে রক্তের প্রধাবন এবং তজ্জন্য প্রলাপ; অতিরিক্ত কথা বলা। যে কোন কারণেই হউক, মস্তিষ্কে রক্তের প্রধাবন। উন্মত্ততা। মস্তিষ্কের প্রদাহ; শিরোঘূর্ণন (ক্যাল্ক-ফস, কালীফস)। শিশুদিগের দড়কা ( ন্যাট-মিউর প্রধান ঔষধ )। শিরা বা ধমনীর কোনও অংশে রক্ত সঞ্চিত হইলে তাহা অপসৃত করিতে ফিরম-ফসের একান্ত প্রয়োজন। সাধারণ বিষয়ে ঔদাসীন্য। আশা ও উদ্যমহীনতা; নিদ্রার পর উপশম। সামান্য বিষয়ও বড় বলিয়া মনে হয়; সামান্য কারণেই বিরক্তি বা ক্রোধ; ক্রোধের ফলে মস্তকে রক্তসঞ্চয় ও শিরোঘূর্ণন। ঠিক শব্দ প্রয়োগ করিয়া মনের ভাব প্রকাশে অপারগতা।

**মস্তক**।—মস্তিষ্কে রক্তের প্রধান বশতঃ শিরঃপীড়া বা প্রলাপ; মস্তক-শিখর হইতে দক্ষিণ চক্ষুর উপর পর্য্যন্ত বেদনা। সূর্য্যোত্তাপ লাগার মন্দ ফল ( ক্যাল্ক-ফস সহ )। শিশুদিগের মুখমণ্ডলের আরক্ততা সংযুক্ত শিরঃপীড়া, মস্তকে দপ দপ্ ও চক্ষুর আরক্ততা। নড়িলে চড়িলে ও অবনত হইলে বৃদ্ধি। শিরঃপীড়া সহ দৃষ্টিশক্তির অপরিচ্ছন্নতা। মস্তকের সগুটিক পীড়া। সম্মুখ কপালে বেদনা বিশিষ্ট শিরঃপীড়া ( ন্যাট-ফস ); চক্ষুর উপরে অথবা মস্তক-শিখরে বেদনা ( ন্যাট সল )। মুখমণ্ডলের আরক্ততা বা জ্বর সহকারে মস্তকে গুরুত্ব, দপ্ দপ্ বা অবিরাম মৃদুবেদনা। মস্তকের অতিশয় স্পর্শদ্বেষ। মস্তক স্পর্শে ক্ষতবৎ বেদনা; চুল স্পর্শে বেদনা। নাসিকা হইতে রক্তস্রাব।

অপরিপাচিত ভুক্তদ্রব্য বমন সহকারে শিরঃপীড়া বা শিরোঘূর্ণন (ন্যাট ফস); শিরঃপীড়া সহকারে অশ্রুস্রাব। মুখমণ্ডলের স্নায়ু-শূল (ক্যাল্ক-ফস, ম্যাগ ফস)। নাসিকা হইতে রক্তপাতে ইহা ব্যবহার করিলে রক্তের পরিমাণের হ্রাস জন্মিয়া উপকার দর্শিয়া থাকে। মস্তক-ত্বক স্পর্শে বেদনা। মস্তকে বেদনা, মনে হয় চক্ষুর উপর দিয়া এক পার্শ্বে প্রেক বিদ্ধ হইতেছে। হাতুড়ীদ্বারা আঘাতের ন্যায় বেদনা, দক্ষিণপার্শ্বে বৃদ্ধি। নাসিকা হইতে রক্তপাতে মস্তক বেদনার উপশম। রৌদ্র ভোগের মন্দফল জনিত অসুখ। মেনিঞ্জাইটিস সহ তন্দ্রালুভাব; ঠাণ্ডা ও স্পর্শে অসহ্যতা।

চক্ষু।—চক্ষুর তরুণ প্রদাহ (কালী-মিউ)। হাম বা অপর কোনও উদ্ভেদ বিশিষ্ট রোগে চক্ষুর প্রদাহ, এবং তৎসহকারে আলোকে অতিশয় বিদ্বেষ। অক্ষিগোলকে তীব্র বেদনা, চক্ষু নাড়িলে বা উহার ব্যবহারে বৃদ্ধি। রেটিনাইটিসের প্রারম্ভাবস্থা। কর্ণিয়ায় স্ফোটক জন্মিলে বেদনা নিবারণার্থ। অক্ষিপুটে ক্ষতাঙ্কুর এবং উহাতে বালুকণা বিদ্যমানতার ন্যায় অনুভব (কালী-মিউরের সহিত পর্য্যায়ক্রমে)। চক্ষুর আরক্ততা। কোন প্রকার স্রাব ব্যতীত চক্ষুর তীব্র বেদনা ও প্রদাহ। কঞ্জাংটাইভার শিথিলতা সহ দৃষ্টির অপরিচ্ছন্নতা। আরক্ততা ও জ্বালাসহ চক্ষু প্রদাহ, চক্ষে ক্ষতবৎ বেদনা, রেটিনায় রক্ত সঞ্চয়। চক্ষে বালুকণার বিদ্যমানতা অনুভব। চক্ষুর পাতায় টিউমার। দক্ষিণ চক্ষুর নীচের পাতায় অঞ্জনী।

কর্ণ। কর্ণপ্রদাহ; প্রতিশ্যায় জনিত কর্ণবেদনা। কর্ণাভ্যন্তরে খোঁচামারার ন্যায় বা দপ দপকর বেদনা। সূচিবিদ্ধবৎ বেদনা। ব্লাডপ্রেসার দরুণ কর্ণে নানা প্রকার শব্দ শ্রুত হয়।

কর্ণনাদ, প্রবাহিত জলের শব্দের ন্যায় কল্ কল্ শব্দ। জ্বর সংযুক্ত কর্ণপ্রদাহ (প্রারম্ভাবস্থা); কর্ণের পশ্চাতস্থ স্তনাগ্রসদৃশ অস্থির (mastoid-process) প্রদাহ। মধ্যকর্ণের প্রতিশ্যায় সহ কর্ণ পটহের স্থূলত্ব (thickening) কর্ণের বাহ্যাংশের প্রদাহ বিশিষ্ট গোমাংসের ন্যায় আরক্ততা। কর্ণপটহের প্রদাহ; কর্ণপ্রদাহ জনিত বধিরতা। শব্দে বিরক্তি।

নাসিকা।—মস্তকের প্রতিশ্যায়ের প্রথম বা প্রাদাহিক অবস্থা। সহজেই সর্দ্দিলাগে (ক্যাল্ক-ফসের সহিত পর্য্যায়ক্রমে)। সর্দ্দিজ্বর। যে কোন কারণেই হউক, নাসিকা হইতে উজ্জ্বল লোহিত রক্তস্রাব। রক্তহীন বা সংন্যাস রোগগ্রস্ত (এপোপ্লেকটিক) ব্যক্তিদিগের রক্তস্রাবের প্রবণতা (ক্যাল্ক-ফস, কালী-ফস, ন্যাট-সল)। স্রাব লাগিয়া চমটি পড়ে। স্রাব লাগিয়া নাসারন্ধ্র হাজিয়া যায়। ঠাণ্ডা লাগিবার পর স্রাব নিঃসৃত হইবার পূর্ব্বেই একোনাইট ব্যবহার করিতে হয়, নতুবা উহাতে কোন ফল দর্শে না, কিন্তু ফিরমে তাহা নহে। ঠাণ্ডা লাগিবার কতিপয় ঘটিকা পর পর্য্যন্ত ইহা ব্যবহার করা যাইতে পারে।

মুখমণ্ডল—মুখমণ্ডলের আরক্ততা, ও জ্বালা সহকারে শিরঃপীড়া। মুখমণ্ডলের আরক্ততা সহকারে গ্রীবাপৃষ্ঠে শীতলতানুভব। রক্তে লোহিতকণার স্বল্পতা নিবন্ধন মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল। শীতলতায় উপশমিত হয় মুখমণ্ডলের এরূপ বেদনা এবং এবং উত্তপ্ততা। মুখমণ্ডলের বিসর্প (ন্যাট সল)। দপ্ দপ কর বেদনা সহ মস্তকে ও মুখমণ্ডলে ঘর্ম্ম; রক্তহীন পাণ্ডুর মুখমণ্ডল। চক্ষুর নীচে কৃষ্ণবর্ণ মণ্ডল।

মুখ-মধ্য—মুখের প্রদাহ। মাড়ির আরক্ততা ও স্ফীততা। মুখাভ্যন্তরস্থ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর আরক্ততা।

জিহ্বা—প্রদাহসূচক পরিষ্কার, আরক্ত জিহ্বা। স্ফীততা

সহকারে জিহ্বার মলিন আরক্ততা ( কালী-মিউরের সহিত পর্য্যায়ক্রমে )। শিরঃপীড়া সহ আরক্ত, পরিষ্কার ও বিদারিত জিহ্বা।

**দন্ত**।—দন্ত-মূলের প্রদাহ বিশিষ্ট দন্ত-শূল। মাড়ির প্রদাহ ও গালের উত্তপ্ততা, শীতল জলের সংস্পর্শে উপশম বোধ হয় এরূপ দন্ত বেদনা। দন্তরোগ সহকারে জ্বরানুভব ( ক্যাল্কফসে বিশেষ কোন ফল না দর্শিলে )। উষ্ণতায় এবং নড়িলে চড়িলে বৃদ্ধি। উষ্ণজল সংস্পর্শে দন্তবেদনার বৃদ্ধি ( ম্লাস, ম্যাগ ফস )। শিশুদের দন্তোদ্ভেদ কালীন উপসর্গে জ্বরলক্ষণের বিদ্যমানতা, অতিসার প্রভৃতি। দন্ত দীর্ঘ বোধ হয়। বেদনা অনুভব না করিয়া দুই পাটী ( মাড়ী ) একত্র করা যায় না

**গলমধ্য**।—প্রদাহ সহকারে গলক্ষত। গলার শুষ্কতা, আরক্ততা ও প্রদাহিততা। সবম্যাক্সিলারি অর্থাৎ হনুনিম্নগ্রন্থির বৃহত্ত্বতা। জ্বর এবং বেদনা সংযুক্ত গলক্ষত, আলজিহ্বার প্রদাহ ( টনসিলাইটিস )। তালুমূল বা গলার প্রদাহ ( কালীমিউর, ক্যাল্কসল ); বক্তা এবং গায়কদিগের গলক্ষত। ডিফথিরিয়ার প্রারম্ভাবস্থা। বক্তৃতা বা সঙ্গীতের পর স্বরনাশ। গলকোষ, স্বরযন্ত্র, গলনলী এবং সম্ভবতঃ বায়ুনলীভুজ হইতে রক্ত স্রাব।

**আমাশয়**।—দুগ্ধ ও মাংসে অরুচি। কোনও প্রকার উত্তেজক ( stimulant ) পানীয়ের ( যেমন ব্রাণ্ডি ) আকাঙ্ক্ষা। ঢেকুরে তৈলাক্ত বা বসাময় স্বাদ। ঠাণ্ডা লাগার ফলে শিশুদের আমাশয় প্রদাহ, তৎসহ পাতলা মলস্রাব। আহারের পর বিবমিষা ও বমন। বান্ত পদার্থের অম্ল স্বাদ। অম্ল দ্রব্য, মাংস, কফি অথবা পিষ্টকাদি সহ্য হয় না। আমাশয়ের প্রদাহের প্রারম্ভাবস্থায় যৎসামান্য আহার্য্য

গ্রহণেই বেদনা। আমাশয়-প্রদেশে স্পর্শদ্বেষ, আমাশয়ে জ্বালাকর বা ক্ষতবৎ বেদনা। বুকজ্বালা ( ক্যাল্ক ফস, ন্যাট ফস ); অপরিপাচিত ভুক্তদ্রব্য বা উজ্জ্বল লোহিত রক্ত বমন, ভুক্তদ্রব্যের স্বাদ বিশিষ্ট উদ্গার। শীতল পানীয়ে বেদনার উপশম। বাহ্য উষ্ণতায়ও বেদনার হ্রাস, অগ্নিমান্দ্য সহকারে মুখমণ্ডলের আরক্ততা ও আমাশয়ে দপদপকর বেদনা। ভুক্তদ্রব্য ও তৎসহ তিক্ত তরল পদার্থ বমন; শৈত্য জন্য আমাশয়ে বেদনা ও তরল মলস্রাব। ভুক্তদ্রব্য বমন ও তৎকালে শিরঃপীড়া। বিদারিত জিহ্বা, চাপদিলে বা আহার্য্যগ্রহণ মাত্র আশাশয়ে বেদনা।

**উদর ও মল**।—অন্ত্র-প্রদাহের প্রারম্ভাবস্থা। আন্ত্রিক ( টাইফয়েড ) জ্বর, কলেরা, রক্তামাশয় ও অন্ত্রবেষ্টপ্রদাহের ( পেরিটোনাইটিস ) প্রথমাবস্থায় রোগী শীত শীত অনুভব করিলে। স্থূলান্ত্রে ( কোলন ) ও সরলান্ত্রে উত্তপ্ততা সহ কোষ্ঠবদ্ধতা, তৎসহ হাড়িশ বা অর্শ। আচূষণ ( এবসর্পসন্ ) ক্রিয়ার অভাব বশতঃ অতিসার। অপরিপাচিত দ্রব্য সংযুক্ত বা জলবৎ মল; রক্তামাশয় ( কালী-মিউ প্রধান ঔষধ )। উজ্জ্বল লোহিত রক্তস্রাবী অর্শ এবং উহাতে ক্ষতবৎ বেদনা ( ক্যাল্ক ফ্লোর )। ভেসিলিনের স্থানিক প্রয়োগও আবশ্যক। কৃমির বিদ্যমানতা, তৎসহ জীর্ণ শক্তির ক্ষীণতা ও অপরিপাচিত ভুক্তদ্রব্য নিঃসরণ ( ন্যাট ফস প্রধান ঔষধ )। যকৃতের প্রদাহ, মলদ্বার হইতে উজ্জ্বল লোহিত রক্তস্রাব। অতিসার। শিশুবিসূচিকা। ঘর্ম্মবিলোপের ফলে জলবৎ বা রক্তাক্ত মল। আম এবং রক্ত সংযুক্ত মল। কুন্থন ব্যতীত পুনঃ পুনঃ মলবেগ। হার্ণিয়া। ক্ষুদ্র কৃমি।

**মুত্রে**।—লিঙ্গ-মুণ্ডের গোলাকার পেশীর ( স্ফিঙ্কটার মাসল ) দুর্ব্বলতা নিবন্ধন অবারিত মুত্রস্রাব। মুত্রাশয়ের প্রদাহের প্রারম্ভবস্থায়

( সিষ্টাইটিস ) ও মুত্রস্তম্ভে মুত্রত্যাগের চেষ্টাকালে তীব্র জ্বালা। বৃক্কক-প্রদেশে তীব্র জ্বালা ও ক্ষতবৎ বেদনা। পুনঃ পুনঃ মুত্রবেগ। প্রতি কাসেই মুত্র নিঃসরণ ; রক্তমূত্র ; মুত্রনাশ ( মুত্রলোপ ), বিশেষতঃ শিশুদের ; বৃক্ককের যে কোনও প্রকারের প্রাদাহিক বেদনা। প্রগাঢ় বর্ণবিশিষ্ট মুত্র। ব্রাইটস ডিজিজ সহ জ্বর এবং মধুমেহ। জ্বর ও তৎসহ শরীরের কোন কোন স্থানে বেদনা। গরম লাগার দরুণ মুত্রস্তম্ভ, বিশেষতঃ বালকদিগের মুত্রাশয়ের মুখশায়ী পেশীর দুর্ব্বলতা নিবন্ধন শয্যামূত্র ( কালীফস )। অবিরাম মুত্র প্রবৃত্তি ( রোগ পুরাতন না হইলে ), প্রভূত মুত্রস্রাব ; বৃক্কক প্রদাহ। দণ্ডায়মানাবস্থায় মুত্র লক্ষণের বৃদ্ধি, মুত্রত্যাগের পর শান্তি। অতিরিক্ত ও পুনঃ পুনঃ মুত্রত্যাগ।

**পুংজননেন্দ্রিয়**—মুত্রাশয়ের মুখশায়ী গ্রন্থির (প্রষ্টেটিকগ্ল্যাণ্ড) প্রদাহ ( ইহার পর কালী মিউ ব্যবহার্য্য )। শুক্রবাহী-শিরাগুচ্ছের বেদনা ও স্ফীততা সহ অণ্ড-প্রদাহ ( অণ্ডের স্ফীততা, বেদনা ও কাঠিন্য ) বাঘি, প্রমেহ, অণ্ডপ্রদাহ অথবা অণ্ডের উপকোষের প্রদাহের প্রারম্ভাবস্থা। দপদপকর বেদনা। প্রমেহের প্রথমাবস্থায় কালীমিউরের সহিত পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য। শুক্র ক্ষরণ।

**স্ত্রীজননেন্দ্রিয়**।—জরায়ু এবং যোনির প্রদাহে জ্বর এবং বেদনা নিবারণার্থ ব্যবহার্য্য। অতিশয় শুষ্কতানুভব সহকারে যোনির আক্ষেপ ( ন্যাট মিউর )। প্রমেহের প্রথমাবস্থায় ( স্থানিক-প্রয়োগও ফলপ্রদ )। বাধক বেদনা (ম্যাগ ফস) ; বিরজকালে বাধকের প্রতিষেধক রূপে ব্যবহার্য্য। উজ্জ্বল লোহিত রক্তস্রাব। মুখমণ্ডলের আরক্ততা সহ বেদনা সংযুক্ত রজঃস্রাব ও তৎসহ বিবমিষা ও বমন। প্রতি তিন সপ্তাহ অন্তে ঋতু প্রকাশ। উদর ও কটি বেদনা সংযুক্ত প্রভূত রজঃ

স্রাব, তৎসহ মস্তকশিখরে বেদনা। ডিম্বাশয়ের (ওভেরি) বেদনা সহ নিম্নোদরস্থিত সমুদয় পদার্থ ভগ-পথে নামিয়া পড়িবে এরূপ অনুভব। স্বল্প ও বেদনাপূর্ণ রজঃসহ পুনঃ পুনঃ মূত্রবেগ। ঋতুর পূর্ব্বে ও প্রথম তিন দিন উদরে বেদনা। যোনিমুখের আক্ষেপিক অবরোধ ও তর্জ্জন্য সঙ্গমক্রিয়ায় অসমর্থতা। যোনির প্রদাহ; যোনির শুষ্কতা ও উত্তপ্ততা; সঙ্গমকালে অথবা পরীক্ষাকালে যোনিতে বেদনা। অত্যধিক শুষ্কতা ও স্পর্শানুভবতা জন্য যোনির আক্ষেপ।

**গর্ভ**।—প্রাতঃকালে বিবমিষা ও ভুক্তদ্রব্য বমন ও কথন কথন উহার অম্লস্বাদ (ন্যাটফস)। স্তন-প্রদাহের প্রারম্ভাবস্থা; প্রসবান্তিক বেদনা; প্রসবের অব্যবহিত পরে এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে প্রসবান্তিক জ্বরের ভয় থাকেনা।

**রক্ত সঞ্চালন যন্ত্র**।—রক্তবাহী-নালীর ও লসিকাগ্রন্থির প্রদাহ। জ্বরে পূর্ণ, দ্রুত নাড়ী। প্রদাহিত অবস্থায় হৃৎপিণ্ডের দপ্ দপ্ কার্ডাইটিস পেরিকার্ডাইটিস এণ্ডোকার্ডাইটিস, আর্টিরাইটিস প্রভৃতি রোগের প্রাদাহিক অবস্থায়। রক্তে লোহিতকণার স্বল্পতা (রক্তহীনতা) ক্যাল্ক-ফসও ব্যবহার্য্য; এনিউরিজম (ক্যাল্ক ফ্লোর প্রধান ঔষধ)। হৃৎপিণ্ড বা রক্তবহা নাড়ীর প্রসারণ (ক্যাল্ক-ফ্লোর সহ পর্য্যায়ক্রমে)।

**পৃষ্ঠ এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ**—ঠাণ্ডা লাগার দরুণ গ্রীবাপৃষ্ঠে বেদনা ও স্তব্ধতা। বন্ধনী বা কণ্ডরার অতিচালনা জনিত বেদনা। হস্তের স্ফীততা ও বেদনা, হাতের তালুর উত্তপ্ততা। পৃষ্ঠে, বৃক্কক প্রদেশে এবং উরুদেশে প্রাদাহিক বেদনা। কটিবাত (ক্যাল্ক-ফস)। পৃষ্ঠের আড়ষ্টতা, সঞ্চালনে বেদনার বৃদ্ধি। আমবাতে প্রদাহ এবং জ্বর নিবারণার্থ। বাতজনিত জ্বর। শৈত্য নিবন্ধন গ্রীবাপৃষ্ঠের পেশীর

আড়ষ্টতা। বাত বা অন্য কোন কারণে হস্তাঙ্গুলির স্ফীততা ও বেদনা। হস্তপদের অস্থির ভগ্নতা। উরুসন্ধির রোগ। হাটু ও গুলফসন্ধির বেদনা, জ্বর সহকারে সন্ধির বাতজনিত খঞ্জতা ( কালী-ফস )। অতিশয় বেদনা সংযুক্ত সন্ধির তরুণ বাত। ঠাণ্ডা লাগার দরুণ বাত। সর্ব্বদাই সঞ্চালনে বেদনার বৃদ্ধি। কোন স্থান মচকিয়া গেলে প্রথমেই এই ঔষধের প্রয়োজন। যে যে স্থলে ঔষধের স্থানিক ব্যবহার প্রয়োজন সেই সেইস্থানে ইহা অবশ্য ব্যবহার্য্য। আমবাতিক বেদনার বিচরণে বৃদ্ধি, উষ্ণতায় উপশম; সন্ধির বিশেষতঃ স্কন্ধসন্ধির বাত, ও বেদনার বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত সম্প্রসারণ; এক সন্ধির পর অপর সন্ধির বাতের আক্রমণ।

**শ্বাস-যন্ত্র**—শ্বাস-যন্ত্রের সর্ব্বপ্রকার প্রদাহের প্রারম্ভাবস্থায় জ্বর এবং বেদনা নিবারণার্থে বিশেষ ফলপ্রদ। নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস, প্লুরাইটিস ট্রেকিয়াইটিস প্রভৃতি রোগে প্রাদাহিক অবস্থায় বেদনা বিদূরিত না হওয়া পর্য্যন্ত ব্যবহার্য্য। ইহার পর রোগের দ্বিতীয়াবস্থায় যখন শ্বেত শ্লেষ্মা নিঃসৃত হইতে থাকে, তখন কালী মিউর ভাল খাটে। ফুসফুস হইতে উজ্জ্বললোহিত রক্তস্রাব, রক্তের রেখাঙ্কিত স্বল্প শ্লেষ্মা, বক্ষে ক্ষতবৎ বেদনা। রোগের প্রারম্ভাবস্থায় বা রোগের ভোগকাল পর্য্যন্ত হ্রস্ব দ্রুত, শ্বাস-প্রশ্বাস; শুষ্ক কঠিন কাস ও ফুসফুসে বা পার্শ্বে চিড়িকমারা বা ক্ষতবৎ বেদনা সহকারে বক্ষঃস্থলের প্রতিশ্যায়; সকল প্রকার সর্দ্দি ও কাসির প্রারম্ভাবস্থায় ইহা সর্ব্বপ্রধান ঔষধ। ক্রুপ এবং হুপিংকাসের জ্বর লক্ষণে। শ্বাসকাসে বক্ষে ক্ষতবৎ বেদনা। যক্ষ্মা কাসে ফুসফুস হইতে রক্তপাত; জ্বর; স্বরনাশ; স্বরযন্ত্র কণ্ডুয়িত হইয়া শুষ্ক কাসের উদ্রেক; স্বরভঙ্গ; সঙ্গীত বা বক্তৃতাদির পর স্বরযন্ত্রে বেদনা।

**স্নায়ুমণ্ডল।**—প্রদাহ বিশিষ্ট প্রতিশ্যায়ের পরবর্ত্তী স্নায়ুশূল।

জ্বর এবং মস্তকে রক্তের প্রধাবন বিশিষ্ট অপস্মার বা মৃগী। দন্তোদ্ভেদ-কালীন জ্বর ও তৎসহ আক্ষেপ। অতিশয় অবসন্নতা ও ক্লান্তি, বিশেষতঃ শিশুদের রোগে।

**চর্ম্ম**।—চর্ম্মের সকল প্রকার রোগেই প্রাদাহিক অবস্থায় এই ঔষধ ব্যবহার্য্য। স্ফোটক, কার্ব্বঙ্কল এবং আঙ্গুলহাড়া প্রভৃতি রোগে জ্বর এবং বেদনার উপশমার্থ। হাম, স্কার্লেট ফিভার, বসন্ত, পানি বসন্ত, বিসর্প ( ইরিসিপেলাস ) প্রভৃতি রোগের প্রারম্ভাবস্থায় ( কালী-মিউরের সহিত পর্য্যায়ক্রমে, বা ইহার পরে কালী মিউর )। ত্বকের স্থানিক রক্তসঞ্চয়, কাটাঘায়ে পূয জন্মিবার পূর্ব্বে।

**জ্বর**।—সর্ব্বপ্রকার প্রাদাহিক ও প্রাতিশ্যায়িক জ্বরের প্রারম্ভাবস্থায় অতিশয় ফলপ্রদ। যে কোন রোগের সহিত জ্বর থাকিলে প্রথমেই ইহা ব্যবহার্য্য এবং যে পর্য্যন্ত জ্বর বা বেদনার উপশম পরিলক্ষিত না হয়, ততক্ষণ ইহা প্রয়োগে বিরত হইবে না। বিধানের ক্ষয় নিবারণে ইহা বিশেষরূপে সাহায্য করে। সর্ব্বপ্রকারের জ্বরেই প্রারম্ভাবস্থায় ইহা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। যে কোনও প্রকার জ্বরই হউকনা কেন, উচ্চ গাত্রোত্তাপ থাকিলে এই ঔষধ ১২× ক্রমে লক্ষণ দৃষ্টে অপর কোন ও ঔষধের সহিত বা পর্য্যায়ক্রমে ঘন ঘন ব্যবহার করিলে জ্বর কমিয়া থাকে।

**নিদ্রা**।—নিদ্রাহীনতা ; বিশেষতঃ মস্তিষ্কে রক্তসঞ্চয় জনিত। দুর্ব্বলতা বা উত্তেজনা জনিত নিদ্রাহীনতায় কালী-ফসের সহিত পর্য্যায়ক্রমে রাত্রিকালে অস্থিরতাযুক্ত অনিদ্রা। উদ্বেগপূর্ণ স্বপ্ন ; অপরাহ্নে নিদ্রালুতা।

**অস্ত্রব্য**।—সর্ব্বপ্রকার আঘাত, উপঘাত, ক্ষত, কাটা ঘা প্রভৃতিতে আভ্যন্তরিক ও বাহিক প্রয়োগ ফলপ্রদ। অস্থির রোগে বা ভগ্নে, কোমলাংশের প্রদাহ ও বেদনায়, রক্তহীনতায়, রক্তক্ষয়জনিত শোথে

( ক্যাল্ক-ফসের সহিত পর্য্যায়ক্রমে ) রক্তহীন ব্যক্তিদিগের ও শিশুদিগের নাসিকা হইতে রক্তপাতে রক্তের উজ্জ্বল আরক্ততা ও শীঘ্র শীঘ্র সংযততা লক্ষণে ইহা অদ্বিতীয়। শীতলতায় উপশম এবং সঞ্চালনে বৃদ্ধি, ইহার প্রয়োগ লক্ষণ। রক্তহীনতা, রক্তে লোহিত কণিকার ন্যূনতা ও শ্বেত কণিকার আধিক্য (লিউকিমিয়া), শরীরের কোন অংশের কৈশিকা নাড়িতে রক্তাধিক্য (হাইপারিমিয়া); প্রাদাহিক পীড়ায় রসসঞ্চয়ের পূর্ব্বে ( pre-exudative state ); লাথি, আঘাত, কাটাক্ষত ও পতনাদির ফলে প্রাদাহিক লক্ষণের বিদ্যমানতায় ইহা অতিশয় উপকারী। গ্রন্থির ক্ষত, অস্থির প্রদাহ ও কোমলাংশের ক্ষতেও ইহা সমান উপযোগী। ক্লোরোসিস রোগে ক্যাল্ক-ফসের পর ব্যবহার্য্য।

ক্রম।—সুসলার এই ঔষধের সাধারণতঃ ৬× হইতে ১২× ক্রম ব্যবহার করিতে পরামর্শ দেন। রক্তহীনতায় ১× এবং ২× ব্যবহার করিতেও উপদেশ দেন। কোন কোন অভিজ্ঞ চিকিৎসক এই ঔষধ ১২× ক্রমের নিম্নে ব্যবহার করিতে নিষেধ করেন, যে হেতু উহাতে অনিদ্রা উপসর্গ আনয়ন করিতে পারে। আমরাও এই বাক্যের সারবত্ত্বা পুনঃ পুনঃ উপলব্ধি করিয়াছি। জ্বর থাকিলে যে কোনও রোগে আমরাও ১২× ব্যবহার করিয়া থাকি, এবং ইহাতে উত্তম নিদ্রা জন্মিয়া থাকে। ক্ষতঘা ( cut-wounds ), মচকিয়া যাওয়া, রক্তস্রাব, অর্শ প্রভৃতি রোগে ইহার বাহ্য প্রয়োগও হইয়া থাকে। প্রতিশ্যায় ( সর্দ্দি ), গ্রীষ্মকালীন অতিসার ও প্রমেহাদি রোগে ২০০× বা ৩০× ব্যবহার করিয়াও সুন্দর ফল পাওয়া গিয়াছে।

সম্বন্ধ।—একোনাইটের ন্যায় ফিরম-ফসও সর্ব্বপ্রকার প্রদাহের প্রারম্ভাবস্থায় অর্থাৎ রসক্ষরণের পূর্ব্বে ( before exudation ) ব্যবহার্য্য। রুমেক্সে কিঞ্চিৎ আয়রণ বর্ত্তমান আছে, এজন্য শ্বাস-যন্ত্রের

যেরূপ অবস্থায় ফিরম উপযোগী সেই সব লক্ষণে রুমেক্সও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। একোনাইট ও জেলসিমিয়মের মধ্যবর্ত্তী স্থানই ফিরম কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়া থাকে। উৎকণ্ঠা ও অস্থিরতা সহ পুর্ণ উল্লম্ফনশীল নাড়ী থাকিলে একোনাইট; কোমল প্রবহমান নাড়ী সহ তন্দ্রালুভাব ও হতবুদ্ধিতা বিদ্যমান থাকিলে জেলস্ প্রযোজ্য। রোগীর রক্তহীনতা বিদ্যমান থাকিলে চায়নার সহিত তুলনা করিবে, কেননা চায়নার সহিত ইহার (ফিরম) বহু লক্ষণের সাদৃশ্য আছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, যে ভূমিতে চায়না জন্মিয়া থাকে তৎপ্রদেশীয় ভূমি হইতে আয়রণ ও উত্তোলিত হইয়া থাকে।

শ্বাস-যন্ত্রের রোগে ইহার স্থান ফিরম-মেট ও ফসফরাস এই উভয়ের পরবর্ত্তী স্থলে। শ্বাস যন্ত্রের প্রদাহে ফিরম-মেটের ন্যায় রোগীর অতি উচ্চগাত্রোত্তাপ থাকিলেও ইহা ব্যবহার্য্য, বক্ষঃস্থলে যাতনা সহ শ্বাস-কষ্ট উভয়েই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। এই শেষোক্ত লক্ষণ বিশেষভাবে বর্ত্তমান থাকিলে ফিরম-ফস অধিকতর উপযোগী। ব্রাই, বেল ও আর্ণিকার সহিতও অনেক বিষয়ে ফিরম-ফসের সাদৃশ্য আছে; মধ্যকর্ণের তরুণ প্রদাহে হিপার ও মার্কের সহিত, শিশুদের দুর্ব্বলতা ও জীবনী শক্তির অবসাদনে, রোগীর দৃঢ়পেশী, সুকুমার বদন এবং কেশ সূক্ষ্ম ও কুঞ্চিত থাকিলে ফিরম-ফস এবং মলিনবর্ণ, শিথিল পেশী এবং কুঞ্চিত কেশ বিশিষ্ট রোগীদিগের পক্ষে সলফ অধিকতর উপযোগী। বৃদ্ধদিগের আমবাতিক উপসর্গে পেশীর আড়ষ্টভাব ( stiffness ) ও বেদনাযুক্ত খল্লী ( pain-ful cramps ) থাকিলে ষ্ট্রিকনিয়া-সলফের সহিত তুলনীয়। ক্লোরোসিস্ রোগে ক্যাল্ক-ফসের পূর্ব্বে বা পরে; অর্শে ক্যাল্ক-ফ্লোরসহ, ডায়াবিটিস অর্থাৎ বহুমুত্রে নেট্রাম-সলফের সহিত; কর্ণের রোগে ও প্রতিশ্যায়জনিত বধিরতায় ক্যালেণ্ডুলা ও হাইড্রাষ্টিসের সহিত; এবং শিরঃপীড়ায় ইহার পর নেট্রাম-ফসে অনেক সময়ই সুফল দর্শাইয়া থাকে।

---

# ক্যালী মিউরিয়েটিকম্।

## Kuli Muriaticum.

ইহা অপর নাম ক্লোরাইড অব্ পটাশ। সংক্ষিপ্ত নাম ক্যালী-মিউর। অস্থি ভিন্ন, শরীরের আর সর্ব্বত্রই ইহা বর্ত্তমান আছে ও সর্ব্বত্রই এই পদার্থের প্রয়োজন: আণ্ডলালিক পদার্থের সহিত মিলিত হইয়া ইহা দেহস্থ ফাইব্রিণ নামক পদার্থ (প্রাণী ও উদ্ভিদ দেহের তন্তুময় উপাদান) উৎপন্ন করিয়া থাকে। এই পদার্থ ব্যতীত নূতন ব্রেইন-সেল (brain cell) উৎপন্ন হইতে পারে না। রক্তের অণুকোষ, মাংশ পেশী, স্নায়ু এবং মস্তিষ্কের অণুকোষ এবং অন্তঃকৌষিক বিধানে (intercellular tissue) ইহার বিদ্যমানতা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। দেহে ইহার ক্রিয়া অনেকটা সোডিয়ম ক্লোরাইডের অনুরূপ। রক্তে একমাত্র নেট্রাম-মিউর ব্যতীত অন্যান্য লাবণিক পদার্থ অপেক্ষা ইহার পরিমাণ অধিক।

যদি কোন প্রকার উপদাহ (ইরিটেশন) বশতঃ উপত্বকের অণুকোষ হইতে কালী-মিউর (পটাশিয়ম ক্লোরাইড) নামক পদার্থের কিয়দংশ স্খলিত বা চ্যুত হয়, তবে শ্বেত বা শ্বেতাভ-ধূসর বর্ণ বিশিষ্ট ফাইব্রিণ ত্বকপথে নির্গত হইয়া যায়। ইহা শুষ্ক হইলেই এক প্রকার কোমল উদ্ভেদরূপে (mealy cruption) প্রকাশিত হয়। যদি প্রদাহ আরও গভীরতর প্রদেশ পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে, তবে ফাইব্রিণ ও 'সিরম" (মস্তু, রক্তের জলবৎঅংশ, রসানি) উভয়ই নিঃসৃত হইয়া থাকে এবং প্রদাহিত অংশ ফোস্কার আকার ধারণ করে। এই ফোস্কা দেখিতে অনেকটা বসন্ত, গোবসন্ত বা টিকার ফোস্কার ন্যায় (vaccine disease); ত্বকেরন্যায় এপিথিলিয়েল অর্থাৎ ঔপত্বকিক বিধানেও পূর্ব্বোক্তরূপ অবস্থা জন্মিতে পারে। এইরূপ অবস্থায়

যদি শীঘ্র শীঘ্র রোগীকে কালী-মিউর দেওয়া যায়, তবে শীঘ্রই ইহার ফলে নিঃসৃত রস আশোষিত হয় এবং ত্বক বা উপত্বক স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

এই ফাইব্রিণ রক্তে যথেষ্টরূপে বিদ্যমান আছে। রক্তে যথেষ্টরূপ ক্লোরাইড্ অব পটাশ বা ক্যালী-মিউর বর্ত্তমান আছে বলিয়াই ফাইব্রিণ নামক পদার্থ উৎপন্নও কার্য্যকারী হইয়া থাকে। রক্তে এই পদার্থের অভাব হইলে এই ফাইব্রিণ নামক পদাথ রক্তস্রোত হইতে বাহির হইয়া যাইতে চেষ্টা করে বা স্থানবিশেষে আবদ্ধ হইয়া থাকে। রক্তস্থ ফাইব্রিণের উপর পোটাসিয়ম ক্লোরাইডের বিশেষ প্রভাব আছে। এজন্য, ইহার (পটাশ ক্লোরাইড) স্বল্পতা ঘটিলে ব্যবহারকারীর অভাবে রক্তস্থ ফাইব্রিণ শরীরে নানারূপ বিশৃঙ্খলা ঘটাইয়া থাকে এবং প্রকৃতির সাহায্যে দেহ হইতে বাহির হইতে চেষ্টা করে। এই "ফাইব্রিণ শরীরের বিভিন্ন পথে বাহির হইলে বিভিন্ন রোগ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। যথা, নাস-পথে বাহির হইলে সর্দ্দি, ফুসফুস-পথে বাহির হইলে কাসি; ফুসফুস্ পথে নির্গমন কালে ফুসফুস বিধান বিশেষরূপে প্রদাহিত ও স্ফীত হইয়া উঠিলে ডাক্তারেরা উহার নিউমোনিয়া আখ্যা দিয়া থাকেন। সকল প্রকার প্রাদাহিক পীড়ায়ই ক্ষরিত নিঃস্রবে (exudation) ইহার বিদ্যমানতা প্রত্যক্ষ করা যায়। প্লুরিসি ও পেরিটোনাইটিস রোগে ফুসফুসাবরণ ( plura ) ও অন্ত্রাবরণ ( peritoneum ) দ্বয়ের মধ্যভাগে এবং ক্রুপ, ডিফথিরিয়া, সর্দ্দি প্রভৃতি রোগে তত্তৎ স্থানের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে এই ফাইব্রিণ শ্লেষ্মার সহিত সঞ্চিত দৃষ্ট হয়।

## আময়িক প্রয়োগ।

জিহ্বা ও টন্সিলে শ্বেতবর্ণের লেপ ইহার অভাব জ্ঞাপক বিশেষ লক্ষণ। রক্তে ক্যালীমিউরের অভাব নিবন্ধন ফাইব্রিণ কার্য্যকারীর

অভাবে নিস্ক্রিয় হইয়া সঞ্চিত থাকে। জিহ্বা, টন্সিল বা শরীরের অপর কোনও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর শ্বেতলেপ এই ফাইব্রিণ ব্যতীত আর কিছুই নহে। সকল প্রকার গ্রন্থির কোমল স্ফীততা, প্রদাহিত স্থানের রসসঞ্চয়-জনিত স্ফীততা এবং যে সকল শৈষ্মিক ঝিল্লীর স্রাবে ক্ষরিত পদার্থের শ্বেতবর্ণ, সূত্রবৎ পদার্থ বিশিষ্ট ও আঁটাল অর্থাৎ চট্‌চটে প্রকৃতি থাকে, তাহাতেই ইহা পরম উপকারী। এজন্য সর্দ্দি, প্রমেহ, শ্বেতপ্রদর, বাত হাম, বসন্ত, বার্গী, অগ্নিদাহ, ইরিসিপেলাস. প্লীহা-যকৃৎ ও টন্সিলের বিবৃদ্ধি প্লেগ, কর্ণমুল স্ফীতি, স্তন-প্রদাহ প্রভৃতি বহুপ্রকার রোগে লক্ষণের সাদৃশ্যে উপকারিতায় সহিত ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সর্ব্বপ্রকার প্রদাহেরই দ্বিতীয়াবস্থায় যখন একজুডেশন অর্থাৎ রস নির্গত বা সঞ্চিত হইতে থাকে ও উল্লিখিত প্রকারের স্রাব দেখা যায় তখনই ইহা সুব্যবস্থেয়। যদি কালী মিউর প্রয়োগের ফলে ফাইব্রিণ আশোষণের পরও লিউকোসাইট (রক্তের শ্বেতকণা) অবশেষ থাকে তবে তখন নেট্রাম-ফস প্রয়োগ করিলে সম্পূর্ণ আরোগ্য জন্মে। ক্রূপ, ডিফথিরিয়া, রক্তামাশয় ক্রূপঃস নিউমোনিয়া, সান্তর বিধানের অন্তর্ব্বর্ত্তী (fibrinous exudation in the interstitial connective tissue) তান্তব রসক্ষরণ, লসিকাগ্রন্থির স্ফীততা (lymphatic enlargement), প্রদাহের পরবর্ত্তী বৈধানিক স্ফীততা (infiltrated inflamation), খারাপ বীজে টীকা দেওয়ার ফলে চর্ম্মে নানা প্রকার উদ্ভেদের প্রকাশ প্রভৃতি রোগে ইহা প্রয়োগে আশ্চর্য্য উপকার দেখা যায়। হাম ও বসন্ত রোগের ইহা আমোঘ ঔষধ। বসন্তের প্রাদুর্ভাবকালে প্রতিষেধকরূপে প্রত্যহ ৩x ক্রম ব্যবহার করিলে উহার হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। টিকা লইবার পূর্ব্বে বা পরে ইহা সেবন করিলে টিকা উঠে না। হাম রোগে বা হাম বসিয়া গিয়া গুরুতর লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইলেও ইহা ফলপ্রদ। ইহা প্রয়োগে বিলুপ্ত হাম

পুনঃ প্রকাশিত হইয়া থাকে। জিহ্বায় শ্বেত বা ধূসর ( gray ) বর্ণের লেপ, নিঃসৃত স্রাবের ( exudation ) শ্বেত বা ধূসর বর্ণ; গ্রন্থির কোমল স্ফীততা ; শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী হইতে গাঢ় সাদা আঠাল বা আঁশ আঁশ ( সৌত্রিক ) পদার্থ যুক্ত নিষ্ঠীবন বা শ্লেষ্মা কালী-মিউর প্রয়োগের প্রধান লক্ষণ। চর্ম্মরোগে ত্বক হইতে ময়দার ন্যায় পদার্থ ক্ষরিত হইলে ও ইহা ব্যবহার্য্য। যকৃতের নিষ্ক্রিয়তায়ও ইহা ফলোপধায়ক কর্ণ রোগেও প্রদাহের দ্বিতীয় বা তৃতীয় অবস্থায় ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। উপদংশ ( সিফিলিস্ ) ও প্রমেহ রোগের ইহা প্রধান ঔষধ।

## বিশেষ বিশেষ লক্ষণ।

**মন।**—রোগী ভাবে তাহাকে উপবাস থাকিতেই হইবে।

**মস্তক।**—শ্বেত লেপাবৃত জিহ্বা সহকারে শিরঃপীড়া ; শুভ্র শ্লেষ্মা বমন অথবা গাঢ় শ্বেতবর্ণ শ্লেষ্মা থক্ থক্ করিয়া কাসিয়া তোলা। যকৃতের ক্রিয়ার বৈষম্য নিবন্ধন ( পিত্তের অভাব জনিত ) শিরঃপীড়া ও তৎসহ কোষ্ঠকাঠিন্য। মস্তিষ্ক-ঝিল্লীর প্রদাহ ( মিনিঞ্জাইটিস )। খুসকী ; শিশুর মস্তকের পামা ( crusta lactea ).

**চক্ষু।**—চক্ষুর সকল প্রকার রোগেই শ্বেতবর্ণ গাঢ় শ্লেষ্মা-স্রাব লক্ষণে ইহা ব্যবহার্য্য ( স্রাবের পীতাভ সবুজবর্ণ থাকিলে কালী সলফের সহিত পর্য্যায়ক্রমে )। কিরেটাইটিস ; চক্ষুর ক্ষত ; চক্ষের পাতায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুয বিন্দু বা পীতবর্ণ মামড়ি ( কালী-সলফ )। ব্রণ হইতে উৎপন্ন চেপ্টা অগভীর ক্ষত। দানার ন্যায় উদ্ভেদ বা পীড়কা বিশিষ্ট অক্ষিপুট ( চক্ষুর পাতা ), তৎসহ চক্ষে বালুকণা বিদ্যমানতার ন্যায় অনুভব ( পর্য্যায়ক্রমে—ফিরফস ) ; রেটিনার প্রদাহ। কর্ণিয়ার ফোস্কা। তারকামণ্ডল প্রদাহ। ছানি ( ক্যাল্ক-ফ্লোরের পরে )। অক্ষিব্রণ ( হাই

পোপিয়ন) ; চক্ষুউঠা। ট্রকোমা ; রেটিনাইটিস (স্রাব ক্ষরিত হইলে)।

**কর্ণ**।—গ্রন্থির স্ফাততা এবং শ্বেত বা ধূসরবর্ণ লেপাবৃত জিহ্বা সহকারে কর্ণ বেদনা। আলজিহ্বার এবং ইষ্টেকিয়ান টিউবের স্ফীততা সহকারে কর্ণশূল (ফির-ফস)। মধ্যকর্ণের প্রাতিশ্যায়িক অবস্থা (ফির-ফস) ; মধ্যকর্ণের স্ফীততা বশতঃ বধিরতা নাসিকায় ফুৎকার করিলে বা ঢোক গিলিবার কালে কর্ণে চড় চড় বা চিড় চিড় শব্দ। ইষ্টেকিয়ান টিউবের বা কর্ণপটের স্ফীততা জনিত বধিরতা। গলরোগ বা মধ্যকর্ণের রোগ নিবন্ধন শ্রুতিক্ষীণতা ; কর্ণ হইতে দানা দানা নরম ধূসরবর্ণ গাঢ় শ্বেতবর্ণ পূযস্রাব। কর্ণের চতুর্দ্দিকস্থ গ্রন্থির স্ফীততা, কর্ণনাদ ; কর্ণে পট্‌পট্‌ চড় চড শব্দ (ফিরফস। বাহ্যকর্ণের স্ফীততা জনিত বধিরতা। কর্ণপটহের উপত্বক স্খলন। ইষ্টেকিয়ান টিউবের অবরুদ্ধতা। (কতিপয় মাত্রা ব্যবহারেই ফল পাওয়া যায়)। টিম্পেনিক মেম্বেণের কুঞ্চিততা। কর্ণমূল গ্রন্থির স্ফীততা। কর্ণে পট্ পট্ বা অন্য প্রকারের শব্দ। কর্ণাভ্যন্তরে অত্যাধিক মাংসাঙ্কুরের উৎপত্তি।

**নাসিকা**—নাসাপথের অবরুদ্ধকর প্রতিশ্যায় সহ শ্বেত শ্লেষ্মা নিঃসরণ এবং তৎসহকারে জিহ্বায় শ্বেত বা ধূসর বর্ণের লেপ। প্রতিশ্যায় সহকারে অস্বচ্ছ শ্বেতবর্ণ শ্লেষ্মাস্রাব। মস্তকের শু- প্রতিশ্যায় সহকারে নাসাবরোধ। অপরাহ্নে নাসিকা হইতে রক্তপাত।

**মুখমণ্ডল**।—গালের বেদনা সংযুক্ত স্ফীততা (ফির-ফসের সহিত পর্য্যায়ক্রমে) গাল বা মাড়ির স্ফীততা বশতঃ মুখমণ্ডলের বেদনা।

**মুখমধ্য**—ওষ্ঠ বা মুখের ঘা। গ্রন্থির অথবা মাড়ির স্ফীততা। শিশু বা স্তন্যদায়িনীদিগের মুখের শ্বেতবর্ণ ক্ষত ; শ্বেত লেপাবৃত জিহ্বা ; প্রচুর লালাস্রাব। মাড়ির ও গ্রীবাগ্রন্থির স্ফীততা।

**দন্ত**।—মাড়ির বা গালের স্ফীততা সহকারে দন্ত বেদনা। এই ঔষধ শরীরস্থ অসার (উৎপাদন শক্তিহীন) পদার্থ নিঃসারণে সহায়তা করে। মাড়ির স্ফোটকে পূয উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে ফির-ফসের সহিত পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য (সিলিশিয়া)।

**জিহ্বা**।—জিহ্বায় শুষ্ক, আঠা, আঠা শ্বেত বা ধূসরাভ শ্বেতবর্ণের লেপ। জিহ্বার প্রদাহ ও স্ফীততা (ফির-ফস)। ম্যাপেরন্যায় চিত্রিত জিহ্বা।

**গল-মধ্য**।—শ্বেত অথবা ধূসরাভ শ্বেতবর্ণ বিশিষ্ট গল-ক্ষত। শ্বেত বা ধূসরবর্ণ জিহ্বা। আলজিহ্বার প্রদাহ ও স্ফীততা। তালুমূল প্রদাহ (তরুণ বা পুরাতন)। স্ফীততা জন্মিবামাত্রই ইহা ব্যবহার করিতে হয়। ডিফথিরিয়ার (ঝিল্লীর প্রদাহ) প্রায় সকল রোগীর পক্ষেই ইহা একমাত্র ঔষধ (ফির-ফসের সহিত পর্য্যায়ক্রমে)। ডিফথি-রিয়ার এবং প্রায় সকল প্রকার গলরোগেই ইহার বাহ্য প্রয়োগও বিশেষ উপকারী (২× বা ৩× ক্রমের ১০।১৫ গ্রেণ এক গ্লাস জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া উহাতে এক খণ্ড নেকড়া ভিজাইয়া স্থানিক প্রয়োগ)। স্বর-নাশ ও কর্ণ-মূল স্ফীতিতে (মঃম্পস) ফির-ফসের সহিত পর্য্যায়ক্রমে; প্রচুর লালাস্রাব বা অণ্ডের স্ফীততা থাকিলে ন্যাট-মিউরের সহিত পর্য্যায়প্রমে। ফ্যারিঞ্জাইটিস (গলকোষ প্রদাহ); গলার স্ফীততা সহ স্ফীতস্থান হইতে শ্বেত বা ধূসরাভ শ্বেতবর্ণের শ্লেষ্মা নিঃসরণ। গলগ্রন্থির প্রদাহ ইহা দ্বারা প্রায়ই আরোগ্য হইয়া থাকে। কাসিতে কাসিতে দুর্গন্ধ ছানার ন্যায় ক্ষুদ্র টুকড়া উত্থিত হয়। গিলিতে বেদনা বোধ হয়। উপদংশজনিত গলক্ষত। টন্সিলাইটিসে স্ফীততা দৃষ্ট হইবামাত্র ইহা ব্যবহার্য্য। টন্সিলের এত অধিক স্ফীততা যে,

তজ্জন্য শ্বাস-প্রশ্বাসে প্রায় অসমর্থতা। ফ্যারিংসের উপর মামড়ির উৎপত্তি ( ৩× বা ৬× ক্রমের বিচূর্ণ অতিশয় ফলপ্রদ )।

**আমাশয়।**—যকৃতের ক্রিয়ার বৈষম্য সূচক জিহ্বায় ধূসর বা শ্বেত লেপ সহকারে ক্ষুধামান্দ্য। জিহ্বার পূর্ব্বোক্ত লেপ সহকারে অগ্নিমান্দ্য এবং তৎসহ দক্ষিণ কণ্ঠাস্থির ( ক্লেভিকেল ) নিম্নে প্রবল বেদনা; চক্ষু বৃহত্তর এবং প্রলম্বিত বা বা বহির্গত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। চর্ব্বি বা বসাসংযুক্ত দ্রব্য সহ্য হয় না। চর্ব্বির ন্যায় গন্ধ বিশিষ্ট বাতোদ্গার। পিষ্টক ও লুচি কচুরি প্রভৃতি বসাসংযুক্ত দ্রব্য আহার করিলে আমাশয়ের জ্বালা ও বেদনা; অপাক। বসাময়, শ্বেতবর্ণ, অস্বচ্ছ শ্লেষ্মা বমন। শ্বেত লেপাবৃত জিহ্বা সহকারে আমাশয়ের প্রদাহ। উষ্ণ পানীয় গ্রহণের পর এই রোগ জন্মিলে অনতিবিলম্বে এই ঔষধ প্রয়োগ করা একান্ত কর্ত্তব্য ( ফিরফস )। যকৃতের ক্রিয়ার বৈষম্য সহকারে উদরাধ্মান; কোষ্ঠবদ্ধ সহকারে আমাশয়ে বেদনা এবং গাঢ় শ্বেতবর্ণ শ্লেষ্মা বমন ( বা কাসিয়া তুলিয়া ফেলা )। মলিন সংযত রক্তবমন। মুখে তিক্তস্বাদ সহদুর্দ্দম্য কোষ্ঠ-কাঠিন্য। পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ সহ কামলা ( জণ্ডিস )।

**উদর এবং মল।**—পিত্তস্রাবের অপ্রচুরতাসূচক মলের মলিনপীত ( ফেঁকাশে ), গিরিমাটির ন্যায় বা কর্দ্দমবৎ বর্ণ ও তৎসহ জণ্ডিস। যকৃৎ-প্রদেশে বা দক্ষিণ স্কন্ধাস্থির নিম্নে বেদনা। যকৃতের ক্রিয়ার বৈষম্য সহকারে কোষ্ঠকাঠিন্য, শ্বেত লেপাবৃত জিহ্বা এবং প্রলম্বিত ( বহিরাগত ) অক্ষিগোলক। পাণ্ডু ( কামলা ) রোগে শ্বেত লেপাবৃত জিহ্বা ও ফেঁকাশে বর্ণ বিশিষ্ট মল। টাইফয়েড জ্বরে শ্বেত লেপাবৃত জিহ্বা এবং পাতলা মলস্রাব, অপ্রগাঢ় বর্ণ বিশিষ্ট মল; উদরের স্ফীততা ও স্পর্শানুভবতা। কোষ্ঠবদ্ধ সংযুক্ত টাইফয়েস ফিবার।

শৈকাশে পীত বা কর্দ্দম বর্ণ মলবিশিষ্ট অতিসার ; উদরের স্ফীততা ; শেওলা শেওলা বা আঠা আঠা মল ; বসাময় দ্রব্য ভক্ষণের পর অতিসার। শেওলা শেওলা বা আঠা আঠা পূযময় মল ও উদর বেদনাসংযুক্ত রক্তাতিসার ; পুনঃ পুনঃ মল-বেগ। মলত্যাগকালে অতিশয় বেগ দিতে হয়, এজন্য মলদ্বারে অতিশয় বেদনা জন্মে। রক্তাতিসারে এই ঔষধ ফিরম-ফসের সহিত পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করিলে বিশেষ ফল দর্শে ( ম্যাগ-ফসের সহিত তুলনা করুন )। মলিন, গাঢ়, রক্তস্রাবী অর্শ।

**মূত্রযন্ত্র**—শ্বেত, গাঢ় আঠা আঠা শ্লেষ্মাস্রাবী তরুণ মূত্রাশয় প্রদাহ ( সিষ্টাইটিস )। এই রোগের দ্বিতীয়াবস্থায় এবং পুরাতনাবস্থায় ইহা বিশেষ উপকারী। মলিন ও ইউরিক এসিড সংযুক্ত মূত্র। বৃক্ক প্রদাহের দ্বিতীয়াবস্থা ( প্রথমাবস্থায় ফিরফস )।

**পুংজননেন্দ্রিয়**।—প্রমেহ এবং অণ্ড প্রদাহের ইহা প্রধান এবং প্রায়ই অমোঘ ঔষধ। প্রমেহ-স্রাবের বিলুপ্তি বশতঃ অণ্ডের প্রদাহ ও স্ফীততা। বাগীর কোমল স্ফীততা, পুরাতন উপদংশ এবং তৎসহ শ্বেতবর্ণ স্রাব। শ্বেত বা ধূসর লেপাবৃত জিহ্বা। কোমল আদিম উপদংশজ ক্ষত। ৩× ক্রমের চূর্ণ আভ্যন্তরিক এবং স্থানিক প্রয়োগ বিশেষ ফলপ্রদ।

**স্ত্রীজননেন্দ্রিয়**—দুধের ন্যায় শ্বেতবর্ণ, গাঢ় ও অপ্রাদাহিক শ্লেষ্মা স্রাবী শ্বেতপ্রদর। স্রাব জন্য জরায়ুমুখে ও জরায়ুগ্রীবার ক্ষত। এই ঔষধের স্থানিক প্রয়োগও উপকারী। বিলুপ্ত, বিলম্বিত বা শীঘ্র শীঘ্র প্রত্যাগত ঋতু। মলিন, সংযত, কঠিন, ও প্রভূত রক্তস্রাবী ঋতু, জরায়ুতে রক্তসঞ্চয় ( দ্বিতীয় বা পুরাতনাবস্থা ), শীঘ্র শীঘ্র ঋতু প্রত্যাগত হয় ( ক্যাল্ক-ফস )। দীর্ঘকালস্থায়ী ঋতু ( কালীফস ) ;এই সকল রোগীর জিহ্বার বর্ণ দেখা নিতান্তই প্রয়োজনীয়।

**গর্ভ**।—গর্ভিণীদিগের প্রাতঃকালীন বিবমিষা ও শ্বেত শ্লেষ্মা বমন সহকারে শ্বেত লেপাবৃত জিহ্বা। স্তন-প্রদাহ (পূয সঞ্চয়ের পূর্ব্বে); সূতিকাজ্বরের প্রারম্ভাবস্থায় (ফিরফসের সহিত পর্য্যায়ক্রমে) ইহা একটী মূল্যবান ঔষধ। উন্মত্ততা, মস্তিষ্ক বিকৃতি ইত্যাদি। স্তন-প্রদাহে এই ঔষধ ব্যবহার করিলে শীঘ্র শীঘ্র স্ফীততা বিলীন হইয়া যায়।

**শ্বাসযন্ত্র**—শ্বাসযন্ত্রের প্রদাহের দ্বিতীয়াবস্থা। গাঢ় দুশ্ছেদ্য, শ্বেত বা দুগ্ধের ন্যায় নিষ্ঠীবন; পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ সংযুক্ত নিষ্ঠীবন বিশিষ্ট ক্ষয়কাস। উচ্চ, সশব্দ, আমাশয় হইতে উত্থিত, নিষ্ঠীবন বিশিষ্ট কাস। এই প্রকার রোগীর জিহ্বার শ্বেত লেপাবৃততা ও চক্ষুর প্রলম্বিততা। হুপিংকাসের ন্যায় হ্রস্ব, আক্ষেপিক কাস (ফির-ফস)। ক্রুপ কাসের ন্যায় স্বরভঙ্গ বিশিষ্ট কাস; ক্রুপ রোগের ইহা প্রধান ঔষধ (ফিরফস)। নিউমোনিয়া; প্লুরিসি (জিহ্বার বর্ণ দ্রষ্টব্য) শ্বেত লেপাবৃত জিহ্বা ও শ্বেত নিষ্ঠীবন বিশিষ্ট শ্বাস কাস। স্বর-নাশ; শৈত্য জনিত স্বরভঙ্গ (কালী-সল); হুপিংকাফ। কাসিবার সময় শিশুর গলায় হস্তপ্রদান। হুপিংকাসে ফির-ফসের সহিত পর্য্যায় ক্রমে ব্যবহার করিলে চমৎকার ফল দর্শে।

**রক্ত সঞ্চলন যন্ত্র**—হৃদপিণ্ডের দপ দপ। হৃৎপিণ্ডের অভ্যন্তরে রক্তের সংযত হইবার প্রবণতা বা আশঙ্কা। পেরিকার্ডাইটিসের দ্বিতীয়াবস্থায় হৃৎপিণ্ডে অত্যধিক রক্ত সংপ্রবেশ জন্য দপ দপ ও হৃৎবৃদ্ধি

**পৃষ্ঠ এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ**—শ্বেত লেপাবৃত জিহ্বা সহ শরীরের যে কোন স্থানের স্ফীততা সংযুক্ত আমবাতিক বেদনা। সঞ্চলন কালে অনুভূত হয় অথবা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, এরূপ আমবাতিক বেদনা (ফিরফস)। পুরাতন বাতের বেদনা, সঞ্চলনে উহার বৃদ্ধি। বাত

সহকারে জ্বর ও সন্ধির স্ফীততা। স্ফীততার কাঠিন্যে ক্যাল্ক-ফ্লোর সহ পর্য্যায়ক্রমে। পদের পুরাতন স্ফীততা, উরুসন্ধির স্ফীততায় পূয জন্মিবার পূর্ব্বে; হস্তপদের শীতস্ফোট। গ্রীবাগ্রন্থির স্ফীততা। গ্রন্থির আমবাতিক স্ফীততা। রাত্রিকালে ও শয্যার উষ্ণতায় বাতের বেদনার বৃদ্ধি। কটি হইতে পা পর্য্যন্ত বিদ্যুতের ন্যায় বেদনা; এজন্য উঠিয়া বসিবার আবশ্যকতা। লিখিবার কালে হস্তের স্তব্ধতা ( Stiffness ); পদ এবং পদতলের পুরাতন স্ফীততা ও চুলকানি। হস্ত-পৃষ্ঠের কণ্ডুয়ার কড় কড় শব্দ। হস্ত, পদ বা যে কোন স্থানে নীহার-স্ফোটক ( চিলব্লেন )।

**স্নায়ুমণ্ডল**।—শ্বেত লেপাবৃত জিহ্বা ও বহিরাগত চক্ষু লক্ষণাপন্ন মৃগীরোগের সর্ব্বপ্রধান ঔষধ ( ম্যাগ-ফস )। পামারোগ সংযুক্ত অথবা উহা বিলুপ্ত হইবার পর মৃগীরোগ; মেরুরজ্জুর ক্ষয়।

**ত্বক**।—সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগে উদ্ভেদ গুলির ভিতর হইতে শ্বেতবর্ণ পদার্থ ক্ষরিত হইলে অথবা চর্ম্ম হইতে ময়দার ন্যায় গুড়ি গুড়ি পদার্থ অথবা শ্বেতবর্ণ শল্ক বাহির হইলে ইহা উপযোগী। মূত্রযন্ত্রের ক্রিয়ার বৈষম্য বশতঃ পামা ( জিহ্বার বর্ণ দ্রষ্টব্য )। ফোস্কাকার বিসর্পে ( ইরিসিপেলাস ) ইহা প্রধান ঔষধ ( জ্বর থাকিলে ফির-ফসের সহিত পর্য্যায়ক্রমে )। স্ফোটক, বিস্ফোটক ( কার্ব্বাঙ্কল ) প্রভৃতি রোগে পূযোৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে; রোগের দ্বিতীয়াবস্থায়; হার্পিজ ( ন্যাট-মিউ ) ছাম ও হামের লোপজনিত অসুখ। স্কার্লেট ফিবার। সাইকোসিসের প্রধান ঔষধ। বয়সফোড়া বিথাউজ প্রভৃতি চর্ম্মরোগের উদ্ভেদের অভ্যন্তর হইতে গাঢ়। শ্বেতবর্ণ পদার্থ নিঃসৃত হইলে। রজঃরোধের ফলে একজিমা।

দুর্দ্দম্য একজিমা অর্থাৎ বিখাউজ রোগে ইহার ফলবত্তা পুনঃ পুনঃ প্রমাণিত হইয়াছে। ফোস্কা অথবা যে কোনও প্রকারের পোড়া ঘায়ে ইহা সবিশেষ উপযোগী। দগ্ধ ক্ষতে ইহার বাহ্য প্রয়োগও হইয়া থাকে। অতিশয় উগ্র প্রকৃতির দগ্ধ ক্ষতে ৩× ক্রমের বিচূর্ণ বাহ্য প্রয়োগ করিলে তৎক্ষণাৎ জ্বালা যন্ত্রণা দূর হয়। ইরিসিপেলাসের ইহা প্রধান ঔষধ। দদ্রু, শিঙ্গেল্‌স ( কটিবন্ধের ন্যায় দদ্রু ), বৃক ( লুপঃস ) ঘাম ও তৎসহ স্বরভঙ্গ বিশিষ্ট কাসি ও গ্রন্থির স্ফীততা অথবা এই সকল চর্ম্মরোগের কুফলে ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। মুখমণ্ডলে ও গলায় ঘামাচির ন্যায়ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভেদ ( pimples )। বসন্ত রোগের ইহা প্রধান ও অব্যর্থ ঔষধ প্রথম হইতেই ফিরম-ফস সহ পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করিলে গুটি গুলি নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হয়। সাইকোসিসের প্রধান ঔষধ। কুণী; হস্তে আঁচিল।

**জ্বর**—শরীরের যে কোন ও যন্ত্রের ( বা অংশের ) প্রদাহের দ্বিতীয়া বস্থায়। টাইফয়েড জ্বরে, আক্রান্ত বিধানের বিশুদ্ধতা উৎপাদনার্থ। স্কার্লেট ফিভারে ফির-ফসের সহিত পর্য্যায়ক্রমে ও উহার প্রতিষেধার্থ। টাইফস ফিবারের কোষ্ঠবদ্ধতায় এবং সূতিকা জ্বরের প্রারম্ভাবস্থায় ( ফির-ফসের সহিত পর্য্যায়ক্রমে ) ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ ( কালী-ফস )। আমবাতিক জ্বরে রস অশোষণার্থ; সকল প্রকার জ্বরে ধূসরাভশ্বেত, শুষ্ক অথবা আঠা আঠা জিহ্বা লক্ষণে ইহা ব্যবহার্য্য। সবিরাম জ্বরে এই ঔষধের অন্যান্য লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে। প্রাতিশ্যায়িক জ্বরে অত্যন্ত শীতানুভব, একটু ঠাণ্ডা বাতাস লাগিলেই অত্যন্ত শীত বোধ, এজন্য অগ্নির চুল্লীর নিকট বসিবার প্রয়োজন। বিছানায় গা ঢাকিয়া বসিলে উপশম বোধ।

**নিদ্রা।**—যৎসামান্য শব্দেই চমকিত হইয়া উঠা। অস্থির নিদ্রা। অতিশয় নিদ্রালুতা।

**মন্তব্য।**—রক্তাল্পতাসহ চর্ম্মরোগ বিদ্যমান থাকিলে উপযুক্ত ঔষধের সহিত পর্য্যায়ক্রমে ইহা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। সর্ব্বপ্রকার পোড়াঘায়ে আভ্যন্তরিক ও স্থানিক প্রয়োগ বিশেষ উপকারী। যে কোন ও রোগেই বিধান হইতে গাঢ় শ্বেত মাঠা অথবা স্রাব স্রাবিত হইলে দ্বিধা না করিয়া ইহা ব্যবহার করিবে। হাম ও বসন্ত রোগের ইহা সর্ব্বপ্রধান ঔষধ। স্ক্রফিউলা জনিত গ্রন্থির স্ফীততায় ও স্ফাতি রোগের ইহা প্রধান ঔষধ। চর্ব্বি অথবা অধিক মসলা সংযুক্ত দ্রব্য ভক্ষণে পেটের অসুখের উৎপত্তি অথবা বৃদ্ধি এবং সঞ্চলনে বেদনার বৃদ্ধি এই ঔষধের বিশেষ লক্ষণ। ক্ষতে মাংসাঙ্কুরের উৎপত্তি। খারাপ বীজে টীকা দেওয়ার ফলে কোন ও অসুখের উৎপত্তি, যেমন চর্ম্মরোগ। উপদংশ।

**উপচয় ও উপশম।**—ঘৃতাদি বসাময় জিনিষ অথবা লুচি কচুরী ও পিষ্টকাদি অথবা অপর কোনও প্রকার গুরুপাক দ্রব্যাদি ভোজনের ফলে উৎপন্ন বা বৃদ্ধি। আমবাত ও সর্ব্বপ্রকার বেদনার সঞ্চলনে বৃদ্ধি। এণ্টিস্ক্রফিউলাস, এণ্টিসাইকোটিক ও এণ্টিসিফিলিটিক এই ত্রিবিধ মন্থর লক্ষণ ও মন্থরগতি বিশিষ্ট ধাতু-দোষের ইহা একটী মন্থর ক্রিয়াশীল ঔষধ। ( It is a sulggish remedy for the sluggish symptoms and sluggish constitutions, being antiscrofulous, antisycotic, and syphilitic)

**ক্রম।**—এই ঔষধের ৩x, ৬x ও ১২x সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ডিফথিরিয়া রোগে ৩x ক্রমের বিচূর্ণ ১০।১৫ গ্রেণ এক গ্লাস উষ্ণ জলে মিশ্রিত করিয়া কুলি করিলে বিশেষ উপকার হয়

( এতৎ সহ এই ঔষধ আভ্যন্তরিক প্রতি অর্দ্ধ বা এক ঘণ্টান্তর গরম জলে গুলিয়া সেব্য )। পোড়াঘা, স্ফোটক, কার্ব্বঙ্কল, আঁচিল ও অন্যান্য প্রকার চর্ম্মরোগেও ইহার বাহ্য প্রয়োগ হইয়া থাকে। এই সব স্থলে জলে গুলিয়া লিণ্ট বা নেকড়াখণ্ড ভিজাইয়া স্থানিক প্রয়োগ করিতে হয়।

সম্বন্ধ।—সর্ব্বপ্রকার প্রদাহের দ্বিতীয়াবস্থায় যখন একজুডেশন অর্থাৎ রসক্ষরণ আরম্ভ হয়, তখন ব্রাই, মার্ক, এপিস, থুজা, স্পঞ্জিয়া, আইওডিন, পলসেটিলা, রসটক্স সলফার ও কালী-কার্ব্ব প্রভৃতির সহিত তুলনীয়। ফাইটোলাকা, স্যাঙ্গুইনেরিয়া, ষ্টিলিঞ্জিয়া, পাইনঃস, এসক্লেপ, এইলান্থ, এনিস, ষ্টেল, হেমে-ভার্জ্জ, সিমিসি ও বার্ব্বেরিস এই কয়টী ঔষধ বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে ইহাদের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ কালী-মিউর বিদ্যমান আছে। এবং এই সকল ঔষধের অধিকাংশ লক্ষণের সহিতই কালী-মিউরের লক্ষণের অনেকটা সাদৃশ্যও আছে। ভবিষ্যতে যখন সমগ্র প্রাণীজ ও উদ্ভিজ্জ ঔষধগুলির এই প্রকার বিশ্লেষণ হইবে তখন সেই সকল ঔষধের আংশিক লক্ষণের সহিত এইসব ( বাইওকেমিক ) ঔষধের লক্ষণের তুলনা চলিবে। ইষ্টেকিয়ান টিউবের পীড়ায় মার্কসলের সহিত তুলনীয়। উপদংশ রোগে ইহার পর কালী-সলফ ও সিলি ব্যবহার্য্য। লুপঃস অর্থাৎ বৃক রোগে ক্যাল্কফসের সহিত তুলনীয়।

হোমিওপ্যাথিক মতে গভীরমূল ঔষধ বলিয়া সলফার যেরূপ বহু প্রকার বিষদোষ দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত করিবার নিমিত্ত ও অন্তর্ব্বর্ত্তী ঔষধ রূপে মধ্যে মধ্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে শুসলারের আবিষ্কৃত বাইওকেমিক শাস্ত্রমতে কালী-মিউরও সেই স্থানটী অধিকার করিয়াছে। যখন উপযুক্ত কোনও ঔষধ ব্যবস্থা করিবার লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয় না, তখন এই

ঔষধ মধ্যে মধ্যে ব্যবহার করিলে এমন লক্ষণ সকল প্রকাশিত হইয়া পড়ে যে, তাহা দৃষ্টে একটী সুন্দর ঔষধ ব্যবস্থের হইতে পারে। কালী-মিউরের পর প্রায়ই ক্যাল্ক-সলফ প্রয়োজিত হইয়া থাকে ও তখন ইহা উহার অনুপূরক ঔষধরূপে কার্য্যকরিয়া থাকে। প্রদাহে যখন উপত্বকের গভীরতর অংশ আক্রান্ত হইয়া থাকে, তখন নেট্রাম মিউরের পরিবর্ত্তে ইহা ব্যবস্থেয়।

আমাশয়ান্ত্রের (gastro-intestinal) প্রবল উপদাহ বশতঃ যখন ক্ষত গ্যাংগ্রিণের আকার ধারণ করে তখণ কালী-মিউর অপেক্ষা কালী ক্লোর অধিকতর উপযোগী। একথি (মুখক্ষত) রক্তামাশয় ও এপিথে লোমা অর্থাৎ ঔপত্ব্কিক টিউমারে কালী-ক্লোরের সহিত তুলনীয়

# কালী-ফসফরিকম!

## Kali Phosphoricum

ইহার অপর নাম ফস্ফেট্ অব্ পটাশ। সংক্ষিপ্ত নাম কালী-ফস। জান্তবশরীরের প্রায় সর্ব্বত্রই, বিশেষতঃ মস্তিষ্কের "গ্রেম্যাটার", স্নায়ু এবং মাংশ পেশীতে এই পদার্থ বহুলরূপে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। যে সকল পদার্থের সাহায্যে টিশু সকল নির্ম্মিত হইয়া থাকে তাহাতে এবং সর্ব্বপ্রকার পুষ্টিকর তরল বিধানেই এই জিনিষ বর্ত্তমান আছে। অতএব অনুমান করা হয় যে, টিশু সংগঠনের পক্ষে ইহা অপরিহার্য্য।

অণ্ডলালের সহিত মিশ্রিত হইয়া ইহা মস্তিষ্কের 'গ্রে-ম্যাটার' (grey-matter) নামক পদার্থ প্রস্তুত করে। গ্রে-ম্যাটারের মধ্যে

আরও কতিপয় জান্তব ও লাবণিক পদার্থের বিদ্যমানতা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে বটে, কিন্তু কালী-ফসই উহার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। জীবনীশক্তি সংরক্ষণ ও সম্বর্দ্ধনার্থে শরীরে আর যে যে পদার্থের প্রয়োজন, এই কালী-ফসের সাহায্যেই তাহা সংগৃহীত হইয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে, জীবনীশক্তি সংরক্ষণে যে যে উপাদানের প্রয়োজন তন্মধ্যে এই ফস্ফেট অব পটাশই সর্ব্বপ্রধান। মস্তিষ্কে এই পদার্থের অভাব বা স্বল্পতা ঘটিলেই নানাপ্রকার স্নায়বিক লক্ষণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। মস্তিষ্কের যে কোনও প্রকার সকল প্রকার। বিকৃতির ইহা সর্ব্বপ্রধান ঔষধ। গ্রে-ম্যাটারের ক্রত ক্ষয় নিবন্ধন যাহারা স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য বা অপর কোনও সাংঘাতিক রোগাক্রান্ত (যেমন কলেরা প্রভৃতি) হইয়াছেন, তাহারা ইহা ব্যবহার মাত্র ইহার উপকারিতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। বৃদ্ধ ও স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যগ্রস্তদিগের পক্ষে কালী-ফস ৩× ট্যাবলেট সর্ব্বদা সঙ্গে রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। তাহা হইলে জগৎ হইতে বহু রোগ ভোগের অবসান হইবে। মস্তিষ্কের অতিচালনা বা আফিসের অত্যধিক খাটুনিতে আপনার দেহ ও মন অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে? কালীফসের (৩×) ৪।৫টি ট্যাবলেট মুখে ফেলিয়া দিন, সুস্থ দেহে ও প্রসন্নচিত্তে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিবেন। রুগ্ন আত্মীয়-স্বজনের সেবা শুশ্রূষা করিতে রাত্রি জাগরণ বা উৎসবাদি উপলক্ষে খাটুনি ও রাত্রি-জাগরণের ফলে আপনি অবসন্ন ও ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন ও আপনার শরীর জর জর করিতেছে? কালী-ফস ৩×, ৪।৫টী ট্যাবলেট গরম জলে গুলিয়া সেবন করুন, দেখিবেন কেমন সত্বর আপনি সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ বোধ করেন। স্কুল-কলেজের ছাত্রগণের রাত্রি জাগরণ করিয়া মস্তিষ্ক পরিচালনার কুফলে বা উকীল মোক্তার ব্যারিষ্টার প্রভৃতির আফিষে মস্তিষ্কপরিচালনা করিয়া সওয়াল জবাব করার দরুণ অথবা স্কুল মাষ্টার

র্থী প্রফেসারগণের অধ্যাপনা জনিত মস্তিষ্কের অবসাদে ও স্মৃতিক্ষীণতায় ইহা অমূল্য ঔষধ।

সৃষ্টজগতে প্রকৃতির কার্য্য নিরীক্ষণ করুন। উদ্ভিজ্জে, ফুলে-ফলে কেমন ধীরে ধীরে, অল্পে অল্পে, বাছিয়া বাছিয়া আকর্ষণ ও বিকর্ষণ অর্থাৎ গ্রহণ ও ত্যাগ দ্বারা অভাবের পূরণ চলিতেছে। দেহও প্রয়োজনীয় বস্তুর বিগুমানতায় স্বাস্থ্য; অভাবে—রোগ; রোগ হইলে শরীরে কোন্ কোন্ পদার্থের অভাব ঘটিয়াছে তাহা জানিয়া অভাবের পূরণ করুণ—দেখিবেন, শীঘ্রই স্বাস্থ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

যখন চিকিৎসকমণ্ডলী এই পদার্থের অসাধারণ গুণাগুণ বিশেষ রূপে পরিজ্ঞাত হইয়া, অভাব স্থলে ইহা, ব্যবস্থা করিতে শিক্ষা করিবেন, তখনই দেশে পাগলা গারদ ( Lunatic Asylum ) রাখার আবশ্যকতা আর থাকিবেনা, এবং জগত হইতে বহু রোগের অবসান ঘটিবে, এই মর-জগতই আবার অমরধামে পরিণত হইবে। মানবজাতির কল্যাণার্থে ইহা শ্রীভগবানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান, মনুষ্যের আবিষ্কৃত পদার্থ সমূহ মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার এবং রোগারোগ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহৌষধ, একথা বলিলে বোধহয় কিছুমাত্র অত্যুক্তি হইবেনা।

শরীরে কালী-ফসের স্বল্পতা ঘটিলেঃ—(১) লজ্জাশীলতা, উদ্বেগ, অস্থিরতা, ভয়, অশ্রুস্রাবশীলতা, সন্দেহ, স্বগৃহে ফিরিয়া যাইতে ঔৎসুক্য ( Home sickness ) স্মৃতিক্ষীণতা এবং অবসাদ প্রভৃতি মানসিক লক্ষণ; (২) প্রথমতঃ নাড়ীর ক্ষুদ্রতা ও দ্রুততা (Small and freqent ) এবং পরিশেষে উহার বেগের প্রতিবন্ধকতা বা বিলম্বিততা ( retardation ); (৩) বোধক স্নায়ুতে ( sensory nerves ) বেদনা সহ স্পর্শশক্তির বিলোপ; (৪) পেশী ও স্নায়ুর দৌর্ব্বল্য জনিত গতি-জনক স্নায়ুর পক্ষাঘাত বা অবশতা এবং (৫) সহানুভৌতিক স্নায়ুতে ইহার

স্বল্পতা নিবন্ধন পরিপোষণের অভাবহেতু ঐ সকল স্নায়ুর কোমলতা ও বিগলনশীলতা ( degeneration ) উৎপন্ন হইয়া থাকে।

সর্ব্বপ্রকার স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের ( নিউরেস্থিনিয়া ) মহৌষধ বলিয়া ইহার যথেষ্ট খ্যাতি আছে।

সর্ব্বপ্রকার স্রাবের—( মল মূত্র, রক্ত, শ্লেষ্মা ও নিষ্ঠীবন প্রভৃতির এবং ক্ষত হইতে নিঃসৃত স্রাবের ও প্রদরাদি স্রাবেরও ) ভয়ঙ্কর পূতি-গন্ধ ( পচাগন্ধ ) এবং টিশুর পচন বা বিগলনশীলতা কালী-ফস প্রয়োগের অপর বিশেষ লক্ষণ। বৃদ্ধদিগের শীর্ণতা ( এট্রফি ) এবং যে কোন প্রকার ক্ষত বা স্রাবাদির সেপ্টিক হইবার আশঙ্কায় ইহা সফলতার সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

## প্রধান প্রধান লক্ষণ।

**মন**।—কালী-ফস স্নায়ু ও মস্তিষ্কের রোগের সর্ব্বপ্রধান ঔষধ। স্নায়ু এবং মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা জনিত সর্ব্বপ্রকার মানসিক বিকৃতিতেই ইহা বিশিষ্ট রূপে উপযোগী। মস্তিষ্কের এই উপাদানের স্বল্পতা ঘটিলে নিম্নলিখিত লক্ষণ সমূহ উপস্থিত হয় ; যথা—মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা ( অত্যধিক শ্রমজনিত ) নিরুৎসাহিতা, ক্রোধপ্রবণতা, অসহিষ্ণুতা এবং অতিশয় স্নায়বীয়তা, শিশুদিগের খিট্‌খিটে স্বভাব ; ক্ষণরাগিতা, ক্রন্দন ও চিৎকার ; ভয় ; স্মৃতিক্ষীণতা ( ক্যাল্কফসের সহিত পর্য্যায়ক্রমে ) রাত্রিতে নিদ্রিতাবস্থায় শিশুদিগের চিৎকার ( কখন কখন কৃমিজন্যও )। পূর্ব্বোক্ত লক্ষণের সহিত জিহ্বার বর্ণও দ্রষ্টব্য।

অস্থিরতা, বিষণ্ণতা, নানারূপ কল্পনা, বিনাকারণে ভয়, পূর্ব্বেই ভবিষ্যৎ বিপদ সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয়তা বা বুঝিতে পারা ; বিষয়কর্ম্ম এবং আর্থিক বিনাশ সম্বন্ধে স্থিরসিদ্ধান্ত, লোকালয়ে যাইতে বা লোকের সহিত

মিশিতে ভয় বা লজ্জা; শুরুশ্রমজনিত মানসিক দুর্ব্বলতা; সহজেই ক্রোধের উদ্রেক ও স্মৃতিক্ষীণতা, লিখিবারকালে শব্দ বা অক্ষর ভুল পড়ে, সমস্ত বিষয়ই গুলাইয়া যায়; গোলমাল বা শব্দে বিদ্বেষ; উদ্যমহীনতা, সামান্য কাজও বৃহৎ বলিয়া মনে হয়, বিষয় হইতে বিষয়ান্তরের আলাপ বা প্রলাপ; ভয়ের কুফল; শোকের কুফল; বিভ্রম দৃষ্টি; হিষ্টিরিয়া পর্য্যায়ক্রমে হাস্য ও ক্রন্দন; উন্মত্ততা; বিষাদ বায়ু, সর্ব্বদা চুপকরিয়া থাকিবার প্রবৃত্তি; নিদ্রাহীনতা রাত্রিকালীন ভয়, জীবনের অসার-ভাগ দর্শন। উৎসাহ-হীনতা, স্নায়বীয় ব্যক্তিগণের মূর্চ্ছাপ্রবণতা, সকল বিষয়েরই মন্দ দিক দর্শন এবং অন্যান্য বহু প্রকার মানসিক বিকৃতি। মনের সামান্য আবেগের ফলে হিষ্টিরিয়ার উদ্ভব।

ডিলিরিয়ম ট্রিমেন্স (বালাক্ষেপ) মস্তিষ্কের কোমলতা, শূন্যে কল্পিত বস্তু ধরিবার নিমিত্ত হস্ত প্রসারণ। অতিশয় লজ্জাশীলতা; জ্বরকালে প্রলাপ বকা (ফির-ফস, হ্যাট-মিউ)। স্মৃতিকোন্মাদ; হাস্য বা ক্রন্দনের আবেশ; বিষাদবায়ু; অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম জনিত অবসাদ; স্বপ্নে বাক্‌রোধ। মানসিক বিভ্রম।

**মস্তক।**—স্নায়বীয় ব্যক্তিগণের শিরঃপীড়া; শব্দে অনুভবাধিক্য, ক্রোধপ্রবণতা; মস্তিষ্কের রক্তহীনতা। রজঃস্রাব কালীন শিরঃপীড়া, তৎসহ ক্ষুধা। বাম ম্যাষ্টয়েড অস্থিতে দারুণ বেদনা। ভ্রম, দুর্ব্বলতা, চিন্তা করিতে অপারগতা, ক্লান্তি, হাঁইতোলা, আড়ামোড়াভাঙ্গা (হস্ত-পদের প্রসারণ—ষ্ট্রেচিং) অবসন্নতা ও হিষ্টিরিয়া সহকারে শিরঃপীড়া। কর্ণে গুণ গুণ শব্দ সহকারে শিরঃশূল, মানসিক প্রফুল্লতায় উহার হ্রাস এবং একাকী থাকিলে বৃদ্ধি; অশ্রুস্রাব প্রবণতা। আহার করিলে ইহার কিঞ্চিৎ উপশম। মস্তক-পৃষ্ঠে বেদনা ও গুরুত্ব,

তৎসহ দুর্ব্বলতা ও ক্লান্তি (ফিরফসের পর)। আহার কালে উহার উপশম। ছাত্রগণের, মানসিক পরিশ্রমকারিগণের ও অনিদ্রা-জনিত দুর্ব্বলীভূতব্যক্তিগণের শিরঃপীড়া। আহারান্তে, সামান্য সঞ্চলনে বা মনের প্রফুল্লতায় বেদনার হ্রাস। আঘাত হেতু মস্তিষ্কের স্তম্ভন (মস্তিষ্কের বিকম্পন—কঙ্কশন)। প্রসারিত চক্ষুতারা। মস্তিষ্কের রক্তহীনতা, তজ্জন্য স্নায়বীয়তা ও শিরোঘূর্ণন, দুর্ব্বলতা ও ক্লান্তি বশতঃ শিরোঘূর্ণন (ফির-ফস)। নিদ্রাহীনতা, নিদ্রিত হইবামাত্র মস্তকে নানা প্রকার শব্দ শ্রবণ। মস্তকে জল সঞ্চয়। মস্তকে আঘাত লাগা। মস্তিষ্কের রক্তহীনতা। বাম ম্যাষ্টয়েড অস্থিতে প্রচণ্ড বেদনা।

স্ত্রীলোকের ঋতুকালীন শিরঃপীড়া ও তৎসহ ক্ষুধা। স্নায়বিক শিরঃপীড়া। মস্তকত্বক কণ্ডুয়ন। নড়িলে চড়িলে ও খোলা বাতাসে বৃদ্ধি।

**চক্ষু**।—দৃষ্টিদৌর্ব্বল্য, উত্তেজিত, একদৃষ্টিবিশিষ্ট চক্ষু। প্রসারিত অক্ষিতারা। পেশীর দুর্ব্বলতা বশতঃ চক্ষুর পাতার পতন। ডিফথিরিয়ার পরবর্ত্তী তির্য্যক্‌দৃষ্টি। চক্ষুর পাতার পক্ষাঘাত বশতঃ পতন; চক্ষে বালু, কুটা ইত্যাদি থাকার ন্যায় অনুভব। পাতার স্পন্দন। চক্ষুর সম্মুখে কৃষ্ণবিন্দু দর্শন। ঝাপসা দৃষ্টি।

**কর্ণ**।—মস্তকে এবং কর্ণে নানারূপ শব্দ শ্রবণ সংযুক্ত বধিরতা। স্নায়ু মণ্ডলের দুর্ব্বলতা জন্য শ্রুতিক্ষীণতা। কর্ণে ক্ষত ও উহা হইতে দুর্গন্ধি পূযময়, রক্তাক্ত স্রাব নিঃসরণ। মেম্ব্রেণের ক্ষত। কর্ণের অভ্যন্তরে চুলকানি। যে কোন প্রকার শব্দ অসহ্য বোধ হয়।

**নাসিকা**।—দুর্গন্ধিস্রাববিশিষ্ট, শ্লেষ্মাস্রাবী ঝিল্লীতে সীমাবদ্ধ প্রতিশ্যায় (সিলিশিয়া দ্রষ্টব্য)। দুর্গন্ধি পূতিনস্য (সিলি)। নাসিকা হইতে পাতলা কৃষ্ণাভ রক্তপাত। এই রক্ত জমাট হয় না। নাসিকা

হইতে রক্তস্রাবের প্রবণতা (ফির-ফস সহ পর্য্যায়ক্রমে)। নাসিকা হইতে হরিদ্রা বর্ণের স্রাব নিঃসরণ।

**মুখমণ্ডল**—মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল। মুখমণ্ডলের নীলাক্ততা ও নিমগ্নতা; পাণ্ডুর ও রোগা মুখমণ্ডলের আরক্ততা, উত্তপ্ততা ও জ্বালা। বাম পার্শ্বের উপরের মাড়ি হইতে বাম কর্ণ পর্য্যন্ত বেদনা।

**মুখ-মধ্য**—মুখের পচাক্ষত (কালী মিউরের সহিত পর্য্যায়ক্রমে) ওষ্ঠে জলস্ফোটক; ওষ্ঠের ছাল উঠা; মুখমধ্যের প্রদাহ। মুখ হইতে দুর্গন্ধ নিঃসরণ। প্রভূত লবণাক্ত গাঢ় লালা নিঃসরণ। স্পঞ্জের ন্যায় মাড়ি।

**দন্ত**।—স্নায়ুপ্রধান ব্যক্তিদিগের দন্তবেদনা (ম্যাগ-ফস)। দুর্ব্বলতা, মানসিক পরিশ্রম অথবা নিদ্রাহীনতার পর দন্তবেদনা। যৎসামান্য সঞ্চলনে এই বেদনার উপশম। ধীর অস্পষ্ট ভাষণ (কথা বলা); শীত ব্যতীত স্নায়বীয় কারণে দন্তে দন্তে ঠক্ ঠক্ করা। সহজেই দন্তমূল হইতে রক্তপাত। ক্ষয়প্রাপ্ত দন্তে অত্যন্ত বেদনা; স্নায়বিক প্রকৃতির ব্যক্তিগণের দন্তশূল।

**জিহ্বা**—বাসি সরিষা গোলার ন্যায় লেপ বিশিষ্ট জিহ্বা। মুখ হইতে দুর্গন্ধ নিঃসরণ। প্রাতে জিহ্বার অতিশয় শুষ্কতা, মনে হয় জিহ্বা উপর তালুতে লাগিয়া থাকিবে। অতিশয় দুর্ব্বলতা বা শুষ্কতা সহকারে জিহ্বার প্রদাহ (ন্যাট-মিউ)।

**গলমধ্য**।—ডিফথিরিয়ার পরবর্ত্তী উপসর্গ, যথা দৃষ্টির ক্ষীণতা, আংশিক পক্ষাঘাত ইত্যাদি। গল-মধ্যের পচাক্ষত (প্রারম্ভাবস্থায়); ক্রুপ রোগের শেষাবস্থায় মূর্চ্ছা, বিবর্ণ ও বলক্ষয়ে এই রোগের প্রধান ঔষধ কালী-মিউরের সহিত পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য। স্বরভঙ্গ ও স্বর-নাশ। নাকাস্বরে কথা বলা, ধীরে ধীরে, অনুচ্চস্বরে কথা বলা। স্বর-রজ্জুর

পক্ষাঘাত। মানসিক অথবা স্নায়বিক দুর্ব্বলতা বর্ত্তমান থাকিলে সকল প্রকার গল-রোগেই ইহা ব্যবহার্য্য। বৃহৎ ক্ষত বিশিষ্ট টন্সিল তদুপরি গাঢ় শ্বেত লেপ। সর্ব্বদা ঢোক গিলিবার ইচ্ছা।

আমাশয়।—আমাশয়ের প্রদাহ ও ক্ষত। শোকতাপাদিবশতঃ দুর্ব্বলতা ও অবসন্নতা হইতে উৎপন্ন আমাশয়ের বেদনা; জ্বরাদি রোগের পর অতি ক্ষুধা ও অস্বাভাবিক ক্ষুধা। উদর পূর্ণ করিয়া আহার করিলেও ক্ষুধা যায় না, আবার খাইতে ইচ্ছা হয়। উদরের স্ফীততা। বাতোদ্গার। বিবমিষা সহ তিক্ত বা অম্ল ভুক্ত দ্রব্য বমন। রক্ত বমন, তিক্ত বা অম্ল বাষ্পোদ্গার। পাকস্থলীর কোন ও এক ক্ষুদ্র স্থানে অবিরাম বেদনা। মস্তিষ্কের রোগসহ গাঢ় সবুজ বা নীল পদার্থ বমন। পাকস্থলীর প্রদাহ। ভয় বা উত্তেজনার পর পাকস্থলীতে বেদনা। অতিশয় পিপাসা; বিবমিষা সহ অম্ল তিক্ত পদার্থ বা রক্ত বমন। খালি পেটে থাকিলে পেট কামড়ায়, কিছু খাইলে উহার শান্তি।

উদর ও মল।—উজ্জ্বল রক্ত সংযুক্ত রক্তামাশয়। উদরের স্ফীততা, রোগীর প্রলাপ বকা; মলের পচা গন্ধ, জিহ্বার শুষ্কতা ইত্যাদি। পচা দুর্গন্ধ মল সংযুক্ত অতিসার ও তৎসহকারে অতিশয় দুর্ব্বলতা ও অবসন্নতা। যে সকল রোগের সহিত উদরের উপসর্গ বিদ্যমান থাকে, তাহাতে প্রধান ঔষধের সহিত এই ঔষধ পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করিবে। উদরের প্রদাহ ও মলে দুর্গন্ধ থাকিলে ইহা বিশিষ্টরূপে উপযোগী। উদরের বামপার্শ্বে হৃৎপিণ্ডের নীচে বেদনা। প্লীহার রোগ সহ আমাশয়ের বাম পার্শ্বে বায়ু সঞ্চয় ও বেদনা। ভয় বা অপর কোন দৌর্ব্বল্যকর কারণে বেদনা শূন্য জলবৎ অতিসার ও তৎসহ বলক্ষয়। চেলেনি জলের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট অতিশয় দুর্গন্ধ বিশিষ্ট মল স্রাব। টাইফয়েড ডিসেণ্টি।

উদরের স্ফীততা সহকারে বামপার্শ্বে ক্লান্তিকর বেদনা ও হৃৎপ্রদেশে যন্ত্রণা। চাউল ধোয়া জলের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট প্রভূত মল সংযুক্ত ওলাউঠায় ইহা বিশেষ উপকারী। এই মল সশব্দে নির্গত হয়। টাইফয়েড ফিবারের আন্ত্রিক লক্ষণে। সরলান্ত্রনির্গমন ( ফির-ফস সহ পর্য্যায়ক্রমে )। আন্ত্রিক জ্বরে ক্ষুদ্র দুর্ব্বল নাড়ী ও মুখমণ্ডলের নীলাভা। সম্মুখদিকে অবনত হইলে উদর বেদনার উপশম। খাইতে বসিলেই মল বেগ, তৎক্ষণাৎ উঠিতে হয়। মলস্রাবেও মলবেগের শান্তি জন্মে না। নড়া চড়ায় মলদ্বারে জ্বালা; কোষ্ঠ কাঠিন্য। হাড়িশে ক্ষত, বেদনা ও চুলকানি; কোলন ও সরলান্ত্রের পক্ষাঘাতের ন্যায় অবস্থা।

**মূত্রে যন্ত্র**—পুনঃ পুনঃ প্রভূত মূত্রস্রাব ও তৎপরে মূত্র-পথে ঝল-সিয়া যাওয়ার ন্যায় বেদনা। স্নায়ুর দৌর্ব্বল্যবশতঃ মূত্রবেগধারণে অসমর্থতা। অবারিত মূত্রস্রাব। যুবক ও শিশুদিগের শয্যামূত্র ( ফির ফস সহ পর্য্যায়ক্রমে, কৃমিজনিত রোগে ন্যাট-ফসের সহিত ); মধুমেহ। ব্রাইট্‌স ডিজিজ ( মূত্রে এল্বুমেন থাকিলে ক্যাল্ক-ফসের সহিত পর্য্যায়ক্রমে )। বহুমূত্র সহ অতিক্ষুধা। কুঙ্কুমেরন্যায় পীতবর্ণ মূত্র। মূত্রমার্গে কণ্ডূয়ন। প্রমেহরোগে রক্তমূত্র। মূত্রাশয় ও মূত্রনালীতে কর্ত্তনবৎ বেদনা। ব্রাইটস্ ডিজিজ। স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য জনিত অবারিত মূত্র। সিষ্টাইটিস

**পুংজননেন্দ্রিয়।**—গলিত, আদিম উপদংশজ ক্ষত (স্যাঙ্কার) রক্তস্রাবী প্রমেহ। দুর্দ্দম্য সঙ্গমেচ্ছা। ধ্বজভঙ্গ; রাত্রিকালে লিঙ্গোত্থান ব্যতীত যন্ত্রণাকর শুক্রস্রাব। কামেচ্ছার সম্পূর্ণ বিলোপ। স্ত্রীসঙ্গমের পর অত্যন্ত দুর্ব্বলতা অনুভব ও দৃষ্টিদৌর্ব্বল্য। ব্যালেনাইটিস ( লিঙ্গমুণ্ডের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রদাহ )।

**স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।**—পাণ্ডুবর্ণা ক্রোধী ও স্নায়ুপ্রধান স্ত্রীলোক দিগের বহু বিলম্বিত ও স্বল্পস্রাব বিশিষ্ট ঋতু। উজ্জ্বল লোহিত অথবা

কৃষ্ণাভ লোহিত, পাতলা, অসংযত, দুর্গন্ধি প্রভৃত ঋতু। অনিয়মিত ঋতু; ঋতুকালে উদর বেদনা ( ম্যাগ-ফস ); রজলোপ। ঋতুকালে হিষ্টিরিয়া; গলা বাহিয়া বলের ন্যায় গোলাকার একটী পিণ্ড উঠিতেছে, রোগিনীর এরূপ অনুভব। বিদাহী শ্বেতপ্রদর ( ন্যাট-মিউ পর্য্যায়ক্রমে )। স্নায়বিক প্রকৃতির স্ত্রীলোকদিগের নিয়মিত সময়ের বহুপূর্ব্বে অত্যধিক পরিমাণ ঋতুস্রাব। দুর্ব্বলতা, উদ্যমহীনতা ও অপ্রফুল্লতা সহ ঋতুলোপ। ঋতুকালে মাথাধরা, অবসন্নতা, নিদ্রালুতা, পায়ের কামড়ানি এবং নিম্নোদরের প্রায় সর্ব্বত্রই চিড়িকমারা বেদনা। উদরের বাম পার্শ্বে ও বাম ডিম্বাশয়ে ( ওভেরি ) বেদনা। কটির নিম্নে ত্রিকাস্থি ( সেক্রাম ) প্রদেশে অসহ্য বেদনা। পীতাভ, ক্ষত ও জ্বালাকর স্রাব বিশিষ্ট শ্বেতপ্রদর। ঋতুর পর দুর্দ্দম্য সঙ্গমেচ্ছ। অতিশয় স্নায়বিক প্রকৃতির রোগিণী দুর্ব্বলতা ও স্ফুর্তিহীনতা সহ স্বল্প ঋতু ( এমেনোরিয়া )।

গর্ভ।—দুর্ব্বল স্ত্রীলোকদিগের গর্ভস্রাবাশঙ্কা ( ক্যাল্ক-ফ্লোর )। স্তনপ্রদাহে দুর্গন্ধি পিঙ্গলবর্ণ পূযস্রাবে আভ্যন্তরিক ও বাহ্য প্রয়োগ ফলপ্রদ। সূতিকা জ্বর; গর্ভাবস্থায় বা প্রসবের পরবর্ত্তী উন্মত্ততায় বা সর্ব্বপ্রকার মানসিক বিকৃতিতে ইহা বিশেষ উপকারী। ক্ষীণ প্রসব-বেদনা। প্রসবের একমাস পূর্ব্ব হইতে নিয়মিত রূপে ইহা ব্যবহার করিলে প্রসবে কোন কষ্ট হয় না। প্রসব বেদনা উপস্থিত হইলে ১৫।২০ মিনিট পর পর ৪× ক্রম ২।৫ গ্রেণ মাত্রায় উষ্ণ জলের সহিত প্রয়োগ করিলে অতি শীঘ্র ও সহজে প্রসব হইয়া থাকে।

শ্বাস-যন্ত্র।—স্বরযন্ত্রের অতিচালনা বশতঃ স্বরভঙ্গ ও দুর্ব্বলতানুভব। হুপিং কাস। শ্বাস প্রশ্বাসে অতিশয় কষ্ট হইলে অধিক মাত্রায় এবং অল্প সময় পর পর ৩× ক্রম ব্যবহার করিলে উৎকৃষ্ট ফলদর্শে।

স্বরনাশ। শ্বাসরোধের আশঙ্কা (জলবৎ ফেণা নিষ্ঠীবন পরিত্যক্ত হইলে অ্যাট-মিউর সহ পর্য্যায়ক্রমে)। ক্রুপ রোগের শেষাবস্থায় (পর্য্যায়ক্রমে ক্যালীমিউ)। শ্বাস-কাসে শ্বাসের হ্রস্বতা, পরিশ্রমে বা যৎসামান্য সঞ্চলনে বৃদ্ধি। শ্বাসনলীর উপদাহ বশতঃ কাস। বক্ষে ক্ষতবৎ বেদনা। ফুসফুসে জলসঞ্চয়। শ্রমজনক কার্য্য বা উপরতালায় উঠিবার সময় আয়াসিত ও দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস। স্নায়বিক প্রকৃতির রোগীদিগের হুপিং কাস ও তৎসহ অত্যন্ত অবসনতা। স্বররজ্জুর (ভোকাল-কর্ড) পক্ষাঘাত জনিত স্বর নাশ।

**রক্ত সঞ্চালন-যন্ত্র।**—মৃদু, সবিরাম, বিষম নাড়ী। উৎকণ্ঠা, অস্থিরতা, শ্বাসের হ্রস্বতা ও নিদ্রাহীনতা সহকারে হৃৎপিণ্ডের দপ্ দপ্। উচ্চস্থানে উঠিতে হৃদপিণ্ডের দপ্ দপ্। ভয় অথবা হৃদপিণ্ডের দুর্ব্বলতাবশতঃ মূর্চ্ছা। হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার সবিরামতা।

**পৃষ্ঠ ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ।**—মেরু-রজ্জুর কোমলতা ও রক্তহীনতা। হস্ত-পদের আংশিক বা সমগ্রের পক্ষাঘাত। চলৎ-শক্তির বিপর্য্যয়; হাঁটিতে গিয়া পড়িয়া যায়। আমবাতিক বেদনা, রোগাক্রান্ত স্থানের খঞ্জতা ও আড়ষ্টতা; প্রবল পরিশ্রমে বৃদ্ধি, সামান্য সঞ্চলনে উপশম। খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া হাঁটিতে হয়। বিশ্রাম কালে ঘৃষ্টবৎ বেদনা, আস্তে আস্তে নড়িলে চড়িলে ক্রমে ক্রমে উপশম বোধ; তরুণ বা পুরাতন বাতের বেদনা। প্রাতে বিশ্রামের পর, অথবা উপবিষ্ট অবস্থা হইতে উত্থানকালে রোগাক্রান্ত স্থানে আড়ষ্টতানুভব (ষ্টিফনেস্)। হস্ত পদের স্নায়ু শূল ও তৎসহ অবশতানুভব (ক্যাল্ক-ফস); হস্ত পদ বা কর্ণে শীতস্ফোট (আভ্যন্তরিক ও বাহ্য); হস্ত ও পদ তলের কণ্ডুয়ন ও জ্বালা।

**স্নায়ুমণ্ডল।**—শরীরের যে কোন ও স্থানের বা যে কোন ও

প্রকারের পক্ষাঘাতেই কালীফস প্রধান ঔষধ। শরীরের যে কোন যন্ত্রের স্নায়ুশূলে অবসন্নতা, বলক্ষয় গোলমালে বা আলোকে দ্বেষ এবং সামান্ত সঞ্চলনে ও মনের প্রফুল্লতায় উপশম ও একাকী বা স্থিরভাবে থাকিলে অতিশয় বৃদ্ধি লক্ষণ থাকিলে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ অতিশয় স্নায়বীয় প্রকৃতির রোগী, বিনা কারণে সহজেই উৎকণ্ঠিত হয়।

সহজেই ক্রোধের উদ্রেক। সামান্ত বিষয়কে বৃহৎ করিয়া তোলে; রোগের বর্ণনাকালে রোগীর অশ্রুস্রাব। সামান্ত মনোবিকারে হিষ্টিরিয়ার আবেশ, শিশুদিগের পক্ষাঘাত, মৃগী; কটিবাত; উরুর পশ্চাৎদিয়া হাঁটুপর্য্যন্ত আকর্ষণবৎ বেদনা এবং সহজেই দুর্ব্বলতা ও অবসন্নতা। মৃগী ও হিষ্টিরিয়া, বিশেষতঃ ভয় প্রাপ্তির পর। সহজেই চমকিত হইয়া উঠা। দস্যুতস্করের ভয়। স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বিশেষতঃ ইন্দ্রিয়ের অতি চালনার পর। ইন্দ্রিয়ের অতি চালনার ফলে নিদ্রাহীনতা, কটি, পৃষ্ঠ ও মস্তকপৃষ্ঠে বেদনা সময় সময় বেদনার আবেশ ও তৎপর অবসন্নতা। চলৎ-শক্তির লোপ (loco-motor paralysis); পক্ষাঘাত সহ রোগাক্রান্ত অঙ্গের শীর্ণতা। একাকী বা চুপকরিয়া থাকিলে বেদনার বৃদ্ধি। সায়েটিকা, উরুর পশ্চাৎ দিয়া হাঁটু পর্য্যন্ত বেদনা; চকিত প্রবণতা, সহজেই চমকিয়া উঠে।

**ত্বক।**—গাত্র কণ্ডু, আঙ্গুলহাড়া, পেম্ফিগাস (জল বিম্বের ন্যায় ফোস্কা বিশিষ্ট একপ্রকার চর্ম্ম রোগ)। ফোস্কা, কুঞ্চিত ত্বক, বসন্ত রোগের পচনশীল অবস্থা। সুড়সুড়ি অনুভব সহকারে ত্বকের অতিশয় কণ্ডুয়ন; সামান্ত ঘর্ষণে উপশম অনুভব কিন্তু জোড়ে চুলকাইলে ক্ষতবৎ বেদনা (ক্যাঙ্কস), হস্ত ও পদের তালুর কণ্ডুয়ন; শীতস্ফোট; মস্তকে টাকপড়া।

**নিদ্রা।**—উৎকণ্ঠা বা উত্তেজনার পর স্নায়বিক কারণে অনিদ্রা। স্বপ্ন সঞ্চরণ; শিশুরা স্বপ্ন দেখিয়া উঠিয়া পড়ে। অনিদ্রা সশব্দঃ হাঁই-

তোলা, আড়ামোড়াভাঙ্গা, দুর্ব্বলতা এবং উদরে শূন্যতানুভব। সমগ্র নিদ্রাকাল ব্যাপিয়া অগ্নি, দস্যুতস্কর ও ভূত প্রেতাদির স্বপ্নদর্শন; স্বপ্নকালে মনে হয় নীচে পড়িয়া গেলাম। শিশুদের রাত্রির ভয় ( night terrors )। গভীর নিদ্রাকালে ভয়ে চিৎকার দিয়া জাগিয়া পড়ে। রতি বিষয়ক বা কাম সংক্রান্ত স্বপ্ন দর্শন। প্রাতে শয্যা হইতে উঠিতে ইচ্ছা হয় না। নিদ্রিত হওয়া মাত্র পেশীর স্পন্দন বা উল্লম্ফন।

জ্বর।—সর্ব্বপ্রকার মৃদু প্রকৃতির অনিষ্টকর বা সাংঘাতিক জ্বরে ইহা ব্যবহার্য্য। নিদ্রাহীনতা, বিড়বিড় করিয়া প্রলাপ বকা, তন্দ্রা, উচ্চ গাত্রোত্তাপ, নাড়ীর বেগ স্বাভাবিক অপেক্ষা মৃদু অথবা দ্রুত ও কদাচিৎ অনুভবযোগ্য ( স্লাটমিউ )। সবিরাম জ্বরে প্রভূত দুর্গন্ধি, দৌর্ব্বল্যকর ঘর্ম্ম। টাইফয়েড ও স্কার্লেটফিবারের পচনশীল অবস্থায়। উচ্চ গাত্রোত্তাপ। দুর্গন্ধযুক্ত, প্রভূত, দৌর্ব্বল্যকর ঘর্ম্ম। সর্ব্বপ্রকার সাংঘাতিক জ্বর ও লক্ষণে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। টাইফয়েড জ্বরে এই ঔষধের জিহ্বা লক্ষণ দ্রষ্টব্য। আহারকালে আমাশয়ে দুর্ব্বলতা সহকারে প্রভূত দৌর্ব্বল্যকর ঘর্ম্ম। টাইফয়েড জ্বরের ইহা একটী প্রধান ঔষধ বিশেষতঃ শুষ্ক কটাবর্ণের ( brown ) বা সরিষা বাটার ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট জিহ্বা, নিদ্রাহীনতা ও প্রলাপ থাকিলে।

মন্তব্য।—ক্ষয়কর রোগের পচনশীল অবস্থায়; শরীরের যে কোন স্থান হইতে রক্তপাতে রক্ত কৃষ্ণাভ ও উহা সংযত না হইলে; সর্ব্বাঙ্গীন দৌর্ব্বল্য ও অবসন্নতায়; পচাক্ষতের প্রথমাবস্থায় এবং ভোগ লালসার সংযম বা অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়চালনার কুফলে ইহা দ্বিধা না করিয়া ব্যবহার করিবে। সর্ব্বপ্রকার হিষ্টিরিয়া ও উন্মাদ রোগের ইহা সর্ব্বপ্রধান ঔষধ। ইহার বেদনার উপচয় ও উপশমের লক্ষণ গুলি বিশেষ মূল্যবান। মস্তিষ্কের রোগে ইহা সর্ব্বপ্রধান ঔষধ। শরীরের অতিশয় শীর্ণতা ও

উহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি, তৎসহ দুর্গন্ধি মলস্রাব। ক্ষতের পচনশীলতা। দূষিত রক্তস্রাব (সেপটিক হেমরেজ)। বৃদ্ধদিগের জীবনী শক্তির ক্ষীণতা সহ শরীরের ক্রমশঃ শীর্ণতা, ত্বকের শুষ্কতা ও শুভ্র শল্কবৎ উপত্বক স্খলন। রক্তহীনতা, শীর্ণতা; দুর্গন্ধি মল সংযুক্ত ক্ষয়কর রোগে ইহার বিশেষ প্রয়োজন। ক্যান্সার রোগে দুর্গন্ধি স্রাব ও বেদনার উপশমার্থ ইহার বিশেষ প্রয়োজন। রিকেটস্ রোগে দুর্গন্ধ মলস্রাব হইলে ইহার একান্ত প্রয়োজন। শীতল বাতাসে রোগীর লক্ষণের বৃদ্ধি।

**উপচয় ও উপশম।**—বিশ্রাম, উত্তাপ ও পুষ্টিকর খাদ্যাদি গ্রহণে এই ঔষধের লক্ষণ সমূহ উপশমিত এবং উত্তেজনা, শারীরিক বা মানসিক শ্রম, দুশ্চিন্তা, গোলমাল, উপবিষ্ট অবস্থা হইতে উত্থান, বিশ্রামের পর এবং ক্রমাগত পরিশ্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। সকল প্রকার বেদনারই শীতল বাতাস লাগিলে বৃদ্ধি এই ঔষধ প্রয়োগের বিশেষ লক্ষণ। সামান্য সঞ্চলনে, ভোজনে এবং প্রফুল্লকর আলাপাদি শ্রবণে এই ঔষধের রোগী ভাল বোধ করে এবং একাকী থাকিলে সর্ব্বদাই খারাপ বোধ করে। সায়েটিকা রোগে প্রথম সঞ্চলনে বেদনার বৃদ্ধি, কিন্তু ক্রমাগত চলিতে থাকিলে বেদনার লোপ।

**ক্রম।**—নিম্নক্রমে এই ঔষধে ভাল ফল দর্শে। এজন্য ডাঃ সুসলার শ্বাস-কাসিতে ইহার ২x বা ৩x ক্রম ব্যবহার করিতে বিধি দিয়া থাকেন। ৬x, ১২x ক্রম ব্যবহার করিয়াও অনেক রোগে ও রোগীতে উপকার পাওয়া গিয়াছে। গর্ভাবস্থায় ইহার ·x ক্রম এবং প্রসব বেদনা উপস্থিত হইলে সুখ-প্রসবের নিমিত্ত ৪x ক্রম ব্যবহার করিয়া আমরা চমৎকার ফল পাইয়াছি।

**সম্বন্ধ ও প্রভেদ বিচার**।—রসটক্স ও ফসফরাসের লক্ষণের সহিত ইহার অনেক সাদৃশ্য আছে। পলসেটিলার ভিতর কালী-

ফস বিদ্যমান আছে। এজন্য উভয় ঔষধেরই স্নায়বিক লক্ষণ সমূহে অনেকটা সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। পলসেটিলার বিশেষ মানসিক লক্ষণও ইহাতে বিদ্যমান আছে। ফাইটোলাক্কার অনেক লক্ষণের সহিতও কালী-ফসের লক্ষণের সাদৃশ্য পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। ইগ্নেশিয়ার মধ্যেও সম্ভবতঃ কালী-ফস আছে। যেহেতু উভয় ঔষধের হিষ্টিরিয়ার লক্ষণ সমূহ প্রায় একই রূপ। স্নায়বিক লক্ষণসমূহের শান্তি জন্মাইতে ইহার ক্রিয়া অনেকটা ইগ্নেশিয়া, কফিয়া, হায়োসায়েমাস ও ক্যামোমিলার মত। রজঃস্রাব কালীন সিরঃপীড়ায়, জিঙ্কম, সিমিসিফুগা জেলস ও সাইক্লেমেনের সহিত তুলনীয়। মূত্রাশয়ের রোগে কালী-ফসের পর অনেক সময় ম্যাগ-ফস অনুপুরক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রক্তস্রাবে, রক্ত উজ্জ্বল আরক্ত বা মলিন যাহাই কেন হউকনা, রক্তস্রাবের পর উহা সংযত না হইলে কালী-ফস ব্যবহৃত হয়। কথন কথন ইহার পর নেট্রাম-মিউর বা নাইট্রিক-এসিডেরও প্রয়োজন হইতে পারে। মানসিক বিভ্রমে সাইক্লেমেনের সহিত ইহার তুলনা করুন। সূতিকা-জ্বরে কালী-মিউরের সহিত তুলনীয়। ডিফথিরিয়ার পরবর্ত্তী কুফলে ল্যাকেসিস্ ও কষ্টিকমের সহিত ইহার তুলনা হইয়া থাকে। পচাক্ষতে কালী-ক্লোরিকমের সহিত তুলনা করা কর্ত্তব্য।

# কালী সলফিউরিকম।

## Kali Sulphuricum

ইহার অন্য নাম পটাশিয়ম সলফেট বা সলফেট অব্ পটাশ। সংক্ষিপ্ত নাম ক্যালি-সলফ। এপিডার্মিস্ অর্থাৎ উপত্বক এবং ওষ্ঠ, স্তনাগ্র এবং শ্লৈষ্মিক, স্নৈহিক ও মস্তিক-ঝিল্লীর উপরিস্থ পাতলা আচ্ছাদন-ত্বকে ইহা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। শরীরে এই পদার্থের অভাব হইলে জিহ্বার উপর পীতবর্ণ চটচটে এক প্রকার পদার্থ সঞ্চিত হয় এবং শরীরের অন্যান্য স্থানের শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লী হইতে পীতাভ সবুজ, পাতলা জলবৎ স্রাব নিঃসৃত হইতে থাকে। ফিরম-ফসের আলোচনাকালে বলা হইয়াছে, ফিরম-ফস ও কালী-সলফ এই দুই দ্রব্যের সাহায্যে শরীরে অক্সিজেন নামক গ্যাস বাহিত হইয়া থাকে। সুতরাং শরীরে এই পদার্থের অভাব বা ন্যূনতা ঘটিলে, উপযুক্ত পরিমাণ অক্সিজেন বাহিত হইতে পারে না। তর্জ্জন্য শ্বাস-রোধের ন্যায় অনুভব এবং শীতলবায়ু প্রাপ্তির প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মে।

দেহস্থ তৈলাক্ত পদার্থের উপরও ইহার বিশেষ প্রভাব আছে। এই পদার্থের অভাবে শরীরস্থ তৈলাক্ত পদার্থ সমূহ অকার্য্যকারী হইয়া থাকে। শরীরে এই পদার্থ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে থাকিলে তৈলাক্ত পদার্থ সকল ইহার সাহায্যে কার্য্যকারী হইয়া চর্ম্মকে মসৃণ ও পরিষ্কার রাখে। চর্ম্ম মসৃণ ও পরিষ্কার থাকিলে লোমকূপ সকলও পরিষ্কার থাকে। লোম-কূপ পরিষ্কার থাকিলে শরীরের নানাপ্রকার মল ( ময়লা ) লোমকূপ-পথে বাহির হইয়া যায় এবং বায়ু হইতে অক্সিজেন নামক গ্যাস রক্তে প্রবেশ করিয়া রক্তকে পরিষ্কার রাখে। কিন্তু যখন শরীরে এই পদার্থের অভাব হয় তখন চর্ম্মের উক্ত কার্য্যসমূহ সম্পাদনে ব্যাঘাত ঘটে। চর্ম্মপথে উপযুক্ত পরিমাণ অক্সিজেন রক্তে প্রবেশ করিতে না পারায় ফুস-ফুসকে

বাধ্য হইয়া বাহ্য-বায়ু হইতে অধিকতর অক্সিজেন সংগ্রহ করিতে হয়। এই প্রচুর অক্সিজেন সংগ্রহের জন্য ফুসফুসকে দ্রুততরবেগে কার্য্য করিতে হয়। ফুসফুসের এই দ্রুত ক্রিয়া দ্বারাই "অস্থিরতা", শ্বাসের বৃদ্ধি ও "শীতল বায়ু প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা স্পষ্ট প্রকাশ পায়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, শরীরের তৈলাক্ত পদার্থ সমুহের উপর ইহার ক্রিয়ার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। এজন্য ইহার ন্যূনতায় শরীরস্থ তৈলাক্ত পদার্থ সমুহ অপরাপর ময়লার সহিত দেহ হইতে বাহির হইয়া যায়। এই জন্য ইহার অভাব সূচক যে স্রাব নিঃসৃত হয়, তাহা চট্‌চটে অর্থাৎ আঠা আঠা ও পিচ্ছিল হয় এবং ইহার বর্ণ সাধারণতঃ হরিদ্রাভ বা সবুজ থাকে।

ইহা ব্যবহারে ঘর্ম্মস্রাব বিবর্দ্ধিত এবং ও লোমকূপসকল পরিষ্কৃত হয়। কোন প্রকার চর্ম্মরোগে (যথা, হাম বসন্তাদি) গুটি বা দানাগুলি বসিয়া গেলে ইহা ব্যবহারে উহা পুনঃ প্রকাশিত হয়। সন্ধ্যার প্রাক্কালে রোগলক্ষণের বৃদ্ধি। বিশেষতঃ জ্বরের প্রত্যাবর্ত্তন) এবং মধ্যরাত্রে হ্রাস প্রাপ্তি এই ঔষধের একটী প্রধান পরিচালক লক্ষণ। এই ঔষধের অপর বিশেষ লক্ষণ হইল খোলা, শীতল বাতাসে রোগীর বিশেষ উপশম বোধ।

## আময়িক প্রয়োগ।

প্রদাহের তৃতীয়াবস্থায়, যখন নিঃসৃত স্রাব হরিদ্রাভ, পিচ্ছিল, চটচটে অথবা জলবৎ কিংবা সবুজাভ জলবৎ হয়, তখন ক্যালী-সলফ বিশেষ উপযোগী হইয়া থাকে। এজন্য শ্বাস যন্ত্রের পীড়া, যথাক্ষয় কাস (যক্ষ্মা) ফুস্‌ফুস প্রদাহ (নিউমোনিয়া), বায়ুনলীভুজ প্রদাহ (ব্রঙ্কাইটিস)

প্রভৃতিতে পিচ্ছিল পাতলা হরিদ্রাবর্ণের, বা সবুজাভ হরিদ্রাবর্ণের পাতলা স্রাব নিঃসৃত হইলে ইহা সুপ্রযোজ্য।

স্কার্লেট ফিভার, হাম, বসন্ত প্রভৃতি রোগে গুটিকা গুলি ভালরূপে বাহির না হইলে, অথবা কিছু কিছু বাহির হইয়া আবার বসিয়া গেলে, এই ঔষধ ব্যবহার করিলে গুটিকা গুলি সত্বর প্রকাশ পায় এবং পূর্ব্বোক্ত রোগ সমূহে যখন শুষ্কচর্ম্ম বা বা উপত্বক স্খলিত হইতে থাকে, তখন ইহা ব্যবহার করিলে শীঘ্র শীঘ্র শুষ্ক আঁইসবৎ খোসা স্খলিত হইয়া নূতন চর্ম্ম উঠিয়া থাকে।

এই ঔষধের একটী প্রধান লক্ষণ হইল অপরাহ্ন কালে রোগের বৃদ্ধি বা পুনঃবৃদ্ধি এবং মধ্যরাত্রির পর হইতে রোগীর উপশম বোধ। ইহার কারণ এই যে মানুষ নিদ্রাকালে জাগ্রতঅবস্থা অপেক্ষা জোরে ও দ্রুত শ্বাস গ্রহণ করে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, রক্তে বা শরীরে এই জিনিষের অভাব হইলে ফুস্ফুস নিয়মিত অপেক্ষা অধিক মাত্রায় কার্য্যকরিতে বাধ্য হয়। এইরূপে নিয়মিতের অধিক কার্য্য করার জন্য শরীর অবসন্ন ও অবসাদগ্রস্ত হয়—ইহার ফলেই মধ্যরাত্রির পর নিদ্রার আবেশ উপস্থিত হইয়া থাকে। নিদ্রাবস্থায় শ্বাস-বায়ু সজোরে ও ঘন ঘন গৃহীত হয় বলিয়া রক্তে অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণ অক্সিজেন গৃহীত হয় এবং তজ্জন্য কিয়ৎ পরিমাণে ক্যালী-সলফের অভাব পূরণ করে ও লোমকূপ সকল পুনরায় কার্য্যকারী হয়। এবম্প্রকারে সচরাচর উক্ত ক্রিয়াদির আরম্ভ হইতে প্রায় মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হয়। পুনরায় প্রাতে উঠিলে, জাগ্রতাবস্থায় শ্বাস-বায়ু তত ঘন ঘন গৃহীত না হওয়ার দরুণ শরীরস্থ রক্তে তত বেশী পরিমাণ অক্সিজেন গৃহীত হইতে পারে না, কাজেই পুনরায় এই দ্রব্যের (কালী-সলফ) অভাব আরম্ভ হইতে থাকে। এই ভাবে

অপরাহ্ন কালেই পুনরায় পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ সকলের বৃদ্ধি হইতে থাকে। এই কারণেই, যে সকল রোগে অপরাহ্নে লক্ষণের বৃদ্ধি ও মধ্যরাত্রির পর হইতে লক্ষণ সকল হ্রাস পড়িতে থাকে, তাহাতেই কালী-সলফ সফলতার সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

## প্রধান প্রধান লক্ষণ।

**মন**।—নিম্নে পড়িয়া যাইবার ভয়। অত্যন্ত খিটখিটে স্বভাব। অপরাহ্নে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা; মানসিক শ্রমে উহার বৃদ্ধি। সর্ব্বদাই ব্যস্তসমস্ততা ও সকল কার্য্যেই দ্রুততা ও ভয়শীলতা।

**মস্তক**।—শিরোঘূর্ণন, বিশেষতঃ উঠিয়া দাড়াইলে ও তাকাইবার কালে। কেশপতন; মস্তকের স্থানে স্থানে টাকপড়া; খুস্‌কি (আভ্যন্তরিক ও বাহ্য,—ন্যাট-মি) কেশপতন। শিরঃপীড়া, খোলা শীতল বাতাসে উপশম এবং উষ্ণগৃহে বা সন্ধ্যার সময় উপচয় এই ঔষধের বিশেষ লক্ষণ। আমবাতিক শিরঃপীড়ার সন্ধ্যার সময় বৃদ্ধি। মস্তকে এক প্রকার উদ্ভেদ এবং উহা হইতে পাতলা পীতবর্ণ রসানি নিঃসরণ। জিহ্বার বর্ণ দ্রষ্টব্য। করোটি (মস্তকের কেশযুক্ত ত্বক) হইতে আঁইসবৎ উপত্বক স্খলন ও আঠা আঠা স্রাব নিঃসরণ।

**চক্ষু**।—চক্ষু অথবা চক্ষুর পাতা হইতে পীত, পীতাভ সবুজ, আঠা আঠা অথবা জলবৎ স্রাব নিঃসরণ। চক্ষুর পাতায় পীতবর্ণ মামড়ি। পূর্ব্বোক্ত প্রকারের স্রাব সংযুক্ত চক্ষুর শ্বেতমণ্ডলের প্রদাহ। ছানি ও অক্ষিমুকুরের অস্বচ্ছতা জন্য অস্পষ্টদৃষ্টি (ন্যাট-মিউ)। কর্ণিয়ার স্ফোটক। অক্ষিব্রণ।

**কর্ণ**।—পীতবর্ণ জলবৎ স্রাব সংযুক্ত কর্ণশূল। কর্ণের নীচে তীব্র কর্ত্তনবৎ বেদনা। কণ্ঠ ও কর্ণের প্রতিশ্যায়, ইষ্টেকিয়ানটিউব

পর্য্যন্ত উহার সম্প্রসারণ এবং তৎসহ পীতবর্ণ আঠা আঠা স্রাব নিঃসরণ ও তজ্জন্য বধিরতা। কিঞ্চিৎ ঔষধ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পিচকারী দিয়া দিনে একবার কর্ণ ধৌত করা বিধেয়। মধ্যকর্ণের স্ফীততাবশতঃ বধিরতা এবং এই ঔষধের প্রকৃতিসিদ্ধ স্রাব (পাতলা পীত বা পীতাভ সবুজ) নিঃসরণ ও আপরাহ্নিক উপচয়। জিহ্বার বর্ণ দ্রষ্টব্য। (পীতবর্ণ গাঢ় স্রাবে ক্যাল্ক-সলফ উপযোগী)।

**নাসিকা।**—কণ্ঠ ও মস্তকের তরুণ বা পুরাতন প্রতিশ্যায়, তৎসহ এই ঔষধের প্রকৃতিসিদ্ধ স্রাব নিংসরণ এবং আপরাহ্নিক ও উষ্ণ গৃহে উপচয়। প্রতিশ্যায়ের প্রারম্ভাবস্থায় ফির-ফস সহ পর্য্যায়ক্রমে বা তৎপর ব্যবহার করিলে সূচনাতেই রোগ সারিয়া যায়। নাসাবরোধক প্রতিশ্যায়। ঘ্রাণশক্তির বিলোপ। পূতিনস্য (ওজিনা) ও নাসা কণ্ডূয়ন; নাসিকার ক্যান্সার।

**মুখমণ্ডল।**—মুখমণ্ডলের স্নায়ু-শূল; থাকিয়া থাকিয়া বেদনা উপস্থিত হয় ও এক স্থান হইতে স্থানান্তরে সঞ্চালিত হয়; উষ্ণ গৃহে ও অপরাহ্নে বৃদ্ধি; শীতল বাতাসে উপশম। এপিথেলোমা (ঔপত্বকিক অর্ব্বুদ)।

**ত্বক।**—মুখমণ্ডলের ও নাসিকার ক্যান্সার।

**মুখমধ্য।**—ওষ্ঠের ক্যান্সার ও উহা হইতে এই ঔষধের প্রকৃতিসিদ্ধ স্রাব নিঃসরণ। নিম্নোষ্ঠের শুষ্কতা ও উহা হইতে উপত্বক স্খলন। মুখাভ্যন্তরে জ্বালাকর উত্তাপ।

**দন্ত।**—দন্ত বেদনা; উষ্ণতায় ও সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি, শীতল বিমুক্ত বায়ুতে উপশম।

**গলমধ্য।**—গলাভ্যন্তরে শুষ্কতা ও সঙ্কোচন অনুভব। কাসিয়া কাসিয়া শ্লেষ্মা তুলিতে হয়। টন্সিলের বৃদ্ধি। গিলিতে কষ্ট। নাসার

পশ্চাৎ-বিবরের অবরোধ জন্য হাঁ করিয়া শ্বাস নিতে হয় ও শ্বাসে ঘড়ঘড়ি শব্দ জন্মে।

**জিহ্বা**।—আঠা আঠা, পীত লেপাবৃত জিহ্বা, কখন কখন উভয় পার্শ্বে শ্বেত লেপ। মুখের বিস্বাদ। ওষ্ঠদ্বয়, জিহ্বা ও মাড়ির শ্বেতবর্ণ। স্বাদশূন্যতা।

**আমাশয়**।—আমাশয়ের প্রতিশ্যায় সহকারে জিহ্বার প্রকৃতি-সিদ্ধ লেপ। অম্লরোগ সহ জিহ্বার পূর্ব্ব বর্ণিত লেপ। আমাশয়ে পূর্ণতা ও গুরুত্ব অনুভব সহকারে অপাক। উদর বেদনা। (ম্যাগ-ফস বিফল হইলে) উষ্ণ পানীয় গ্রহণে ভয়। পিপাসাহীনতা। গ্যাষ্ট্রিক ফিবার। পাকস্থলীতে জ্বালাকর উত্তাপ। জ্বালাকর পিপাসা, বিবমিষা ও বমন। আমাশয়াম্লের প্রতিশ্যায় জন্য পাণ্ডু।

**উদর এবং মল**।—সকল প্রকার পেটের অসুখেই এই ঔষধের প্রকৃতি-সিদ্ধ জিহ্বার লক্ষণ ও মলের বর্ণ বর্ত্তমান থাকিলে ইহা অবশ্য ব্যবহার্য্য। পীতবর্ণ, শেওলা শেওলা বা আঠা আঠা, পূযবৎ, মল। গরমের পর হঠাৎ ঠাণ্ডা পড়ার দরুণ শূল বেদনার ন্যায় উদর বেদনা (জিহ্বার বর্ণ দ্রষ্টব্য)। স্পর্শে উদরে শীতলতানুভব। বাতকর্ম্মে গন্ধকের ন্যায় গন্ধ। আভ্যন্তরিক ও বাহ্যবলিযুক্ত অর্শে। অর্শে এই ঔষধের জিহ্বা-লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে ক্যাল্ক-ফ্লোরের সহিত পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য; উদরের স্ফীততা। প্রবল উদর বেদনা ও অতিসার। মলত্যাগ কালে সরলান্ত্রে ও মলদ্বারে বেদনা। আন্ত্রিক জ্বরে অপরাহ্নে জ্বরের বৃদ্ধি ও প্রাতঃকালে হ্রাস; স্পর্শে উদর শক্ত ও শীতল বোধহয়। মলদ্বারে প্রবল কণ্ডুয়ন, সূচি-বিদ্ধবৎ বেদনা ও কুন্থন। কলেরার ন্যায় লক্ষণের প্রকাশ। পাতলা, কৃষ্ণবর্ণ দুর্গন্ধি মল।

**মূত্র যন্ত্র**।—সিষ্টাইটিসে মূত্রদ্বার দিয়া এই ঔষধের প্রকৃতিসিদ্ধ পীতবর্ণ আঁটাল স্রাব নিঃসৃত হইলে উপকারী। রাত্রে পুনঃ পুনঃ জ্বালাকর মূত্রত্যাগ। ফোটা ফোটা মূত্রপাত। মূত্রে এল্বুমেন দৃষ্ট হয়।

**পুংজননেন্দ্রিয়**।—প্রমেহ; পীত, আঁটাল অথবা সবুজাভ স্রাব; উপদংশ ও গ্লীট রোগের আপরাহ্ণিক উপচয়। অণ্ডপ্রদাহ (প্রমেহ-স্রাব বিলোপের ফলে)। লিঙ্গমুণ্ডের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রদাহ (ব্যালেনাইটিস্)।

**স্ত্রীজননেন্দ্রিয়**—পূর্ব্বোক্ত প্রকারের স্রাব বিশিষ্ট প্রমেহ। উদরে পূর্ণতা ও গুরুত্ব সহকারে বিলম্বিত ও স্বল্প রজঃ। জিহ্বার বর্ণ দ্রষ্টব্য। শ্বেত-প্রদর। পূর্ব্ববর্ণিত স্রাব নিঃসরণ। যোনিতে জ্বালা। অপরাহ্নে বৃদ্ধি লক্ষণ সহকারে উপদংশ। বস্তিগহ্বরে আবেগ সহ জরায়ু হইতে প্রভূত রক্তস্রাব।

**শ্বাস-যন্ত্র**—আঠা আঠা পীতাভ সবুজবর্ণের স্রাব সংযুক্ত শ্বাস-পথের প্রদাহ। পূর্ব্ববর্ণিত নিষ্ঠীবনবিশিষ্ট ব্রঙ্কাইটিস ও ক্ষয়কাস। সন্ধ্যাকালে জ্বরের বৃদ্ধি। জিহ্বার বর্ণ দ্রষ্টব্য। পীতবর্ণ স্রাববিশিষ্ট শ্বাস কাস। (আয়াসিত শ্বাস-প্রশ্বাসে কালী-ফস)। পীতবর্ণ নিষ্ঠীবনবিশিষ্ট কাস; সন্ধ্যাকালে এবং উষ্ণ বায়ুতে বৃদ্ধি, বিমুক্ত শীতল বাতাসে হ্রাস। দুশ্ছেদ্য রজ্জুবৎ শ্লেষ্মা, এজন্য কাসিয়া তুলিবার পরে উহা গলার ভিতরে পড়িয়া যায়। কথা বলিতে ক্লান্তি। হুপিংকাফ (পূর্ব্বোক্ত প্রকারের নিষ্ঠীবন সহ)। নিউমোনিয়া; পীতবর্ণ শ্লেষ্মা, বক্ষে শ্লেষ্মার ঘড ঘড় শব্দ ও উষ্ণ বায়ুতে শ্বাসরোধাশঙ্কা। শীতল বাতাস প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা। ক্রুপজনিত স্বরভঙ্গ।

**রক্ত সঞ্চলন যন্ত্র**।—দ্রুত, দপ্ দপ্ কর নাড়ী। সন্ধ্যার প্রাক্কালে গাত্রোত্তাপের বৃদ্ধি। অতিশয় ধীর, মৃদু, প্রায় অপ্রাপ্য নাড়ী; শুষ্ক রুক্ষ ও উত্তপ্ত ত্বক। সর্ব্বশরীরেই ধমনীর স্পন্দন অনুভব হয়।

**পৃষ্ঠ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ**—সন্ধির আমবাতিক বেদনা। এই বেদনা একস্থান হইতে স্থানান্তরে সঞ্চালিত হয়। সকল প্রকার বাতের বেদনার ও স্নায়ুশূলের সন্ধ্যাকালে ও উষ্ণগৃহে বৃদ্ধি এবং ঠাণ্ডা বিমুক্ত বায়ুতে উপশম। পৃষ্ঠে, গ্রীবাপৃষ্ঠে অথবা হস্ত পদে স্থানবিকল্পশীল বেদনা ( বেদনা নড়া চড়া করে )।

**স্নায়ু মণ্ডল**।—এক স্থান হইতে স্থানান্তরে সঞ্চরণশীল স্নায়ুশূল; কোরিয়া।

**ত্বক**।—সকল প্রকার ক্ষত এবং চর্ম্মরোগেই পাতলা, পীতবর্ণ জলবৎ স্রাব নিঃসরণ, কখন কখন ক্ষতের চতুঃপার্শ্বস্থ স্থান হইতে শল্কবৎ উপত্বক স্খলন। শুষ্ক উত্তপ্ত, জ্বালাকর ত্বক; ঘর্ম্মের অভাব। স্কালেট ফিবার, হাম, বসন্ত, ইত্যাদি যে কোন প্রকার চর্ম্মরোগ বসিয়া যাইবার পর। সকল প্রকার উদ্ভেদ বিশিষ্ট রোগেই এই ঔষধ উপত্বক পড়িয়া যাইয়া নূতন চর্ম্ম উৎপাদনে সাহায্য করে। নখের পীড়া ( সিলিশিয়া উৎকৃষ্ট ঔষধ )। কেশ পতন। মস্তক হইতে পীতবর্ণ, আঠা আঠা পূযময় স্রাব নিঃসরণ।

**জ্বর**।—সকল প্রকার জ্বরেই সন্ধ্যার প্রাক্কালে উত্তাপের বৃদ্ধি ( ফির-ফস সহ পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য )। মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত জ্বরের স্থিতি। ফিরম-ফস সহ পর্য্যায়ক্রমে ঘন ঘন ব্যবহার করিলে প্রচুর ঘর্ম্ম-স্রাব হইয়া জ্বরের বিরাম জন্মে ( বিশেষরূপে পরীক্ষিত )। এই ঔষধ ব্যবহারকালে উষ্ণ বস্ত্র দ্বারা শরীর আবৃত রাখা কর্ত্তব্য। টাইফয়েড টাইফস, সূতিকা প্রভৃতি জ্বর, যাহাতে রক্ত দূষিত হয়, তাহাতেই এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী। শুষ্ক, ঘর্ম্মশূন্য ত্বক।

**নিদ্রা**।—অতি সুস্পষ্ট স্বপ্ন ( vivid dreams )। নিদ্রাকালে মুখ-চাপা ( বোবায় ধরা )। অত্যন্ত অস্থির নিদ্রা। পুনঃ পুনঃ ও অতিপ্রত্যূষে নিদ্রা হইতে জাগরণ।

**মন্তব্য।**—যে কোন প্রকার প্রাদাহিক রোগে জলবৎ পীতবর্ণ অথবা সবুজ ও পুষময় স্রাব থাকিলে ইহা ব্যবহার্য্য। সন্ধ্যার প্রাক্কালে এবং উষ্ণ গৃহে রোগলক্ষণের বৃদ্ধি এবং শীতল বিমুক্ত বায়ুতে হ্রাস এই ঔষধের বিশেষ পরিচালক লক্ষণ। যে সকল রোগ রক্ত বিষদুষ্ট হওয়ার ফলে জন্মে, তাহাতেই ইহা অতিশয় ফলপ্রদ। কোন প্রকার চর্ম্মরোগ বসিয়া গিয়া গুরুতর লক্ষণ বা রোগ উপস্থিত হইলে ইহার একান্ত প্রয়োজন। বেদনা বা রোগেব স্থান-বিচরণশীলতা ( wandering pain ) ইহার অপর প্রয়োগ-লক্ষণ। কালী-মিউর প্রয়োগে কোনও রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য না হইলে, তৎপর এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে উত্তম ফল দর্শে।

**ক্রম।**—সুসলার এই ঔষধের ৬x ও ১২x ব্যবহারের বিধিদেন। জ্বরাবস্থায় ( লক্ষণের সাদৃশ্য থাকিলে ) এই ঔষধ পুনঃ পুনঃ উষ্ণজলে গুলিয়া প্রয়োগকরা কর্ত্তব্য ( ফিরম-ফস সহ পর্য্যায়ক্রমে )। এই সময় রোগীর সর্ব্বাঙ্গ উষ্ণ বস্ত্রে আবৃত রাখা কর্ত্তব্য। প্রধান প্রধান চিকিৎসকগণ মস্তকত্বকের রোগে ( যথা রুথি বা খুসকী ইত্যাদি ) ইহার বাহ্যপ্রয়োগের বিধিদিয়া থাকেন।

**সম্বন্ধ।**—পলসেটিলা ইহার প্রায় সমগুণ ঔষধ। উভয়ের অধিকাংশ লক্ষণেই বিশেষ সাদৃশ্য আছে। উষ্ণগৃহে বৃদ্ধি এবং শীতল বিমুক্ত বায়ুতে উপশম বোধ, উভয় ঔষধেরই লক্ষণ। শ্লৈষ্মিকঝিল্লীর স্রাবের প্রকৃতি, জিহ্বার লেপ, আমাশয়ে পূর্ণতা ও গুরুত্ব, সামান্য ঠাণ্ডা লাগিলেই স্বরভঙ্গ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বেদনা, রাত্রিতে ও উষ্ণতায় উহার বৃদ্ধি, হৃৎপিণ্ডের দপদপানি, স্নায়ুশূল বা বাতের বেদনার স্থান-বিচরণশীলতা ইত্যাদি বহু লক্ষণ উভয়েরই একরূপ। পলসেটিলা বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে উহার ভিতর কালী-সলফ, কালী-ফস ও

ক্যাল্ক-ফস বিদ্যমান আছে। পলসেটিলার শ্লেষ্মা-লক্ষণ সম্ভবতঃ উহার অভ্যন্তরস্থ কালী-সলফের দরুণ, এবং উহার মানসিক ও স্নায়বিক লক্ষণ সমূহ কালী-ফসের দরুণই উৎপন্ন হইয়া থাকে। কালী-মিউর প্রয়োগে সম্যক ফল না পাইলে তৎপর কালী-সলফ ব্যবহারে বেশ উপকার দর্শে। ত্বকের আরক্ততা ও কণ্ডূয়নে এসেটিক এসিড, আর্স ক্যাল্ক-কার্ব, ডল্কেমারা, হিপার, পলস, রস. সিপিয়া, সিলি, সলফার ও আর্টিকার সহিত তুলনীয়।

বধিরতা, আমাশয়ে বেদনা, বক্ষে ঘড় ঘড় শব্দ ও প্রভৃত শ্লেষ্মা নিঃসরণে নেট্রাম-মিউরের সহিত তুলনীয়; নেট্রাম মিউরের শ্লেষ্মা কালী-সলফ অপেক্ষা তরল থাকে। নেট্রাম-মিউরের শ্লেষ্মা শ্বেত বর্ণের কিন্তু কালী-সলফের শ্লেষ্মা পীত বা পীতাভ-সবুজবর্ণের।

# ম্যাগ্নেশিয়া ফসফরিকা।

## Magnesia Phosphorica.

ইহার অপর নাম ফসফেট্ অব ম্যাগ্নেশিয়া। পেশীর ও স্নায়ুর শ্বেত-সূত্রে ( white fibres of muscles and nerves ) প্রধানতঃ এই পদার্থ দৃষ্ট হইয়া থাকে। স্নায়ু এবং পেশী বিভিন্ন প্রকার এবং বিভিন্ন বর্ণের সৌত্রিক-পদার্থের সমবায়ে নির্ম্মিত হইয়া থাকে। এই বিভিন্ন প্রকারের সূত্র আবার বিভিন্ন প্রকারের কার্য্য সাংসাধিত করিয়া থাকে। এক একটীর কোনও বস্তুবিশেষের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ বা বিকর্ষণ ও আছে। ইহার সহিত দেহস্থ আণ্ডলালিক পদার্থ মিলিত হইয়া পেশী ও স্নায়ুর শ্বেত সূত্র সমূহ ( white fibres ) নির্ম্মিত ও পরিপুষ্ট

হইয়া থাকে। শরীরে এই ম্যাগ্নেশিয়া ফসফরিকমের ন্যূনতা ঘটিলেই পেশী ও স্নায়ুর শ্বেতসূত্র সকলের সঙ্কোচন জন্মে। অতএব শরীরের সঙ্কোচন জন্য কোন রোগ জন্মিয়াছে দেখিলে, অমনিই বুঝিবে যে শরীরে ম্যাগ্নেশিয়া-ফসফরিকমের অভাব জন্য এরূপ হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় রোগীকে এই পদার্থ সেবন করিতে দিলে চমৎকার ফল দর্শে।

## আময়িক প্রয়োগ।

পেশী বা স্নায়ুর সঙ্কোচন সহকারে অনেক সময় হুলফুটান, চিঁড়িকমারা বা তীক্ষ্ণ তীর-বিদ্ধবৎ বেদনা উপস্থিত হইতে দেখা যায়। পেশীর শ্বেতসূত্রে ম্যাগফসের অভাব নিবন্ধন যখন পেশীর সঙ্কোচন জন্মে, তখন উক্ত সঙ্কোচন জন্য বোধক-স্নায়ুতে ( sensory nerves ) চাপ লাগে। বোধক-স্নায়ুতে এই চাপের জন্যই পূর্ব্বোল্লিখিত প্রকারের বেদনা উপস্থিত হইয়া থাকে। পাকস্থলীর ( stomach ) পেশীর ঐরূপ সঙ্কোচন জন্মিলে পাকস্থলীর গহ্বর ( cavity ) সঙ্কুচিত হইয়া ছোট হইতে থাকে। কিন্তু প্রকৃতি উহাকে সঙ্কুচিত হইতে না দিয়া পাকস্থলীর অভ্যন্তরস্থ বস্তু বিশেষের সাহায্যে এক প্রকার গ্যাস উৎপাদন করিয়া উহাকে স্ফীত করিয়া রাখে। এজন্য উদরে বায়ু সঞ্চয় সহ শূল বেদনাবৎ বেদনা থাকিলে ম্যাগ-ফস উষ্ণজলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পুনঃ পুনঃ খাইতে দিলে অতি সত্বর উপকার পাওয়া যায়।

ম্যাগ্নেশিয়া-ফসের সহিত ক্যাল্কেরিয়া-ফসের বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। এজন্য অনেক স্থলে শরীরে ম্যাগ্নেশিয়া-ফসের অভাব ঘটিলে প্রকৃতি ( Nature ) ক্যাল্কেরিয়া-ফস হইতে অংশবিশেষ লইয়া উহার অর্থাৎ ম্যাগ্নেশিয়া-ফসের অভাব পূরণ করিতে চেষ্টা করে। এজন্য ম্যাগ্নেশিয়া

ফসের অভাব সূচক লক্ষণ পরিদৃষ্ট হইলে উহার সঙ্গে সঙ্গে অনেক সময় ক্যাল্কেরিয়া-ফসেরও অভাব পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে ম্যাগ্নেশিয়া ফসের সহিত পর্য্যায় ক্রমে অথবা উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া ক্যাল্কেরিয়া-ফস প্রয়োগ করিলে অতিশয় সুফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

আক্ষেপ ( spasm ) সংযুক্ত যাবতীয় রোগে ( যথা, পেশীর খালধরা, তড়কা, দাঁত কপাটি, ধনুষ্টঙ্কার, মৃগী, শূল, পেশীর আক্ষেপ জন্য মূত্ররোধ পক্ষাঘাত, শিশুদিগের উদরের স্ফীততা সহ বেদনা, হুপিংকফ ইত্যাদি ) ইহা প্রায় অব্যর্থ। কোরিয়া বা তাণ্ডব রোগে ইহা দ্বারা ৩।৪ সপ্তাহে উৎকৃষ্ট ফল দর্শিতে দেখা গিয়াছে। পাকস্থলীর বামদিকের স্ফীততা ( distension ) জনিত হৃৎপিণ্ডের দপদপানি প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার উপদ্রবে ইহা অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

ক্ষণকাল স্থায়ী, সবিরাম, চিড়িকমারাবৎ বা হুলফুটানবৎ খালধরার ন্যায় অথবা টানিয়া ধরা বা ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় বেদনাযুক্ত যে কোন রোগে ইহা প্রায় অব্যর্থ। পূর্ব্বোক্ত প্রকারের বেদনা উষ্ণপ্রয়োগে ও প্রচাপনে উপশমিত হইলে ইহা সবিশেষ উপযোগী।

## প্রধান প্রধান লক্ষণ

**মন।**—মানসিক বিশৃঙ্খলা সহকারে ইন্দ্রিয়ের বিভ্রম। বিস্মৃতি ও কোনবিষয় সহজে বুঝিতে অক্ষমতা। যন্ত্রণায় বিলাপ করা। বেদনা সহ হিক্কা, তজ্জন্য সর্ব্বদাই বিলাপ করা। রমণী চুপ করিয়া বসিয়া থাকে অথবা একাকী কথা বলে ( talks to herself ); একস্থান হইতে অন্যস্থানে বস্তু সকল বহন করিয়া নেয়।

**মস্তক।**—স্নায়বীয় শিরঃপীড়া সহকারে দৃষ্টিবিভ্রম। তীব্র, তীরবিদ্ধবৎ, ভল্লাঘাতবৎ, সবিরাম এবং আক্ষেপিক বেদনাবিশিষ্ট শিরঃ-

পীড়া। শিরঃপীড়া সহকারে শীতানুভব, বিশেষতঃ মেরুদণ্ডের অভ্যন্তর দিয়া। শিরঃশূল ( ফির-ফস )। সকল প্রকার শিরঃপীড়ারই প্রচাপনে এবং উত্তাপে উপশম এবং শীতলতায় বৃদ্ধি। মস্তকে বিদ্ধকরণের ন্যায় বেদনা। গ্রীবা-পৃষ্ঠে তীব্র বেদনা। মস্তকের অনৈচ্ছিক কম্পন ( কালী-ফস )। শিশুদের কনভলসন। স্নায়বিক শিরঃপীড়া। মস্তকপৃষ্ঠে বেদনা আরম্ভ হইয়া সমগ্র মস্তক পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে, তৎসহ বিবমিষা ও শীত শীত অনুভব। মস্তকে প্রচুর খুস্‌কি। প্রচাপনে ও বিমুক্ত বায়ুতে বিচরণে শিরঃপীড়ায় কতকটা উপশম। মানসিক শ্রমের পর বৃদ্ধি। মস্তকে তীব্র বেদনা, বিশেষতঃ স্কুলে গেলে বা মানসিক শ্রমের পর। মস্তকশীর্ষে বা মস্তক-পৃষ্ঠে বেদনা এই বেদনা মেরুদণ্ড পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়। স্কন্ধদ্বয়ের মধ্যেই বেদনা বিশেষভাবে অনুভূত হয়। মনে হয় মস্তিষ্ক বিদীর্ণ হইয়া মস্তিষ্ক স্থান-ভ্রষ্ট হইয়াছে।

**চক্ষু**।—চক্ষুর পাতার পতন ( কালী-ফস )। সঙ্কুচিত চক্ষুতারা ; চক্ষুর সম্মুখে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দু ও নানা বর্ণ দেখা, দৃষ্টি বিভ্রম, আলোকে বিদ্বেষ দ্বিত্ব-দৃষ্টি আলোকের বিশ্লিষ্ট বর্ণ দর্শন ইত্যাদি। চক্ষুর পাতার আক্ষেপিক স্পন্দন ( ক্যাল্ক-ফস ), চক্ষুর স্নায়ুশূল, ( দক্ষিণপার্শ্বে বৃদ্ধি ) তির্য্যকদৃষ্টি ( প্রায় সকলপ্রকার চক্ষু রোগেই ক্যাল্ক-ফস আভ্যন্তরিক ও বাহ্য প্রয়োগ বিশেষ ফলপ্রদ )। অতিশয় বদনা ও চক্ষু হইতে প্রভূত জলস্রাব লক্ষণ থাকিলে ন্যাট-মিউর ব্যবস্থেয়। অপ্টিক-নার্ভের দুর্ব্বলতা জনিত অপরিচ্ছন্ন দৃষ্টি ( কালী-ফস )। পাতার গুরুত্ব। অক্ষি-কোটর ও তদূর্দ্ধের স্নায়ুশূল ; বিশেষতঃ দক্ষিণ পার্শ্বের। উষ্ণতায় ইহার উপশম।

**কর্ণ**।—শ্রবণশক্তির ক্ষীণতা। স্নায়বিক কারণ জনিত অথবা

আক্ষেপিক কর্ণশূল। উত্তাপে উপশম ; সকল প্রকার বেদনারই শীতলতায় বৃদ্ধি ও উষ্ণতায় উপশম। দক্ষিণকর্ণের স্নায়ুশূল, শীতলজলে মুখ ও কর্ণ প্রক্ষালনে এই বেদনার বৃদ্ধি।

**নাসিকা**—প্রতিশ্যায় ( সর্দ্দি ) ব্যতীত ঘ্রাণশক্তির বিলোপ। নাসাবরুদ্ধতা ও পুনঃ প্রচুর স্রাবনিঃসরণ। বাম নাসায় জ্বালা ও ক্ষতবৎ বেদনা ) মস্তকের প্রতিশ্যায়, স্রাব একবার শুকাইয়া যায় ও তরল হইয়া পুনরায় নিঃসৃত হয়।

**মুখমণ্ডল**—মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল, এই বেদনা নড়িয়া বেড়ায় ; বিদ্যুতের ন্যায় বেদনা ; স্পর্শে ও শীতলতায় উহার বৃদ্ধি এবং উষ্ণতায় উপশম। আমবাতিক বেদনা ( ইহার সহিত চক্ষু হইতে জলস্রাব লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে, ন্যাট-মিউ )। অক্ষি-কোটরের উপরের বা নিম্নের স্নায়ুশূল। দক্ষিণ পার্শ্বের উপরের মাড়িতে বেদনা, এই বেদনার কপাল বা কর্ণ পর্য্যন্ত সম্প্রসারণ। স্পর্শে, হাঁ করিলে বা শীতল বাতাসে উহার বৃদ্ধি।

**মুখমধ্য**—মুখের এবং ওষ্ঠের কোণের ( angles of mouth ) আক্ষেপিক স্পন্দন। ধনুষ্টঙ্কারের আক্ষেপ, আক্ষেপিক তোঁতলামি ; ধীরে ধীরে এবং দন্তাবৃত করিয়া কথা বলা। হনুস্তম্ভ ( দাঁত কপাটি ) ; এই রোগে খানিকটা ঔষধ গরম জলে গুলিয়া আভ্যন্তরিক সেবন এবং ঘন ঘন মাড়িতে মর্দ্দন বিশেষ ফলপ্রদ ( পরীক্ষিত ) মুখের কোণ ফাটা।

**দন্ত** ;—শিশুদিগের দন্তোদ্ভেদকালীন দড়কা, আক্ষেপ ইত্যাদি ( পর্য্যায়ক্রমে ক্যাল্ক-ফস )। তীব্র তীরবিদ্ধবৎ, আমবাতিক ও আক্ষেপিক বেদনা বিশিষ্ট দন্তশূল, উষ্ণতায় উপশম ( শীতলতায় উপশম হইলে ফির-ফস, ব্রাই; কফি ) ; স্পর্শে ও শীতল বাতাসে অতিশয় দ্বেষ।

দন্তশূল সহকারে মুখমণ্ডলের স্নায়ু-শূল উত্তপ্ততায় উপশম; খোঁচামারার ন্যায় বেদনার সবিরামতা। দন্ত বেদনায় ম্যাগ-ফস বিফল হইলে ক্যাল্ক-ফস প্রয়োগ করিবে। শয্যায় গেলে দন্ত বেদনার বৃদ্ধি; এই বেদনার সত্বর স্থান পরিবর্ত্তন। ক্ষয়প্রাপ্ত-দন্তে 'অথবা দন্ত চিকিৎসক দ্বারা পরিপূরিত দন্তে ( filled teeth ) তীব্র বেদনা। দন্তের ক্ষতসহ গলা, মাড়ি ও জিহ্বার গ্রন্থির স্ফীততা।

**জিহ্বা।**—আমাশয়ে বেদনা সহ পরিষ্কার জিহ্বা। অতিসার সহ জিহ্বায় শ্বেতলেপ। মুখক্ষত সহ জিহ্বার আরক্ততা। মুখক্ষত জন্য আহারে কষ্ট।

**গল-মধ্য**—কণ্ঠের আকুঞ্চন; শ্বাস-নলীর আক্ষেপ বশতঃ গলরোধ। ঢোক গিলিবার চেষ্টায় শ্বাসরোধের আশঙ্কা। আক্ষেপিক কাস। গল মধ্যে সঙ্কোচন অনুভব। কথা বলিবার অথবা গান করিবার সময় হঠাৎ কর্কশ স্বর বাহির হইয়া পড়ে ( কালী-ফস )। ম্যাগ। তরল দ্রব্য পান করিবার চেষ্টা কালে গলার আক্ষেপিক সঙ্কোচন।

**আমাশয়।**—আমাশয়ের স্নায়ুশূল। জিহ্বার পরিচ্ছন্নতা; উত্তাপ অথবা প্রচাপনে বেদনার উপশম। আমাশয়ের আক্ষেপ, তজ্জন্য আকুঞ্চন অথবা মোচড়ানবৎ বেদনা; মনে হয় দেহ কষিয়া বান্ধা হইয়াছে। অপাক, অপরিপাচিত পদার্থ পেট কামড়ানির উৎপত্তি করে। পরিষ্কৃত জিহ্বা ( ফির ফস )। অত্যধিক বেদনা অথবা আমাশয়ের পেশীর সঙ্কোচন বশতঃ বমন। সবিরাম, আক্ষেপিক বেদনা। চিন্‌চিনে বেদনা সহকারে বাতোদ্গার। উষ্ণ পানীয় গ্রহণে উপশম। অম্ল অথবা শীতল পানীয়ে বৃদ্ধি। দিবারাত্র দুর্দ্দম্য হিক্কা ও তৎসহ বমন। ভুক্তদ্রব্য বমন হইয়া পড়িয়া যায়। হৃদ্দাহ। বুকজ্বালা; পাকস্থলীতে অধিক পরিমাণ বায়ু সঞ্চয় ও তৎসহ অগ্নিমান্দ্য।

জ্বালাকর ঢেকুর। আমাশয়ে বায়ু সঞ্চয় জন্য হৃৎপিণ্ডের দপদপানি ও অস্থিরতা অনুভব।

**উদর এবং মল।**—উদরে তীব্র মোচড়ানবৎ বেদনা সহকারে রক্তামাশয়, এই বেদনা উত্তাপে, চাপনে ও সম্মুখদিকে অবনত হইলে হ্রাস প্রাপ্ত হয় (কালো-মিউর)। চিৎ হইয়া শয়নে অসমর্থতা। নাভী হইতে বেদনা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। সবিরাম, আক্ষেপিক বেদনা। শিশুদিগের উদর বেদনায় অতিশয় চিৎকার করে ও পা উপরের দিকে টানিয়া আনে। উদরে কামড়ানবৎ বেদনা ও বাতোদ্গার। উদরের অতিশয় স্ফীততা সহকারে বায়ু নিঃসরণ। উদরে অতিশয় মোচড়ানবৎ বেদনাসহকারে জলবৎ অতিসার, অতিশয় বেগে মল বাহির হয়। প্রবল কর্ত্তনবৎ ও খোঁচামারার ন্যায় বেদনা সংযুক্ত অর্শ। সদ্যজাত শিশুদিগের বায়ু সঞ্চয় জনিত উদর বেদনা। ঢাকের-ন্যায় উদরের স্ফীততা, তজ্জন্য কাপড় ঢিলা করিয়া দিতে হয়। সামান্য বিচরণ করিলে বায়ু নিঃসৃত হয় ও উহাতে কিছু উপশম বোধ করে। মলত্যাগের পূর্ব্বে উদরে মোচড়ানবৎ বেদনা; মলত্যাগের পর উহার উপশম।

সর্ব্বপ্রকার অতিসার, রক্তাতিসার, স্নায়ু-শূল এবং অন্ত্রের প্রদাহে, পুনঃ পুনঃ প্রভূত উষ্ণ জলের পিচকারী প্রদান বিশেষ ফলপ্রদ। ইহাতে অন্ত্র ধৌত ও পরিষ্কৃত হওয়ায় সত্বর বেদনার আশ্চর্য্যরূপ উপশম জন্মায় এবং বিধান সমূহের (টিশু) স্বাভাবিক আশোষণের (absorption) সাহায্য করে। জলবৎ অতিসার, তৎসহ পায়ের ডিমে খালধরে। মলত্যাগকালে শীত শীত অনুভব এবং পাকস্থলীতে বেদনা। অর্শরোগে বিদ্যুতের ন্যায় ও কর্ত্তনবৎ বেদনা; বেদনার

তীব্রতা এত অধিক যে তজ্জন্য সময় সময় রোগীর মূর্চ্ছা জন্মে। উদরে এবং মলদ্বারেই বেদনার আধিক্য। প্রতিবার মলত্যাগকালেই মলদ্বারে বেদনা। শিশুদের কোষ্ঠকাঠিন্য সহ প্রতিবার মলত্যাগকালে উদরে আক্ষেপিক বেদনা। এজন্য প্রতিবার মলত্যাগকালেই শিশু চিৎকার করিয়া উঠে। শিশুর উদরে অধিক পরিমাণ বায়ু সঞ্চয় ও তজ্জন্য কল কল্ শব্দ। শুষ্ক, কঠিন, মলিন বর্ণের মল, এই মল নিঃসারণে খুব কষ্ট হয়। পাতলা মল সজোরে ও সশব্দে নির্গত হয়।

**মূত্র।**—মূত্রের আক্ষেপিক অবরোধ (পর্য্যায়ক্রমে ফির-ফস)। মূত্রাশয়ের গ্রীবার (neck of the bladder) এবং মূত্র-পথের আক্ষেপ জন্য প্রস্রাব ত্যাগকালে অতিশয় কষ্ট ও জ্বালা (ফির-ফস, কালীফস)। মূত্রাশ্মরী (stone) নিঃসরণকালে বেদনা (ন্যাট-সল)। দণ্ডায়মানাবস্থায় ও বিচরণকালে অবিরাম মূত্রবেগ। শিশুর অধিক পরিমাণ মূত্রত্যাগ। স্নায়বিক কারণে শিশুর রাত্রে শয্যায় মূত্রত্যাগ। ক্যাথিটার ব্যবহারের পর মূত্রমার্গের স্নায়ুশূল। মূত্রে ফসফেট অধঃক্ষেপ অথবা উহার স্বল্পতা। মূত্রাশ্মরী (gravel)। সঙ্গমেচ্ছার প্রাবল্য। মূত্রে ফস্ফেটের অভাব বা আধিক্য।

**স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।**—বাধক বেদনা (ঋতুকালীন উদর-বেদনা)। এই রোগে বেদনা নিবারণার্থ কালী-ফসও ব্যবহৃত হয়। ইহা নিয়মিত-রূপে ব্যবহার করিলে বাধক বেদনার পুনরাক্রমণ নিবারিত হয় (ফির-ফস)। প্রসব বেদনার ন্যায় উদর বেদনা এবং বাহ্যোত্তাপে উহার উপশম। ডিম্বাশয়ের (ওভেরিস) স্নায়ুশূল। যোনিমুখের অনৈচ্ছিক আক্ষেপিক অবরোধ ও তজ্জন্য সঙ্গমক্রিয়ায় অসমর্থতা (ভ্যাজাইনিস্মস)। এই রোগে ফির-ফসও ব্যবহৃত হয়। ঋতুর পূর্ব্বে উদর বেদনা। ডিম্বাশয়ের (ওভেরি); বিশেষতঃ দক্ষিণ ডিম্বাশয়ের

স্নায়ুশূল বা প্রদাহ। মেম্ব্রেনাস ডিসমেনোরিয়া। (ইহাদ্বারা বহু রোগী আরোগ্য হইয়াছে)। নিয়মিত সময়ের বহু পূর্ব্বে প্রত্যাগত, ঋতু; ঋতু রক্তের মলিনতা ও রজ্জুর ন্যায় প্রকৃতি। বাহ্য-স্ত্রী-অঙ্গের স্ফীততা। সমগ্র নিম্নোদরে আক্ষেপিক বেদনা। উভয় ডিম্বাশয়ে (ওভেরি) এবং কটিতে বেদনা। মলিনবর্ণ সংযত রক্তস্রাব। এই ঔষধ সেবনকালে উদরে উষ্ণ সেক দিলে ও উষ্ণজলে গুলিয়া ঘন ঘন এই ঔষধ সেবন করিলে অতি শীঘ্র ফলদর্শে। জরায়ুর বেদনার ইহা একটী অত্যাবশ্যকীয় প্রধান ঔষধ।

গর্ভ:—আক্ষেপিক প্রসববেদনা; প্রসব বেদনার সময় হস্ত-পদের খল্লী। প্রসব বেদনার অতিশয় তীব্রতা। আক্ষেপ (কালী-ফস দ্রষ্টব্য)। প্রসবান্তিক কনভলসন। জরায়ুর অতিরিক্ত সঙ্কোচনে ইহা ব্যবহার করিলে জরায়ু শিথিল হইয়া থাকে। ফুলের অবরোধ (retained placenta)।

শ্বাসযন্ত্রে—শ্বাস-কাস সহকারে বাতোদ্গার; বক্ষোবেদনা; বক্ষঃস্থলের ও গলায় আকুঞ্চন, এজন্য রোগী উঠিয়া বসিয়া থাকিতে বাধ্য হয় (উষ্ণ জল পান উপকারী)। আক্ষেপিক, নিষ্ঠীবনপরিশূন্য, কাস এবং আবেশে আবেশে উহার উপস্থিতি। বক্ষে তীব্র বেদনা, শ্বাস-প্রশ্বাসের হ্রস্বতা (ফির-ফস)। হুপিং কাফ (কালী-মিউর)। পুরাতন রোগে ধৈর্য্য সহকারে দীর্ঘকাল ব্যবহার্য্য। স্বরযন্ত্র-মুখের (গ্লটিস) আক্ষেপ। বক্ষঃস্থলের আকুঞ্চন সহকারে নিষ্ঠীবনশূন্য (অথবা স্বল্প নিষ্ঠীবনযুক্ত) কাসের পুনঃ পুনঃ উপস্থিতি বা আবেশ। রাত্রে আক্ষেপিক কাস; শুইয়া থাকিলে বৃদ্ধি, সঞ্চলনে বক্ষ-বেদনার বৃদ্ধি। বুকে খোঁচামারার ন্যায় বেদনা, বিশেষতঃ দক্ষিণ পার্শ্বে।

শ্বাস-যন্ত্রের পেশীর দুর্ব্বলতা। শ্বাস-ত্যাগের পর আর শ্বাস গ্রহণ করিতে পারিবেনা বলিয়া মনে হয়।

**রক্ত সঞ্চালন যন্ত্র**—বক্ষের স্নায়ুশূল জনিত আক্ষেপ। শরীরের কোনও যন্ত্রে অসহ্য বেদনা জন্মিলে উষ্ণ জলের সহিত পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। হৃৎশূল। স্নায়বিক কারণে হৃৎপিণ্ডের দপ দপানি। বামপার্শ্বে শয়নে উহার হ্রাস। পাকস্থলীতে বায়ু জন্মিবার ফলে হৃৎপিণ্ডের দপ দপানি ও উৎকণ্ঠা। কাপড়ের মধ্যদিয়া হৃদগ্রের দপদপানি দেখা যায় ( apex beat visible through clothing )।

**পৃষ্ঠ ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ**।—পৃষ্ঠে এবং হস্তপদে তীব্র, খোঁচা মারার ন্যায় সবিরাম, স্নায়ুশূলের ন্যায় বেদনা। গ্রীবা, মস্তক পৃষ্ঠ এবং হস্তে চিড়িকমারা বেদনা, উত্তাপে উপশম। হস্তপদের আড়ষ্টতা সহকারে আক্ষেপ। সন্ধির বেদনা; হস্ত-পদের স্নায়ু শূল। সন্ধির বাতজনিত প্রবল বেদনা। বাহ্য প্রয়োগও বিশেষ ফলপ্রদ। তড়িৎপ্রবাহের ন্যায় হস্ত-পদে তীরবিদ্ধবৎ বেদনা। চলৎ-শক্তির হ্রস্বতা বা লোপ। বেদনার স্থান বিচরণশীলতা। হস্তের অনৈচ্ছিক কম্পন। সন্ধির বেদনা। বেদনাক্রান্তস্থানে ঝির্ ঝির্ অনুভব। পায়ের ডিমে খল্লী। সায়েটিকা রোগে অসহ্য বেদনা। তরুণ আমবাতে সন্ধির দারুণ বেদনা। যৎ সামান্য স্পর্শে ও এই বেদনার বৃদ্ধি। পদের এত অধিক বেদনা যে স্পর্শ সহ্য হয় না। শয্যায় গেলে পায়ের বেদনা। পার্শ্বশূল। মেরুদণ্ডের নিম্নভাগে অত্যন্ত বেদনা, এখানে স্পর্শ সহ্য হয় না।

**স্নায়ুমণ্ডল**।—হস্তের অনৈচ্ছিক কম্পন। জাগ্রতাবস্থায় অবিরত হস্ত, বাহু, মস্তক বা সমগ্র শরীরের কম্পন। যে কোন কারণ

হইতে সমুৎপন্ন মৃগী রোগ (এপিলেপ্সি)। তাণ্ডব রোগ (কোরিয়া)। দাঁতকপাটি (লক-জ) রোগে উষ্ণজলের সহিত পুনঃ পুনঃ ব্যবহার্য্য। খানিকটা ঔষধ (চূর্ণ) মাড়িতে মর্দ্দন করিলেও বিশেষ ফল দর্শে। সঞ্চালক স্নায়ুর (মোটর নার্ভ) আক্ষেপ। পিয়ানো বা বেহালা-বাদকের হস্তের আক্ষেপ।

সকল প্রকার স্নায়বীয় রোগেই কালী-ফসের সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। অতি লেখকদিগের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর পেশীর আক্ষেপ (রাইটার্স ক্র্যাম্প)। রাত্রিতে হাত-পায়ের পেশীর খল্লী। স্নায়ুর অসম্যক পরিপোষণ-জনিত রোগীর অতিশয় শীর্ণতা ও দুর্ব্বলতা (কালী-ফস)। স্পর্শ-জ্ঞানের বিলোপ।

**জ্বর**:—স্নায়বিক কম্পন ও তৎসহ দাঁত ঠক্‌ঠকি (কালীফস)। শীত ও খল্লী সংযুক্ত জ্বর (ফির-ফস)। পায়ের ডিমে খল্লী সংযুক্ত সবিরাম জ্বর। মেরুদণ্ডের মধ্যদিয়া উচ্চ ও নিম্নাভিমুখে সঞ্চরমান শীত। ডিনার খাইবার পর অপরাহ্ন ৭ ঘটিকার সময় শীত শীত অনুভব। শীতের পর শ্বাসে কষ্ট। রাত্রি ৯ ঘটিকায় প্রবল শীত; পৈত্তিক জ্বর; প্রভূত ঘর্ম্ম।

**নিদ্রা**।—নিদ্রালুতা ও হাঁইতোলা। হাঁই তুলিবার কালে গহ্বর হইতে হনুর (চোয়ালের) বিচ্যুতি। দুর্ব্বলতা অথবা মস্তিষ্কের পরিপুষ্টির অভাব বশতঃ অনিদ্রা।

**মন্তব্য**।—এই ঔষধের সমস্ত লক্ষণ উত্তাপে, প্রচাপনে, ঘর্ষণে এবং সম্মুখদিকে অবনত হইলে হ্রাস প্রাপ্ত হয় এবং শীতলতায়, শীতল বাতাস প্রভৃতিতে বর্দ্ধিত হয়। শরীরের দক্ষিণভাগ বিশেষভাবে আক্রান্ত হইলে ইহা সমধিক উপযোগী। শিরোঘূর্ণন, শিরঃপীড়া প্রভৃতি মস্তক লক্ষণ খোলা বাতাসে উপশমিত হইয়া থাকে। এই

ঔষধ ব্যবহার কালে বেদনাক্রান্ত স্থানে উষ্ণ সেক দিলে ঔষধের ক্রিয়া সমধিক বর্দ্ধিত হয়। ম্যাগ.ফসের অভাব ঘটিলেই, যে কোনও বিধানে (টিস্যু) খল্লী এবং স্নায়ুশূল উৎপন্ন হয়। অতএব ঐ সকল রোগে ইহা ব্যবহার করিলে সুন্দর ফল দর্শে।

**ক্রম।**—সুসলার ইহার ৬× ক্রম ব্যবহারের বিধি দেন। উষ্ণ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিলে ইহার দ্রুত ক্রিয়া দর্শে। ৬× প্রয়োগ করিয়া কখন কখন আশানুরূপ ফল না পাইলে ১× এবং ২× প্রভৃতি নিম্ন ক্রম ব্যবহার করিয়াও সময় সময় ভাল ফল পাওয়া গিয়াছে। ডাঃ মর্গ্যান শূলবেদনায় ইহার ৩০ × ক্রম উষ্ণ জলের সহিত গুলিয়া পুনঃ পুনঃ দিতে বলেন। ৬× প্রভৃতি নিম্ন ক্রম ব্যবহার করিয়া আশানুরূপ ফল না পাইলে উচ্চ ক্রম (৩০ ×) ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। আমরা ৬× ক্রম ব্যবহার করিয়া প্রায় সর্ব্বত্রই চমৎকার ফল পাইয়াছি।

**সম্বন্ধ।**—স্নায়বিক রোগে, বিশেষতঃ স্নায়ুর শূলে অমোঘ ঔষধ বলিয়া এই ঔষধ বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছে। এই স্থলে ইহার সমকক্ষ ঔষধ কালী-ফস। কালী-ফস ও ম্যাগ-ফসে পার্থক্য এই যে, কালী-ফস মস্তিষ্ক ও স্নায়ুর প্রধান পরিপোষক (nutritive) রূপে ও ম্যাগ-ফস আক্ষেপনিবারকরূপে (antispasmodic) ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই উভয়ের উপচয় ও উপশমেরও পার্থক্য আছে। কালী-ফসের বেদনা ও উপসর্গ শীতলতায় উপশমিত হয়, আবার ম্যাগ-ফসের বেদনা উষ্ণতায় উপশমিত হয়। ম্যাগ-ফসের বেদনার সহিত কলোসিন্থের বেদনা এবং উহার উপচয়-উপশমের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, কলোসিন্থের মধ্যে

শতকরা ৩ ভাগ ম্যাগ-ফস বর্ত্তমান আছে। ম্যাগ-ফসের আমাশয়ে (stomach) বায়ুসঞ্চয়জনিত উদর বেদনার সহিত ডায়াস্কোরিয়ার কতকটা সাদৃশ্য আছে। জেলসিমিয়মও ইহার একটী সমগুণ ঔষধ। হিষ্টিরিয়া, হাইপোকণ্ড্রিয়েসিস, স্পাইন্যাল ইরিটেশন প্রভৃতি রোগে ইহাদের মধ্যে তুলনা করিয়া ঔষধ নির্ব্বাচন করা কর্ত্তব্য। মেরুদণ্ডের অভ্যন্তর দিয়া শীতের উত্থান ও অবনমন উভয়েই বিদ্যমান আছে। আক্ষেপে (spasm) বেলেডোনার সহিত ইহার বিশেষ সাদৃশ্য পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। বেলেডোনাদ্বারা ফল না পাইলে তৎপর ইহা ব্যবহারে উত্তম ফল পাওয়া গিয়াছে। প্রসারিত অক্ষিতারা, বিঘূর্ণিত একদৃষ্টি এবং সামান্য শব্দে বা সহজেই চমকিত হইয়া উঠা, উভয়েই বিদ্যমান আছে। তির্য্যক্‌দৃষ্টিতে, বিশেষতঃ উহা যদি ক্রিমি জন্য উপস্থিত হইয়া থাকে; তবে নেট্রাম-ফসের সহিত ইহা তুলনীয়। জলবৎ স্রাব এবং উদরাময়ে নেট্রাম-মিউরের সহিত, মৃগীরোগে কালী-মিউর, ক্যাল্ক-ফস ও সিলির সহিত; শরীরের দক্ষিণ পার্শ্বের রোগে বেল, ব্রাই, চেলিডোন, ক্যাল্ক-কার্ব্ব, লাইকো, এবং পডোর সহিত; প্রচণ্ড বেদনায় বেল ও ক্যামোর সহিত; সত্বর বেদনার স্থানবিচরণশীলতায় পলস, কালী-সলফ ও ল্যাক-ক্যানের সহিত; সঙ্কোচন বা মোচড়ানবৎ বেদনায় ক্যাক্টাস, ক্যাল্ক, আয়োড ও সলফের সহিত তুলনীয়। ইহার রজঃশূল ও প্রসববেদনা অনেকটা ভাইবার্ণম ও পলসেটিলার ন্যায়। কিন্তু পার্থক্য এই যে, ম্যাগ-ফসের বেদনা উত্তাপে উপশমিত হয়, অপর দুইটীতে তাহা হয় না। সিমিসিফুগার বেদনার সহিতও ইহার কতকটা সাদৃশ্য আছে বটে, কিন্তু সিমিসির বেদনা একভাবে থাকে, আর ম্যাগ-ফসের বেদনা আক্ষেপিক প্রকৃতির, থাকিয়া থাকিয়া আক্ষেপিক বেদনা উপস্থিত

হয়। আরও, ম্যাগ-ফস দ্বারা ডিম্বাশয়, জরায়ুর মূলদেশ (fundus) প্রভৃতি গভীর যন্ত্র সকল আক্রান্ত হইয়া থাকে, কিন্তু সিমিসি দ্বারা লিগামেণ্ট প্রভৃতি আক্রান্ত হয়। মেম্ব্রেনস ডিসমেনোরিয়ায় ম্যাগ-ফস ব্যবস্থা করিবার কালে বোরাক্স, এসেটিক এসিড ও ভাইবার্ণম ওপুলাসের কথা স্মরণ করা কর্ত্তব্য। বেলেডোনা, সিমিসিফিউগা, ষ্ট্রামো এবং ভাইবার্ণম প্রভৃতি উদ্ভিদে ম্যাগ-ফস বিদ্যমান আছে। এজন্য ইহাদের লক্ষণ সকল মধ্যে বহু লক্ষণেরই সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। রাত্রিকালীন স্নায়ুশূল ও উহার উত্তাপে উপশমে আর্সের সহিত এবং সাধারণ স্নায়ু-মণ্ডলের রোগে জিঙ্কমের সহিত ম্যাগ-ফসের তুলনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

**বিষঘ্নগুণ।**—এই ঔষধ বেলেডোনা, জেলস ও ল্যাকেসিসের ক্রিয়া-হারক।

---

# নেট্রাম মিউরিয়েটিকম।

## Natrum Muriaticum

ইহার অপর নাম সোডিয়ম ক্লোরাইড্; বাঙ্গালা নাম লবণ; সংক্ষিপ্ত নাম ন্যাট-মিউ। জীব-দেহে ইন-অরগ্যানিক সল্টের মধ্যে একমাত্র ফসফেট্ অব্ লাইম ব্যতীত এই লবণের ভাগই অধিক।

### ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ

শরীরের শতকরা ৭০ ভাগ জল। দেহস্থ এই পদার্থের (নেট্রাম-মিউর) আধিক্যের কারণ সহজেই নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। লবণ ব্যতীত দেহস্থ এই জল শরীরের কোন কার্য্যেই আইসেনা, বরং এতদভাবে শরীরের পক্ষে উপদ্রবকারী

হইয়া উঠে। কাজেই লবণ মানব-দেহের একটী প্রধান ও বিশেষ প্রয়োজনীয় উপাদান। লবণের সাহায্যেই জল মানব দেহ নির্ম্মাণে জৈবনিক-ক্রিয়া সম্পাদনে এবং দেহ হইতে অপ্রয়োজনীয় পদার্থ নিঃসারণে সমর্থ হয়। দেহে নেট্রাম-মিউরের পরিমাণ কিঞ্চিৎ হ্রাস প্রাপ্ত হইলে, শরীরস্থ জল এক বিষম গোলযোগ উৎপন্ন করে। কারণ, যে পদার্থের সাহায্যে ইহা ক্রিয়াশীল হয়, তাহারই অভাব ঘটিয়াছে। সর্দ্দি-গর্ম্মি রোগে সোডিয়ম ক্লোরাইডের ন্যূনতা বশতঃ শরীরের অন্যান্য স্থান হইতে (বিশেষতঃ গ্রীবা-পৃষ্ঠ হইতে) জলীয়াংশ আশোষিত হইয়া মস্তিষ্কের ভূমিদেশে সঞ্চিত হয় ও উহার উপর চাপ প্রদান করে। ফলে, ইহা সময় সময় সাংঘাতিক হইয়া উঠে। ন্যাট-মিউর ৩দ ক্রম ব্যবহারের সত্বর ও নিঃসন্দেহে ঐ সঙ্কটাপন্ন অবস্থা দূরীভূত হয়। ডিলিরিয়ম ট্রিমেনস (পানাত্যয়) রোগও ন্যাট-মিউরের স্বল্পতা নিবন্ধন উপস্থিত হইয়া থাকে। তাহাতেও পুনঃ পুনঃ এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া এক ঘণ্টার মধ্যেই আশ্চর্য্য ফল প্রাপ্ত হইতে দেখা গিয়াছে। নেট্রাম-মিউরিয়েটিকম্ শরীরস্থ লসিকাবাহিনী প্রণালীতে (লিম্ফেটিক-সিষ্টেম), রক্তে, প্লীহা ও যকৃতে এবং শ্লৈষ্মিকঝিল্লীতে (মিউকাস মেম্ব্রেণ) কার্য্য করিয়া থাকে। এজন্য এই সকল স্থানের পীড়ায় ইহার প্রয়োগ-সূচক লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে ইহা দ্বারা উত্তম ফল দর্শে।

দেহে উপযুক্ত পরিমাণ নেট্রাম-মিউর বর্ত্তমান থাকিলে টিশুর ক্রিয়াশীলতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং দেহ হইতে ইউরিয়া (urea) নামক বিষাক্ত পদার্থ সংক্ষে নিষ্ক্রান্ত হয়। এজন্য স্ক্রফিউলাগ্রস্ত রোগীদিগের পুরাতন অবস্থায় গ্রন্থি, অন্ত্র এবং ত্বক আক্রান্ত হইলে ইহার একান্ত প্রয়োজন। ম্যালেরিয়া এবং উহাতে কুইনাইন

অপ-ব্যবহারের ফলে যে এক প্রকার ধাতুদোষ উৎপন্ন হয়, তাহাতেও ইহা ব্যবহৃত হয় এবং ইহার ফলে ঐ দোষ সংশোধিত হইয়া রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে। শরীরের অসম্যক্ পরিপোষণ ও উহার ফলে যে শীর্ণতা জন্মে তাহাতেও ইহা অতিশয় ফলপ্রদ। রক্তহীনতা, লিউকিমিয়া ( রক্তে শ্বেত কণার আধিক্য ও লোহিত কণার হ্রাস ), হাইড্রিমিয়া ( রক্তে জলীয়াংশের আধিক্য ) ক্লোরোসিস্ ( হরিৎপাণ্ডু ) এবং স্কাভি ( সরস উদ্ভিজ্জাদি আহার না করার ফলে এই চর্ম্ম রোগ জন্মে ) প্রভৃতি রোগ যাহা ভুক্তদ্রব্য সমীকরণের অভাবে রক্তের বৈগুণ্য বশতঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে ( nutritive defects with their profound blood poverty ) তাহাতে ইহা ব্যবহার করিলে রক্তের উৎকর্ষ সাধন করিয়া এই সব অবস্থা দূরীকৃত করিয়া থাকে। মাস্তিষ্কঝিল্লীর রসক্ষরণ ( serous exudation ) ইহার অপর পরিচালক লক্ষণ। প্রচুর লালা বা অশ্রুস্রাব, এবং জল বা শ্লেষ্মা বমন সহ শরীরের কোন অংশে বেদনা জন্মিলে ইহা সফলতার সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শরীরের যে কোন স্থানের শ্লৈষ্মিকঝিল্লী হইতে স্বচ্ছ, জলবৎ বা ফেণিল শ্লেষ্মা নিঃসৃত হইলে ইহা অতিশয় উপকারী. কোন কোন স্থানের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী হইতে তরল জলবৎ শ্লেষ্মা নিঃসরণ. আবার কোনও স্থানের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর শুষ্কতা ( যেমন তরুণ প্রতিশ্যায় সহ প্রবল হাঁচ ; নাসিকা, চক্ষু ও মুখ হইতে জলবৎ স্রাব নিঃসরণ, কিন্তু সরলান্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর শুষ্কতা বশতঃ কোষ্ঠকাঠিন্য লক্ষণে ইহা অদ্বিতীয় ঔষধ। এই ঔষধের জিহ্বার লক্ষণও বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। পরিষ্কার চকচকে জিহ্বা উহার উভয় পার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লালার বুদ্বুদ অথবা স্ফীত পাণ্ডুর বিবর্ণ ( palid ) ময়লাবৃত জিহ্বা। মুখে

লবণাক্ত স্বাদ। এই সব লক্ষণ দৃষ্টে নেট্রাম-মিউর ব্যবস্থা করিলে অতি উত্তম ফল দর্শে।

## প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—যে কোন সময়ে প্রলাপ বকা ; সফেণ বা শুষ্ক ও ঝলদানবৎ জিহ্বা সহকারে রোগীর মৃদুপ্রলাপ (বিড় বিড় করিয়া কথা বলা) ও খেয়াল দেখা। অচৈতন্য ও নিদ্রালুতা। টাইফয়েড বা টাইফস্ ফিবারে মৃদু প্রলাপ। পানাত্যয় (অতিরিক্ত মাদক দ্রব্য সেবন অথবা উহার বিরতি বশতঃ অনিদ্রা ও কম্পন সংযুক্ত প্রলাপ রোগ) রোগে মস্তিষ্কের শুষ্কতা নিবারণে ইহা সর্ব্বপ্রধান ঔষধ (কালী-ফস)। বিষণ্ণতা আশাশূন্যতা ও উদ্যমহীনতা; নৈরাশ্য সহকারে কোষ্ঠকাঠিন্য বা জলীয় লক্ষণ সমূহের আধিক্য ; সহজেই অশ্রুস্রাব। অতীত বিষয়ের প্রলাপ। রোগাতঙ্ক। যৌবনের প্রাক্কালে বিষাদবায়ু। মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা। মানসিক শ্রমে ক্লান্তি অনুভব। ক্রোধ, হাস্য-পরিহাস বা গান করিবার প্রবৃত্তি সহ স্নায়বিক উত্তেজনা।

মস্তক এবং মস্তক-ত্বক।—অর্কাঘাতের (সংনষ্ট্রোক) সর্ব্বপ্রধান ঔষধ। কোন কোন স্থানের শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লীর শুষ্কতা এবং কোন কোন স্থানের শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লীর অতিরিক্ত স্রাব সংযুক্ত মাথা ধরা। শিরঃপীড়া সহকারে কোষ্ঠরোধ। শিরঃপীড়া সহকারে প্রভূত অশ্রুস্রাব বা জিহ্বায় ফেণিল লেপ। কপালে, উভয় শঙ্খদেশে (temples), অথবা মস্তকের একপার্শ্বে বেদনা বিশিষ্ট শিরঃপীড়া। মস্তকে রক্ত সঞ্চয় বিশিষ্ট শিরঃপীড়ায় বিশেষতঃ প্রাতঃকালে ; নিদ্রায় ইহার উপশম ; এইরূপ শিরঃপীড়ার প্রায়ই ঋতুকালে উপস্থিতি। পশ্চাৎ-গ্রীবার মাংস-পেশীর দুর্ব্বলতা জন্য মস্তকের সম্মুখ-দিকে

পতনের প্রবণতা। অর্দ্ধ-শিরঃশূল ( আধ কপালে মাথা ব্যথা )। বিদ্যালয়ের বালিকাগণের ঋতুকালীন শিরঃপীড়া, তৎসহ মস্তক-শীর্ষে জ্বালা। ফেণা ফেণা ও জলবৎ শ্লেষ্মা বমন সহকারে শিরঃপীড়া। প্রস্ফুট-যৌবনা বালিকাদিগের শিরঃপীড়া ; বিশেষতঃ ঋতুকালে, তৎসহ মস্তকে জ্বালা, নিরুদ্যম ও জড়তা। নিদ্রালুতা ও অপরিতৃপ্ত নিদ্রা সহকারে মস্তকে হাতুড়ির আঘাতের ন্যায় শিরঃপীড়া, প্রাতঃকালে উহার বৃদ্ধি ; মস্তক-ত্বকে জলপূর্ণ উদ্ভেদ ; খুসকি। গ্রীবা-পৃষ্ঠে চুলের প্রান্তদেশে কণ্ডূয়নকর উদ্ভেদ ও উহা হইতে আঠা আঠা জলবৎ স্রাব নিঃসরণ। চুল উঠা। মস্তক-ত্বকে ক্ষত।

চক্ষু।—প্রভূত অশ্রুস্রাব সংযুক্ত চক্ষের স্নায়ুশূল ( ম্যাগ-ফস )। মস্তকের তরুণ প্রতিশ্যায় সহকারে অশ্রুস্রাব। চক্ষুর দুর্ব্বলতা ; ঠাণ্ডা বাতাসে বাহির হইলে অথবা চক্ষে বাতাস লাগিলে অশ্রুস্রাব। অশ্রুনালীর অবরুদ্ধতা সহ চক্ষু হইতে পরিষ্কার শ্লেষ্মা বা জলবৎ স্রাব নিঃসরণ। পাতার শুষ্কতা, জ্বালা ও কণ্ডূয়ন। পাতার প্রান্তদেশের আরক্ততা। পাতায় দানা, তৎসহ অশ্রুস্রাব বা উহার অভাব। অক্ষিমুকুরের (lens) অস্বচ্ছতা। যে কোন রোগেই অশ্রুস্রাব লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে ইহা প্রয়োজ্য। ক্ষতাঙ্কুরবিশিষ্ট চক্ষুর পাতা ( ফির-ফস, কালী-মিউর )। কর্ণিয়ার ফোস্কা ( কালী-মিউর )। প্রতিশ্যায় জনিত অশ্রুস্রাবী-নালীর অবরুদ্ধতা। অশ্রুস্রাব সংযুক্ত চক্ষুবেদনার প্রতি দিন একই সময়ে উপস্থিতি। চক্ষুর পাতার স্ফীততা ; স্রাবের অতিশয় দুর্গন্ধ ও বিদাহিতা। চক্ষু কুট কুট করে। দৃষ্টিদৌর্ব্বল্যের ( ম্যাগফস সর্ব্বপ্রধান ঔষধ। শ্বেতমণ্ডলের প্রদাহ সহকারে প্রভূত অশ্রু ও শ্লেষ্মাস্রাব। ঝাপসাদৃষ্টি ; অর্কাঘাত ( সর্দ্দি গর্ম্মি )। আলোকে বিদ্বেষ। চক্ষুর স্নায়ুশূল, তৎসহ অশ্রুস্রাব ও শ্বেত মণ্ডলের আরক্ততা।

**কর্ণ।**—কর্ণনলের স্ফীততা বশতঃ বধিরতা ( কালী-মিউর, কালী-সলফ )। কর্ণের বহুপ্রকার রোগ সহকারে প্রভূত লালাস্রাব। কর্ণনাদ; কর্ণহইতে পূযস্রাব। চর্ব্বণকালে কর্ণে চড় চড় শব্দ। কর্ণে কণ্ডুয়ন ও জ্বালা। কর্ণে চিড়িকমারা বেদনা।

**নাসিকা।**—অণ্ডলালের ন্যায় স্বচ্ছ শ্লেষ্মা ও পরিষ্কার জলবৎ এবং প্রবল হাঁচি সংযুক্ত তরুণ প্রতিশ্যায় ( সর্দ্দি )। নাসিকা হইতে জলবৎ লবণাক্ত স্রাব ক্ষরণ ( ক্যাল্ক-ফস )। রক্তহীন ব্যক্তিদিগের লবণাক্ত শ্লেষ্মাস্রাব সংযুক্ত পুরাতন প্রতিশ্যায়। হে ফিবার এবং ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে প্রথমে হাঁচি এবং তৎসহ নাসিকা ও চক্ষু হইতে জলবৎ স্রাব লক্ষণে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ ( ৩০ x ক্রম )। মস্তকের প্রতিশ্যায়। স্বাদ ও ঘ্রাণশক্তির বিলোপ। রক্তহীন ব্যক্তিদিগের নাসিকা হইতে জলবৎ পাতলা রক্তস্রাব ( ফির-ফস ); নাসাভ্যন্তরের অত্যন্ত শুষ্কতা ও অবরুদ্ধতা এবং তৎসহ জ্বালা; নাসায় চমটি পড়া। সম্মুখে অবনত হইলে অথবা কাসিবার সময় নাসিকা হইতে রক্ত পড়ে। নাসিকা হইতে এল্বুমেনের ন্যায় শ্লেষ্মা স্রাব। প্রাতঃকালে প্রাতিশ্যায়িক লক্ষণের বৃদ্ধি।

**মুখমণ্ডল**—কোষ্ঠবদ্ধ সহকারে মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল। পরিষ্কার জলবৎ শ্লেষ্মা বমন অথবা চক্ষু হইতে প্রভূত পরিষ্কার শ্লেষ্ম স্রাব সহকারে মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল। সাইকোসিস। শ্মশ্রু পতন। ভোজন কালে মুখমণ্ডলে ঘর্ম্ম। মৃৎপাণ্ডু। কুইনাইন সেবনের পর স্নায়ুশূলের উৎপত্তি। কপালে গুটিকার ন্যায় উদ্ভেদ।

**মুখ-মধ্য**—যে কোন রোগ কালে প্রভূত লবণাক্ত লালা নিঃসরণ। মুখ এবং গল-নলীর প্রতিশ্যায় সহকারে স্বচ্ছ, জলবৎ তরল শ্লেষ্মা

নিঃসরণ ( এল্‌বুমিনস—ক্যাল্ক-ফস )। শিশুদিগের মুখের ভিতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাদা ক্ষত ও তৎসহ লালাস্রাব ( কালী-মিউরের সহিত পর্য্যায়ক্রমে )। জিহ্বা-নিম্ন গ্রন্থির স্ফীততা ( রেণুলা )। জিহ্বার নিম্নে এক প্রকার অর্দ্ধ অর্ব্বুদ (রেনিউলা)। অবিরাম মুখ হইতে জল ও তরল শ্লেষ্মা তুলিয়া ফেলা। শিশুদের কথা বলিতে শিখিতে বিলম্ব। জিহ্বা ও মুখে শুষ্কতানুভব। মুখের চারিদিকে মুক্তার ন্যায় বিন্দু বিন্দু উদ্ভেদ। ওষ্ঠের বিদারণ ও স্ফীততা। থোৎমায় উদ্ভেদ।

**দন্ত**।—প্রভূত লালা বা অশ্রুস্রাব সহকারে দন্তশূল। দন্তের স্নায়ুশূল। শিশুদের দন্তোদ্ভেদ কালে লালাস্রাব। দন্তমূলে ক্ষত। মাড়ীতে বেদনা সহ দন্তমূল হইতে সহজে রক্তপাত। শিথিল দন্ত। লালাস্রাবী-গ্রন্থির পুরাতন প্রদাহ। রেণুলা। দন্তমূলে স্ফোটক ( gum-boil ), তৎসহ দপ্‌ দপ্‌ কর অথবা রক্ত্রকরণের ন্যায় বেদনা।

**জিহ্বা**।—জিহ্বার উপর পরিষ্কার, আঠা আঠা ও জলবৎ শ্লেষ্মার লেপ এবং প্রান্তে লালার বুদ্বুদ। জিহ্বার অগ্রভাগে ফোস্কা। মৃদু জ্বরে মুখ ও জিহ্বার শুষ্কতা এবং অন্ত্র হইতে জলবৎ মলস্রাব। শিশুর কথাবলিতে শিখিতে বিলম্ব। স্বাদের বিলোপ। জিহ্বাগ্রে দানা। মানচিত্রের ন্যায় চিত্রিত জিহ্বা। অবশ ও আড়ষ্ট জিহ্বা। জিহ্বায় যেন চুল আছে এরূপ অনুভব।

**গলমধ্য**।কণ্ঠের শ্লেষ্মাস্রাবী ঝিল্লীর প্রদাহ সহকারে এই ঔষধের বিশেষত্ব জ্ঞাপক জলবৎ স্রাব। প্রভূত লালাস্রাব সহকারে আলজিহ্বার শিথিলতা ( ক্যাল্ক-ফ্লোর প্রধান ঔষধ )। গল-গণ্ড ( ক্যাল্ক-ফস প্রধান ঔষধ )। মুখের অতিশয় শুষ্কতা অথবা প্রভূত লালাস্রাব সংযুক্ত গলক্ষত। ডিফথিরিয়ায় নিদ্রালুতা লক্ষণের বিদ্যমানতা ; জলবৎ মলস্রাব ; লালাস্রাব অথবা জল বমন ; মুখমণ্ডলের পাণ্ডুরতা ও স্ফীততা। তন্দ্রাবিধি

( মংস্পস )। গলাভ্যন্তরের চাকচিক্য। ফ্যারিংসএ দানার উৎপত্তি সহ প্রদাহ, বিশেষতঃ তাম্রকূট সেবীদিগের। পুরাতন গলক্ষত। গলাভ্যন্তরে পিণ্ড বা ছিপিরন্থায় অনুভব, তৎসহ অতিশয় শুষ্কতা। গলায় ক্ষত, আকুঞ্চন ও চিড়িকমারারন্থায় বেদনা। কর্ণনিম্নগ্রন্থি, গলগ্রন্থি ও টন্সিলের স্ফীততা। আলজিহ্বার বিবৃদ্ধি। মুখ হইতে দুর্গন্ধ নিঃসরণ। সরু-গ্রীবা। ডিফথিরিয়ার পর ভুক্তদ্রব্য ঠিক পথে গলাভ্যন্তরে যায় না, কেবল মাত্র তরল দ্রব্য গিলিতে সমর্থ।

**আমাশয়।**—প্রচুর লালাস্রাব অথবা জলবৎ বমন লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে আমাশয়ের যে কোন রোগেই ইহা ব্যবহার্য্য। মুখের লবণাক্ত স্বাদ এবং জলবৎ পদার্থ বমন সহকারে অজীর্ণ। রোগীর সময় সময় তিক্ত বা লবণাক্ত পদার্থ খাইবার আকাঙ্ক্ষা। প্রবল ক্ষুধা; আহারান্তে বুকজ্বালা। আমাশয়ে বেদনা সহকারে অজীর্ণতা। অধিক পরিমাণ জলপানের প্রবল পিপাসা। আহারের পর বেদনা সংযুক্ত অগ্নিমান্দ্য। স্বচ্ছ, জলবৎ, চট্‌চটে শ্লেষ্মা অথবা ফেণা ফেণা জলবৎ পদার্থ বমন। পাণ্ডু সহকারে শোথ। মুখে জল উঠা। হিক্কা, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনের পর। মুখ হইতে দুর্গন্ধ নিঃসরণ। রুটীতে অরুচি। তামাকে অরুচি। শ্বাসে দুর্গন্ধ সহ পাকস্থলীতে বেদনা।

**উদর ও মল।**—অন্ত্রের শিথিলতা সহকারে তরল মলস্রাব। পর্য্যায়ক্রমে অতিসার ও কোষ্ঠকাঠিন্য। অন্ত্রের শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লীর শুষ্কতা জনিত কোষ্ঠকাঠিন্য; তৎকালে অন্যান্য স্থান হইতে জলবৎ স্রাব। প্রভূত অশ্রুস্রাব বা ফেণিল জলবৎ পদার্থ বমন সহকারে মস্তকে গুরুত্ব অনুভব সহ শিরঃপীড়া। শক্ত মল নিঃসরণ কালে মলদ্বারের বিদারণ। ফেণিল মল এবং আঠা আঠা শ্লেষ্মাস্রাব সংযুক্ত অতিসার। শক্ত মল

নিঃসারণে মলদ্বারের বিদারণ, চিড়িক, ক্ষতবৎ বেদনা ও টাটানি জন্মে। কোষ্ঠবদ্ধ সংযুক্ত অর্শ। চোঁচ ফুটার ন্যায় বেদনা সংযুক্ত অর্শ। গরম জলের সহিত এই ঔষধ মিশাইয়া মলদ্বারে পিচকারী দিলে এই রোগে বিশেষ উপকার দর্শে। মলদ্বারের চতুর্দ্দিকে দক্রবন্যায় পীড়কা। বঙ্খন প্রদেশে (কুচকি) বেদনা। বিদাহী, জলবৎ অতিসার। অসাড়ে মলত্যাগ; মল, কি অপান নিঃসৃত হইবে, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। প্লীহা ও যকৃৎপ্রদেশে বেদনা।

**মুত্র**।—স্বচ্ছ, জলবৎ মূত্রস্রাব সংযুক্ত মূত্রাশয়ের প্রতিশ্যায়। অতিরিক্ত মূত্রস্রাব। মূত্রত্যাগের পর জ্বালা ও কর্ত্তনবৎ বেদনা। বহুমূত্র। অতিশয় পিপাসা সহকারে প্রভূত জলবৎ মূত্রস্রাব। শরীরের শীর্ণতা ও মুখ হইতে পুনঃ পুনঃ জল উঠা সহ অবারিত মূত্র। অন্যের সম্মুখে মূত্রত্যাগ করিতে পারা যায় না। রক্তমূত্র। মূত্রনিঃসরণের পূর্ব্বে কতকক্ষণ বসিয়া থাকিতে হয়। অণ্ডকোষে বেদনা ও কামড়ানি। অণ্ডকোষে দুর্দ্দম্য কণ্ডূয়ন। মুষ্ক-প্রদেশের লোম পতন। অণ্ড ও রেতঃবাহী শিরার স্ফীততা ও বেদনা। অণ্ডে জল সঞ্চয়। হাঁটিবার ও কাসিবার সময় অজ্ঞাতসারে মূত্র নিঃসরণ। প্রমেহ; মূত্রপথে ঝলসিয়া যাওয়ার ন্যায় জ্বালা। স্বচ্ছ জলবৎ স্রাব। পুরাতন উপদংশ।

**পুংজননেন্দ্রিয়**।—পুরাতন প্রমেহ সহকারে স্বচ্ছ, জলবৎ, বিদাহী শ্লেষ্মাময় পদার্থ স্রাব। মাস্তকস্রাবী পুরাতন উপদংশ। কুরণ্ড। মেঢ্র ত্বকে (লিঙ্গ) জলসঞ্চয় (হাইড-সিল)। প্রোষ্টেটিক রস ক্ষরণ। চাপদিলে মূত্রপথে ক্ষতবৎ বেদনা। শুক্রস্রাবের পর দুর্ব্বলতা ও শীতানুভব। ধ্বজভঙ্গ। অণ্ডে বেদনা, অণ্ডকোষে অত্যন্ত চুলকানি। স্পার্ম্মেটিক কর্ড ও অণ্ডে বেদনা।

**স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।**—এই ঔষধের বিশেষত্ব জ্ঞাপক স্রাব সংযুক্ত প্রমেহ ও উপদংশ পাতলা, জলবৎ রক্তঃস্রাব। বিষণ্ণতা ও শিরঃপীড়া সংযুক্ত বিলম্বিত ঋতু। ঋতুকালে শিরঃপীড়া ও অশ্রুস্রাব প্রবণতা। প্রস্রাব ত্যাগের পর যোনিতে টাটানি ও ক্ষতবৎ বেদনা। শ্বেতপ্রদর সংযুক্ত ঋতু; স্রাবের বিদাহিতা। বিদাহী স্রাব লাগিয়া বাহ্য-স্ত্রী অঙ্গের লোম পড়িয়া যায়। ঋতুস্রাবের পূর্ব্বে বিষণ্ণতা এবং স্রাবকালে ও তৎপর শিরঃপীড়া। জলবৎ, আঠা আঠা ও ক্ষতকর শ্বেতপ্রদর। যোনির শুষ্কতা, সঙ্গমকালে যোনিতে অত্যন্ত জ্বালা ও বেদনা। যোনিতে খোঁচামারার ন্যায় ও জ্বালাকর বেদনা। যোনির কণ্ডুয়ন। দুই ঋতুর অন্তর্ব্বর্ত্তীকালে পাতলা, জ্বালাকর শ্বেতপ্রদর। জরায়ু নির্গমন, এজন্য বসিয়া থাকিতে হয়। যোনির অত্যন্ত শুষ্কতা। ক্লোরোসিস্। মুখমণ্ডলের পাণ্ডুবর্ণ; বালীসের উপর চিৎ হইয়া শুইলে জরায়ুর উপসর্গের অনেকটা লাঘব। প্রাতঃকালে জরায়ুর নিম্নাভিমুখে নামিয়া পড়ার ন্যায় আবেগ। অনিবারিত মূত্র, হাঁসিতে, কাসিতে ও হাঁচিদিলে মূত্র পাত।

**গর্ভ।**—গর্ভাবস্থায় প্রাতঃকালে জলবৎ, ফেণিল শ্লেষ্মা বমন ও প্রাতঃকালীন বিবমিষা। সূতিকাবস্থায় মণিপুয়ের (pubis) রোম পতন। স্তনের শীর্ণতা।

**শ্বাস-যন্ত্র।**—জলবৎ, ফেণিল শ্লেষ্মাস্রাব সংযুক্ত শ্বাস-কাস। (শ্বাসের জন্য পর্য্যায়ক্রমে কালী-ফস); ব্রঙ্কাইটিস, শ্বাস-যন্ত্রের সকল রোগেই পুর্ব্বোক্ত প্রকার নিষ্ঠীবন লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে ইহা উপযোগী। ফুসফুসে জলসঞ্চয় সহকারে সময় সময় লবণাক্ত জলবৎ নিষ্ঠীবন। কাসিবার সময় অশ্রু ও মূত্র স্রাব (ফির-ফস)। লুপিংকফ; বক্ষঃস্থলে ঘড় ঘড় শব্দ ও শিথিল শ্লেষ্মা সংযুক্ত নিউমোনিয়া। জিহ্বা লক্ষণও দ্রষ্টব্য। প্লুরিসি;

স্বরভঙ্গ; কাসিতে কাসিতে বুকে বেদনা। প্রতি শীতকালে কাসের প্রত্যাবৃত্তি। ফুসফুসে জলসঞ্চয়। শ্বাস-কষ্ট।

**রক্ত সঞ্চালন যন্ত্র।**—রক্তহীন ব্যক্তিদিগের হৃৎপিণ্ডের দপ দপ, জলবৎ পাতলা রক্ত এবং শোথ। হৃৎপিণ্ডের বিবৃদ্ধি; পুনঃ পুনঃ শুইবার প্রয়োজন। শীতল ও অবশ হস্ত-পদ (ফির-ফস)। দ্রুত, সবিরাম নাড়ী, বামপার্শ্বে শয়নে উহার বৃদ্ধি। সমগ্র শরীরেই হৃৎপিণ্ডের দপ দপানি অনুভব করা যায়। রক্ত সংযত হয় না। হৃদগ্র-প্রদেশে বেদনা। নড়িলে বা জোরে শ্বাস গ্রহণকালে উহার বৃদ্ধি। হৃৎপিণ্ডে ধড়ফড় শব্দ। হৃৎপিণ্ডে আকুঞ্চন বা চাপিয়া ধরার ন্যায় বেদনা অনুভব।

**পৃষ্ঠ এবং হস্ত-পদ।**—নিদ্রালুতা সহকারে অতিশয় দুর্ব্বলতা ও ক্লান্তি। হাতে এবং আঙ্গুলে জলপূর্ণ ফোস্কা। পদের অনৈচ্ছিক সঞ্চলন; স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারা যায় না। শিশুদের সরুগ্রীবা। হাঁটু-সন্ধির পুরাতন বাত। পদের অনৈচ্ছিক কম্পন। সন্ধির স্তব্ধতা। নিদ্রাকালে হস্তপদের উৎক্ষেপণ (ম্যাগ-ফস) জলবৎ স্রাবের বিদ্যমানতা থাকিলে আমবাত এবং গ্রন্থিবাতেও উপকারী। সন্ধির বিদারণ। পৃষ্ঠ এবং হস্ত-পদে বেদনা। কোন কঠিন বস্তুর উপর শয়ন করিলে পৃষ্ঠ বেদনার উপশম। হাঁটুগ্রন্থির বাত; হাঁটুর স্তব্ধতা ও স্ফীততা। পৃষ্ঠে শীতলতানুভব। মধ্যে মধ্যে বাতের বেদনার উপস্থিতি। উরুপ্রদেশে বেদনা। সায়েটিকা। পদাঙ্গুলির মধ্যভাগে বিদারণ; পুনঃ পুনঃ পদে ঝাজিলাগে। কক্‌সিক্স অস্থিতে বেদনা। নিদ্রিতাবস্থায় পদের অনৈচ্ছিক উল্লম্ফন ও বেদনা। নখ-শূল (hang nails)।

**মুখমণ্ডল**—অশ্রু বা লালাস্রাব সংযুক্ত বা নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত স্নায়ুশূল (ম্যাগ-ফস)। রোগাক্রান্ত স্থানের অবশতা। মেরুদণ্ডে হস্ত-স্পর্শ সহ্য করা যায় না। কটি দেশে পাক্ষাঘাতিক বেদনা। স্নায়ু-শূলে স্নায়ু-পথে বেদনার গতি, অশ্রু বা লালাস্রাবের সহিত বেদনার উপস্থিতি। হিষ্টিরিয়া ; প্রাতে বা শীতল ঋতুতে উপচয়। শুল্মবায়ু জনিত আক্ষেপ ও দুর্ব্বলতা। পেশীর স্পন্দন। হিক্কা। হিষ্টিরিয়া জনিত আক্ষেপ ও দুর্ব্বলতা। মৃগী, মুখহইতে ফেণা নিঃসরণ। দুর্ব্বলতা সহ মাংসপেশীর শিথিলতা। সর্ব্বদা ক্লান্তি অনুভব, তজ্জন্য কাজ কর্ম্মে অপ্রবৃত্তি। অক্ষি-কোটরের নিম্নদেশের স্নায়ু-শূল।

**ত্বক**।—ত্বকের অতিশয় শুষ্কতায় অথবা উহার জলবৎ রসস্রাবী যে কোন পীড়ায় ইহা উপযোগী। শুভ্র শল্কবিশিষ্ট কণ্ডূ। বাহ্য প্রয়োগও উপকারী। হাঁটুতে দদ্রু। শরীরের যে কোন স্থানে দদ্রু। কোন রোগভোগকালেও ইহা উপস্থিত হইতে পারে। মস্তক-ত্বকে শুভ্র আঁইস (খুস্কি); হাতের তালুতে অর্ব্বুদ। মস্তকে টাকপড়া ; চুল উঠা। গোপ দাঁড়ির লোম পতন। অতিরিক্ত লবণ খাওয়ার ফলে উং : একজিমা। ভ্রূ, কর্ণের পশ্চাৎ অথবা কেশের প্রান্তভাগে একজিমা। নখের শুষ্কতা ও বিদারণ। নখ-শূল। কীটাদির হুলবেধ (যত শীঘ্র সম্ভব স্থানিক প্রয়োগও কর্ত্তব্য)। নিদ্রালুতা ও লালাস্রাব সংযুক্ত বসন্ত। অহিপুতন (চর্ম্মে চর্ম্মে ঘর্ষণ লাগিয়া কুচকি ও অণ্ডের মধ্যে যে ক্ষত উৎপন্ন হয়) ও উহা হইতে ক্ষতকর রসাণি স্রাব। স্কার্লেট ফিবার। চর্ম্ম অথবা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী হইতে প্রদাহের পরবর্ত্তী ঘর্ম্মের ন্যায় পদার্থ ক্ষরণ। হাতের তালুতে আঁচিল। অতিশয় কণ্ডূয়ন সংযুক্ত শীতপিত্ত। অত্যধিক লবণাহারজনিত কণ্ড। পুরাতন চর্ম্ম

রোগ। বিষাক্ত কীটাদির দংশনে বা হুলবেধে অত্যন্ত উপকারী ( এই ঔষধের বাহ্য প্রয়োগও কর্ত্তব্য )। হার্পিজ জোষ্টার। হার্পিজ সার্সিনেটাস। একজিমা হইতে জলবৎ স্রাব নিঃসরণ। শোথ। মলদ্বারের চারিদিকে দদ্রু।

**জ্বর।**—যে কোন প্রকারের জ্বরেই শীত, অচৈতন্য, নিদ্রালুতা, জলবৎ পদার্থ বমন ও পেশীর স্পন্দন বা হস্ত-পদের উৎক্ষেপণাদি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে ইহা ব্যবহার্য্য। মেরুদণ্ড, পাকস্থলী, হাত-পা প্রভৃতি নানা স্থানে শীতানুভব; একই সময় শীতানুভব সহপিপাসা। প্রভূত ঘর্ম্ম-স্রাব, বিশেষতঃ রাত্রে। কুইনাইন অপব্যবহারের পরবর্ত্তী সবিরাম জ্বর। সাধারণতঃ পূর্ব্বাহ্ণ ১০ ঘটিকার সময় শীতের উপস্থিতি এবং দুপুর পর্য্যন্ত উহার অবস্থিতি, প্রবল গাত্রোত্তাপ এবং ওষ্ঠে জ্বরস্ফোট ( জ্বর ঠুঁটা ); হাতুড়ির আঘাতের ন্যায় শিরোবেদনা, প্রবল পিপাসা এবং দৌর্ব্বল্যকর ও অম্ল-ঘর্ম্ম ন্যাট-মিউরের জ্বরের বিশ্লিষ্ট লক্ষণ। অতিশয় দুর্ব্বলতা ও শীর্ণতা। প্রভূত নৈশ-ঘর্ম্ম। প্রতিদিন লবণ মিশ্রিত জলদ্বারা গা মুছিয়া ফেলা উপকারী। শীত শীত অনুভব, বিশেষতঃ পৃষ্ঠে। একই সময় শীত ও পিপাসা; সান্নিপাতিক লক্ষণ সহ হস্ত-পদাদির উৎক্ষেপণ, নিদ্রালুতা ও জলবৎ পদার্থ বমন।

**নিদ্রা।**—অতিশয় নিদ্রালুতা, বিশেষতঃ মস্তিষ্কে অত্যধিক জলসঞ্চয় জনিত। পর্য্যাপ্তকাল নিদ্রা গেলেও অপরিতৃপ্ত; সর্ব্বদা নিদ্রা যাইবার প্রবৃত্তি প্রাতে ক্লান্তি অনুভব। গৃহে দস্যুতস্কর প্রবেশবিষয়ক স্বপ্ন। নিদ্রিতাবস্থায় পুনঃ পুনঃ চমকিত হইয়া উঠা। অনিদ্রা।

**মন্তব্য।**—শরীরের যে কোন স্থানের শোথ; শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর কোন স্থানের শুষ্কতা, আবার কোন কোন স্থান হইতে জলবৎ পাতলা স্রাবনিঃসরণ; যে কোন টিশুতে রসক্ষরণ; জিহ্বার লক্ষণের বিদ্যমানতা; প্রাতে, আর্দ্র ঋতুতে ও লোণা-প্রদেশে উপচয়; অপরাহ্নে উপশম। কোন প্রকার বিষাক্ত ঔষধ সেবনের পরবর্ত্তী অথবা বিষাক্ত কীটদংশনের পরবর্ত্তী

উপসর্গে এবং কোন নির্দ্দিষ্টকাল অন্তে রোগের উপস্থিতি ; নেট্রাম-মিউর নির্ব্বাচনের বিশিষ্ট লক্ষণ। এনিমিয়া ও ক্লোরোসিস রোগের সর্ব্বপ্রধান ঔষধ ( ক্যাল্ক ফস )। উত্তম খাদ্য গ্রহণ সত্ত্বেও শরীরের শীর্ণতা, বিশেষতঃ গ্রীবার। ম্যালেরিয়া জ্বরে কুইনাইন সেবনের ফলে যে ধাতু-দোষ উৎপন্ন হয়, তাহা সংশোধনে ইহা সবিশেষ উপযোগী। ইহার সর্ব্বস্থানের স্রাবই স্বচ্ছ ও সিদ্ধ শ্বেত-সারের ন্যায় ( like boiled starch )।

**উপচয় ও উপশম**।—সাধারণতঃ প্রাতঃকালে ( বেলা ১০ ১১টায় জ্বরের প্রকাশ ) নির্দ্ধারিত সময়ে, সমুদ্রের তীরবর্ত্তী স্থানে এবং আদ্র ঋতুতে বৃদ্ধি। কোন কঠিন বস্তুর উপর শয়নে পৃষ্ঠ বেদনার শান্তি। মূত্রত্যাগের পর জ্বালা যন্ত্রণা ইত্যাদি, সিলভার নাইট্রেট ব্যবহারের কুফল এবং কুইনাইনের কুফলে ইহা অতিশয় উপকারী।

**ক্রম**।—শুসলার এই ঔষধের ৬× ক্রম ব্যবহারের উপদেশ দেন। কিন্তু হ্যানিম্যান, এলেন প্রভৃতি প্রধান প্রধান অভিজ্ঞ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের মতে ইহার ত্রিংশ ( ৩০ ) বা তদূর্দ্ধক্রম ( ২০০ ) অধিকতর ফলোপধায়ক। আমরাও সাধারণতঃ ইহার ৩০× ক্রম ব্যবহার করিয়া উত্তম ফল পাইয়া থাকি। রোগ পুরাতন হইলে ২০০× ব্যবস্থা করা সঙ্গত। কীটাদির হুলবেধে ইহার বাহ্যপ্রয়োগও হইয়া থাকে। বৃশ্চিক, বোল্‌তা প্রভৃতি কীটের হুল বেধে কিঞ্চিৎ উষ্ণ জলের সহিত খানিকটা ৬× ক্রমের চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া স্থানিক প্রয়োগ করা মাত্র বেদনা দুরীকৃত হইয়া থাকে ( ইহা আমাদের বিশেষ পরীক্ষিত )। এই সব স্থলে আভ্যন্তরিক ঔষধ সেবন ও প্রয়োজন।

**সম্বন্ধ**।—ইষ্টেকিয়ান টিউব এবং টিম্পেনামের প্রতিশ্যায়ে কালী-সলফ ও কালী-মিউরের সহিত এবং আমাশয়াস্ত্রের রোগে নেট্রাম সলফের সহিত তুলনীয়। প্রাপ্তযৌবনা কুমারীদিগের ঋতুকালীন শিরঃপীড়ায়

ক্যাল্ক-ফস এবং ফিরম-ফসের সহিত; স্ত্রীলোকের অত্যধিক রজঃস্রাব সহ শিরঃপীড়ায় কালী-সলফ; স্বল্প রজঃসহ শিরঃপীড়ায় নেট্রাম-মিউর ফলপ্রদ। বিষাক্ত কীটাদির দংশন বা হুলবেধে নেট্রামমিউরের পর প্রয়োজন হইলে লিডম ব্যবহার্য্য। এই অবস্থায় ফিরম-ফস এবং কালী-ফস সফলতার সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। নেট্রাম-মিউরের সহিত লাইকোপোডিয়মের অনেকটা সাদৃশ্য আছে। এজন্য অনেক সময় ইহার পর লাইকো অনুপূরক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ধমনী হইতে জলীয় রস-ক্ষরণে (exudation) তাহা আশোষণার্থ নেট্রাম-মিউর এবং শিরা হইতে নিঃসৃত জলীয় রস শোষণে নেট্রম-সলফ অধিকতর উপযোগী।

নেট্রাম-মিউরের পর প্রায়ই এপিস ও আর্জ্জ-নাইট অনুপূরক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পুরাতন রোগে অধিকাংশ সময় সিপিয়া ও সলফারের পূর্ব্বে নেট্রাম-মিউর উপযোগী হইয়া থাকে। যাহারা খাদ্যের সঙ্গে অধিক পরিমাণ লবণ ভক্ষণ করেন, তাহাদের পক্ষে ফসফরাস ও স্পিরিট-নাট্রিক ডালসিস (১ ফোটা মাত্রায়) প্রযোজ্য। এই স্থলে নেট্রাম-মিউর ৩০ প্রয়োগ করিলেও অভিলষিত ফল লাভ হইতে পারে। সমুদ্রের লোণাজলে স্নানের ফলে কোন রোগ জন্মিলে আর্সেনিক সেবনে সেই দোষ দূর হয়। শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লীর কোনও স্থান সিলভার-নাইট্রেট দ্বারা পোড়াইয়া দেওয়ার কুফল নেট্রাম-মিউরে সংশোধিত হইয়া থাকে। শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লীর শুষ্কতায় গ্রাফাইটিস, এলুমিনা ও ব্রাইওনিয়ার সহিত এবং রেণুলায় এম্ব্রার সহিত তুলনীয়।

# নেট্রাম ফসফরিকম।

## Natrum Phosphoricum

ইহার অপর নাম ফসফেট অব সোডা। সংক্ষিপ্ত নাম ন্যাট-ফস। শারীরিক রসে ( fluids of the body ) অম্ল ( এসিড ) এবং ক্ষার ( এলকালি ) উভয়ই বিদ্যমান আছে। দেহে কখনও যথোপযুক্ত অম্লের পরিমাণ হ্রাস প্রাপ্ত হয় না। কেননা, ইহা অরগ্যানিক ( জান্তব ) পদার্থ। এল্বুমেনের ন্যায় সততই আহার্য্যরূপে লোকে ইহা গ্রহণ করিয়া থাকে। ফসফেট অব লাইমের সহিত এল্বুমেনের যেরূপ সম্বন্ধ, ফসফেট অব্ সোডার সহিত অম্লেরও সেইরূপ সম্বন্ধ। কোন কারণে শরীরে ফসফেট অব্ সোডার পরিমাণ হ্রাস প্রাপ্ত হইলে, কর্ম্ম-কারকের ( worker ) অভাবে, অম্ল দেহে সঞ্চিত হইতে থাকে এবং ব্যয়িত না হওয়ায় শরীরে নানাপ্রকার উপদ্রব ঘটাইতে থাকে। ইহাকেই লোকে অম্লাধিক্য বা অম্লের পীড়া বলিয়া থাকে। বস্তুতঃ, এই অবস্থাকে অম্লাধিক্য না বলিয়া সোডিয়ম ফসফেটের ন্যূনতা বলাই সঙ্গত। সুবিবেচক চিকিৎসক এই সকল রোগীর অম্লের পরিমাণ হ্রাস করিতে চেষ্টা না করিয়া, অভাবেরই পূরণ করিয়া থাকেন, অর্থাৎ উপযুক্ত পরিমাণে সোডিয়ম ফস্ফেটই ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। ইহাতে রোগী ও অতি সত্বর নিরাময় অর্থাৎ রোগমুক্ত হইয়া উঠেন। পূর্ব্বোক্ত বিষয়টি আরও সহজ করিয়া বুঝান যাইতেছে। কোন আফিষের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে ১০ জন কর্ম্মচারীর প্রয়োজন। অসুস্থতা নিবন্ধন ৩ জন কর্ম্মচারী অনুপস্থিত থাকায় বহু কাজ জমিয়া রহিল। ৭ জন কর্ম্মচারী আর উহা শেষ করিয়া উঠিতে পরিতেছেন না। এক্ষেত্রে কি আপনি বলিবেন যে, আফিষের কাজ অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে? প্রকৃত পক্ষে, কাজতো বাড়ে নাই—কর্ম্মচারীর অভাব ঘটিয়াছে।

মানবদেহে ল্যাক্টিক এসিড নামক পদার্থ সর্ব্বদাই বিদ্যমান আছে। ল্যাক্টিক-এসিডের সহিত নেট্রাম-ফস মিলিত হইয়া উহাকে কার্ব্বণিক এসিড ও জল এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া কার্ব্বণিক এসিডকে ফুসফুস-পথে বাহির করিয়া দেয়। রক্তমধ্যস্থ শর্করার ( sugar ) সহিতও নেট্রাম-ফসের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। কোনও কারণে রক্তে শর্করার ভাগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে নেট্রাম-ফসফেট রক্ত হইতে উহা বহিষ্কৃত করিয়া দেয়।

আমাশয়িক রসে ( gastric juice ) এই পদার্থের ( নেট্রাম ফস ) অভাব হইলে, পাকস্থলীতে উৎসেচন ( ফার্ম্মেণ্টেশন ) জন্মে ও তজ্জন্য পরিপাক ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটে। ল্যাক্টিক এসিডের উপর নেট্রাম-ফসফরিকমের বিশেষ প্রভাব থাকার দরুণ ল্যাক্টিক-এসিডের আধিক্য হেতু যে সমস্ত পীড়া জন্মে, তাহাতেই নেট্রাম-ফস ব্যবহার করিয়া সুফল পাওয়া যায়।

**আময়িক প্রয়োগ।**—অম্ল উদ্গার, মুখে অম্লজলোদ্গম, অম্ল বমন, সবুজাভ অম্লগন্ধি অতিসার ( ডায়েরিয়া ), উদর বেদনা, আক্ষেপ এবং জ্বর প্রভৃতি যে কোন রোগেই 'অম্ল লক্ষণ' বিদ্যমান থাকে, এবং জিহ্বায় ও তালুতে সোণার ন্যায় পাতলা হরিদ্রাবর্ণ ময়লা দৃষ্ট হয় এবং ক্রিমির লক্ষণ বিদ্যমান থাকে, তাহাতেই সাফল্যের সহিত নেট্রাম-ফস ব্যহৃত হইয়া থাকে।

এলোপ্যাথেরা অম্লরোগে যকৃতের ক্রিয়া সংশোধনার্থ বাই-ক্লোরাইড অব মারকিউরি প্রভৃতি ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। যেখানে কেবল মাত্র সোডিয়ম ফস্ফেটেরই অভাব, সেখানে বাইক্লোরাইড অব মারকিউরি প্রয়োগ করিয়া সমস্ত যকৃৎটাকে আলোড়িত করিয়া তুলিবার প্রয়োজন কি

নাসিকা, চক্ষু, মূত্রযন্ত্র প্রভৃতির স্রাবের হরিদ্রাবর্ণ ও এই দ্রব্যের অভাব

জ্ঞাপক লক্ষণ। রক্তে ল্যাক্টিক এসিডের আধিক্য হেতু রিউমেটিজম রোগ জন্মিয়া থাকে ; এজন্য এই জিনিষ উক্ত রোগের প্রধান ঔষধ।

যে সকল শিশুর অধিক পরিমাণ দুগ্ধ ও শর্করা ভক্ষণের ফলে শরীরে ল্যাক্টিক এসিডের আধিক্য হেতু নানারূপ রোগ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে ইহা অতীব প্রয়োজনীয় ঔষধ।

অম্ল ঢেকুর, অম্লবমন, সবুজাভ মল বিশিষ্ট অতিসার, উদর বেদনা, আক্ষেপ ( spasm ), ও তৎসহ জ্বরলক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ সুন্দর উপযোগী। অস্থির রোগ, গ্রন্থির রোগ ( diseases of glands ) ফুসফুসের রোগ এবং উদরের যন্ত্রের রোগে, লক্ষণের সাদৃশ্যে, ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। স্ক্রফিউলা জনিত গ্রন্থির বিবর্দ্ধনে এবং টিউবারকিউলোসিস অর্থাৎ ক্ষয় রোগের ইহা প্রধান ঔষধ। অল্পমাত্রায় নেট্রাম-ফসের অধঃত্বক্‌-প্রক্ষেপ ( Subcutaneous injection ) অর্থাৎ ত্বকের নিম্নে ইঞ্জেকশন দিলে আফিম সেবনের অভ্যাস দূর করা যায়। ডাঃ শুসলার তাঁহার পুস্তকের শেষ সংস্করণে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন যে প্রমেহ রোগের ইহা প্রধান ঔষধ। এইরোগে কালী-মিউরও শ্রেষ্ঠ ঔষধ বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে বটে, কিন্তু উভয়ের লক্ষণের মধ্যে পার্থক্য আছে ( উভয়ের মূত্র-যন্ত্রের লক্ষণ দ্রষ্টব্য )। কলেরা রোগে এই ঔষধ প্রথম হইতে মধ্যে মধ্যে ব্যবহার করিলে সহজেই মূত্রোৎপন্ন হইয়া থাকে। রক্তে ল্যাক্টিক এসিডের আধিক্য হেতু বাতরোগ জন্মে ; এজন্য এই রোগে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। জিহ্বার পশ্চাদ্ভাগে আর্দ্র, সরের ন্যায় পীতবর্ণের লেপ এই ঔষধের সর্ব্বপ্রধান প্রয়োগ-লক্ষণ।

## প্রধান প্রধান লক্ষণ।

**মন।**—ভবিষ্যতে কোনও বিপদ ঘটিবে এরূপ আশঙ্কা বা ভয়।

জড়তা এবং আশা ও উদ্যমপরিশূন্যতা। রাত্রে নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইলে গৃহমধ্যস্থ আসবাব পত্রে মনুষ্য বলিয়া ভ্রান্ত ধারণা; রোগী বলে সে পার্শ্বস্থ গৃহাভ্যন্তরে লোকের পাদশব্দ শুনিতে পাইয়াছে। সহজেই ক্রোধ বা বিরক্তি জন্মে। অতিশয় বিস্মৃতি, কোন কথাই মনে থাকেনা। অতিরিক্ত মানসিক দুর্ব্বলতা।

**মস্তক ও মস্তক ত্বক।**—মস্তক-শিখরে বেদনা ( মাথা ধরা )। গাঢ় অম্ল দুগ্ধ পানের পরবর্ত্তী শিরঃপীড়া। মস্তকে পূর্ণতানুভব সহকারে সম্মুখ-কপালে বা মস্তকপশ্চাতে বেদনা। তরল অম্লপদার্থ বমন সহকারে মাথাধরা ( পর্য্যায়ক্রমে-ফিরফস )। প্রাতে নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইবা মাত্রই মস্তক-শিখরে বেদনানুভব। জিহ্বার বর্ণ বিশেষ দ্রষ্টব্য। জিহ্বার পশ্চাদ্ভাগে সরের ন্যায় ময়লা সঞ্চিত দৃষ্ট হইলে এই ঔষধ অবশ্যই প্রয়োগ করিবে। অতিশয় প্রচাপন ও উত্তাপ সহকারে মস্তক-শিখরে প্রবল বেদনা ( ফিরফস ), মনে হয় মস্তক বিদীর্ণ হইবে। শিরঃপীড়ার সহিত প্রায়ই আমাশয়ের ( stomach ) বিশৃঙ্খলা বর্ত্তমান থাকে। শিরঃপীড়া সহকারে আমাশয়ে বেদনা ও ফেণিল তরল অম্ল পদার্থ বমন। আমাশয়ের উপদ্রব সহকারে শিরোঘূর্ণন ( পর্য্যায়ক্রমে ফির-ফস )।

**চক্ষু।**—চক্ষুর প্রদাহ ও উহা হইতে সরের ন্যায় পীতবর্ণ পুযস্রাব। প্রাতে সরের ন্যায় শ্লেষ্মা দ্বারা চক্ষুর সংযোজন। চক্ষের যে কোন রোগেই সরের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট স্রাব থাকিলে ইহা প্রযোজ্য। উদরে কৃমির বিদ্যমানতা বশতঃ তির্য্যক্‌দৃষ্টি ( ম্যাগ-ফস ); কৃমি বিনাশার্থ ইহা ব্যবহার্য্য। অক্ষিব্রণ ( Hypopyon )। জ্বালাকর অশ্রুস্রাব। চক্ষুর সম্মুখে স্ফুলিঙ্গ দর্শন। শ্বেত মণ্ডলের প্রদাহ সহ অক্ষিপুটে দানার উৎপত্তি ( গ্র্যাণুলেশন ), এই দানাসমূহ ফোস্কার ন্যায়

দেখায়। স্ক্রফিউলা জনিত চক্ষু উঠা। চক্ষুর উপরে বেদনা। অস্পষ্ট দৃষ্টি, মনে হয় চক্ষুর সম্মুখে আবরণ বা পর্দ্দা রহিয়াছে।

**কর্ণ।**—অম্ল ও আমাশয়ের নানারূপ বিশৃঙ্খলা সহকারে এক কর্ণের আরক্ততা, উত্তপ্ততা ও কণ্ডুয়ন। বাহ্যকর্ণে সরের ন্যায় মামড়ি সংযুক্ত ক্ষত। আমাশয়ের বিশৃঙ্খলা সহ কর্ণে উত্তাপ, জ্বালা ও কণ্ডুয়ন। কর্ণনাদ।

**নাসিকা**—নাক খুঁটন (সাধারণতঃ ক্রিমি অথবা আমাশয়ের উপদ্রব থাকিলে এই লক্ষণ প্রকাশ পায়)। মস্তকের প্রতিশ্যায় সহকারে নাসিকা হইতে পীতবর্ণ হরিতাভ স্রাব ও দুর্গন্ধ নিঃসরণ। তালু এবং জিহ্বার বর্ণ দ্রষ্টব্য। নাসা কণ্ডুয়ন।

**মুখমণ্ডল**—জ্বর ব্যতীত মুখমণ্ডলের স্ফীততা ও আরক্ততা। কৃমির বিদ্যমানতা জ্ঞাপক মুখ এবং নাসিকার নিকটবর্ত্তী স্থানের শুভ্রতা। মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল। নিম্ন মাড়ির দক্ষিণ পার্শ্বে বেদনা। পাণ্ডুর বা নীলাভ মুখমণ্ডল।

**মুখ-মধ্য।**—উপর তালুর পশ্চাদ্ভাগে সরের ন্যায় পীতবর্ণ লেপ। টন্সিল এবং গলকোষ (ফ্যারিংস্) হইতে পীতবর্ণ স্রাব ক্ষরণ। মুখে অম্ল বা তামার ন্যায় স্বাদ।

**দন্ত।**—আমাশয়ের অথবা কৃমির উপদ্রব সহ শিশুদিগের নিদ্রাকালীন দাঁত কড়মড়ি। দাঁত উঠিবারকালে পেটের অসুখ।

**জিহ্বা।**—জিহ্বার পশ্চাদ্ভাগে আর্দ্র সরের ন্যায় পীতবর্ণ লেপ এই ঔষধের সর্ব্বপ্রধান নির্ব্বাচক লক্ষণ। জিহ্বার অগ্রভাগে ফোস্কা বা চুলের বিদ্যমানতা অনুভব। কথা বলিতে কষ্ট।

**গলমধ্য।**—গলায় ক্ষতবৎ বেদনা। আলজিহ্বা, গলা এবং টন্সিলে (জিহ্বার ন্যায়) সরের ন্যায় পীতবর্ণের লেপ। তালুতে এবং

জিহ্বার পশ্চাদ্ভাগে পীতবর্ণ লেপ সহকারে কৃত্রিম ডিফথিরিয়া ( false diphtheria )। গলমধ্যের যে কোন স্থানের প্রদাহ সহ পূর্ব্ববর্ণিত লেপ বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধের একান্ত প্রয়োজন। গলার ভিতরে পিণ্ডের ন্যায় অনুভব। তরল দ্রব্য গিলিতে বেশী কষ্ট। গলার পশ্চাদ্ভাগ হইতে গাঢ়, পীতবর্ণ শ্লেষ্মা পতিত হয়।

**আমাশয়।**—জিহ্বার বিশেষ লক্ষণ সহকারে অম্লোদ্গার অথবা আমাশয়ের যে কোন রোগ ( পর্য্যায়ক্রমে ফিরফস )। আমাশয়ের বিশৃঙ্খলা সহকারে শিরঃপীড়া ও শিরোঘূর্ণন, পেটফাঁপা, গর্ভিণীদিগের প্রাতঃকালীন বিবমিষা ও অম্ল বমন। বিবমিষা সহকারে অম্লোদ্গার, অম্ল অথবা কৃমিজনিত উদর বেদনা। যৎসামান্য আহার্য্য গ্রহণে আমাশয়ের কোনও এক স্থানে বেদনা লক্ষণ সংযুক্ত আমাশয় ক্ষত ( gastric ul er ) শিশুদিগের ছানার ন্যায় জমাট দুগ্ধ বমন। অম্ল, জল অথবা মলিন পদার্থ বমন। অম্লোদ্গার এবং পীতবর্ণ জিহ্বা সহ ডিসপেপ্‌সিয়া; মুখে অম্ল স্বাদ। আহারের দুই ঘণ্টা পর আমাশয়ে বেদনা। অম্ল লক্ষণ সহ মুখ হইতে জল উঠা। অম্লোদ্গার সহ পেটফাঁপা। সবুজ বর্ণ অম্লগন্ধি মল সহ শিশুর উদরবেদনা। পিত্তের স্বল্পতা জন্য শিশু বসাময় দ্রব্য জীর্ণ করিতে অক্ষম। পেটে শূন্যতানুভব সহ কড়ার নিম্নে বেদনা।

**উদর এবং মল।**—সবুজবর্ণ অম্লগন্ধি মল সংযুক্ত অতিসার বিশেষতঃ শিশুদিগের। উদরে বায়ুজনিত উদর বেদনা সহকারে সবুজবর্ণ অম্লগন্ধি মলস্রাব অথবা সংযত দুগ্ধ বমন। পুনঃ পুনঃ মল-বেগ, অথবা অতিশয় কুন্থন সংযুক্ত অতিসার সহ জেলির ন্যায় আম-স্রাব ( কালী-মিউর )। সর্ব্বপ্রকার কৃমির লক্ষণের বিদ্যমানতা সহ উদর বেদনা। ক্ষুদ্র শিশুদের স্বাভাবিক কোষ্ঠকাঠিন্য সহ মধ্যে মধ্যে পাতলা

দাস্ত। শিশুর যকৃতের শীর্ণতা। সবুজবর্ণ, জেলির ন্যায় অম্লগন্ধি মলের মধ্যে সাদা ছানার টুকড়ার বিদ্যমানতা। হঠাৎ মলবেগ ; মলবেগ ধারণ করা যায় না। দক্ষিণ কুচকি-প্রদেশে বেদনা। অম্ল লক্ষণ সহ ক্ষুদ্র বা কেঁচোর ন্যায় ক্রিমি ও তৎসহ নাসা কণ্ডূয়ন। ক্রিমিজন্য মলদ্বারকণ্ডূয়ন, বিশেষতঃ রাত্রে শয্যায়। দুর্দ্দম্য কোষ্ঠকাঠিন্য। মলদ্বারে ক্ষতবৎ বেদনা ও কণ্ডূয়ন।

**মূত্র যন্ত্র।**—মূত্রবেগ ধারণে অসমর্থতা সহ পুনঃ পুনঃ মূত্রবেগ, বিশেষতঃ শিশুদিগের ( ফিরফস )। বাত রোগ সহকারে মলিন-লোহিত মূত্রত্যাগ ( ফিরফস )। যকৃতের দোষ হইতে উৎপন্ন বহুমূত্র রোগ। পুনঃ পুনঃ মূত্রবেগ ; মূত্রধারার সবিরামতা। মূত্র খানিকটা নির্গত হইয়া ধারা বন্ধ হইয়া যায়, কিছুক্ষণ পর আবার নির্গত হয় ; এইরূপ সবিরাম ধারায় মূত্র নির্গত হয়। মূত্রত্যাগকালে কুন্থন দিতে হয়। অম্ল লক্ষণ সহ শিশুদের অবারিত মূত্র। সন্ধি প্রদাহ সহ মলিন-আরক্ত মূত্র। মূত্রাশয়ের পেশীর দুর্ব্বলতা ( atony of bladder. )

**পুংজননেন্দ্রিয়।**—স্বপ্ন ব্যতীত নিদ্রিতাবস্থায় শুক্রস্রাব। অস্রোপসর্গ সহ সঙ্গমেচ্ছার বিলোপ বা আধিক্য। জলের ন্যায় পাতলা শুক্র। লিঙ্গোদ্রেক সহ প্রবল সঙ্গমেচ্ছা বা উহার বিরতি। অণ্ড এবং শুক্রবাহী-নলীতে ( স্পার্ম্মেটিক কর্ড ) আকর্ষণবৎ বেদনা ( drawing pain )

**স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।**—জরায়ু বা যোনি হইতে পীতবর্ণ, জলবৎ বা অম্লগন্ধি স্রাব ; যোনি হইতে অম্লগন্ধি স্রাব ও তজ্জন্য বন্ধ্যাত্ব। জলবৎ, সরের ন্যায়, পীতবর্ণ ও অম্ল স্রাব বিশিষ্ট শ্বেতপ্রদর। এই স্রাব যে স্থানে লাগে তথায় ক্ষত ও কণ্ডূয়ন জন্মে। অনিয়মিত ঋতু

সহকারে অম্ল বমন। নিয়মিত সময়ের পূর্ব্বে প্রত্যাগত ঋতু, তৎসহ আপরাহ্ণিক শিরঃপীড়া (চক্ষের উপরে), ঋতুর পর শরীর খারাপ বোধহয়; মনে হয় যেন হাঁটুর স্নায়ু হ্রস্ব হইয়াছে। জরায়ু-প্রদেশে দুর্ব্বলতা ও অস্বচ্ছন্দতা অনুভব। জরায়ু-নির্গমন (নামিয়া পড়া)। মলত্যাগের পর অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও অবসন্নতা অনুভব। আমবাতের ন্যায় বেদনা সহ জরায়ুর স্থান ভ্রষ্টতা। শ্বেতপ্রদরে সরের ন্যায় বা মধুরন্যায় অথবা জলবৎ অম্ল স্রাব। জরায়ু হইতে অম্লগন্ধি স্রাব নিঃসরণ। ঋতুর পূর্ব্বে নিদ্রা-হীনতা সহ প্রবল সঙ্গমেচ্ছা।

**গর্ভ**।—অম্ল বমন সহ প্রাতঃকালীন বিবমিষা ও অম্লোদ্গার।

**শ্বাস-যন্ত্র**—ক্ষয়কাস, নিষ্ঠীবন লাগিয়া ওঠে, মুখে বা জিহ্বায় ক্ষতবৎ বেদনা। যুবতীদের কৌলিক ক্ষয়কাসে বারম্বার হাই তোলা, বিশেষতঃ ঋতুর পূর্ব্বে। বক্ষাস্থির নিম্নে ও পঞ্জরাস্থির মধ্যস্থ পেশীতে ক্ষতবৎ বেদনা। বক্ষবেদনা, বিশেষত চাপ দিলে বা গভীর নিঃশ্বাস গ্রহণে।

**রক্ত সঞ্চালন-যন্ত্র**।—জীর্ণশক্তির ক্ষীণতাবশতঃ হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার বিষমতা ও দপ্ দপ্। হৃৎ-প্রদেশে কম্পন, আহারের পর উপচয়। শরীরের নানা স্থানে ধমনীর দপ্দপানি অনুভূত হয়।

**পৃষ্ঠ এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ**—সন্ধির সর্ব্বপ্রকার তরুণ বা পুরাতন বাতে এই ঔষধ অপর কোন ব্যবস্থেয় ঔষধের সহিত পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য। সন্ধির আমবাতিক বেদনা ও পায়ের অবশতা, অম্লগন্ধি ঘর্ম্মস্রাব। সন্ধির বিদারণ, গাউট (ন্যাটসল)। গল-গ্রন্থির স্ফীততা। ঘ্যাগ। পৃষ্ঠ এবং হস্তপদাদিতে দুর্ব্বলতা অনুভব। পদের শীতলতা। হাঁটিবার কালে পদে অত্যন্ত দুর্ব্বলতানুভব, পা যেন ভাঙ্গিয়া পড়ে। ঠিক সিধা ভাবে হাঁটা যায় না। হাঁটু, গোড়ালি, পদের দীর্ঘাস্থি, হাঁটু-

গহ্বর ইত্যাদি সকল স্থানেই বেদনা। বাহুর ক্লান্তি। বাহুর প্রসারণী পেশীর সঙ্কোচন। মণিবন্ধে কামড়ানি। লিখিবার সময় হস্তে বেদনা। প্রতি সন্ধিস্থানেই ক্ষতবৎ বেদনা (sore feeling)। হস্তাঙ্গুলির সন্ধিতে আমবাতিক বেদনা। এই বেদনা দ্রুতবেগে হৃৎপিণ্ড পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয়।

**স্নায়ুমণ্ডল।**—কৃমিজনিত অন্ত্রের উপদাহ বশতঃ তির্য্যক দৃষ্টি বা মুখ-মণ্ডলের পেশীর স্পন্দন। মানসিক শ্রম বা অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় সেবার ফলে স্নায়বীয়তা। পক্ষাঘাতবৎ দেহের গুরুত্ব। অতিশয় অবসন্নতা। দুর্ব্বলতা সহ পাকস্থলীতে খালি খালি অনুভব।

**ত্বক।**—গাত্রকণ্ডূ, উহা হইতে পীতবর্ণ, অম্ল স্রাব নিঃসরণ। অরুণিমায় (এরিথিমা) ফির-ফস সহ পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য। দুগ্ধ-পামা (শিশুদিগের মস্তকের একপ্রকার পামা বা একজিমা রোগ)। সর্ব্বশরীরে মক্ষিকা দংশনের ন্যায় উদ্ভেদ ও উহাতে অতিশয় চুলকানি। কামলা বশতঃ ত্বকের পীতবর্ণ।

**জ্বর।** অম্ল বমন ও অম্ল ঘর্ম্ম সংযুক্ত সবিরাম জ্বর। দিনে ঘরফেরতায় পদের শীতলতা ও রাত্রে জ্বালা। প্রত্যহ অপরাহ্নে তাপাবেশ ও শিরঃপীড়া।

**নিদ্রা।**—কৃমি জন্য অস্থির নিদ্রা। নিদ্রিতাবস্থায় দাঁত কড়মড়ি ও চিৎকার; মলদ্বার ও নাসিকা কণ্ডূয়ন। অতিশয় তন্দ্রালু ভাব। উপবিষ্টাবস্থায় ঘুমাইয়া পড়া। গাত্রকণ্ডূয়ন বশতঃ নিদ্রাহীনতা। সহজেই জাগরিত হইয়া পড়ে। সুরতসংক্রান্ত অর্থাৎ রতি বিষয়ক (sexual) স্বপ্নদেখা।

**মন্তব্য।**—সকল স্থানের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী হইতে পীতবর্ণ, সরের ন্যায় স্রাব ও রোগীর সর্ব্বাঙ্গীন অম্ল লক্ষণ এই ঔষধের বিশিষ্ট লক্ষণ।

লিউকিমিয়া (রক্তে শ্বেতকণার আধিক্য ও লোহিতকণার হ্রাস)। লিম্ফেটিক গ্ল্যাণ্ডের প্রথমে স্ফীততা ও পরে কঠিনাকার ধারণ করা। শিশুদের শরীরক্ষয় (ম্যারাস্মাস্)। পাণ্ডু (কামলা)। এইরোগে ১× ক্রমের বিচূর্ণ অতীব ফলপ্রদ। অস্থির রোগে হাড়ে ক্যাল্ক-ফসের অভাব হইলে সঙ্গে সঙ্গে এই ঔষধ ব্যবহার করিলে (ক্যাল্ক-ফসসহ) উৎকৃষ্ট ফল দর্শে। স্ক্রফিউলা রোগে এই ঔষধ ব্যবহার করিলে সঞ্চিত বিকৃত পদার্থ দূরীকরণে বিশেষ সাহায্য হয়। বাত জনিত সন্ধির স্ফীততা এবং রক্তহীনতায়ও এই ঔষধ বিশেষ প্রয়োজনীয়।

**উপচয়-উপশম**।—ঝড়বৃষ্টি ও মেঘগর্জ্জন-কালে এই ঔষধের অনেকানেক বেদনার বৃদ্ধি জন্মে। ঋতুকালীন লক্ষণের আপরাহ্নিক ও সায়াহ্নিক উপচয়। খোলা বিমুক্ত বায়ুর অনিচ্ছা।

**ক্রম**।—সাধারণতঃ এই ঔষধের ৩×, ৪× এবং ৬× ক্রম ব্যবহৃত হয়। রক্তে যে পরিমাণে এই পদার্থ বিদ্যমান আছে সেই অনুপাতে ইহার ৪× ক্রম ব্যবস্থা করিতে কোন কোন বিজ্ঞ চিকিৎসক উপদেশ দেন। কৃমিউপসর্গে মলদ্বারে ইহার ইঞ্জেকসন দিবারও বিধি আছে। কেহ কেহ এই ঔষধের ৩০× বা তদূর্দ্ধ ক্রম ব্যবহার করিয়াও উত্তম ফল পাইয়াছেন।

**সম্বন্ধ**।—স্ক্রফিউলা সহ রোগীর "অম্ল" লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে ক্যাল্ক-কার্ব্বের সহিত তুলনীয়। আমাশয়ের প্রাতিশ্যায়িক লক্ষণের বিদ্যমানতায় ক্যাম্ফেরিয়া, কালী-কার্ব্ব, নক্স-ভ, কফিউলাস, কার্ব্বোভেজ ও কার্ব্বলিক-এসিডের সহিত তুলনীয়। শিশুদের রোগে "অম্ল" লক্ষণের বিদ্যমানতায় বিশেষতঃ মলে ও সর্ব্বশরীরে অম্লগন্ধ থাকিলে রিউমের সহিত ইহার বিশেষ সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। এই অবস্থায় ইহার যে কোনওটি ব্যবহৃত হইতে পারে। গ্রন্থিবাত সহ ডিস্পেপশিয়া অর্থাৎ অগ্নিমান্দ্য

ও অম্ল-লক্ষণের বিদ্যমানতায় ইহা অতিশয় উপকারী ঔষধ। এইরূপ অবস্থায় ইহার সহিত কলচিকম্, বেঞ্জয়িক এসিড্, গোয়েকম, লাইকো এবং সলফারের তুলনা হইতে পারে। সর্ব্বশরীরের কণ্ডূয়নে ডলিকোস, আর্টিকা এবং সলফার প্রভৃতি ঔষধের সহিত ইহার তুলনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

# নেট্রাম-সলফিউরিকম

## Natrum Sulphuricum.

ইহাকে সোডিয়ম সলফেট্ সলফেট্ অব্ সোডা এবং গ্লবার্স সল্ট ও কহিয়া থাকে।

### সাধারণ ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ।

এই ইন্-অর্গ্যানিক সল্ট অন্তঃকৌষিক-বিধানে (ইন্টার সেলুলার টিস্যু) পরিদৃষ্ট হয় এবং ইহা কর্ত্তৃক দেহস্থিত রস, রক্ত ও জলের সামঞ্জস্য পরিরক্ষিত হইয়া থাকে। সোডিয়ম ফস্ফেট্ জল প্রস্তুত করিয়া থাকে, সোডিয়ম ক্লোরাইড বা লবণের সাহায্যে জল সমস্ত বিধানে পরিব্যাপ্ত হয় এবং ইহার (নাট-সলফ) সাহায্যে দেহের উদ্বৃত্ত (অনাবশ্যকীয়) জল দেহ হইতে নিঃসারিত হইয়া থাকে। রক্তে, এবং সম্ভবতঃ অন্তঃকৌষিক বিধানে, স্বাভাবিক পরিমাণাপেক্ষা জলের পরিমাণ বর্দ্ধিত হইলেই জ্বর, কলেরা, পীতজ্বর প্রভৃতি উষ্ণ ঋতুঘটিত ব্যারাম সকলের সৃষ্টি হইয়া থাকে। কেমন করিয়া এই সকল রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহা ঐ সকল রোগের বর্ণনা কালে উল্লেখ করা যাইবে।

পিত্তের উপর ইহার বিশেষ ক্রিয়া বা প্রভাব নিবন্ধন পিত্তের সমতা রক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু পিত্তে ইহার পরিমাণের ন্যূনতা হইলে পিত্ত গাঢ় ও বিকৃত হইয়া নানা রোগের সৃষ্টি করিয়া থাকে। নানাপ্রকার পিত্ত-বিকারের ইহা একটি প্রধান ঔষধ।

যে সকল পীড়ায় জিহ্বায় সবুজাভ ধূসর ( Greenish grey ) অথবা পাংশুটে সবুজ ( Greenish brown ) বর্ণের লেপ দেখা যায়, তাহাতেই ইহা বিশেষ উপকারী। অপর, পিত্তাধিক্য জন্য হস্ত-পদাদির জ্বালা, সবুজবর্ণ পিত্তমিশ্রিত মল বিশিষ্ট উদরাময়, পাণ্ডু বা কামলা ( জণ্ডিস ), পাথরী, পিত্তবিকার জন্য সশর্কর-মূত্র, যকৃতের পীড়া জন্য শোথ, মাথাধরা পিত্ত বমন, মুখের তিক্তস্বাদ প্রভৃতি রোগে অতিশয় সফলতার সহিত ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মোট কথা পিত্তবিকৃতির জন্য যে সকল রোগ উৎপন্ন হয়, তাহাতেই এবং যে কোন কারণেই কেন হউক না, যখনই রক্তে বা অন্তঃকৌষিক-বিধানে ( inter-cellular tissue ) জল সঞ্চিত হইয়াছে বলিয়া মনে করিবে, তখনই এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। বেশ স্মরণ রাখিবে যে, পিত্তবিকৃতি জনিত দোষ দূর করিতে ও বিধানতন্তুর মধ্যস্থিত সঞ্চিত অনাবশ্যকীয় জল নিঃসারিত করিতে ইহা অব্যর্থ ঔষধ।

দেহে নেট্রাম সলফের ক্রিয়া নেট্রাম-মিউরের ক্রিয়ার সম্পূর্ণ বিপরীত। উভয়ের ভিতরেই জলকে আকর্ষণ করিবার শক্তি বা ধর্ম্ম বিদ্যমান আছে সত্য, কিন্তু উহা সম্পূর্ণ বিপরীত কার্য্যের জন্য। শরীরের অভ্যন্তরে দৈহিক কাজের জন্য যে জলের প্রয়োজন নেট্রাম-মিউর সেই জলকে আকর্ষণ করিয়া কার্য্যে লাগাইয়া থাকে, কিন্তু শরীরের কার্য্যে ব্যয়িত হইয়া যে জল অবশিষ্ট থাকে ( অর্থাৎ যাহা আর

কোন প্রয়োজনে লাগিবেনা ) নেট্রাম-সলফ সেই জলকে আকর্ষণ করিয়া উহাকে দেহ হইতে বাহির করিয়া দেয় ( eliminates )।

নেট্রাম-মিউরের ক্রিয়ায় অণুকোষ ( cell ) গুলির সংখ্যাধিক্য জন্মে। নেট্রাম-সলফ আবার ক্ষয়প্রাপ্ত বা জীর্ণ শ্বেতকণা হইতে উহার জলভাগ পৃথক করিয়া লয়। এইজন্য লিউকিমিয়া অর্থাৎ রক্তে শ্বেতকণার আধিক্যে ইহা উপযোগী ঔষধ। নেট্রাম-সলফের ক্রিয়ায় এপিথিলিয়েল সেল এবং স্নায়ুর উপদাহ জন্মে। এই উপদাহের ফলে বৃক্কস্থ ইউরিনিফেরাস টিউবের এপিথিলিয়েল সেল হইতে অতিরিক্ত জল মূত্রবাহীনল দ্বারা বাহিত হইয়া মূত্রাশয়ে সঞ্চিত হয়। মূত্রাশয়ের এই সঞ্চিত জলই মূত্র নামে অভিহিত হইয়া থাকে। পিত্তবাহী প্রণালী ( bile-duct ), ক্লোমযন্ত্র ( pancreas ) এবং অন্ত্রের এপিথিলিয়েল সেলের উপর নেট্রাম-সলফের উত্তেজনার ফলে ঐ সকল যন্ত্র হইতে নিয়মিত স্রাব ক্ষরিত হইয়া থাকে। যদি মূত্রাশয়ের বোধক-স্নায়ু ( sensory nerves ) নেট্রাম-সলফ কর্তৃক উত্তেজিত না হয়, তবে মূত্র-ত্যাগেচ্ছার জ্ঞান জন্মে না। ইহার ফল স্বরূপ অবারিত ( অনিচ্ছায় ) মূত্র রোগ জন্মে। ইহার ক্রিয়ার ফলে বৃক্কের গতিজনক স্নায়ুর উপদাহ না জন্মিলে মূত্রনাশ ( suppression ) উৎপন্ন হয়।

পিত্তকোষের ( gall-bladder ) স্নায়ুতে নেট্রাম-সলফের অনিয়মিত ( irregular ) ক্রিয়ার ফলে পিত্তস্রাবের আধিক্য বা উহার অভাব ঘটে।

যদি ক্লোমরসের ( pancreatic fluid ) স্বল্পতা জন্য মধুমেহ ( ডায়াবিটিস ) রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে, তবে নেট্রাম-সলফ তাহার প্রকৃত ঔষধ। নেট্রাম-সলফের ক্রিয়ার ফলে যদি স্থূলান্ত্রের ( কোলন )

মোটর-নার্ভের ক্রিয়া উত্তেজিত না হয় তবে তাহার ফলে কোষ্ঠকাঠিন্য অথবা আধ্মান শূল ( flatulent colic ) উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহার অসম্যক ক্রিয়ার ফলে অন্তঃকৌষিক বিধান হইতে অনাবশ্যক জল অপসারিত না হইলে রক্তের জলীয়াংশ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ইহাকেই হাইড্রিমিয়া বলে। এই হাইড্রিমিয়া এবং পিত্তকোষের ক্রিয়ার ব্যতিক্রমের ফলেই পৈত্তিক এবং সবিরাম জ্বর, ইনফ্লুয়েঞ্জা, পিত্ত বমন পৈত্তিক অতিসার, শোথ, ইরিসিপেলাস, পীতবর্ণ জলবৎ রস পূর্ণ উদ্ভেদ, জলবৎ স্রাব সংযুক্ত একজিমা, দদ্রু, আঁচিল ও প্রতিশ্যায় উৎপন্ন হয় এবং তৎসহ পীতাভ সবুজ বা সবুজ বর্ণের স্রাব নিঃসৃত হয়। ডাঃ গেভোল যাহাকে হাইড্রোজিনয়েড কনষ্টিটিউশন বলেন এই নেট্রাম সলফের স্বল্পতার ফলে ঠিক তদনুরূপ অবস্থা উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই "হাইড্রোজিনয়েড ধাতুর রোগীরা আর্দ্রকালে ( বর্ষাকালে ) জলের নিকটবর্ত্তীস্থানে সমুদ্রোপকূলে বাসে, এবং আবদ্ধ সেঁতসেঁতে গৃহে বাসে খারাপ অনুভব করে এবং এই সকলের বিপরীতাবস্থায় ভাল থাকে। এই সকল রোগীর পক্ষে নেট্রাম-সলফ অমূল্য ঔষধ।

যেখানে সামান্য বিরেচক ঔষধের প্রয়োজন, সেখানে এই ঔষধ ব্যবহার করিলে এই উদ্দেশ্য সাধিত হয়। ইহার ক্রিয়ায় অন্ত্র, যকৃৎ এবং ক্লোমযন্ত্রের ক্রিয়া উত্তেজিত হয় এবং তাহার ফলেই ঐ সকল যন্ত্র হইতে প্রচুর রস ( secretion ) নিঃসৃত হয়। এই জন্যই কোষ্ঠকাঠিন্যে ইহা ব্যবহার করিলে উপকার হইয়া থাকে।

জিহ্বার মূলদেশে সবুজাভ ধূসর অথবা পাংশুটে সবুজ বর্ণের লেপ ( greenish grey or greenish-brown coating on the root of the tongue ) এবং বামপার্শ্বে শয়নে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি এই ঔষধ ব্যবস্থা করিবার পরিচালক লক্ষণ। ম্যালেরিয়া জ্বরে হোমিও-

প্যাথিমতে যে স্থলে সলফার বা নেট্রাম-মিউর ব্যবস্থেয় হয় সেইস্থলে এই ঔষধ ব্যবহৃত হইতে পারে। রক্তরোধক-ঔষধরূপেও ইহা একটী অমূল্য ঔষধ। ডাঃ রেভার্ডিন ফ্রান্সের সাজ্জিকেল এসোসিয়েশনের এক সভায় নেট্রাম.সলফের রক্ত-রোধক গুণসম্বন্ধে এবং কি করিয়া ইহা রক্ত স্রাব বন্ধ করিয়া থাকে তৎসম্বন্ধে এক বিস্তৃত ও সুদীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন। ইহার ফলে নেট্রাম-সলফের এই গুণ সর্ব্ববাদীসম্মতরূপে গৃহীত হয়। ৩× ক্রম দেড়গ্রেণ মাত্রায় প্রতি ঘণ্টায় এই উদ্দেশ্যে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। একটী টিউমার অস্ত্রক্রিয়াদ্বারা তুলিয়া ফেলিবার পর প্রভূত রক্তস্রাব হইতে থাকে। প্রায় ৮ সপ্তাহকাল পর্য্যন্ত এই রক্তস্রাব বন্ধ করিবার জন্য বহু ঔষধ ব্যবহার করা হই..., কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নাই। পরিশেষে এই ঔষধ পূর্ব্বোক্তরূপে ব্যবহার করায় অতি সত্বর রক্তস্রাব বন্ধ হয়। জরায়ু হইতে প্রভূত রক্তস্রাবের ও (মেনোরেজিয়া) ইহা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। ঢাকার জনৈক সবজজের স্ত্রী বহুদিন যাবৎ মেনরেজিয়া রোগে ভুগিতে ছিলেন। সহরের প্রধান প্রধান এলোপ্যাথি চিকিৎসকগণ তাঁহার চিকিৎসা করেন। কিন্তু কিছুতেই কেহ এই রক্তস্রাব বন্ধ করিতে পারেন নাই। বহুদিন যাবৎ প্রভূত রক্তস্রাবের ফলে রোগিণী অত্যন্ত দুর্ব্বল ও নীরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহার মুখ-মণ্ডল পাণ্ডুর, গাত্র শীতল এবং নড়িবার সামর্থ্য পর্য্যন্ত ছিল না। হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া লোপ হইবে আশঙ্কায় ডাক্তারেরা মধ্যে মধ্যে ইঞ্জেকসন দিতে বাধ্য হইতেন। এই অবস্থায় চিকিৎসা-প্রণালী পরিবর্ত্তন করিয়া গ্রন্থকারের হস্তে চিকিৎসার ভার অর্পণ করা হয়। রোগিণীর সর্ব্বাঙ্গীন লক্ষণ দৃষ্টে নেট্রাম-সলফ ৩× দেড়গ্রেণ মাত্রায় প্রতি অর্দ্ধ ঘণ্টান্তর উষ্ণ জলে গুলিয়া ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা করা হয়। ইহার পর হইতেই অতি সত্বর রক্তস্রাব বন্ধ হয় এবং রোগিণী সত্বর পূর্ণ আরোগ্য লাভ

করেন। সর্ব্বপ্রকার রক্তস্রাবেই আমরা নেট্রাম-সলফ ৩x দুইটী করিয়া টাবলেট অর্দ্ধ ঘণ্টান্তর ব্যবহার করিয়া আশ্চর্য্যফল পাইয়াছি।

হিমোফাইলা রোগের এবং ফিতার ন্যায় ক্রিমির ও ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

## প্রধান প্রধান লক্ষণ।

**মন।**—পিত্তাধিক্য বশতঃ মানসিক উত্তেজনা। আত্মহত্যার জন্মিবার প্রবৃত্তি, বলপূর্ব্বক উহা দমন করিতে হয়। গীতবাদ্যে অপ্রফুল্লতা প্রাতে উহার আধিক্য। অতিশয় নিরুৎসাহিতা। প্রাতে এবং আর্দ্রঋতুতে বৃদ্ধি। মনঃক্ষুণ্ণতা ও বিষণ্ণতা। প্রাতঃকালে সর্ব্বপ্রকার লক্ষণের উপচয় বা বৃদ্ধি। পতন অথবা মস্তকে আঘাতাদি লাগার ফলে মানসিক লক্ষণের উৎপত্তি।

**মস্তক।**—মস্তক শিখরে অতিশয় জ্বালা ও দপ্ দপ্ কর শিরঃপীড়া (জিহ্বার বর্ণ দ্রষ্টব্য)। পিত্ত বমন-বিরেচন ও মুখের তিক্তস্বাদ সংযুক্ত মাথাধরা। শিরোঘূর্ণন বা নিদ্রালুতা সংযুক্ত শিরঃপীড়া। সাধারণতঃ পাণ্ডু রোগের পূর্ব্বে এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। অতিরিক্ত পিত্তস্রাব জন্য শিরোঘূর্ণন। জিহ্বার পশ্চাদ্ভাগে পরিষ্কার সবুজাভ ধূসর বা পাংশুটে বর্ণের লেপ। মুখের তিক্তস্বাদ। মস্তিষ্কের ভূমিদেশে (base of brain) প্রবল বেদনা। মস্তকে রক্তের প্রধাবন সংযুক্ত স্পাইন্যাল মিনিঞ্জাইটিস। আক্ষেপ সংযুক্ত প্রলাপ (ফির-ফস, ম্যাগ-ফস)। দক্ষিণ কপালে ভেদনবৎ (রন্ধ্র করণের ন্যায়) বা ক্রুবিদ্ধবৎ বেদনা। আঘাত বা পতনাদির ফলে মস্তিষ্ক রোগের উৎপত্তি। মনে হয় মস্তিষ্ক শিথিল বা ঢিলা (loose) হইয়াছে।

**চক্ষু।**—শ্বেতমণ্ডলের পীতবর্ণ। অশ্রুস্রাব সহকারে চক্ষুর পাতার প্রান্তভাগে জ্বালা। অক্ষিপুটে (পাতায়) ফোস্কার ন্যায় বৃহৎ পীড়কা,

তৎসহ জ্বালাকর অশ্রুস্রাব। শ্বেতমণ্ডলের পুরাতন প্রদাহ সহকারে পাতায় দানার উৎপত্তি ও তৎসহ অত্যন্ত আলোকাসহ্যতা।

**কর্ণ**।—কর্ণশূল; কর্ণে বিদ্যুতের ন্যায় চিড়িকমারা বেদনা। আর্দ্র ঋতুতে উপচয়। কর্ণাভ্যন্তর হইতে কিছু যেন বলপূর্ব্বক বাহির হইতেছে এরূপ অনুভব। কর্ণে ঘণ্টার ন্যায় ধ্বনি।

**নাসিকা**—ঔপদংশিক পূতিনস্য (দুর্গন্ধি পূযস্রাবী ক্ষত) আর্দ্র ঋতুতে বৃদ্ধি। ঋতুকালে নাসিকা হইতে রক্তপাত। নাসিকার অবরুদ্ধতা কাসিয়া কাসিয়া লবণাক্ত শ্লেষ্মা নিঃসারণ। নাসিকার প্রতিশ্যায়। নাকের ভিতরে শুষ্কতানুভব ও জ্বালা। আলোক-সংস্পর্শে নাসা হইতে নিঃসৃত পূযের সবুজবর্ণ ধারণ। নাসা-পক্ষদ্বয়ে কণ্ডুয়ন; (কাসিয়া কাসিয়া) লবণাক্ত নিষ্ঠীবন তুলিয়া ফেলা।

**মুখ মণ্ডল**—পিত্তাধিক্যবশতঃ মুখমণ্ডলের পাণ্ডু বা পীতবর্ণ (জিহ্বা দ্রষ্টব্য)। মুখমণ্ডলের আরক্ত, মসৃণ উজ্জ্বল ও স্ফীত বিসর্প (ইরিসিপেলস)। বিসর্পের জ্বরে ফিরি-ফস ব্যবহার্য্য। মুখমণ্ডলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীড়কা।

**মুখ-মধ্য**।—মুখের বিস্বাদ সততই মুখে গাঢ় আঠা আঠা, দুশ্ছেদ্য শ্লেষ্মা সঞ্চয়। তিক্তাস্বাদ। সর্ব্বদাই জোর করিয়া কাসিয়া গলা হইতে আঠা আঠা, দুশ্ছেদ্য শ্বেত শ্লেষ্মা তুলিয়া ফেলিতে হয়। সাধারণতঃ পাকস্থলী হইতে এইরূপ দুর্গন্ধি শ্লেষ্মা উঠিয়া থাকে। মুখের চতুর্দ্দিকে ও চিবুকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীড়কা। তালু স্পর্শে বেদনা। শীতল দ্রব্য পানাহারে উপশম। মুখ বিবরে জ্বালা।

**দন্ত**।—জিহ্বার ভূমি-দেশে মলিন, সবুজাভ, ধূসর বা পাংশুটে বর্ণের লেপ। তিক্তস্বাদ। জিহ্বার অগ্রভাগে জ্বালাকর ফোস্কা। জিহ্বার আরক্ততা।

**দন্ত।**—তাম্রকুট সেবনে এবং শীতল বাতাসে দন্ত বেদনার উপশম মুখে ঠাণ্ডা জল রাখিলেও দন্ত বেদনার উপশম বোধ ( কফিয়া ) ; মাড়িতে জ্বালা ও ফোস্কা।

**গলমধ্য।**—ডিফথিরিয়ায় সবুজ বর্ণ জল বমন করিলে কালী-মিউরের সহিত পর্য্যায়ক্রমে এই ঔষধ ব্যবহার করিবে। গলাধঃকরণকালে গলায় পিণ্ডের ন্যায় কোন বস্তুর বিদ্যমানতানুভব। গলক্ষত। ফ্যারিংসের প্রতিশ্যায়, প্রভূত গাঢ় দুশ্ছেদ্য শ্লেষ্মা নিঃসরণ। প্রাতঃকালে লবণাক্ত শ্লেষ্মা কাসিয়া তোলা।

**আমাশয়।**—মুখে তিক্তাস্বাদ সহকারে উদর বেদনা। সীসের বিষাক্ততা জনিত উদর বেদনায় নিম্নক্রমের (১ × বা ২ × ) ঔষধ ১০।১৫ মিনিট অন্তর অন্তর ব্যবহার্য্য। মুখের তিক্তাস্বাদ, শিরোঘূর্ণন ও শিরঃপীড়া সহকারে পিত্তবমন। আমাশয়ের বিশৃঙ্খলাজনিত ঊর্দ্ধোদরে বেদনা ও শিরঃপীড়া। যকৃৎপ্রদেশে কর্ত্তনবৎ বেদনা। যকৃতের বিবৃদ্ধি, বামপার্শ্বে শয়নে উপচয়। বাম কুক্ষিদেশে বেদনা। আমাশয়ের রোগে জিহ্বা লক্ষণ বিশেষ দ্রষ্টব্য। মুখে তিক্তস্বাদ সহ পিত্তশূল। পাকস্থলাতে জ্বালা। আর্দ্র ঋতুতে বৃদ্ধি। প্রত্যহ অপরাহ্ণে পিপাসা। লোণা সবুজাভ জল বমন। পিত্তশূল ; অম্লোদগার, বুকজ্বালা ও পেটফাঁপা ; উদরে বায়ু সঞ্চয় জনিত শূল বেদনা ; প্রাতে খালিপেটে বৃদ্ধি, যকৃৎ-প্রদেশে কর্ত্তনবৎ ও কামড়ে নেওয়ার মত বেদনা; যকৃতে পূর্ণতা, বামপার্শ্বে শয়নে যকৃৎ বেদনার বৃদ্ধি ; একপ্রকার কাসি ও তৎসহ পূযাক্ত নিষ্ঠীবন ; বাম কুক্ষিদেশে বেদনা ; পাকস্থলী স্ফীত বোধ হয় ; কোমরে কষিয়া কাপড় পরা সহ্য হয় না ; পিত্তশীলার বেদনা সহ কামলা ; যকৃৎ হইতে বামদিকে ও নিম্নাভিমুখে বেদনার গতি ; পিত্তশূল ও পিত্তশীলার বেদনায় এই ঔষধ ৩× বা ৬× ক্রম ১০।১৫ মিনিট পর পর গরম জল সহ ( ৪।৫টি ট্যাবলেট ) খাইতে দিলে অতিসুন্দর ফল দর্শে ;

এই ঔষধের সহিত পর্য্যায়ক্রমে ম্যাগফস ৬× এবং ক্যাল্ক-ফস ১২× ব্যবহার করিয়া আমরা পিত্তশূলের সকল রোগীতেই অতি উৎকৃষ্ট ফল পাইয়াছি।

**উদর ও মল।**—মলিন সবুজ, পিত্তময় মল অথবা পিত্ত বমন সংযুক্ত অতিসার ( জিহ্বা দ্রষ্টব্য ); প্রাতঃকালীন অতিসার, আর্দ্র, শীতল ঋতুতে উপচয়; মলদ্বারে এবং অন্ত্রের নিম্নাংশে উত্তাপ সহকারে পিত্তময় মলস্রাব; আধ্মান সংযুক্ত উদর বেদনা; যকৃতে তীব্র তিরবিদ্ধবৎ বেদনা সহকারে স্পর্শ-দ্বেষ; কোমরে কষা কাপড় সহ্যকরা যায় না; পৈত্তিক জ্বরসহ উদরে বায়ু সঞ্চয়; আধ্মানশূল; দক্ষিণ কুচকি-প্রদেশে প্রথম বায়ু সঞ্চয় হয়, তৎপর সমগ্র উদরে উহা ছড়াইয়া পড়ে; সবুজ মলসহ তলপেটে উষ্ণতানুভব; যকৃতে রক্তসঞ্চয় ( ফিরফস ) উদরে কর্ত্তনবৎ বেদনা ( ম্যাগ-ফস, ফির-ফস ); বৃদ্ধদিগের অতিসার; আর্দ্র ঋতুতে সকল লক্ষণের বৃদ্ধি; বৃদ্ধা স্ত্রীলোকদিগের কৌলিক অতিসার. মলদ্বার কণ্ডুয়ন; সহজেই যকৃতের ক্রিয়ার বৈষম্য, বিশেষতঃ মানসিক পরিশ্রমের পর; স্পর্শে বা সঞ্চলনে যকৃতে চিড়িকমারা বেদনা, প্রাতঃকালে তরল দাস্ত, বিশেষতঃ আর্দ্রকালে; মলদ্বারে আঁচিলের ন্যায় উদ্ভেদ; সাইকোসিস্।

**মূত্র-যন্ত্র।**—বহুমূত্র ( প্রধান ঔষধ ); বহুমূত্রের শর্করা কমাইতে ইহা অতিশয় মূল্যবান ঔষধ; মূত্রে লিথিক এসিড সংযুক্ত অধঃক্ষেপ, এই অধঃক্ষেপ বা তলানি ইষ্টক চূর্ণের মত দেখায় ( লাইকো ) এবং পাত্রের তলে লাগিয়া থাকে; পিত্তপ্রধান লোকদিগের বাত ও মূত্রাশ্মরী (stone) বহুমূত্রের রোগীদিগের প্রভূত মূত্রস্রাব; মূত্রে বালুকণার ন্যায় অধঃক্ষেপ ( জিহ্বা দ্রষ্টব্য ); মূত্রে পিত্তের বিদ্যমানতা। পুনঃ পুনঃ মূত্রবেগ। লিঙ্গ মুণ্ডে বা অণ্ডকোষে জল সঞ্চয়। প্রষ্টেট-গ্রন্থির বিবৃদ্ধি। মূত্রে পূয ও শ্লেষ্মা বিদ্যমানতা।

**পুংজননেন্দ্রিয়।**—করণ্ড (ক্যাল্ক-ফস); মেঢ় ত্বকে জলসঞ্চয় (পর্য্যায়ক্রমে ন্যাট-মিউর); পুরাতন উপদংশ; যোনি বা গুহ্যদ্বারে ঔপদংশিক আঁচিলবৎ উপমাংস; পুরাতন প্রমেহ; প্রষ্টেটিক গ্ল্যাণ্ডের বিবৃদ্ধি; জননেন্দ্রিয় কণ্ডুয়ন; বিলুপ্ত প্রমেহ ও সাইকোসিস। প্রমেহ রোগে ইহা একটী প্রধান ঔষধ।

কক্ষ-গ্রন্থির স্ফীততা ও পুযসঞ্চয়; অঙ্গুলীর নখের গোড়ায় প্রদাহ ও পুযসঞ্চয়। উপবিষ্টাবস্থা হইতে উত্থান বা শয্যায় পার্শ্বপরিবর্ত্তনকালে কটিবাতের অত্যন্ত বৃদ্ধি; কোন অবস্থায়ই শান্তি পাওয়া যায় না; উরু হইতে হাঁটুপর্য্যন্ত বেদনা; সন্ধিতে কড় কড় শব্দ; সন্ধিবাত।

**স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।**—প্রাতঃকালীন অতিসার অথবা উদর বেদনা এবং কোষ্ঠকাঠিন্য সহ প্রভূত ঋতুস্রাব (জিহ্বা দ্রষ্টব্য); বাহ্য স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের প্রদাহ ও স্ফীততা এবং তদুপরি বিস্তর আর্দ্র গুটিকার উৎপত্তি। উদর বেদনা সংযুক্ত প্রভূত বিদাহী রজস্রাব; বিদাহী শ্বেত প্রদর।

**গর্ভ।**—প্রাতঃকালীন বিবমিষা ও পিত্তবমন, মুখের তিক্তস্বাদ; বাহ্য-স্ত্রীঅঙ্গে দদ্রু ও তৎসহ বেদনা।

**শ্বাস-যন্ত্র।**—প্রবল শ্বাস-কাসের আবেশ সহ প্রভূত হরিতাভ (সবুজ) পূযময় নিষ্ঠীবন ত্যাগ। প্রাতঃকালে পাতলা মলস্রাব এবং আর্দ্র ঋতুতে বৃদ্ধি লক্ষণাপন্ন শ্বাস-কাস; বায়ুভুজনলীর প্রতিশ্যায়; হিস হিস্ শব্দ সংযুক্ত শ্বাস প্রশ্বাস; নিষ্ঠীবন এবং জিহ্বার বর্ণ অবশ্য দ্রষ্টব্য। ক্ষয় শ্বাস, জলবৎ পীত বা সবুজবর্ণ নিষ্ঠীবন; হিউমিড্ এজমা (স্রাবশীল) বুকে শ্লেষ্মার ঘড়ঘড়ি; কাসিবার কালে বুক হাত দিয়া চাপিয়া ধরিতে হয়; বাম বক্ষে ছিন্নকর বেদনা। বক্ষে পিত্তশিলার বিদ্যমানতানুভব; গাঢ় রজ্জুবৎ সবুভাজ পূযের ন্যায় শ্লেষ্মা নিঃসরণ।

বক্ষে ক্ষতবৎ বেদনা, এজন্য রোগী কাসিবার সময় হাত দিয়া বুক চাপিয়া ধরে। আর্দ্র ঋতুতে শ্বাস কষ্ট।

**রক্ত সঞ্চালন-যন্ত্র।**—হৃৎপ্রদেশে প্রচাপন এবং অসুস্থতানুভব; শান্তির নিমিত্ত খোলা বাতাসে যাওয়ার আবশ্যকতা।

**পৃষ্ঠ এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ**—বাতরোগে পৈত্তিক লক্ষণের বিদ্যমানতা থাকিলে প্রধান ঔষধ ন্যাট-ফসের সহিত পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য; তরুণ বা পুরাতন গেটে বাত (ফিরফস); পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জার ঝিল্লীর প্রদাহে গ্রীবার পশ্চাদ্বক্রতায়, পৃষ্ঠের আক্ষেপে এবং মস্তকে রক্তের প্রধাবনে ইহা ফলপ্রদ; তরুণ সন্ধিবাত; স্পাইন্যাল মিনিঞ্জাইটিস কক্ষ-গ্রন্থির স্ফীততা ও উহাতে পূয সঞ্চয়। বাম উরুতে চিড়িক, হস্তের কম্পন, পদের দুর্ব্বলতা ও জল সঞ্চয়, হস্ত পদের নখ-মূলের প্রদাহ ও পূয সঞ্চয়। পদতলে কণ্ডুয়ন। উঠিবার সময় বা শয্যার পার্শ্বপরিবর্ত্তনকালে সায়েটিকার বেদনা অনুভূত হয়; কোন অবস্থায়ই শান্তি জন্মে না। হস্ত-পদে আমবাতিক বেদনায় অপরাপর লক্ষণের সাদৃশ্য থাকিলে।

**স্নায়ুমণ্ডল।**—নিদ্রিতাবস্থায় হস্ত-পদের উৎক্ষেপণ; পৈত্তিক উপদ্রব সহকারে দুর্ব্বলতা ও ক্লান্তি; অত্যন্ত অবসন্নতা; বিশেষতঃ হাঁটুতে অবিরাম নড়িবার প্রবৃত্তি। সর্ব্বাঙ্গের কম্পন; নিদ্রিতাবস্থায় হাত পায়ের উল্লম্ফন। লিখিবার সময় হস্তের কম্পন। উদর বেদনা সহ অবসন্নতা।

**ত্বক।**—ত্বকের সর্ব্ববিধ রোগেই জলবৎ পীতাভ স্রাব নিঃসরণ, পৈত্তিক লক্ষণ সহ ত্বকে আর্দ্র পীতাভ শল্কবৎ উপত্বক; শিশুদিগের ত্বকের ধৃষ্টতা (ক্যাটমি, ন্যাট-ফস) পীতাভ জলবৎ স্রাব সংযুক্ত বিস্বিকা। ইরিসিপেলাস; বস্ত্র ত্যাগকালে ত্বকের কণ্ডুয়ন; দীর্ঘকাল স্থায়ী নালীঘা, একজিমা, পেম্ফিগাস; দদ্রু; কামলারস্থায় ত্বকের পীতবর্ণ। চক্ষুণ

চতুর্দ্দিকে, মস্তক-ত্বকে, মুখমণ্ডলে, বুকে এবং গুহ্যদ্বারে আঁচিলের উৎপত্তি প্রবণতা।

**জ্বর।**—সবিরাম জ্বরের সকল অবস্থায়ই ইহা প্রধান ঔষধ; মুখের তিক্তস্বাদ সহকারে পিত্ত অথবা কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ বমন; পীত জ্বর (ফিব-কস পর্য্যায়ক্রমে); জ্বরে জিহ্বা লক্ষণ বিশেষ দ্রষ্টব্য; আভ্যন্তরিক শীতলতা; শীত সহ সন্ধ্যার প্রাক্কালে বরফেব ন্যায় শীতলতা; মস্তক শিখরে উত্তপ্ততা পিপাসাহীন ঘর্ম্ম; যকৃৎপ্রদেশে স্পর্শে বেদনা; উদরে বায়ু নড়াচড়া করে। অতিশয় শীত ও কম্পসংযুক্ত ম্যালেরিয়া জ্বরে ও তৎসহ পিত্তবমন লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে ৩x ক্রম ঘন ঘন ব্যবহারে চমৎকার ফলদর্শে।

**নিদ্রা।**—পৈত্তিক লক্ষণ সহকারে নিদ্রালুতা ও ক্লান্তি; (সাধারণতঃ পাণ্ডুরোগের পূর্ব্বে); প্রাতে, বিশেষতঃ অধ্যয়ন করিবার কালে নিদ্রালুতা ও বিমূঢ়তা; অপরাহ্ণে ভাল থাকে। প্রাতে ও অধ্যয়নকালে বৃদ্ধি। স্বপ্নে বাকরোধ। স্বপ্নেভয় পাইয়া জাগ্রত হওয়া।

**মন্তব্য**—বায়ুতে জলীয় বাষ্পের আধিক্য হইলে এবং উক্ত জলীয় বাষ্প নিঃশ্বসিত বায়ুর সহিত ফুসফুসে প্রবেশ করিলে রক্তের জলীয়াংশের বৃদ্ধি হয়। এই অনাবশ্যকীয় জল রক্ত স্রোতে প্রবেশ করিয়া শরীরে নানাপ্রকার উপদ্রব (disturbance) উপস্থিত করে এবং প্রকৃতির সাহায্যে দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে চেষ্টা করে। প্রকৃতির সাহায্যে উক্ত জলীয়াংশ মলদ্বার দিয়া বাহির হইলে ওলাউঠা, গ্রন্থিতে সঞ্চিত বা আবদ্ধ হইলে প্লেগ ও ত্বক মধ্যে আবদ্ধ হইলে বেরিবেরি, বসন্ত ইত্যাদি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। নেট্রাম-সলফ শরীর হইতে অতিরিক্ত জল নিঃসারণে সাহায্য করে সুতরাং এই সকল রোগে নেট্রাম-সলফ আরোগ্যকর এবং প্রতিষেধকরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গ্রীষ্মে, আর্দ্র ঋতুতে এবং যে কোন প্রকারে

জল ব্যবহারে লক্ষণ সকলের উপচয়; নিম্ন জলাপ্রদেশে বাস জন্য ম্যালেরিয়ার আক্রমণ এবং শুষ্ক উত্তপ্ত ঋতুতে সকল লক্ষণের উপশম এই ঔষধের বিশেষ লক্ষণ। জিহ্বালক্ষণ এই ঔষধ নির্ব্বাচনে বিশেষ সাহায্য করে। মৎস্য অথবা জলজ উদ্ভিজ্জাদি ভক্ষণে রোগোৎপত্তি হইলে ইহা সুব্যবস্থেয়। এই ঔষধের রোগী বেদনার শান্তির জন্য সর্ব্বদা এপাশ ওপাশ করে (বস) বামপার্শ্বে শয়নে রোগলক্ষণের বৃদ্ধি এই ঔষধের অপর বিশেষ পরিচালক লক্ষণ।

**ক্রম**।—সীসশূলে ১ × বা ৩ × ক্রমের ঔষধ পুনঃ পুনঃ ব্যবহার্য্য। শুসলার এই ঔষধের ৬ × ব্যবহারের উপদেশ দেন। ডাঃ ভনগ্রভোল সাধারণতঃ ২ × হইতে ৬ × ক্রম পর্য্যন্ত ব্যবস্থা করিতেন। ডাঃ হেরিং এবং অন্যান্য সুবিজ্ঞ চিকিৎসকগণ এই ঔষধের ৩০ এবং ২০০ ক্রম ও ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। আমরা সাধারণতঃ ইহার ৩ × ও ৬ × ক্রম ব্যবহার করিয়া উত্তম ফল পাইয়া থাকি। ম্যালেরিয়া জ্বরে ইহার ৩ × ক্রম একটু বেশীমাত্রায় ও পুনঃ পুনঃ (ফিরম-ফসের সহিত পর্য্যায়-ক্রমে) ব্যবহার করিতে সকলকে অনুরোধ করি।

**সম্বন্ধ**।—আর আর নেট্রামের সহিত এবং সলফারের সহিত নেট্রাম-সলফের অনেকানেক লক্ষণেরই সাদৃশ্য আছে। চক্ষু লক্ষণে ইহার সহিত গ্রাফের তুলনা করুণ। পুরাতন চক্ষুরোগে এই দুই ঔষধেই আলোতে অত্যন্ত উপচয় জন্মে। কাসে ব্রাইওনিয়ার সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে। কাসিবার কালে বক্ষে হাতদিয়া ধরিবার আবশ্যকতা উভয়েই আছে; নেট্রাম সলফের শ্লেষ্মার আকৃতি ও প্রকৃতি অনেকটা পূযের ন্যায় (গাঢ় রজ্জুবৎ পীতাভ সবুজবর্ণের); এজন্য ইহা প্রায়ই রোগের প্রবর্দ্ধিতাবস্থায় ব্যবহার্য্য; কিন্তু ব্রাইওনিয়া প্রায় রোগেরই প্রারম্ভাবস্থায় (যখন উপদাহকর কাস থাকে) ব্যবহার্য্য। শ্বাস কাসে সিলিশিয়ার

সহিত তুলনীয় (সিলি এই রোগের প্রায় অমোঘ ঔষধ); প্রমেহ রোগে থুজা ও মার্কের সহিত ইহার তুলনা হয়; নেট্রাম-সলফের স্রাব বেদনাবিহীন এবং উহার বর্ণ পীতাভ-সবুজ থাকে; রস-প্রধান ধাতুর (হাইড্রোজিনয়েড) রোগীর গভীরমূল মাযক দোষ দূরীকরণে থুজার পর প্রায়ই ইহা ব্যবহার্য্য; পুনঃ পুনঃ প্রভূত মূত্রত্যাগে ফিরম-ফস ও এসিড-ফসের পর প্রায়ই ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে; উরুসন্ধির রোগে ষ্টিলিঞ্জিয়ার সহিত ইহার তুলনা করিয়া দেখা সঙ্গত।

## ।৩।

## Silicea

ইহা কোয়াটস (স্ফটিক) বা বালুকা-প্রস্তরের একটী উপাদান বিশেষ। সিলিশিয়া মানবদেহ নির্ম্মাণে কি কার্য্য করে তাহা অদ্যাপিও সুস্পষ্টরূপে জানা যায় নাই; সুতরাং বাইওকেমিক গ্রন্থকারগণ মানবদেহে ইহার সাধারণ ক্রিয়া ও তদুৎপন্ন কতিপয় লক্ষণের উল্লেখ করিয়াই স্থগিত রহিয়াছেন। মানবদেহে চুল, নখ, ত্বক, অস্থি-বেষ্ট, স্নায়ুর আবরণ-ঝিল্লী এবং অস্থিতে সাধারণতঃ ইহার বিদ্যমানতা লক্ষিত হয়। শরীরস্থ অণ্ডলাল এবং সৌত্রিক পদার্থের উপর (ফাইব্রিণ) ইহার বিশেষ ক্রিয়া আছে।

### আময়িক প্রয়োগ।

শরীর হইতে পূয বাহির করিতে ও অতিরিক্ত পূযস্রাব হ্রাস করিতে ইহার অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতা। স্ফোটক, ব্রণ, কার্ব্বঙ্কল প্রভৃতি চর্ম্মরোগে চর্ম্ম বিদীর্ণ করিয়া পূয বাহির করিতে ইহা ছুরিকার কার্য্য করে, এজন্য

হোমিওপ্যাথেরা ইহার lancet of Homoeopathy আখ্যা দিয়া থাকেন। ইহার পরমাণুগুলি সূক্ষ্ম কোণ বিশিষ্ট। এজন্য ত্বকের নিম্নে সঞ্চিত হইয়া ত্বককে বিদীর্ণ করিতে সমর্থ হয়।

ব্রণ ও স্ফোটকাদির প্রাদাহিক অবস্থায় যখন জ্বর ও অত্যন্ত বেদনা থাকে,তখন ফিরম-ফস আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক ব্যবহার করিলে প্রদাহ হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু প্রথমাবস্থা (প্রাদাহিক অবস্থা বা inflamatory stage) উত্তীর্ণ হইবার পর অর্থাৎ বেদনাদি কমিবার পর যদি প্রদাহিত স্থানের স্ফীততা না কমে এবং পূজ জন্মে নাই এরূপ মনে হয়, তবে ফিরম-ফসের সহিত পর্য্যায়ক্রমে ক্যালীমিউর ব্যবহার করিলে প্রায়ই পূযোৎপত্তি নিবারিত হইয়া বিকৃত সঞ্চিত রস পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয় ও রোগ আরোগ্য হয়। কিন্তু ইহাতেও যদি স্ফীততা হ্রাস প্রাপ্ত না হয় ও পূয জন্মিবে এরূপ অনুমান হয়, তবে সিলিশিয়াই একমাত্র অবলম্বনীয়। এই অবস্থায় সিলিশিয়া ব্যবহার করিলে শীঘ্র শীঘ্র পূযোৎপত্তি হইয়া স্ফোটকাদি বিদীর্ণ হইয়া থাকে। ইহা শরীরস্থ বিকৃত রসকে পূযরূপে পরিবর্ত্তিত করিয়া শরীর হইতে বাহির করিয়া দেয়। যে পর্য্যন্ত স্ফোটকাদির চতুর্দ্দিকের কঠিনতা দূর না হয়, সে পর্য্যন্ত ইহা ব্যবহার করিতে হয়। কিন্তু এইরূপ কঠিনতা দূর হইয়াও যদি পূযস্রাব হ্রাস প্রাপ্ত না হয় ও স্ফোটকাদি আরোগ্য না হয়, তবে ইহার পরিরর্ত্তে ক্যাল্কেরিয়া-সলফ (৩× বা ৬×) ব্যবহার করিলে শীঘ্রই পূযস্রাব হ্রাস হইয়া রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

গভীর স্থানের স্ফোটকাদির পূযস্রাবে ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। অঞ্জনী, পুরাতন ঔপদংশিক কঠিন স্ফীততা, হার্ড-স্যাঙ্কারের পরবর্ত্তী বাগী (যাহাতে সহজে পূয জন্মে না), কার্ব্বঙ্কল, রাত্রিকালে ও পূর্ণিমার সময় উপস্থিত হয় বা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এরূপ জ্বর বা মূর্চ্ছারোগ, ঋতুকালে কোষ্ঠবদ্ধ, শরীরের

শীতলতা, দুর্গন্ধি পাদ-ঘর্ম্ম এবং হস্তাঙ্গুলীর গ্রন্থির বাতজন্য স্ফীততায় ইহা অতিশয় সফলতার সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যাহাদের হস্ত ও পদতলে সর্ব্বদা ঘর্ম্ম উৎপন্ন হয় কিম্বা উক্ত ঘর্ম্ম রুদ্ধ হইয়া কোন পীড়া জন্মে তাহাদের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী। যক্ষ্মাদি পীড়ার রাত্রিকালীন ঘর্ম্ম দূর করিতে ইহার আশ্চর্য্য ক্ষমতা। যে সকল শিশুর মস্তক-পৃষ্ঠ হইতে প্রভূত ঘর্ম্মস্রাব হইয়া বালিশ পর্য্যন্ত ভিজিয়া যায়, তাহাদের রোগে ইহা সবিশেষ উপযোগী।

যে সকল রোগীর রোগলক্ষণ রাত্রিকালে, পূর্ণিমার সময় ও খোলা বাতাসে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং উত্তাপে উপশমিত হয়, তাহাদের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ ফলপ্রদ। সমীকরণের অসদ্ভাব জনিত রুপোষণে ইহা অতীব ফলপ্রদ। পূযস্রাব সংশ্লিষ্ট সর্ব্বপ্রকার রোগে, গভীর মূল স্ক্রফিউলা-দোষ-দুষ্ট ব্যক্তিগণের রোগে এবং খারাপ বীজে টিকা দেওয়ার ফলে উৎপন্ন উপসর্গসমূহে ইহার বিশেষ প্রয়োজন। মলদ্বারের প্যারালিসিস্; হৃৎপিণ্ডের বিবৃদ্ধি এবং অধিক দিন রোগ ভোগ জনিত দুর্ব্বলতায় ইহার বিশেষ আবশ্যক। চক্ষুর ছানি এবং ঝাপসা দৃষ্টিতেও ইহা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ।

## প্রধান প্রধান লক্ষণ।

**মন।**—জীবনে বিতৃষ্ণা ; শারীরিক দুর্ব্বলতা, কিন্তু মানসিক শক্তির প্রখরতা, চিন্তা ও মনঃসংযোগে অসমর্থতা। দৃঢ় সঙ্কল্প। উৎকণ্ঠাসহ গোলমালে অতিশয় দ্বেষ। মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা। বিদ্যালয়ের বালিকা-দিগের আবৃত্তিকালে সমস্ত বিষয়ে বিস্মৃতি, এজন্য কিছুই বলিতে না পারা।

**মস্তক।**—শিরোঘূর্ণন, মস্তক সম্মুখ বা বাম দিকে পড়িবার উপক্রম। মস্তকে মটরের ন্যায় আকার বিশিষ্ট গুটিকার প্রকাশ ও

তৎকালে শিরঃপীড়া। মস্তক-ত্বকে অতিশয় স্পর্শদ্বেষ; মস্তকত্বকে পীতবর্ণ পূযস্রাবী ও বেদনাকর পচ্যমান পীড়কা। কেশের পতন (কালী-সল)। শিশুদিগের শিরো ঘর্ম্ম (ক্যাল্কফস)। সর্ব্বদা মস্তক আবৃত রাখার আবশ্যকতা। মস্তকপৃষ্ঠ হইতে শিরঃপীড়ার উৎপত্তি, তথা হইতে উহা ক্রমশঃ মস্তকশিখর পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে ও মস্তকের দক্ষিণভাগ পর্য্যন্ত যায়। আলো, শব্দ, অধ্যয়ন ও পরিশ্রমে এই বেদনা বাড়ে ও উষ্ণতায় উপশমিত হয়। সেরিব্রাল এপোপ্লেক্সি প্রকাশের পূর্ব্বে মস্তকের দক্ষিণ পার্শ্বে গভীরস্থান পর্য্যন্ত চিড়িকমারা বেদনা। শিশুর বৃহৎ অসংযোজিত ব্রহ্মরন্ধ্র।

চক্ষু।—অঞ্জনী (আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক); অতিশয় বেদনা ও স্ফীতভা থাকিলে ফির-ফস সহ পর্য্যায়ক্রমে। অশ্রুস্রাবী গ্রন্থির পীড়ায় ইহা একটী অতিশয় মূল্যবান ঔষধ। চক্ষুর নালী ক্ষত। চক্ষুর প্রদাহ সহকারে গাঢ় পীতবর্ণ পূযস্রাব। চক্ষুর পাতার ফোড়া ও ফাটিল্ল (টিউমার)। চক্ষুর পাতার প্রদাহ (blepharitis); কিরেটাইটিস্। পায়ের ঘর্ম্ম বা উদ্ভেদ (গুটিকাদি চর্ম্মরোগ) বিলোপের ফলে ছানি। চক্ষুর ও উহার পাতার চতুর্দ্দিকে সিষ্টিক টিউমার; কর্ণিয়ায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোলাকার ক্ষত; এই ক্ষত খাইয়া নীচ পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়া পড়ে। ছানি রোগে ক্যাল্ক-ফ্লোরের সহিত পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করিলে সুফল দর্শে। পাদ ঘর্ম্ম বিলোপের ফলে দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতায় (এম্ব্লাওপিয়া) ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। বসন্ত রোগের পরবর্ত্তী কর্ণিয়ার দাগ ও অস্বচ্ছতায় সফলতার সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। চক্ষুর স্নায়ুশূল, বিশেষত দক্ষিণ চক্ষুর উপরের। অধ্যয়ন বা লিখিবার সময় অক্ষর সমূহ একত্রে সঙ্কলিত

হইতেছে এরূপ মনে হয়। চক্ষুর-গহ্বরের অস্থির বিনাশ ( কেরিজ )। চক্ষুর স্নায়ু-শূল।

**কর্ণ**।—বাহ্য কর্ণের প্রাদাহিক স্ফীততা। কর্ণ-নল এবং টিম্পেনিক কেভিটির স্ফীততা ও প্রতিশ্যায় জনিত শ্রুতিক্ষীণতা। সময় সময় ফট্ করিয়া উচ্চশব্দ হইয়া কান খুলিয়া যায়। কর্ণের চতুর্দ্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোটক। কর্ণের প্রদাহ ও উহা হইতে গাঢ় পীতবর্ণ পূয স্রাব। কান পাকা। এই ঔষধ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রতিদিন পিচকারী দেওয়া বিধেয়। কর্ণে নানারূপ শব্দ শ্রুত হয়। ম্যাষ্টয়েড অস্থির ক্ষত সহ কানপাকা। স্নানের পর কর্ণ প্রদাহ।

**নাসিকা**।—মস্তকের প্রতিশ্যায় সহকারে প্রবল হাঁচি এবং পরে গাঢ় দুর্গন্ধি শ্লেষ্মা নিঃসরণ। পচা দুর্গন্ধি স্রাব সংযুক্ত পূতিনস্য। নাসা-পথের চতুর্দ্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণ্ডুয়নকর পীড়কাসহ নাসা ক্ষত। নাসিকার অস্থির ক্ষত ও উহা হইতে দুর্গন্ধি স্রাব নিঃসরণ ( কালী-ফস )। নাসাপথের শুষ্কতা, উহাতে ক্ষত ও শস্কবৎ চিপটিকা। নাসাগ্রভাগের আরক্ততা ও দুর্দ্দম্য কণ্ডুয়ন। ওষ্ঠ এবং নাসারন্ধ্রের চতুর্দ্দিকে দদ্রু। উপদংশ দোষের ফলে নাসাস্থির ক্ষত। নাসাভ্যন্তরে দুর্দ্দমনীয় বিদাহী স্রাবশীল ক্ষত।

**মুখমণ্ডল**।—মুখমণ্ডলের স্নায়ু-শূল। গাঢ় পূযস্রাব; ব্রণ। মুখমণ্ডলের যে কোন প্রকার উদ্ভেদ হইতে এই ঔষধের প্রকৃতি বিশিষ্ট স্রাব নিঃসরণ। হনুর (Jaw-bone) অস্থির ক্ষত ও বিনাশ। বয়োব্রণ; মুখমণ্ডলের ত্বকের বিদারণ। ওষ্ঠের অর্ব্বুদ। মুখমণ্ডলের পাণ্ডুর ও মৃৎবর্ণ।

**মুখমধ্য**।—মুখের গ্রন্থিতে পূয সঞ্চয় ও উহা হইতে এই ঔষধের প্রকৃতি বিশিষ্ট স্রাব ক্ষরণ। মুখমধ্যের পচাক্ষত, ঐ ক্ষত ক্রমশঃ প্রসারিত

হওয়ায় তালু ছিদ্র হইয়া যাওয়া। কোষ্ঠকাঠিন্য সহ পুরাতন ফ্যারিঞ্জাইটিস। মুখের কোণের ক্ষত।

**দন্ত**।—রাত্রিতে প্রবল বেদনাযুক্ত এবং উত্তাপ বা শীতলতায় অনুপশম প্রাপ্ত দন্তশূল। প্রচুর ঘর্ম্মস্রাব জন্য পদের হঠাৎ শীতলতা বশতঃ দন্ত-শূল। মাড়ীর ক্ষত জন্য দন্তশূল। দন্তোদ্ভেদ কষ্ট। মাড়ির স্ফোটক। যৎসামান্য প্রচাপনে মাড়িতে বেদনা; শিথিল দন্ত।

**জিহ্বা**।—জিহ্বার কঠিনতা। জিহ্বার ক্ষত। জিহ্বায় যেন চুল রহিয়াছে এরূপ অনুভব।

**গলমধ্য**।—গলক্ষত ও উহা হইতে এই ঔষধের প্রকৃতি বিশিষ্ট স্রাব নিঃসরণ। টন্সিলাইটিস (পূয সঞ্চিত হইবার পর)। ইহাতে বিশেষ উপকার না হইলে ক্যাল্ক-সলফ দিবে। গলগণ্ড (ঘ্যাগ); পুনঃপুনঃ প্রত্যাবর্ত্তনশীল কুইঞ্জি (quinsy) অর্থাৎ তালুমূল বা গলার প্রদাহ। Paralysis of velum pendulum palati.

**আমাশয়**।—অম্লোদগার, হৃৎপ্রদেশে জ্বালা ও শীতলতানুভব সংযুক্ত পুরাতন অগ্নিমান্দ্য (ন্যাট-ফস, ক্যাল্ক ফস)। স্তন্যপান করিবামাত্রেই শিশুর বমন, এই বমন অম্ল নহে (ফির-ফস ক্যাল্ক-ফস)। বুক জ্বালা ও অম্লোদগার সংযুক্ত পুরাতন অগ্নিমান্দ্য। উষ্ণ দ্রব্যে ও মাংসে অরুচি; অত্যন্ত ক্ষুধা; উদরে বায়ু নড়িয়া চড়িয়া বেড়ায়। অর্শে অত্যন্ত বেদনা। কৃমি জনিত উদর বেদনা। মলদ্বারের বিদারণ। শিশুদের বৃহৎ উদর। Induration of the pylorus.

**উদর এবং মল**।—যকৃতের স্ফোটক ও কঠিনতা। শিশুদিগের উদরের বৃহত্ত্বতা এবং অতিশয় দুর্গন্ধি মলস্রাব সংযুক্ত শিরোঘর্ম্ম। গাঢ় পীতবর্ণ পদার্থ স্রাবী অতিশয় বেদনাকর অর্শ। উপরোক্ত স্রাব সহকারে মলদ্বারের নালী-ঘা (ভগন্দর) মলদ্বারের প্যারালিসিস জন্য

কোষ্ঠবদ্ধ ; মল কতকটা বাহির হইয়া পুনরায় ভিতরে যায় (shy stool)। টিকা লইবার পর শিশুর অতিশয় দুর্গন্ধি মলযুক্ত অতিসার। ক্রিমি জন্য উদর বেদনা।

মূত্রযন্ত্র—বৃক্কে পূয সঞ্চয়, শ্লেষ্মা এবং পূযযুক্ত মূত্র। প্রষ্টেটীক গ্রন্থির প্রদাহ। মূত্রে লোহিত বালুকণার ন্যায় অধঃক্ষেপ। মূত্রে ইউরিক এসিড। কোরিয়া অথবা ক্রিমি জনিত অবারিত মূত্র। পুরাতন উপদংশ সহ মূত্রে পূযের বিদ্যমানতা। পুরাতন প্রমেহ, তৎসহ গাঢ়, পূযের ন্যায় দুর্গন্ধি স্রাব।

পুংজননেন্দ্রিয়।—বিধানের (টিসু) কঠিনতা ও পূযসঞ্চয় বিশিষ্ট পুরাতন উপদংশ। প্রষ্টেটাইটিস (পূয সঞ্চয়ের পর)। কুরণ্ড (হাইড্রোসিল)। গাঢ় পীতবর্ণ স্রাব বিশিষ্ট পুরাতন প্রমেহ। অণ্ডের অতিশয় কণ্ডুয়ন ও উহাতে অতিশয় ঘর্ম্ম। কামভাবের প্রাবল্য বশতঃ সর্ব্বদা কামচিন্তা ও তৎসহ রাত্রে নিদ্রিতাবস্থায় শুক্র স্রাব। ধ্বজভঙ্গ। রতিক্রিয়ার পর অত্যন্ত দুর্ব্বলতানুভব।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতুকালে অতিশয় দুর্গন্ধি পাদ-ঘর্ম্ম কোষ্ঠ, কাঠিন্য ও সর্ব্বাঙ্গের বরফের ন্যায় শীতলতা। এই ঔষধের প্রকৃতি বিশিষ্ট স্রাব সংযুক্ত শ্বেতপ্রদর। শীতল জলে দাড়াইয়া থাকার দরুণ অতিরজঃ। ভগোষ্ঠের স্ফোটক ও উহা নালী ঘায়ে পরিণত হইবার সম্ভাবনা। বাহ্য-স্ত্রী-অঙ্গের কণ্ডুয়ন ও জ্বালা। শীঘ্র শীঘ্র প্রত্যাবৃত্ত স্বল্প ঋতু ; কদাচিৎ প্রভূত ঋতু। প্রভূত জ্বালাকর শ্বেতপ্রদর। ঋতুদ্বয়ের অন্তর্ব্বর্ত্তী সময়ে রক্তের ন্যায় স্রাব ; যোনিতে কোমল অর্ব্বুদ serous cysts) বন্ধ্যাত্ব। ভগাধরে স্ফোটক, উহা নালীঘায়ে পরিণত হইবার আশঙ্কা। কামভাবের অত্যন্ত আধিক্য, কামোন্মাদ)।

স্তন।—স্তন-প্রদাহ। স্তনের স্ফীততা, কাঠিন্য ও অত্যন্ত বেদনা। বিবর্দ্ধিত পূযস্রাবের হ্রাস জন্মাইবার নিমিত্ত প্রারম্ভাবস্থায় কালী-মিউর ও তৎসহ এই ঔষধ ব্যবহার্য্য; গাঢ় পীতবর্ণ পূযস্রাব স্তনের নালীক্ষত; স্তনের গ্রন্থির কঠিনতা ও উহাতে পূয জন্মিবার আশঙ্কা. স্তনের বোঁটায় ক্ষত বা উহার বিদারণ। গর্ভাবস্থায় হাঁটিতে কষ্ট।

শ্বাস-যন্ত্র—প্রভূত, গাঢ় পীত বা সবুজাভ হরিদ্রাবর্ণ শ্লেষ্মা ও জ্বর সংযুক্ত শ্বাস যন্ত্রের রোগ; অতিশয় দুর্ব্বলতা ও নৈশ ঘর্ম্ম (ক্যাল্ক-ফস ন্যাট-মিউর); উল্লিখিত লক্ষণ বিশিষ্ট শ্লেষ্মাস্রাবী পয়কাস; ফুসফুসের ব্রণশোথ (পূযস্রাবের সহায়তা ও ঘা শুকাইবার নিমিত্ত); নিউমোনিয়ার পূযসঞ্চয়াবস্থায়; ব্রঙ্কাইটিস ইত্যাদি; প্রভূত, হরিদ্রাবর্ণ তরল শ্লেষ্মা; বুকে ঘড় ঘড়ি; পুরাতন ব্রঙ্কাইটিস ও যক্ষ্মা; স্বরভঙ্গ; শীর্ণ শিশুদের কাসি ও তৎসহ নৈশঘর্ম্ম। স্বরযন্ত্র কণ্ডূয়িত হইয়া কাসের উদ্রেক। মনে হয় জিহ্বায় একটী চুল আছে; শীতল পানীয়ে ও শয়নে কাসের বৃদ্ধি; পূযেরন্যায় প্রভূত, গাঢ় নিষ্ঠীবন, তৎসহ দুর্ব্বলতা ও বুকের অভ্যন্তরে গভীরতম প্রদেশে বেদনা। যক্ষ্মাজনিত ফুসফুসের অভ্যন্তরে স্ফোটক। গলক্ষত ও কাস তৎসহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুর্গন্ধি নিষ্ঠীবন পরিত্যক্ত হয়।

রক্ত সঞ্চালন যন্ত্র।—প্রবল সঞ্চালনের পর হৃৎপিণ্ডের দপদপানি। পুরাতন হৃদ্রোগ।

পৃষ্ঠ এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।—উপেক্ষিত ক্ষত বা কাটা ক্ষতে পূয জন্মিবার সম্ভাবনা। হস্ত-পদের গভীর ক্ষত হইতে গাঢ় পীতবর্ণ স্রাব নিঃসরণ। উরু-সন্ধির রোগে পূযস্রাব নিবারণার্থ। আঙ্গুলহাড়ায় (৩দ ক্রম) সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ। কার্ব্বঙ্কল। নালী ঘা সংযুক্ত অস্থি-ক্ষত; নালী-ঘা হইতে অস্থির টুকড়া নিঃসৃত হইলে ক্যাল্ক-ফ্লোর সহিত পর্য্যায়ক্রমে ইহা প্রয়োগ করিবে; মেরুদণ্ডের বক্রতা, রেকাইট-

টিস্ ও মেরুদণ্ডের উপদাহ (spinal irritation); ঘোড়ায় চড়িলে কোকিলচঞ্চু অস্থিতে বেদনা; মেরুদণ্ডের উপর কার্ব্বঙ্কল; সোয়াস্ এবসেস্; স্পাইনা বাইফিডা; পটস্ ডিজিজ। ঘায়ে মাংসাঙ্কুরের উৎপত্তি; পুরাতন সন্ধি-প্রদাহ; বেদনা, বিশেষতঃ জঙ্ঘাস্থির; এই বেদনা চাপদিলে বাড়ে না; কুণি; দুর্গন্ধি পাদ-ঘর্ম্ম; এইঘর্ম্ম বিলোপের ফলে অপর কঠিন রোগের উৎপত্তি; দুর্গন্ধি কক্ষঘর্ম্ম; নখের স্থূলত্ব ও ভঙ্গুরতা; মেরুদণ্ডে আঘাত প্রাপ্তির ফলে উৎপন্ন স্নায়বীয় রোগ; লিখিবার কালে হস্তের অধিকক্ষণস্থায়ী আক্ষেপ (Tonic spasm); হস্ত এবং বাহুর গুরুত্ব ও পক্ষাঘাতিতবৎ অনুভব; স্কন্ধ এবং বাহুর বেদনা রাত্রিতে আবৃত করিয়া রাখিলে উপশমিত হয়; হস্ত ও পদের পক্ষাঘাতের ন্যায় গুরুত্ব ও অবশতা; (বিচরণকালে) হাঁটু ভাঙ্গিয়া পড়ে; দীর্ঘ রাস্তা চলিবার সময় পদ এবং পদাঙ্গুলীর অধিকক্ষণস্থায়ী আক্ষেপ; পৃষ্ঠে ঠাণ্ডা বাতাস লাগিবার ফলে উৎপন্ন রোগ।

**স্নায়ুমণ্ডল**।—দুর্দ্দম্য স্নায়ুশূলের রাত্রিতে উপস্থিতি। এই বেদনা উত্তাপ বা ঠাণ্ডা কিছুতেই কমে না। রাত্রিতে বা যৎসামান্য উত্তেজনায় মৃগী এবং আক্ষেপের (স্প্যাজম) উপস্থিতি; solar plexus হইতে সরসরানি আরম্ভ হয়। রোগের অতিশয় দুর্দ্দমনীয়তা (ম্যাগ-ফস, ক্যাল্ক ফস, কালী-মিউর)। শরীরের নানা স্থানে বেদনা। মেরুদণ্ডের উপদাহ ও স্পর্শ-দ্বেষ। দুর্দ্দম্য হিষ্টিরিয়া ও স্নায়ুশূল। রোগাক্রান্ত স্থানের শীতলতা ও ঠাণ্ডায় অসহ্যতা। দুর্ব্বলতার জন্য সর্ব্বদা শুইয়া থাকিবার প্রবৃত্তি। হস্ত-পদের কম্পন সংযুক্ত পেশীর অবশতা। সামান্য উত্তেজনায় আক্ষেপের উৎপত্তি। দুর্ব্বলতা সহ কোন কোন

স্থানের বা যন্ত্রের অস্বাভাবিক উত্তেজনা। মলদ্বারাদির মুখরোধক-পেশীর আক্ষেপিক অবরোধ ( spasmodic closure of the sphincters ).

**ত্বক** :—ত্বকের যে কোনও প্রকার প্রদাহ বা ক্ষতে পীতবর্ণ স্রাব লক্ষণে ইহা ব্যবহার্য্য। ত্বকের ক্ষত বিলম্বে শুকায় ও সহজে উহাতে পূযোৎপন্ন হয়। শরীরের যে কোন স্থানেই স্ফোটক জন্মিবার সম্ভাবনা, বিশেষতঃ বসন্তকালে। কার্ব্বঙ্কল, স্ফোটক, ক্ষত, আঙ্গুলহাড়া ইত্যাদি, কুষ্ঠ। একজিমা। শিশুদের শিরোদক্র হইতে দুর্গন্ধি স্রাব নিঃসরণ। বয়োব্রণ। অত্যন্ত বেদনা পূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুস্কুড়ি।

সন্ধির বার্সার (bursa) বিবর্দ্ধন। বসন্ত রোগে পূযোৎপত্তিকালে। গ্রন্থির ( gland ) স্ফীততা। টিকার বীজের দোষে উৎপন্ন চর্ম্মরোগ ( থুজাও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কুষ্ঠে পূযোৎপত্তি হইলে এবং স্থানে স্থানে ফুলিয়া শক্ত হইয়া উঠিলে ; ত্বকের তাম্রের ন্যায় বর্ণ জন্মিলে এবং নাসারন্ধ্রে ক্ষত উৎপন্ন হইলে। শরীরে কোথাও শল্যাদি বিদ্ধ হইলে ( কাঁটা ইত্যাদি ) এই ঔষধ সেবনে তাহা বাহির হইয়া থাকে।

**জ্বর**।—যক্ষ্মা রোগে অতিশয় দুর্ব্বলতা এবং নৈশঘর্ম্ম সংযুক্ত জ্বর। শিশুদিগের মস্তকে ঘর্ম্ম। পদতলে অতিশয় জ্বালা সংযুক্ত বিলেপী জ্বর। পদদ্বয়ে দুর্গন্ধময় ঘর্ম্ম সংযুক্ত জ্বর। সারাদিন ও নড়িলে চড়িলে শীত শীত অনুভব। শারীরিক উত্তাপের অভাব। সায়াহ্নে তাপের বৃদ্ধি ও পায় জ্বালা। পূযসঞ্চয় বা পূযস্রাবকালীন নৈশ-ঘর্ম্ম।

**নিদ্রা**।—বৃদ্ধদিগের যক্ষ্মার রাত্রিকালে নিদ্রাহীনতা। নিদ্রাকালে হস্ত-পদের উৎক্ষেপণ, দ্রুত নাড়ী ও উচ্চগাত্রোত্তাপ সহ হৃৎপিণ্ডের দপ

দপানি। ঘুমের মধ্যে কথা বলা। কু-স্বপ্ন দর্শন। মস্তকে রক্তসঞ্চয় জন্য অনিদ্রা।

মন্তব্য।—ক্ষতাদি হইতে গাঢ় পীতবর্ণ পূযস্রাব। শ্লেষ্মার গাঢ়তা ও পীতবর্ণ। খোলাবাতাস, শীতল বাতাস, শীতকাল, পাদঘর্ম্মের বিলোপ বা পদের শীতলতায় বৃদ্ধি। শিরঃপীড়ায় মাথায় কাপড় জড়াইয়া বাঁধিলে সেই উষ্ণতায় শিরঃপীড়ার শান্তি জন্মে। উদর বেদনা, কাসি, ও বাতের বেদনা উষ্ণতায় উপশমিত হইয়া থাকে। ঠাণ্ডালাগিলে রোগীর যাবতীয় লক্ষণেরই বৃদ্ধি এই ঔষধের বিশেষ লক্ষণ।

রাত্রিতে এবং পূর্ণিমার প্রাক্কালে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি; উত্তাপে উষ্ণগৃহে এবং গ্রীষ্মকালে এই ঔষধের লক্ষণ সমূহের উপশম বা তিরোভাব।

ক্রম।—সুসলার এই ঔষধের ৬X ও ১২X ক্রম ব্যবহারের বিধি দেন। কিন্তু ৩০X ও ২০০X দ্বারা অতি আশ্চর্য্য ফল পাওয়া গিয়াছে। হোমিওপ্যাথি মতে এই ঔষধের ৩০, ২০০, ১০০০ এবং সি, এম ( লক্ষ ) শক্তি দ্বারা অতি উৎকৃষ্ট ফল লাভ লইয়া থাকে। কার্ব্বঙ্কল, ক্ষত, জরায়ুর ক্ষত, স্ফোটক ও নাসাক্ষত প্রভৃতিতে ইহার বাহ্য প্রয়োগও হইয়া থাকে। এই সব স্থলে নিম্নক্রমের বিচূর্ণ ক্ষতের উপর ছড়াইয়া দিতে হয়। স্ক্রফিউলা জনিত গ্রন্থির স্ফীততায় ( পূযোৎপত্তি না হইয়া থাকিলে ) অধিক মাত্রায় ও পুনঃ পুনঃ প্রয়োজিত হইয়া থাকে। কিন্তু পূযোৎপত্তি হইয়া থাকিলে বা উহার সম্ভাবনায় ত্রিংশক্রম ( ৩০ ) দিনে একবার অথবা ১ দিন পর ১ দিন ১ বার করিয়া ব্যবহার্য্য। অনতি তরুণ রোগে প্রত্যহ প্রাতে ও বৈকালে অথবা ২।৩ ঘণ্টান্তরও প্রয়োজিত হইয়া থাকে।

সম্বন্ধ।—পূযোৎপত্তি হইয়া থাকিলে ক্যাল্ক-সলফের সহিত ইহার প্রভেদ বিচার হইয়া থাকে। সিলিশিয়া পূযস্রাব বৰ্দ্ধিত করে। এজন্য স্ফোটকাদি পাকাইবার বা ফাটাবার জন্য ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ক্যাল্কেরিয়া-সলফ পূযস্রাব হ্রাস করে) এজন্য স্ফোটকাদি শীঘ্র না শুকাইলে ঐ পূয হ্রাস করিবার নিমিত্ত ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। নালী ক্ষতে সিলিশিয়া ব্যবহারে (২০০ বা তদূর্দ্ধ ক্রমবায়া) আশানুরূপ ফল না পাইলে, তৎপর, বিশেষতঃ সরু ছিদ্রের ন্যায় মুখদ্বারা পূয নিঃসৃত হইলে ক্যাল্ক-সলফ ৩× বা ৬× ব্যবস্থা করিবে। ইহাতে ক্ষত শীঘ্র শীঘ্র শুকাইয়া নূতন মাংসাঙ্কুর উৎপন্ন হইয়া থাকে। অবিশুদ্ধ বীজ দ্বারা টীকা দেওয়ার কুফলে সিলি ও থুজাদ্বারা আশানুরূপ ফল না পাইলে কালী-মিউর ব্যবহার্য্য। শিরঃপীড়ায় স্পাইজিলিয়া, পেরিস, পিক্রিক এসিড, ককিউলাস, জেলস ও সাঙ্গুইনেরিয়ার সহিত সিলির তুলনা হয়। নেত্রনালী রোগে নেট্রাম মিউর ও পেট্রোলিয়মের সহিত। আঙ্গুল হাড়া ও কুণী রোগে সিলি বিফল হইলে ইহার পর অনেক সময় গ্রাফাইটীস দ্বারা উৎকৃষ্ট ফল দর্শে। অস্থির ক্ষতে ( caries ) এবং অস্থিবেষ্টপ্রদাহে ( পেরিঅষ্টাইটিস্ ) এসাফিটিডা, গ্রাফ, কোনায়াম এবং প্লাটিনা-মিউরের সহিত তুলনীয়। ক্ষয় বা শীর্ণতা ( tabes ) রোগে এলুমিনা, ও রুটার সহিত তুলনা করুন। যে সকল তরুণ রোগে পলসেটিলায় উপকার হয়, সেই সকল রোগ পুরাতন হইলে সিলিতে উপকার দর্শে ( Silicea is a chronic Pulsatilla ) বালুময় ভূমিতেই পলসেটিলা উৎপন্ন হইয়া থাকে। সম্ভবতঃ পলসেটিলার ভিতর সিলিশিয়া আছে। অস্থির রোগে ইহার লক্ষণ অনেকটা মারকিউরিয়াসের ন্যায়। কিন্তু মার্কের পর ইহা কখনও ব্যবস্থা করিবেনা।

কেননা, তাহাতে রোগারোগ্যে ব্যাঘাত ঘটে ( রোগ অত্যন্ত জটিল হইয়া পড়ে )।

ইকুইসিটমের ভিতর সিলি আছে। সম্ভবতঃ এই জন্যই মূত্র রোগে ইকুইসিটমে ফলদর্শে। কতিপয় ঝরণার জলে সিলিশিয়া পাওয়া যায়। মূত্রযন্ত্রের রোগে ঐ সকল জল ব্যবহৃত ও উপকারী হইয়া থাকে। খুব সম্ভবতঃ উহার ভিতরকার সিলিশিয়ার দরুণই এই সুফল দর্শিয়া থাকে। নখের চতুর্দ্দিকের ক্ষতে সোরিণম অমূল্য ঔষধ।

ফ্লোরিক-এসিড, পিক্রিক এসিড, হাইপারিকম, রুটা ও মার্ক ইহার সমগুণ ঔষধ।

# দ্বিতীয় অধ্যায়।

## চিকিৎসা-প্রকরণ।

### Abscess—এবসেস—স্ফোটক

**কারণ।**—কোন কারণ বশতঃ রক্ত ও রক্তস্থ সিরঃমে ( রক্তের জলবৎ পাতলা অংশ ; মস্তু ) সুস্থাবস্থায় যে পরিমাণ ইন্-অরগ্যানিক সল্ট থাকে, তাহার নুন্যতা ঘটিলে উক্ত রক্ত বা সিরঃমস্থিত অরগ্যানিক পদার্থ সমূহ ( যাহার সহিত এই ইন-অরগ্যানিক সল্টের রাসানিক সম্বন্ধ আছে ) শরীর পোষণ ও নির্ম্মাণের পক্ষে অকার্য্যকরী হইয়া উঠে এবং শরীর হইতে বাহির হইতে চেষ্টা করে। এই অকার্য্যকরী দূষিত পদার্থ শরীরের অভ্যন্তরে কোনস্থানে সঞ্চিত হইলে উহাকে স্ফোটক কহে। তরুণ ও পুরাতন ভেদে স্ফোটক দুই প্রকার।

**লক্ষণ।**—তরুণ স্ফোটকের প্রারম্ভে রোগাক্রান্ত স্থানে ব্যথা ও উত্তপ্ততা জন্মিয়া পরে স্ফীততা জন্মে। স্ফোটক উৎকট আকারের হইলে উহার সহিত অল্পাধিক জ্বরও বিদ্যমান থাকিতে পারে। এই প্রাদাহিক অবস্থা হ্রাস প্রাপ্ত হইবার পর পূযজনক ( সাপুরেটিভ ষ্টেজ ) অবস্থা আরম্ভ হয়। পূযোৎপত্তি হইতে সুরু হইলেই বেদনা পূর্ব্বাপেক্ষা হ্রাস প্রাপ্ত হয় ও পূয সঞ্চয়ের পরিচয় স্বরূপ স্ফীততা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই অবস্থায় তীব্র বেদনার পরিবর্ত্তে এক প্রকার মৃদু দপ্ দপে ব্যথা থাকে। তরুণ ও পুরাতন স্ফোটকে পার্থক্য এই যে, পুরাতন স্ফোটকের প্রারম্ভাবস্থায় তরুণ স্ফোটকের ন্যায় প্রাদাহিক অবস্থা ( বেদনাদি ) বিদ্যমান থাকে না। পুরাতন স্ফোটক অতিশয় আস্তে আস্তে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এজন্য ইহার

সূচনার কিছুই বুঝা যায় না। এরূপ স্ফোটকে পূয সঞ্চিত হইবার পর কখন কখন কম্প দিয়া জ্বর অথবা পূয জনিত হেক্টিক ফিভার হইয়া থাকে। পুরাতন স্ফোটক সাধারণতঃ শরীরের কোন যন্ত্র, যথা—মস্তিষ্ক, যকৃৎ ইত্যাদি অথবা কোনও পেশী, যথা ইলিয়াক বা সোয়াস্ পেশী অবলম্বন করিয়া উৎপন্ন হইয়া থাকে।

( চিকিৎসা )

**ফিরম্-ফস** ১২x।—স্ফোটক, কার্ব্বঙ্কল প্রভৃতির প্রারম্ভ বা প্রদাহিক অবস্থায় জ্বর এবং বেদনার উপশমার্থ ইহা ব্যবহৃত হয়। রোগ প্রবর্দ্ধিত না হইতেই কালী-মিউরের সহিত পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করিলে পূযোৎপত্তির সম্ভাবনা থাকেনা। সাধারণতঃ এই ঔষধের ১২x ব্যবহার্য্য। রক্তস্রাবে নিম্নক্রম ( ৩x ) অধিকতর ফলপ্রদ।

**কালী-মিউর** ৩x।—স্ফোটকাদির দ্বিতীয় অবস্থায় যখন বেদনা থাকেনা, কেবল মাত্র স্ফীততা অবশিষ্ট থাকে, তখন ইহা সুপ্রযোজ্য। ৩x ক্রম আভ্যন্তরিক এবং ৩x ক্রমের বিচূর্ণ কিঞ্চিৎ জলের সহিত মিশাইয়া উহাতে নেকড়া খণ্ড ভিজাইয়া স্থানিক প্রয়োগও বিশেষ ফলপ্রদ। স্তন-স্ফোটকে অতিশয় স্ফীততা থাকিলে ও পূয সঞ্চিত না হইয়া থাকিলে ইহা সুব্যবস্থেয়।

**সিলিশিয়া** ৩০x।—কালী-মিউর ব্যবহারের পর যদি পূয জন্মিতে থাকে, তবে ইহা ব্যবহার করিলে শীঘ্র শীঘ্র স্ফোটক পাকিয়া উঠে ও আপনা আপনি ফাটিয়া যায়। স্ফোটকাদি ফাটিয়া যাইবার পরে ও ইহা আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক প্রযোজ্য। স্ফোটক ফাটাইবার উদ্দেশ্যে ঔষধ সেবনের সঙ্গে সঙ্গে এই ঔষধের লোশনে নেকড়া খণ্ড ভিজাইয়া স্ফোটকের উপর দিয়া রাখিবে। ফাটিয়া গেলে ইহার বিচূর্ণ ক্ষতের উপর ছড়াইয়া দিতে হয়।

**ক্যাল্ক-সলফ** ৩x।—সিলিশিয়া ব্যবহারের পর ক্ষত শুকাইতে বিলম্ব হইলে ও তখন ও স্রাব ক্ষরিত হইতে থাকিলে ইহা ব্যবহার্য্য। সিলিশিয়া পুযোৎপন্ন করে ক্যাল্ক সল্ফ পূযস্রাব হ্রাস করে; উভয়ের মধ্যে ইহাই প্রভেদ। আঙ্গুলহাড়া, স্তন-স্ফোটক প্রভৃতিতে ইহার প্রয়োজন। সরু ছিদ্র দিয়া পূয নির্গত হইতে থাকিলে ইহা প্রযোজ্য। মলদ্বারের নিকটবর্ত্তী বেদনাজনক স্ফোটকে ইহা অতিশয় উপযোগী। হিপার-সল অপেক্ষা ইহার ক্রিয়া অধিকতর গভীর মূল্য।

**ক্যাল্ক-ফ্লোর** ৬x —ক্ষত অস্থি আক্রমণ করিলে বা হাড়ে দাগ লাগিলে। কঠিন-প্রান্ত বিশিষ্ট ঘা; অস্থির নাশ। কোনও অস্থি আক্রান্ত হইয়া তলপেটে স্ফোটক জন্মিলে ইহা অমূল্য ঔষধ।

**ন্যাট-সল** ৩x।—দীর্ঘকালস্থায়ী নালীক্ষত, বিশেষতঃ নিম্নাঙ্গের। নীলাভ-মলিন প্রান্ত বিশিষ্ট ক্ষত হইতে জলবৎ পূযস্রাব। পুরাতন নালী ক্ষতে মুখ শুকাইয়া গেলে ৩x ক্রম ব্যবহার্য্য। ইহাতে শীঘ্র শীঘ্র রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

**কালী-ফস** ৩x ৬x।—অতিশয় দুর্গন্ধি স্রাব বিশিষ্ট ক্ষত। ক্ষত হইতে পচা, রক্তাক্ত পূয নিঃসরণ। কার্ব্বঙ্কল ও আঙ্গুল হাড়ায়, বিশেষতঃ স্রাবে অত্যন্ত দুর্গন্ধ থাকিলে ইহা ব্যবহার্য্য।

**মন্তব্য**।—লক্ষণ দৃষ্টে প্রযোজ্য ঔষধ আভ্যন্তরিক সেবনের সঙ্গে কিছু গরম জল বা ভেসিলিনের সহিত মিশাইয়া স্থানিক প্রয়োগও কর্ত্তব্য। গরম জলের সহিত ব্যবহারই শ্রেষ্ঠ। স্ফোটক পাকিবার মত হইয়া উঠিলে একখানি নেকড়া গরমজলে ভিজাইয়া উহাতে সিলিশিয়া চূর্ণ ছড়াইয়া স্থানিক প্রয়োগ করিলে শীঘ্র শীঘ্র ফাটিয়া যায়। ক্ষত ঘায়ে ৩x ক্রমের সিলিশিয়া বিচূর্ণ ছড়াইয়া দিলে শীঘ্র শীঘ্র ঘা শুকাইয়া থাকে।

## চিকিৎসিত রোগী।

(১) ১৬ বৎসর বয়স্কা জনৈক রোগিণীর বাম কর্ণের মধ্যভাগে ভয়ঙ্কর বেদনা ও প্রদাহের লক্ষণ বিদ্যমান দেখা যায়। ক্যাল্ক-সল্ফ পূযোৎপত্তির প্রতিষেধক ঔষধ অর্থাৎ পূযোৎপত্তির পূর্ব্বে ইহা ব্যবহার করিলে আর পূয উৎপন্ন হইতে পারেনা ইহা স্মরণ করিয়া ইহার উপকারিতা প্রত্যক্ষ করিবার জন্য এই ঔষধের ৩× ক্রমের ২ পুরিয়া মাত্র ( ১ দিনের জন্য ) দেওয়া হয়। দ্বিতীয় দিন জানা যায়, রোগিণীর সকল উপদ্রবেরই শান্তি হইয়াছে। ইহার পর তাহার আর কোন লক্ষণ উপস্থিত হয় নাই ও আর ঔষধও সেবন করিতে হয় নাই। ( এখানে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে ক্যাল্ক-সলফ অতিরিক্ত পূযস্রাব হ্রাস করিবারও প্রধান ঔষধ )।

(২) জনৈক যুবক ১ বৎসর ধরিয়া সায়েটিকা (গৃধ্রসী, কটিবাত) রোগে ভুগিতেছিল। এজন্য এলোপ্যাথিকমতে মধ্যে মধ্যে মর্ফিয়া ইঞ্জেকসন করা হইত। ফলে, রোগাক্রান্ত স্থানে ১টী স্ফোটকের উৎপত্তি হয়। ইহা হইতে প্রচুর পূযস্রাব হইত ও সহজে ঘা শুষ্ক হয় নাই। অবশেষে যখন ঘা শুষ্ক হইবার মত বুঝা গেল ও রোগী ক্রমশঃ ভাল বোধ করিতে লাগিল, তখন তাহার সর্দ্দি লাগে। এখন স্ফোটক হইতে পূর্ব্বাপেক্ষা আরও অধিক পরিমাণ স্রাব নিঃসৃত হইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া রোগীর মাতা অত্যন্ত চিন্তিতা হইয়া পড়িলেন, যেহেতু রোগী এই সময় বড়ই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল ও তাহার কিছু মাত্র ক্ষুধা হইতনা। তাহার ভাল ঘুম হইতনা ও প্রতিনিয়ত পিপাসা ছিল। এই রোগীকে প্রত্যহ প্রাতে খালি পেটে ১ মাত্রা করিয়া সিলিশিয়া দেওয়া হয়। ১ সপ্তাহ পর দেখা গেল পূযস্রাব এত হ্রাস হইয়াছে যে একেবারে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পিপাসা একেবারে নিবারিত ও ক্ষুধার পুনঃ উদ্রেক হইয়াছে। এখন রীতিমত সুনিদ্রা হয় ও তাহার যে

কম্পনশীল শীত শীত বোধ হইত, তাহাও একেবারে বিদূরীত হইয়াছে। এ ক্ষেত্রে সিলিষিয়ায় পূষস্রাব হ্রাস করিবার ক্ষমতা বিলক্ষণ প্রমাণিত হইয়াছে

(৩) ১৬ বৎসর বয়স্কা জনৈক রমণী কয়েকমাস ধরিয়া দক্ষিণ পায়ের রোগে ভুগিতেছিলেন। যে সকল চিকিৎসক তাঁহার চিকিৎসা করিতেছিলেন, তাঁহারা প্রকাশ করেন যে পা-খানি একেবারে কাটিয়া ফেলিতে হইবে। পায়ের স্ফীততা অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছিল, স্রাবেরও অত্যন্ত আধিক্য ছিল, হাঁটুর নিকট পা-খানি বক্র হইয়া সমকোণের (right angle) আকার ধারণ করিয়াছিল। ইহা একটু মাত্রও সিধা করিতে পারা যাইতনা। এলোপ্যাথিক মতে যে সকল আভ্যন্তরিক ও বাহ্য ঔষধ প্রদান করা হইত তাহা বন্ধ করিয়া দিনে ১ মাত্রা করিয়া সিলিশিয়া ৩০ প্রয়োগ করা হয়। ৩ মাস পর রোগিণী সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া কোন প্রকার আশ্রয় ব্যতীত হাঁটিতে হাঁটিতে চিকিৎসকের নিকট আসিয়া উপস্থিত হন।

(৪) জনৈক রোগীর কর্ণ হইতে পূষস্রাব হইত। অনেক দিন যাবৎ ইহার নানা প্রকার চিকিৎসা করান হয়, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নাই। রোগীর কর্ণে দিন রাত বেদনা ছিল। সিলিশিয়া ৩০ × সেবনে সে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করে।

(৫) একজন পোষাক নির্ম্মাতার হাতে আঙ্গুলহাড়া (Felon) হয়। ফিরম-ফস ১২× ক্রম ৩ ঘণ্টা অন্তর জলের সহিত মিশাইয়া খাইতে দেওয়া যায়; ইহাতে রোগীর বিষ বেদনার অতি সত্বর উপশম জন্মে; রোগী দৃঢ়তার সহিত বার বার এই ঔষধ সেবন করিতে থাকেন; ইহাতে ৩ দিন পর পুনরায় ঐ রোগের প্রত্যাবৃত্তি ঘটে ও রোগলক্ষণ সকল প্রবলতররূপে দেখা দেয়; এইক্ষণ বেদনা অত্যধিকরূপে বর্দ্ধিত ও কঠিন স্ফীততা পরিলক্ষিত হয়; ইহা দেখিয়া কালী-মিউর ১২× দেওয়ায় স্থায়ী ও দ্রুত আরোগ্য জন্মে।

( ৬ ) একব্যক্তির ঠাণ্ডালাগার ফলে উপরের কর্ত্তনদন্তের পশ্চাদ্ভাগে একটী স্ফোটকের উৎপত্তি হয়। ফির-ফস ১২× ব্যবস্থা করা যায়। ইহাতে বেদনার অনেকটা উপশম জন্মে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও বুঝাগেল ফোড়াটী নিশ্চয়ই পাকিবে। স্ফীততা ও বেদনা পুনরায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। মাড়ির স্ফোটকের ( gum boil ) ক্যাল্ক-সলফ ৩× সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ ইহা মনে পড়ায় দিনে ৩।৪ বার করিয়া ( ৫ গ্রেণ মাত্রায় ) এই ঔষধ দেওয়া হয়। অনতিবিলম্বেই ইহার উৎকৃষ্ট ফল প্রত্যক্ষ হয়। কয়েক মাত্রা ঔষধ ব্যবহারের পরই স্ফীততা ও বেদনা কমিয়া স্ফোটকটী বিলীন হইয়া যায়।

( ৭ ) জনৈক রমণীর হাঁটুর নিম্নভাগ ফুলিয়া যায়। জনৈক ডাক্তার কয়েক মাস পর্য্যন্ত পোল্টিশ ব্যবহার করিয়া পরে অস্ত্র করেন। কিন্তু অস্ত্রকরার পর কোনপ্রকার স্রাব নির্গত হয় না। রোগিণী হাঁটিতে অসমর্থ ছিলেন। ইহার পর রোগাক্রান্ত স্থান আইওডিন দ্বারা পেইণ্ট করা যায়। ইহাতেও কোন ফল না হওয়ায় উক্ত স্ফীত স্থান কাষ্ঠা ব্যাণ্ডেজ করিয়া উহার উপর দিনে ৩ বার করিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত শীতল জলের ধারার ব্যবস্থা করা হয়। ব্যাণ্ডেজ খুলিবার পর কোন কোন স্থান নীলাভ দৃষ্ট হয়। এখন এই রোগাক্রান্ত স্থান খুব শক্ত ও শীতল বোধ হয়। দেখিলে মনে হইত যেন শীঘ্রই ফাটিয়া যাইবে।

এই অবস্থায় রোগাক্রান্ত স্থানে উষ্ণসেক প্রদান ও কালী-মিউর ৩× সেবনের ও বাহ্য প্রয়োগের ও ব্যবস্থা করা হয়। ৩ সপ্তাহ কাল মধ্যেই রোগিণী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করেন।

( ৮ ) এক বালিকার দন্তের ক্ষত ( ulcerated tooth ) ও তৎসহ দন্তমূলে স্ফোটক উৎপন্ন হয়। বহু প্রকার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রয়োগ করা সত্ত্বেও বহুদিনেও স্ফোটকটী আরোগ্য না হওয়ায়

বাইওকেমিক ঔষধ ব্যবহার করিয়া দেখিবার ইচ্ছা হয়। ১২৫ ট্যাবলেট পূর্ণ ক্যাল্ক সলফ ৩× এর একটী শিশি (প্রায় ১২ দিনের উপযোগী ঔষধ) তাহাকে দেওয়া হয়। ঔষধ খাইতে মিষ্ট, এবং রোগীও বালিকা, সুতরাং তিন দিনেই সে উহা শেষ করিয়া ফেলে। ফলে, এই তিন দিনের মধ্যেই তাহার রোগেরও শেষ হয়।

(৯) জনৈক ভদ্রলোকের হস্তাঙ্গুলীর প্রদাহ জন্মে। উহা ফুলিয়া উঠে, পাকে ও অত্যন্ত বেদনা জন্মে। এজন্য পোল্টিস, মর্ফিয়া ইঞ্জেকশন ও অস্ত্রোপচার করা হয়। ইহাতেও কোন ফল না হওয়ায়, অঙ্গুলীর হাড়টী তুলিয়া ফেলিবার জন্য সহরে আনা হয়। কিন্তু যে ডাক্তার দ্বারা হাড় তুলিয়া ফেলিতে হইবে মনে করিয়া আসিয়াছিলেন, তিনি তখন সহরে না থাকায়, বাইওকেমিকমতে উহার কোন প্রতিকার হইতে পারে কিনা, জানিবার জন্য উপদেশ চাহেন। যদিও রোগীর ভিতর দিককার পেশী গুলি (flexor muscles) সম্পূর্ণ রূপে খাইয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, তথাপি তাহাকে বলা হয় যে হাড় ফেলিতে হইবেনা। এই রোগীকে ইউকালিপ্টস্ স্থানিক ইনজেকসন করা হয় ও সিলিশিয়া ৩× প্রতি ৩ ঘণ্টান্তর আভ্যন্তরিক সেবনের ব্যবস্থা দেওয়া যায়। প্রত্যহ ইউক্যালিপ্টাস্ দ্বারা ঘা পরিষ্কার করিয়া বান্ধা হইত। চারি সপ্তাহে ঘা সম্পূর্ণ শুকাইয়া যায়। সঙ্কোচনী পেশীগুলি পূর্ব্বেই নষ্ট হইয়া যওয়ায় রোগী হাত মুষ্টিবদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিল না বটে, কিন্তু এই ঔষধের আরোগ্যকর শক্তি দেখিয়া সকলেই চমৎকৃত হইয়া ছিলেন।

(১০) ঢাকার জনৈক প্রফেসারের পুংজননেন্দ্রিয়ের এক পার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র স্ফীততা জন্মে, কিন্তু তথায় কোনরূপ বেদনা ছিলনা। বেদনা না জন্মিয়া স্ফীততা ক্রমেই কিছু বর্দ্ধিত হইতে থাকে। ব্যাপার

কি, তাহা জানিবার জন্য ঢাকার তৎকালীন বিখ্যাত ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ সার্জ্জন ডাঃ জে, এন মিত্রকে ডাকা হয়। তিনি ভালরূপ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া ইহা কোল্ড এবসেস্ (cold abscess) বলিয়া মত প্রকাশ করেন এবং বলেন, সত্বর অস্ত্রোপচার করিয়া ঘা শুকাইয়া ফেলা কর্ত্তব্য। কেননা, এবসেস্টী যদি এইভাবে ক্রমেই বাড়িতে থাকে, ও শেষে মূত্র-নলী (urethra) পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়, তবে মূত্রের সংস্পর্শে আসার ফলে এই ঘা শুকান এক কঠিন ব্যাপার হইবে। তাই তিনি অতিসত্বর অস্ত্র করাইবার জন্য উপদেশ দেন। কিন্তু অস্ত্র করিলে ঘা শুকাইতে কিছু বিলম্ব হইবে, এই আশঙ্কায় সহরের জনৈক লব্ধপ্রতিষ্ঠ হোমিওপ্যাথকে ডাকান। তিনি প্রায় ৩ সপ্তাহ কাল ঔষধ দিতে থাকেন; কিন্তু কোনও ফলই হয় নাই। অগত্যা ডাঃ মিত্রকে পুনরায় আহ্বান করা হয়, তিনি আসিয়া অস্ত্রোপচার (Operation) করেন। এই ঘা শুকাইতে ৩ মাস লাগে।

ইহার ঠিক এক বৎসর পর, ঐ ভদ্রলোকের পুরুষাঙ্গের ঠিক অপর দিকে, পূর্ব্ববারের ন্যায় বেদনাহীন স্ফীততা জন্মে। ইহা দেখিয়া উক্ত ভদ্রলোক জনৈক উকীল বন্ধুর পরামর্শে ঢাকার মিটফোর্ড হাসপাতালের তদানীন্তন হাউস্ সার্জ্জন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাঃ এন, সি বোস্‌কে আহ্বান করেন। তিনি রোগীর পূর্ব্ব বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, আগামীকল্যই অপারেশন্ করিবেন বলিয়া মত প্রকাশ করেন। কিন্তু রোগীর পূর্ব্ববারের অভিজ্ঞতা হইতে (তিনি যে ৩ মাস কাল শয্যাশায়ী ছিলেন) তিনি ডাঃ বসুকে বলেন,—"আমি ২।৩ দিন হোমিওপ্যাথি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারি কি? যদি আপনার মত হয়, তবে এখনই একজন হোমিওপ্যাথ ডাকি। যদি ২।৩ দিনে হোমিওপ্যাথিক ঔষধে কোন ফল না হয়, তবে অগত্যা অপারেশন করাইতেই হইবে।" এই বলিয়া গ্রন্থকারকে আহ্বান

করিবার জন্য তৎক্ষণাৎ একজন লোক পাঠাইয়া দেন। গ্রন্থকার তথায় উপস্থিত হইলে, ডাঃ বসু গ্রন্থকারকে বলিলেন,—"আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি; আমার মনে হয় ২।১ ড্রপ পূয জন্মিয়াছে।" এই বলিয়া ডাঃ বসু গ্রন্থকারকে বলিলেন,—আপনাদের এমন ঔষধ আছে কি, যাহাতে সত্বর এই পূয শুকাইয়া যাইতে পারে?" ইহা শুনিয়া গ্রন্থকার বলিলেন —"হ্যাঁ"। তখন ডাঃ বসু গ্রন্থকারকে রোগাক্রান্ত স্থানটী পরীক্ষা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করিয়া বলিলেন,—আমি আপনাকে ২৪ ঘণ্টা সময় দিলুম, কাল ঠিক এই সময় উভয়ে আসিয়া দেখিব। যদি দেখি এই পূয কমিয়াছে, তবে ভালই; আর যদি দেখি পূয না বাড়িয়া ঠিক একই ভাবে আছে, তবে আপনাকে আরও ২৪ ঘণ্টা সময় দিব। কিন্তু আগামীকাল আসিয়া যদি দেখি, পূয বাড়িয়া গিয়াছে, তবে আগামীকল্যই অপারেশন করিব এবং এজন্য আমি প্রস্তুত হইয়াই আসিব।" ডাঃ বসুর কথার পর, রোগী (প্রফেসার ভদ্রলোক) গ্রন্থকারকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"নৃপেন্ বাবু! যদি আপনি আমাকে আরোগ্য করিয়া দিতে পারেন, ও অপারেশন করিতে না হয়, তবে আমি আপনাকে ১০০৲ টাকা পুরস্কার স্বরূপ দিব।" যাহা হউক, রোগীর যাবতীয় লক্ষণ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া মার্ক-সল ২০০ এক ডোজ তখনই (প্রাতে) খাইতে দেওয়া হয় এবং রাত্রিকার জন্য ক্যাল্ক-সলফ ৩×, ৪টী ট্যাবলেট দিয়া আসা হয়। পর দিন প্রাতে ডাঃ বসু (ডাঃ নৃপেন্ বোস) আসিবার কালে গ্রন্থকারকে তাঁহার গাড়ীতেই লইয়া আসেন। উভয়ে রোগীর সম্মুখে আসিয়া বসিলে পর ডাঃ বসু প্রফেসার বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেমন আছেন?" তিনি উত্তর করিলেন,—'আপনারা দেখিয়া বলুন।' তখন ডাঃ বসু রোগাক্রান্ত স্থান অনেকক্ষণ যাবৎ পরীক্ষা করিতে ও মৃদু মৃদু হাঁসিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া রোগীর জনৈক উকীল বন্ধু যিনি নিকটেই উপবিষ্ট

ছিলেন, তিনি ডাঃ বসুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"কি, ডাক্তার বাবু! হাঁসছেন্ কেন?" ডাক্তার বসু উত্তর করিলেন —"হ্যাঁ, হাঁস্‌বার কারণ হয়েছে ; পূয বা স্ফীততার কোন চিহ্নই আমি পাচ্ছি না।" এই বলিয়া তিনি গ্রন্থকারকে দেখিবার জন্য অনুরোধ জানাইলেন। গ্রন্থকারও পরীক্ষা করিয়া স্ফীততার কোন চিহ্নই উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। ডাঃ বসু তখন গ্রন্থকারকে বলিলেন,—আগামীকল্য ঠিক এই সময়ে উভয়ে আসিয়া আবার দেখিয়া যাইব। গ্রন্থকার ও সম্মতি জানাইলেন। আর ঔষধ দেওয়া হইবে কি না, জিজ্ঞাসা করিলে, গ্রন্থকার বলিলেন—"আর ঔষধের আবশ্যকতা নাই।" পর দিন উভয়ে গিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল যে স্ফীততার কোন চিহ্নই নাই। তখন সকলে শতমুখে হোমিওপ্যাথি এবং বাইওকেমিক ঔষধের আশ্চর্য্য ফলবত্তার কথা বলিয়া গ্রন্থকারকে অভিনন্দিত করিতে লাগিলেন। অস্ত্রোপচার করিলে আবার ২।৩ মাস শয্যাশায়ী হইয়া থাকিতে হইবে, ইহাই ছিল রোগীর একান্ত ভয়ের কারণ।

# Addision's Disease.

## ( এডিসনস্ ডিজিজ )

### ( চিকিৎসা )

নেট্রাম মিউর ৩০।— এই রোগের প্রধান ঔষধ। ভুক্তদ্রব্য সমীকরণে ব্যাঘাত ( when nutrition is greatly impaired), বৃক্ক-প্রদেশে উত্তপ্ততা ও আকর্ষণবৎ বেদনা এবং মৃদ্বৎ মুখাকৃতি ;

হস্তের পশ্চাদ্ভাগে কপিশ বর্ণের চিহ্ন (Brown spots on the back of hands); অত্যন্ত মানসিক অবসাদ সহ শারীরিক দুর্ব্বলতা; পদের কম্পন, ঝাপ্‌সা বা অপরিচ্ছন্ন দৃষ্টি, ক্ষুধার অভাব, বিবমিষা ও বমন, মাংসে বিতৃষ্ণা বা অরুচি, কোষ্ঠকাঠিন্য; নড়িতে চাড়তে বা কাজকর্ম্মে অপ্রবৃত্তি; ঘন ঘন হাঁই তোলা ও আড়া মোড়া ভাঙ্গা (stretching); হস্ত পদের শীতলতা; মানসিক অবসাদ সহ ক্রোধ প্রবণতা এবং প্রাতে শয্যা হইতে উঠিবার কালে বা হাঁটিবার চেষ্টা করিলে শিরোঘূর্ণন; এই সকল লক্ষণে এই ঔষধ সফলতার সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

# Amenorrhoea—এমেনোরিয়া।

## (Suppession of the Menses)

(নষ্টরক্ত—প্রথম রজোদর্শনে বিলম্ব, রজলোপ, রজরোধ)

এদেশীয় বালিকাদের সাধারণতঃ ১৩ বৎসর বয়সে প্রথম ঋতু প্রকাশ পায় ও ৪৩ বৎসর পর্য্যন্ত থাকে; কাহারও কাহারও যৌবনকাল উপস্থিত হইলেও ঋতু প্রকাশ পায় না। স্নায়ুমূলের দুর্ব্বলতাবশতঃ ডিম্বাশয়ের (ওভেরি) অনুত্তেজনা ইহার মুখ্য কারণ। শারীরিক দুর্ব্বলতা বা প্রাচীন রোগ, যথা যক্ষ্মা ইত্যাদি ইহার গৌণ কারণ; আকস্মিক কোনও ঘটনা, যথা হঠাৎ মনস্তাপাদি প্রাপ্ত হওয়া, ঠাণ্ডালাগা, পা ভিজিয়া শীতল হওয়া, আহারাদির অনিয়ম প্রভৃতি কারণেও অভ্যস্ত ঋতুস্রাব বন্ধ হইয়া থাকে; অনেক সময়

অপুষ্টিকর আহার্য্যাদি গ্রহণ জন্যও আস্তে আস্তে ঋতুস্রাব বন্ধ হইয়া যায় এবং গর্ভ হইয়াছে বলিয়া ভ্রম জন্মে; এরূপাবস্থায়, কারণ দূর করিলে ক্রমশঃ স্বাস্থ্যের উৎকর্ষ জন্মিয়া ঋতু পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে।

( চিকিৎসা )

**ক্যাল্ক-ফস** ৬× ।— রক্তহীনা যুবতীদিগের রাজোদর্শনে বিলম্ব হইলে; অপুষ্টিকর আহার্য্য গ্রহণ জন্য রজরোধ; ক্রমশঃ স্রাবের স্বল্পতা ঘটিয়া শেষে একেবারে বন্ধ হওয়া। পাণ্ডুবর্ণ মুখমণ্ডল।

**কালী-ফস** ৩× ।—দুর্ব্বলতা, নিরুৎসাহিতা, এবং ক্লান্তি সহকারে ঋতুস্তম্ভ বা মাসিক ঋতুস্রাবে বিলম্ব; কোন প্রকার মনস্তাপ প্রাপ্তি জন্য রজলোপ; বাসি সরিষা বাটার লেপের ন্যায় লেপাবৃত জিহ্বা; ঋতু-বিলোপের ফলে বক্ষঃ লক্ষণের প্রকাশ; সর্ব্বদা মাথায় ভার বোধ। সহজেই ক্রোধের উদ্রেক; আত্মসংযমে অপারগতা।

**কালী-মিউর** ৩× ।—রস প্রধান ধাতু; শ্বেত লেপাবৃত জিহ্বা; গ্রন্থিল যন্ত্রাদির ক্রিয়া ক্ষীণতা; সর্দ্দিলাগা বা পা ভিজিবার ফলে রজলোপ; যকৃতের ক্রিয়াক্ষীণতা।

**কালী-সলফ** ৬× ।—স্বল্প বা বিলুপ্ত রজঃ, তৎসহ উদরের পূর্ণতা ও গুরুত্ব।

**নেট্রাম-মিউর** ৩০ × ।—ঋতুর অপ্রকাশ অথবা স্বল্প ও বহু বিলম্বে বিলম্বে প্রকাশ।

**মন্তব্য**।—রজলোপ জন্য পেটে মোচড়ানবৎ বেদনা থাকিলে গরম জলের সহিত ম্যাগ-ফস ৬× ৪।৫ গ্রেণ মাত্রায় ১৫।২০ মিনিট পর পর সেবন করিলে বিশেষ ফল দর্শে; মাথাধরা থাকিলে তৎসহ ফিরম-ফস এবং কালী-ফসও ব্যবহার্য্য। স্ত্রীলোকের সর্ব্বপ্রকার রোগেই মাসিক ঋতুস্রাবের কথা চিকিৎসকের অবগত হওয়া একান্ত আবশ্যক।

## চিকিৎসিত রোগী

(১) ২০ বৎসর বয়স্কা জনৈক রমণীর রজঃবৈষম্য ছিল। কোনও মাসে রজঃস্রাব একেবারেই হইতনা, আবার কোনও মাসে নিয়মিত সময়ের দীর্ঘ কাল পর পর অতি অল্প পরিমাণ স্রাব হইত। রোগিণীর গৌরবর্ণ, স্নায়বিক প্রকৃতি, মমেরঙ্গায় বর্ণবিশিষ্ট গাত্রত্বক, খিট্ খিটে স্বভাব, সহজেই ক্লান্তি অনুভব, মাথাধরা, দিবাভাগে নিদ্রালুতা, নিম্নাঙ্গে (পদে) অল্প অল্প শোথের ভাব, শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট, স্নায়বিক অস্থিরতা, সময়ে সময়ে তাহাকে ধরিয়া রাখিবার প্রয়োজনীয়তা, নিরুৎসাহ, লোকালয়ে থাকিতে অনিচ্ছা (বিশেষতঃ পুরুষের নিকট থাকিতে) প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান ছিল। পরীক্ষায় রজলোপ ও তাণ্ডব (কোরিয়া) বলিয়া রোগ নির্দ্ধারিত হয়। আরও জানা যায় যে ১৮ বৎসর বয়ক্রম পর্য্যন্ত রোগিণীর আদৌ রজস্রাব হয় নাই; এই সময় হইতে যে স্রাব হইত তাহাও অতিশয় অল্প অল্প হইত। এই প্রকার প্রথম রজস্রাবের ২ বৎসর পূর্ব্বে মাঝে মাঝে হিষ্টিরিয়ার আবেশ হইত। এই সব লক্ষণ দৃষ্টে রোগিণীকে প্রত্যহ প্রাতে ও রাত্রিতে এক এক মাত্রা ক্যাল্ক-ফস ৬× এবং ক্যালী ফস ৩× দেওয়া হয়। সপ্তাহ কাল ঔষধ প্রয়োগের পর রোগিণীর যাবতীয় উপসর্গের উপশম লক্ষিত হয়। এইক্ষণ হইতে তাহার স্রাব নিয়মিত সময়ে ও উপযুক্ত পরিমাণে হইতে থাকে।

(২) ২৩ বৎসর বয়স্কা জনৈক বিধবা রমণীর ১৫ মাসের একটী শিশু সন্তান ছিল। শিশুটীর ১০ মাস বয়স পর্য্যন্ত মাতার ঋতু স্রাব স্বাভাবিকই ছিল। শিশুর ১৪ মাস বয়ঃক্রম কালে স্তন্য দুগ্ধ ছাড়ান হয়। এই সময় হইতেই ঋতু একেবারে বন্ধ হয়। ক্যালী সলফ ৩× ট্যাবলেট্ ২ঘণ্টা অন্তর দুইদিন মাত্র ব্যবহার করায় ঋতু প্রত্যাবৃত্ত হয় ও পূর্ব্বে ঋতুকালে যে বিষম বেদনা জন্মিত তাহাও সম্পূর্ণরূপে নিবারিত হয়।

(৩) ১৯ বৎসর বয়স্কা স্থূলকায়া পূর্ণরক্তা জনৈকা যুবতীর রজলোপ হয়। কালী-সলফ ৩×প্রতি ২ ঘণ্টান্তর ব্যবহার করায় ৩ দিবসের মধ্যেই ঋতু প্রত্যাগত হয়। (এই রোগিণী পূর্ব্বে বহু প্রকারের ঔষধ ব্যবহার করিয়াছিল; কিন্তু কিছুতেই ফল পাইয়াছিল না)।

(৪) ১৮।১৯ বৎসর বয়স্কা জনৈক যুবতীর মৃদুজ্বর ও বক্ষোলক্ষণ প্রকাশিত হয়। কাসির সঙ্গে সময় সময় রক্তও পড়িত। নৈশ ঘর্ম্ম এবং ক্রমবর্দ্ধমান শরীরক্ষয় (শীর্ণতা) বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়। ঢাকার অভিজ্ঞ এলোপ্যাথেরা রোগিণীর ক্ষয় রোগ বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন এবং তদনুযায়ী চিকিৎসাও চলে। চিকিৎসায় কোন ফল না হওয়ায়, সহরের অভিজ্ঞ কবিরাজগণও ক্ষয় রোগ সিদ্ধান্ত করিয়া চিকিৎসা করিতে থাকেন। ইহাতেও কোন ফল না হওয়ায়. শেষে কলিকাতা নিয়া তথাকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণের হস্তে চিকিৎসায় ভার অর্পণ করা হয়। রোগিণীর মল, মূত্র, রক্ত ও নিষ্ঠীবন (Sputum) পরীক্ষা করা হয়। কিন্তু নিশ্চিতরূপে রোগ সাব্যস্ত হয় না। রোগিণীর যাবতীয় লক্ষণ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া টিউবারকিউলোসিস বা ক্ষয়রোগ মনে করিয়াই চিকিৎসকগণ এই রোগিণীর চিকিৎসা করিতে থাকেন। কিন্তু কিছুতেই কোনরূপ ফল দর্শে না। অতঃপর কলিকাতার জনৈক অভিজ্ঞ কবিরাজের হস্তে চিকিৎসার ভার অর্পিত হয়। কিন্তু উহাতেও কিছুমাত্র ফল দর্শে নাই। রোগিণীর গাত্রোপ ৯৮½ হইতে ৯৯।১০০ ডিগ্রী পর্য্যন্ত একই ভাবে চলিতে থাকে এবং শরীরের শীর্ণতাও উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেই থাকে। অবশেষে কলিকাতার চিকিৎসকগণ কোনও স্বাস্থ্যকর স্থানে গমনের পরামর্শ দেন। তদনুযায়ী প্রায় ১৮ মাস কাল একখানি পিঞ্জিস নৌকায় ঢাকার লক্ষ্যা নদীতে রাখা হয়। ইহাতেও কোনরূপ উপকার লক্ষিত না হওয়ায় পুনরায় ঢাকা সহরে স্বীয় বাসায় রোগিণীকে আনা হয় এবং গ্রন্থকারকে

চিকিৎসার জন্য আহ্বান করা হয়। রোগিণীর লক্ষণ গ্রহণকালে প্রকাশ পায় যে, প্রথম রজোদর্শনের পর ৬ মাস কাল পর্য্যন্ত রজঃস্রাব বন্ধ থাকে। তৎপর একবার মাত্র রজঃস্রাব হইয়াছিল, তাহাও পরিমাণে যৎসামান্ত। তৎপর এপর্য্যন্ত রোগিণীর আর রজঃস্রাবই হয় নাই। এই কথা শুনিয়া Suppression of menses অর্থাৎ রজঃরোধই রোগিণীর মুখ্য রোগ বলিয়া ধারণা জন্মে এবং তদনুযায়ী রোগিণীর সর্ব্বাঙ্গীন লক্ষণ দৃষ্টে পলসেটিলা ২০০ একমাত্রা মাত্র দেওয়া হয় এবং রোগিণীর সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য বাইওকেমিক পাঁচটী ফস্ফেট অর্থাৎ ফিরম-ফস ১২×, ক্যালী-ফস ৬×, ক্যাল্কেরিয়া-ফস ১২, ম্যাগফ ফস ৬× এবং নেট্রাম-ফস ৩× প্রত্যেকের ৪ ট্যাবলেট করিয়া মোট ২০ ট্যাবলেট প্রাতে এবং ২০ ট্যাবলেট বৈকালে খাওয়ার জন্য ব্যবস্থা করা হয়। পর দিন প্রাতে লোক আসিয়া খবর জানায় যে অদ্য প্রাতে গাত্রোত্তাপ ৯৭° ডিগ্রীতে নামিয়াছে। ৫।৬ বৎসর পর এই প্রথম গাত্রোত্তাপ এত নিম্নে নামিয়াছে; ইতঃপূর্ব্বে তাপ ঐ একভাবেই ছিল। অতঃপর, ৭ দিন পর পুনরায় আর এক মাত্রা মাত্র পলসেটিলা ২০০ দেওয়া হয় এবং বাইওকেমিক ঔষধগুলি পূর্ব্বের ব্যবস্থা মত দিনে ২ বার করিয়া চলিতে থাকে। ইহাতেই এক মাস মধ্যে রোগিণীর সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতি হইতে থাকে এবং ১ মাস পর স্বাভাবিকের ন্যায় ঋতু স্রাব হয়। ইহার পর আরও ২ মাস কাল পূর্ব্বোক্ত ৫টী বাইওকেমিক ঔষধ চলিতে থাকে; ফলে রোগিণীর সর্ব্বপ্রকার রোগ-লক্ষণ বিদূরিত হয় এবং তিনি পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ করেন।

(৫) ৩৫ বৎসর বয়স্কা আর এক রমণীর মৃদু জ্বর, নৈশঘর্ম্ম ও শরীরের ক্রমবর্দ্ধমান কৃশতা দৃষ্টে এলোপ্যাথগণ ক্ষয় রোগ সিদ্ধান্ত করিয়া ২।৩ বৎসর কাল পর্য্যন্ত বহু রকমের চিকিৎসা করেন। পরে

কবিরাজী চিকিৎসায়ও কোন ফল হয় নাই। এই রোগিণীকে কলিকাতায় নিয়া এলোপ্যাথি ও কবিরাজী মতে ও চিকিৎসা করান হয়, কিন্তু কিছুতেই কোন উপকার দর্শে নাই। তৎপর রোগিণীকে ঢাকায় আনিয়া গ্রন্থকারের হস্তে চিকিৎসার ভার অর্পণ করা হয়। রজঃ বিলোপ রোগের মূল কারণ সিদ্ধান্ত করিয়া পূর্ব্বোক্ত ৫টী ফস্ফেট দিনে ২ বার করিয়া দেওয়ায় (পূর্ব্বোক্ত মাত্রায়) রোগিণী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করেন।

# Anœmia—এনিমিয়া।

## রক্তহীনতা।

রক্তের পরিমাণের স্বল্পতা বা উপাদানের অপকৃষ্টতাকে (যথা রক্তের লোহিত কণার স্বল্পতা ও শ্বেত কণার আধিক্য) এনিমিয়া বা রক্তাল্পতা বলে। ক্যাল্ক-ফস এবং নেট্রাম-ফস রক্তের প্রধান উপাদান। ডাঃ শুসলার পূর্ব্বে মনে করিতেন যে রক্তের লোহিত কণা নির্ম্মাণ করিতে ফিরম-ফস বিশেষ উপযোগী। কিন্তু পরিশেষে তিনি জানিতে পারেন যে রক্তের লোহিত কণার অভাব, ক্যাল্কেরিয়া-ফসের অভাব জনিত গৌণ-লক্ষণ মাত্র। রক্তহীনতার আরও বহু কারণ আছে। যথা অপুষ্টিকর আহার্য্য গ্রহণ, মানসিক দুর্ব্বলতা, ভুক্ত দ্রব্যের অজীর্ণতা, অনেকক্ষণ স্কুল-কলেজে থাকা, প্রভূত ঋতুস্রাব এবং শরীর হইতে অধিক পরিমাণ রক্তপাত ইত্যাদি।

## ( চিকিৎসা )

**ক্যাল্ক-ফস** ১২× ।—মুখমণ্ডলের পাণ্ডুরতা, এবং মোমেরন্যায় বা মৃদ্বর্ণ ; অসম্যক পরিপোষণ জনিত রক্তহীনতা ; রক্তে শ্বেতকণার প্রাচুর্য্য ( লিউকিমিয়া ), ক্ষয় বা দৌর্ব্বল্যকর রোগের পর ; এই ঔষধ সেবনে রক্তের অণুকোষ ( সেল ) প্রবর্দ্ধিত হয় ; ক্লোরোসিস্ রোগের ইহাই একমাত্র প্রধান ঔষধ ; পার্ণিসাস্ এনিমিয়া ; উঠিবার কালে মাথা ঘুরা, চক্ষে ঘোর দেখা, নাসিকা হইতে রক্তপাত, নাসাগ্রের শীতলতা, বিস্বাদ, শ্বেত জিহ্বা, মুখমণ্ডলে শীতল ঘর্ম্ম, শরীরের শীতলতা ; বিবমিষা ও বমন ; পাকস্থলীতে শূন্যতা অনুভব, পাতলা মলস্রাব, আহারের পরই মলবেগ, প্রস্রাবে সূতার ন্যায় তলানি, প্রভূত রজঃস্রাব, রক্তের উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ অথবা মলিনতা, হৃৎপিণ্ডের দপ্ দপানি, দুর্ব্বলতা বশতঃ শরীরের কম্পন, অবসন্নতা ও ক্লান্তি।

**ফিরম-ফস** ১২× ।—ক্যাল্ক-ফস প্রয়োগের পর যদি রক্তে লোহিত কণা সম্যকরূপে পরিপূরিত না হয়।

**ন্যাট-মিউ** ৩০। মৃৎপাণ্ডু গ্রস্তাদিগের জলবৎ পাতলা রক্ত লক্ষণে। যৌবনোন্মুখ বালিকাদিগের মৃৎপাণ্ডু সহ পৃষ্ঠদেশে শীতানুভব ; ইহাদের রজঃস্রাব না হইলে বা অনিয়মিত ঋতুস্রাবে ব্যবহার্য্য। জিহ্বার লক্ষণ দ্রষ্টব্য। কোষ্ঠকাঠিন্য এবং অতিশয় বিষণ্ণতা ; ম্যালেরিয়া ; কুইনাইন সেবনের কুফলে উৎপন্ন রক্তহীনতা বা ধাতুদোষ। ত্বকের ময়লাচ্ছন্নতা, হৃৎপিণ্ডের দপ্ দপানি, বক্ষোবেদনা ; প্রাতঃকালীন কাস, সহজেই ক্লান্তি অনুভব।

**কালী-ফস** ৩×।—দীর্ঘকালস্থায়ী মানসিক শক্তির চালনা বশতঃ মনের অপ্রফুল্লতা নিবন্ধন রক্তহীনতা ; ক্ষয়কর রোগের পরবর্ত্তী রক্তহীনতা। মস্তিষ্কের রক্তহীনতা ; স্পাইন্যাল এনিমিয়া, লিউকিমিয়া।

**কালী-মিউর** ৩x।—রক্তহীনতার সহিত কোন প্রকার চর্ম্ম রোগ (যথা, একজিমা প্রভৃতি) বিদ্যমান থাকিলে প্রধান ঔষধের সহিত ইহা পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য।

**ন্যাট-সলফ** ৬x।—আর্দ্র ঋতু বা বাস-গৃহের আদ্রতা জনিত জলবৎ পাতলা রক্ত লক্ষণে ইহা ব্যবহার্য্য। "হাসকধাতু ও রক্তে জলীয়াংশের আধিক্য" (লিলিয়েন্থল)। রসপ্রধান ধাতু (হাইড্রোজেনয়েড কনষ্টিটিউসন)।

**ন্যাট্ ফস** ৩x।—রক্তহীনতা সহকারে অজীর্ণতা, অম্লোদগার ইত্যাদি। স্পাইন্যাল এনিমিয়া। সর্ব্বাঙ্গীন দুর্ব্বলতা, হাঁটিতে অতিশয় ক্লান্তি অনুভব, বিশেষতঃ সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতে। পা যেন ভাঙ্গিয়া পড়ে।

**সিলিশিয়া** ৩০x।—শিশুদিগের অসম্যক পরিপোষণ জনিত রক্তহীনতা। ঋতুর পরিবর্ত্তে প্রদরস্রাব। দৃষ্টিশক্তির ক্ষণিক লোপ। ক্ষুদ্র, রিকেটস্ গ্রস্ত শিশুদের রক্তহীনতা।

(চিকিৎসিত রোগী)

(১) ১৯ ও ২১ বৎসর বয়স্কা ২ জন যুবতীর রক্তহীনতায় পাণ্ডুর, রক্তহীনমুখাকৃতি, অবসন্নতা, উদ্যমহীনতা ও প্রচণ্ড শিরঃপীড়া লক্ষণ বর্ত্তমান ছিল। এই বেদনা সম্মুখকপাল হইতে মস্তক-পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত সম্প্রসারিত হইত। ইহার মধ্যে ছোটটী প্রায় ৬।৭ বৎসর যাবৎ এবং বড়টী কয়েকদিন যাবৎ ভুগিতে ছিল। ছোটটীর এই কাল পর্য্যন্ত হোমিওপ্যাথিক ও এলোপ্যাথিক উভয় প্রকার চিকিৎসাই হইয়া আসিতেছিল। এলোপ্যাথেরা তাঁহার চিকিৎসায় পর্য্যাপ্ত পরিমাণ আয়রণ (লৌহ) প্রয়োগ করিয়াও কোন সুফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন না। উভয় রোগিণীকেই প্রথমে ক্যাল্ক-ফস ১২x, ২ সপ্তাহ দেওয়া হয় তৎপর ফিরম ফস ১২x, ২

রপ্তাহ দেওয়া হয়। তৎপর আবার ক্যাল্ক-ফস ১২ x, এইরূপে পর্য্যায়ক্রমে ৬ মাস কাল উভয় ঔষধ ব্যবহার করায় দুই রোগিণীই স্থায়ী আরোগ্য লাভ করেন।

(২) ১৭ বৎসর বয়স্কা জনৈক যুবতী মেয়ে দীর্ঘকাল বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করার ফলে এত বেশী নীরক্তা ও পাণ্ডুর হইয়াছিলেন যে, তার জন্য তিনি বিদ্যালয়ে যাওয়া বন্ধ করিতে বাধ্য হন। তাঁহার একেবারেই ক্ষুধা হইত না, কেবল ঘরে শুইয়া পড়িয়া থাকিতে ইচ্ছা হইত। কোথাও যাইতে বা কোন কাজকর্ম্ম করিতেও প্রবৃত্তি হইত না। পড়িতে পড়িতে তাহার মাথা ধরিত, এজন্য তিনি পড়া একেবারে ক্ষান্ত করিতে বাধ্য হন। তাঁহার ঋতুও অত্যন্ত অনিয়মিত ছিল। কয়েক মাস হয়তো একেবারেই হইত না, তৎপর যে স্রাব হইত, তাহা হয়তো কোনও মাসে কম বা কোনও মাসে অত্যন্ত অধিক হইত। এই রোগিণীকে প্রথমতঃ ক্যাল্ক-ফস ৬x দেওয়া হয়। তৎপর আবার সময় সময় ফিরম-ফস ১২ x দেওয়া হইত। ইহাতেই তাহার সমুদয় উপসর্গ দূর হয় ও তিনি আবার নিয়মিত রূপে স্কুলে যাইতে থাকেন।

(৩) অপর এক রোগিণীর আহার্য্যের সহিত অত্যধিক পরিমাণ লবণ ভক্ষণের ফলে রক্তহীনতা, দুর্ব্বলতা, কৃশতা, ঋতুর অনিয়মিততা ও কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হয়। নেট্রাম-মিউর ২০০ ব্যবহারে তাহার সকল উপসর্গ দূরীভূত হয়।

(৪) ঢাকার তদানীন্তন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বনমালী বাগচি মহাশয়ের স্ত্রী (সুসং এর মহারাজার কন্যা) প্রায় ১১।১২ বৎসর যাবৎ জরায়ুর রোগে ভুগিতে ছিলেন। মালদহ, কলিকাতা এবং ঢাকার অভিজ্ঞ এলোপ্যাথ ও কবিরাজগণ রোগিণীর চিকিৎসা করেন। গ্রন্থকারের উপর যখন এই রোগিণীর চিকিৎসার ভার অর্পিত হয়, তখন

রোগিণীর প্রতিনিয়ত লোহিতাভ জলবৎ স্রাব হইতেছিল; রক্তস্রাব হইতে হইতে রোগিণী এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, বালিশ হইতে মাথা তুলিবার বা পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিবার শক্তি মাত্রও ছিলনা। রোগিণীর গৌরবর্ণ ফেঁকাশে হইয়া গিয়াছিল। প্রতিমুহূর্ত্তেই হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া মৃত্যু ঘটিবার আশঙ্কা ছিল, এজন্য প্রত্যহ ইঞ্জেকশন দেওয়া হইত। শত চেষ্টাতেও এলোপ্যাথ এবং কবিরাজগণ এই রোগিণীর রক্ত স্রাব বন্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন না। গ্রন্থকার আহুত হওয়ার পর, রোগিণীকে ভালরূপে দেখিয়া অভিমত প্রকাশ করেন যে, বহুদিন যাবৎ রোগভোগ ও রক্তস্রাব বশতঃ রোগিণীর টিশু সকল এরূপ দুর্ব্বল ও শিথিল হইয়া পড়িয়াছে যে রোগিণীর সাধারণ স্বাস্থ্যের (দৈহিক) উন্নতি না হইলে কিছুতেই এই রক্তস্রাব বন্ধ করা যাইবেনা। মাংস-পেশীর সঙ্কোচন-শক্তি একেবারেই নাই, তাই রক্ত-রোধক শ্রেষ্ঠ ঔষধেও এতদিন রক্তস্রাব বন্ধ হয় নাই। গ্রন্থকার বনমালী বাবুকে পরিষ্কার ভাবে জানাইয়া দেন যে, ৩.৪ সপ্তাহের পূর্ব্বে রক্তস্রাব বন্ধ হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই, এবং গ্রন্থকার কোনও miracle দেখাইয়া এখনই রক্তস্রাব বন্ধ করিতে পারিবেন না। যদি তিনি (বনমালী বাবু) অনুমতি করেন, তবে গ্রন্থকার রোগিণীর সাধারণ স্বাস্থ্যের উৎকর্ষের জন্য ঔষধ ব্যবস্থা করিতে পারেন। যদি রোগিণীর আয়ু থাকে, তবে দৈহিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে রক্তস্রাবও কমিয়া আসিতে থাকিবে। বনমালী বাবু বলিলেন—"এখানকার যাবতীয় অভিজ্ঞ এলোপ্যাথ এবং কবিরাজ কাহাকেও দেখান বাকী রাখি নাই; সকলেই জবাব দিয়া চলিয়া গিয়াছেন—তাই জনৈক বন্ধুর পরামর্শে বাইওকেমিক সিষ্টেম মতে শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিবার জন্য আপনাকে আহ্বান করিয়াছি। আপনাকে ছাড়িয়া অতঃপর আর কাহাকে ডাকিব? অতএব, মরে বাঁচে

আপনার হাতেই হবে।" এই কথা শুনিয়া রোগিণীর সাধারণ স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য ফিরম-ফস ১২×, ক্যাল্ক ফস ১২× নেট্রাম-ফস ৩× কালী-ফস ৩×, এবং ম্যাগ-ফস ৬× প্রত্যেকের ২টী করিয়া একত্রে ১০ ট্যাবলেট দিনে ৩ বার এবং রক্তস্রাব বন্ধ করিবার জন্য নেট্রাম-সলফ ৩× প্রতি অর্দ্ধ ঘণ্টান্তর ২ ট্যাবলেট গরম জলে গুলিয়া সেবন করিবার ব্যবস্থা করা যায়। ৭।৮ দিন ঔষধ সেবন করিবার পর হইতে রোগিণীর সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতি পরিলক্ষিত হইতে থাকে এবং চক্ষে এবং হাত পায়ের আঙ্গুলেও রক্তের লোহিত কণার বৃদ্ধি পরিস্ফুট হইতে থাকে; সঙ্গে সঙ্গে ত্বকের পাংশুটে ভাবও দূর হইতে আরম্ভ হয়। এইরূপ সাধারণ স্বাস্থ্যের উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে স্রাবিত রক্তের পরিমাণ ও ক্রমশঃ কমিতে থাকে। এইরূপে প্রায় ১ মাসের মধ্যেই রক্তস্রাব একেবারে বন্ধ হইয়া যায় এবং রোগিণী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করেন।

# Aneurism—এনিউরিজম।

## ধমন্যর্ব্বুদ।

### ( সংক্ষিপ্ত চিকিৎসা )

**কারণ।**—ধমনীর আবরণে ক্যালকেরিয়াস্ ডিজেনারেশন হওয়ার ফলে ধমনীর প্রাচীর (wall of artery) বিদীর্ণ হওয়ার দরুণ একটী থলির ন্যায় অবস্থা জন্মে। ইহাকেই ধমন্যর্ব্বুদ কহে। সাধারণতঃ বৃহৎ ধমনীতেই এইরূপ অবস্থা জন্মে। অর্ব্বুদ বড় হইলে

ব্রঙ্কাই, ট্রেকিয়া, লেরিংস্ ও ফুসফুস প্রভৃতি অর্ব্বুদ দ্বারা নিপীড়িত হয় এবং উহার ফলে শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হয় এবং শ্বাসে মর্ম্মর (murmur) শব্দের হ্রাস হয়। ত্বকে জন্মিলে হস্ত দ্বারা সামান্য চাপদিলে উহা অনুভূত হয়।

( চিকিৎসা )

**ফিরম্‌ফস** ১২ x।—হৃৎপিণ্ডের দ্রুত ক্রিয়ায় উৎপন্ন উপসর্গ সকল দূরীভূত করিয়া উহার স্বাভাবিক ক্রিয়া প্রতিষ্ঠার্থ ইহা ব্যবহৃত হয়। ক্যাল্ক-ফ্লোর সহ পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য।

**ক্যাল্কফ্লোর** ৬x।—**প্রধান ঔষধ**। প্রারম্ভাবস্থায় ফির-ফসসহ পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করিলে রোগ আর বাড়িতে পারে না। আইওডাইড অব পটাস্ দ্বারা চিকিৎসিত হইয়া না থাকিলে ইহাতে উত্তম ফলই পাওয়া যায়।

# Angina Pectoris-এঞ্জাইনা পেক্টোরিস

## হৃদ্ শূল

**লক্ষণ**।—হৃৎপিণ্ডের আকস্মিক তীব্র আক্ষেপিক বেদনাকে হৃৎশূল বলে। হৃৎপিণ্ড-প্রদেশে সহসা ভয়ঙ্কর বেদনা এবং বক্ষঃস্থলের সম্মুখভাগে, স্কন্ধে ও বাম বাহুতে সেই বেদনার প্রসারণ, উৎকণ্ঠা, মূর্চ্ছা জন্মিবার আশঙ্কা, হৃৎকম্প, শ্বাসকষ্ট এবং হস্ত পদের শীতলতা ইহার প্রধান লক্ষণ। এই রোগের আবেশ কাল কয়েক মিনিট বা কয়েক ঘণ্টা থাকে, ক্রমশঃ অধিকতর বেগে প্রকাশ পায় এবং কোনও এক আবেশকালে রোগীর মৃত্যু হয়।

**কারণ**।—শারীরিক রক্তে ইন্‌অরগ্যানিক সল্টের অভাব হইলে, উহার ফলে, করোণারী আর্টারির স্ক্লিরোটিক অবস্থা (ঘনীভূততা বশতঃ দৃঢ়ত্ব; দৃঢ়তা) জন্মে। ইহারই ফলে, ধমনীর ছিদ্র সঙ্কুচিত বা রুদ্ধ হইয়া পড়ে এবং এই জন্যই রক্ত সঞ্চলনের ব্যাঘাত জন্মিবার দরুণ হৃৎপিণ্ডের পেশী সমূহের পোষণাভাব ঘটিয়া থাকে। এইরূপ অবস্থায় কোনরূপ মানসিক উদ্বেগ বা উৎকণ্ঠা, উদরাধ্মান, শ্রমজনক কার্য্য বা দুঃস্বপ্ন দর্শন প্রভৃতি কারণে হঠাৎ হৃৎপিণ্ডে আক্ষেপিক বেদনা উপস্থিত হয় এবং ঐ বেদনা বাম বাহু পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হইয়া থাকে। পুরুষদেরই এই রোগ বেশী হইয়া থাকে। স্নায়বিক প্রকৃতির অথবা হিষ্টিরিয়া গ্রস্ত স্ত্রীলোকদিগের কখন কখন হৃৎ-প্রদেশে অস্বচ্ছন্দতা, হৃৎকম্পন শিরোঘূর্ণন, শ্বাস-কষ্ট, হস্ত পদাদির শীতলতা এবং নাড়ীর ক্ষীণতা লক্ষিত হইয়া থাকে। প্রথম দেখিলে ইহা হৃৎশূল বলিয়াই ভ্রম জন্মে। কিন্তু ইহা প্রকৃত হৃৎশূল নহে। ইহাকে সিউডো এঞ্জাইনা (কৃত্রিম) বলে। রজঃ রোধের ফলেই ইহা জন্মিয়া থাকে এবং লক্ষণানুযায়ী উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিলেই ইহা আরোগ্য হইয়া থাকে।

## চিকিৎসা

**ম্যাগ-ফস** ৬x।—তীব্র বেদনা, আক্ষেপিক স্নায়ুশূল। খানিকটা ঔষধ গরম জলের সহিত মিশাইয়া পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করিবে। ইহাতে অতি শীঘ্র উপকার পাওয়া যায়। কৃত্রিম এঞ্জাইনারও ইহা প্রধান ঔষধ। হস্ত দ্বারা সামান্য চাপ দিলে উহা অনুভূত হইয়া থাকে।

**ক্যালী ফস** ৬x।—দৌর্ব্বল্য বশতঃ হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার দুর্ব্বলতা ও সবিরামতা। মূর্চ্ছা-প্রবণতায় ম্যাগ ফস সহকারে পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য; জ্বালাকর উত্তাপ।

**ফিরমফস ১২×।**—মস্তকে রক্তের প্রধাবন সহকারে মুখমণ্ডলের আরক্ততা ও জ্বালাকর উত্তাপে ম্যাগফস সহ পর্য্যায়ক্রমে।

**মন্তব্য।**—এই পীড়া আক্ষেপিক রোগ; সুতরাং ম্যাগ-ফস ইহার একটী প্রধান ঔষধ। যে পর্য্যন্ত বেদনা হ্রাস না পড়ে সে পর্য্যন্ত ম্যাগ-ফস ৬× এবং ক্যালী-ফস ৬× ১০।১৫ মিনিট পর পর পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করিলে উত্তম ফল পাইবে। ইহার ফল আমরা পুনঃ পুনঃ প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

## (চিকিৎসিত রোগী)।

অনৈক রমণীর বক্ষে ভয়ঙ্কর কর্ত্তনবৎ ও ছুরিকা-বিদ্ধবৎ ( Stabbing pain ) বেদনা জন্মে। শ্বাস গ্রহণ করিতে বা সামান্য একটু নড়িতে চেষ্টা করিলেই বেদনা পূর্ণমাত্রায় বোধ হইত। তাহার নাড়ী প্রায় বিলুপ্ত ছিল ( Pulse almost imperceptible )। রোগিণীর আত্মীয় স্বজন সকলেই তাঁহার বাঁচিবার আশা ত্যাগ করিয়াছিলেন। রোগিণীর হৃৎপিণ্ড অত্যন্ত দুর্ব্বল দেখিয়া পর্য্যায়ক্রমে পুনঃ পুনঃ কালী-ফস ৬× ও ম্যাগ-ফস ৬× ব্যবহার করায় অতিশীঘ্রই বেদনা দূরীভূত ও হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া স্বাভাবিক হইয়া উঠিয়াছিল। আর একজন বৃদ্ধ সবজজের এই রোগ এই দুই ঔষধেই আরোগ্য হইয়াছে।

# Aphonia-এফোনিয়া।

স্বর-নাশ, স্বর-লোপ।

( চিকিৎসা )

**ফিক্স্র ফস**।—বক্তা বা গায়কদিগের অতিরিক্ত স্বর-চালনা জন্য স্বর-ভঙ্গ, ঠাণ্ডা বা আর্দ্র হইবার পর বেদনা বিশিষ্ট স্বরনাশ। সন্ধ্যার প্রাক্কালে স্বরলোপ। গলায় ক্ষতবৎ বেদনা ( স্বরভঙ্গ দ্রষ্টব্য )।

# Aphthae—এপথি।

উপক্ষত, মুখ-ক্ষত, মুখের জারী-ঘা।

**লক্ষণ ও কারণ**।—শিশুদিগের জিহ্বা, ও মুখ-মধ্যে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর শ্বেত লেপাবৃত ক্ষতকে এপথি বা মুখ-ক্ষত কহে। মাতৃস্তন্যপায়ী শিশুদিগের অপেক্ষা যাহারা অন্য দুগ্ধ পান করে তাহাদের এই রোগ বেশী দেখা যায়। মাতৃস্তন্যের দোষেও এই রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। বেশী দিন কোন রোগ ভোগের পরও দুর্ব্বলাবস্থায় এই রোগ জন্মিয়া থাকে। এই ক্ষত প্রথমে ওষ্ঠ ও মুখে জন্মিয়া পরিশেষে বিস্তৃত হইয়া তালু, গলা এবং এমন কি মলদ্বার পর্য্যন্ত সম্প্রসারিত হইতে পারে। রোগ প্রবৰ্দ্ধিত হইয়া পড়িলে সর্ব্বদা মুখ হইতে লালা স্রাব ও পথ্যাদি গিলিতে কষ্ট বোধ হইয়া থাকে। ক্ষত উদর পর্য্যন্ত সম্প্রসারিত হইলে ক্ষুধামান্দ্য ও উদরাময় জন্মিয়া থাকে। অপরিষ্কার বোতল ও রবারের নলে দুগ্ধাদি পান করান এই

রোগের একটী কারণ বটে। অনুপযুক্ত আহারের ফলে এবং মাতৃস্তন্যের দোষেও এই রোগ জন্মিয়া থাকে।

এই রোগে স্তন্যপানের পর শিশুর মুখ উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া ফেলা কর্ত্তব্য। মুখ পরিষ্কার করিবার পর, সোহাগার খই চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া ক্ষত স্থানে লাগাইয়া দিলে ক্ষত শীঘ্র শীঘ্র আরোগ্য হয়। যাহাদের বোতলে বা নলে দুগ্ধ পান করান হয়, তাহা পুনরায় ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে গরম জলে উত্তমরূপে ধৌত করিয়া পরে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

### চিকিৎসা

**ফিরম-ফস**।—শিশুদিগের বা স্তন্যদাত্রীদিগের মুখক্ষত। শিশুর মুখ ক্ষত সহ জ্বর এবং জিহ্বার অত্যন্ত আরক্ততা।

**কালী-মিউর**।—প্রভূত লালা স্রাব বিশিষ্ট মুখক্ষত; ইহা এই রোগের প্রধান ঔষধ।

**ন্যাট-মিউর**।—ইহা এই রোগের শ্রেষ্ঠ বা একমাত্র ঔষধ। আভ্যন্তরিক ও বাহ্য ব্যবহার্য্য। প্রভূত লালা স্রাবে ইহা সবিশেষ উপযোগী। ( মুখের রোগ দ্রষ্টব্য )।

## Apoplexy—এপোপ্লেক্সি, সংন্যাস।

এই রোগ তিন প্রকারে প্রকাশিত হইতে পারে। যথা:—(১) মস্তিষ্কের রক্তবহা নাড়ী সকলের ( blood vessel ) রক্তাধিক্য জনিত সংন্যাস; (২) মস্তিষ্কের রক্তবহানাড়ীর বিদারণ বশতঃ

মস্তিষ্কে রক্ত ক্ষরণজনিত সংন্যাস ; (৩) মস্তিষ্কে অকস্মাৎ অধিক পরিমাণ রস্ত বা রক্তাম্বু ( সিরঃম ) সঞ্চয় জনিত সংন্যাস।

**লক্ষণ।**—এই রোগে রোগী প্রথমতঃ হঠাৎ ভূমিতলে পতিত হয়। তাহার সংজ্ঞা বা সঞ্চরণ শক্তি থাকে না। সে নিদ্রাভিভূতের ন্যায় পড়িয়া থাকে। তাহার মুখমণ্ডল আরক্ত, শ্বাস আয়াসিত এবং নাড়ী পূর্ণ ও মন্দ গতি বিশিষ্ট থাকে। চক্ষুর তারা (pupil) প্রসারিত অথবা একতারা প্রসারিত ও একতারা সঙ্কুচিত থাকে। মুখ একদিকে আকৃষ্ট এবং অর্দ্ধাঙ্গে বা সর্ব্বাঙ্গে আক্ষেপ থাকে। রোগীর সম্যক বাক্‌রোধ বা বাক্যের জড়তা নিবন্ধন অস্পষ্টভাষণ বিদ্যমান থাকিতে পারে। মস্তকের যে পার্শ্বে রক্তস্রাব হয় তাহার বিপরীত দিক অবশ হয়। কথন কথন রোগের আক্রমণ কালে অজ্ঞাতসারে বা বমনকালে মলমূত্র স্রাব হইয়া থাকে ও গলার ঘড় ঘড়ি জন্মে। মুখ একদিকে বাঁকিয়া যায়। এতদ্ব্যতীত এই রোগের আরও বহু লক্ষণ আছে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ সমূহ দ্বারাই এই রোগ বুঝা যায়। এই রোগ অতিশয় সাংঘাতিক। পূর্ব্ব সূচনা ব্যতীতই রোগ প্রকাশিত হইয়া থাকে, এজন্য পূর্ব্বে সতর্কতা অবলম্বন করিবার কোনও সুযোগ পাওয়া যায় না। যাহা হউক, এই রোগে, রোগ চিনিবামাত্রই বিচক্ষণ চিকিৎসক ডাকা কর্ত্তব্য; যে কোনও কারণেই হউক না কেন, মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য জন্য অথবা মস্তিষ্কের অভ্যন্তরস্থ ধমনী (artery) ছিন্ন হইয়া মস্তিষ্কের মধ্যে রক্তস্রাব অথবা মস্তিষ্কের রক্তাধিক্যের পর (after congestion) অধিক মাত্রায় রস (serum) স্রাব হওয়ার ফলে মস্তিষ্কের উপর চাপ পড়ার দরুণ রোগীর সংজ্ঞা অর্থাৎ জ্ঞান চৈতন্যের লোপ এবং নড়িবার চড়িবার ক্ষমতা হ্রাস বা লুপ্ত হওয়ার ফলে নিদ্রিতের ন্যায় পড়িয়া

থাকে, কিন্তু এই সময় তাহার হৃদপিণ্ড ও ফুসফুসের ক্রিয়া পূর্ব্ববৎ চলিতে থাকে।

**কারণ।**—নিম্নলিখিত কারণ সমূহের ফলে সাধারণতঃ এই রোগ জন্মিয়া থাকে। যথা,—মস্তিষ্কের অভ্যন্তরস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তবহা নাড়ীর (small arterics or capillaries) মধ্যে গমেটা (অস্থিবেষ্টার্ব্বুদ) মেদার্ব্বুদ অথবা ক্যালকেরিয়াস্ পদার্থ সঞ্চয় বা মেদাপকৃষ্টতা জন্য উহা বিদীর্ণ হওয়া, অথবা সূক্ষ্ম রক্তবহা ধমনীর মধ্যে সংযত রক্তের খণ্ড (clotted blood বা রক্তের চাবা) বদ্ধ হওয়ার ফলে তথায় রক্তাল্পতা জন্মিয়া পরিপোষণাভাবে স্থানিক কোমলতা জন্মে এবং কোমল অংশের চতুর্দ্দিকে রক্তাধিক্য হইয়া থাকে এবং সামান্য কারণেই উক্ত ধমনী বিদীর্ণ হইয়া থাকে।

**উত্তেজক কারণ।**—অতিরিক্ত মদ্যাদিপান, মানসিক কষ্ট, মস্তকে কোনরূপ আঘাত লাগা, অতিরিক্ত অধ্যয়নের ফলে মস্তকে রক্ত সঞ্চয়, আঁটা সাঁটা বস্ত্রাদি পরিধান, অহিফেন সেবন, অত্যধিক রৌদ্রের উত্তাপ লাগান, অত্যধিক আলস্য, ভারি বস্তু উত্তোলন, কুন্থন, অত্যন্ত বেগে বমন, অত্যধিক উষ্ণজলে স্নান, স্বাভাবিক বা অভ্যস্ত রক্তস্রাব রুদ্ধ হওয়া, হঠাৎ ক্রোধের উদ্রেক বা উচ্চ চেঁচামেচির ফলে এই রোগ প্রকাশ পাইতে পারে। বৃদ্ধ বয়স, রক্ত প্রধান ধাতু ও গজস্কন্ধ অর্থাৎ খাট গ্রীবার লোকদেরই এই পীড়া অধিক হইয়া থাকে।

সচরাচর এই রোগ মূর্চ্ছা, মদিরা ও অহিফেনের বিষাক্ততার সহিত ভ্রম হইতে পারে। পার্থক্য এই,—মূর্চ্ছা, হিষ্টিরিয়া গ্রস্ত স্ত্রীলোকদের যৌবনাবস্থায়ই প্রকাশিত হইয়া থাকে। সংন্যাস বৃদ্ধ বয়সে হয় এবং পীড়া ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। অতিরিক্ত মদ্য

পানের ফলে মূর্চ্ছা উপস্থিত হইলে,—রোগীর পূর্ব্ব ইতিহাস, শ্বাসে মদের গন্ধ এবং তাঁহার চক্ষুর তারকা দুইটীই সমান দৃষ্ট হয়, একটী ছোট আর একটী বড় থাকে না। অহিফেন দ্বারা বিষাক্ত রোগীর তারকা দুইটীই সঙ্কুচিত দৃষ্ট হয়, অনেক ডাকিলে কষ্টে সে উত্তর দেয় এবং তাহার মুখ দিয়া ফেণা উঠে না। মূর্চ্ছা রোগীর মুখ দিয়া শ্বাস প্রশ্বাস চলে না। এই রোগাক্রমণের পূর্ব্বে অত্যন্ত আলস্য ও সর্ব্বদা নিদ্রা যাইবার প্রবৃত্তি, নাক ডাকাইয়া গাঢ় নিদ্রা, নিদ্রিতা-বস্থায় চমকিয়া উঠা, দাঁত কড়মড়ি, অনবরত হাই তোলা, অত্যন্ত দুর্ব্বলতা অনুভব, মস্তকের বিভিন্ন স্থানে ভার বোধ, মস্তকে গুরুত্বানুভব, মস্তকের শিরা সকলের স্ফীততা, উৎসাহশূন্যতা, ক্রন্দনের প্রবৃত্তি, শরীর ভার বোধ, শরীরের নানাস্থানে হুল ফুটানের ন্যায় বেদনা ও কথা কহিবার শক্তি কমিয়া আইসে। এইরূপ অবস্থায় সত্বর লক্ষণানুযায়ী ঔষধ সেবন করা একান্ত প্রয়োজন। সময় মত উপযুক্ত ঔষধ সেবন করিলে রোগাক্রমণের ভয় বিদূরিত হইয়া থাকে। আমরা বাইওকেমিক ঔষধ প্রয়োগ করিয়া বহু আশাশূন্য রোগীকে আরোগ্য করিয়াছি। ব্লাড প্রেশারের রোগীদের লঘু, স্বল্পাহার ও নিয়মিত আহার করা একান্ত প্রয়োজনীয়। ৪৫ বৎসর বয়সের পর সকলেরই রাত্রে লঘু স্বল্পাহার করা কর্ত্তব্য। পীড়ার আক্রমণ বুঝিবা মাত্র মস্তক উত্তোলিত ও পদাদি অধঃশাখা নিম্ন করিয়া শায়িত করিবে। চিৎ করিয়া না শোয়াইয়া এক পার্শ্বে কাৎ করিয়া শোয়াইবে। মস্তকে ঠাণ্ডা জলের ধারা দিবে। বরফ দেওয়ায় অনেক সময় কুফল ফলে। এইরোগে পুনঃ পুনঃ ঔষধ সেবন কর্ত্তব্য। গিলিতে পারিলে জলসহ ঔষধ আর গিলিতে অক্ষম হইলে ঔষধের চূর্ণ জিহ্বায় লাগাইয়া দিবে। রোগীকে অন্ধকার ও বায়ুসেবিত গৃহে রাখিবে। ঘরে যেন কোন শব্দ না

হয়, সে দিকে দৃষ্টি রাখিবে। ঘরে বেশী লোক থাকিতে দিবে না। রোগীর গায়ের কাপড় ফেলিয়া দিবে।

## চিকিৎসা।

**ফিরম-ফস** ৩০ × ।—মস্তিষ্কে রক্তসঞ্চয় বা রক্তবহানাড়ীর ছিন্নতা জনিত রক্তস্রাবের ইহা শ্রেষ্ঠ ঔষধ। মুখমণ্ডলের আরক্ততা বা পাণ্ডুরতা, ধমনীর প্রবল দপ্‌দপানি, গ্রীবার এবং মস্তকের শিরার স্ফীততা। রোগের আবেশ কালে এবং বিরাম কালেও রোগের প্রতিষেধার্থ ব্যবহৃত হয়। ফিরম-ফসের ন্যূনতা ঘটিলেই শিরা ও ধমনীর প্রাচীরের শিথিলতা ( relaxation ) জন্মে। এজন্য উহা প্রসারিত হইয়া থাকে। ইহার ফলে শিরা বা ধমনীতে প্রচুর রক্ত প্রবেশ করিয়া উহার উপর চাপ প্রদান করে। ইহাকেই ব্লাড-প্রেশার বলে। এজন্য ব্লাড-প্রেশারের রোগীকে ফিরম-ফস খাইতে দিলে বিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে।

**ক্যাল্ক-ফ্লোর** ৬× ।—ফিরম-ফসের সহিত পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য। ইহা ব্যবহারে রক্তবহানাড়ীর বৃত্তাকার পেশীর সঙ্কোচন জন্মিয়া উপকার দর্শে। এই জিনিষের ন্যূনতা ঘটিলে শিরা বা ধমনী বিদীর্ণ হইয়া থাকে। এজন্য এই রোগে ইহা বিশেষ উপকারী। ব্লাড-প্রেশারের রোগীদের ইহা ব্যবহার করা একান্ত প্রয়োজন। ইহাতে রোগের আক্রমণ বন্ধ হয়।

**ম্যাগ-ফস** ৬× ।—পেশীর অতিশয় আক্ষেপ থাকিলে এই রোগের প্রধান ঔষধ ফিরম-ফসের সহিত পর্য্যায়ক্রমে দিবে।

**কালী-ফস** ৬× ।—রোগের আবেশকালে বা রোগাক্রমণের পূর্ব্বে নিদ্রাহীনতা ও পক্ষাঘাতের লক্ষণ বুঝিতে পারিলে এই ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। ফিরম-ফস সহ পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য।

**নেট্রাম-সল্ফ** ৩x।—রোগের আবেশের পূর্ব্বে মস্তকে প্রবল রক্ত-সঞ্চয় বা পৈত্তিক লক্ষণের বিদ্যমানতা দৃষ্ট হইলে। এই ঔষধ রক্তের জলীয়াংশের হ্রাস জন্মাইয়া উপকার দর্শাইয়া থাকে।

**সিলিশিয়া** ৩০x।—ডাঃ ভণ্ডার গল্জ এই রোগে ইহা ব্যবহার করিয়া সুফল পাইয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ ধমনীর স্ক্লিরোটিক অবস্থা প্রাপ্ত হইবার ফলে যখন এই রোগ জন্মে তখনই ইহা দ্বারা সুফল প্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা।

**মন্তব্য**।—রোগের আবেশকালে রোগীকে খোলা, শীতলবায়ু সেবিত গৃহে লইয়া গিয়া বস্ত্রাদি শিথিল করিয়া দিবে ও মস্তক উন্নত করিয়া উচ্চ শয্যায় শয়ান করাইবে। হস্ত, পদ এবং কুক্ষিদেশে উষ্ণসেক এবং মস্তকে বরফ বা শীতল জলের পটি দিবে। আস্তে আস্তে রোগীর গাত্র মার্জ্জনা করা কর্ত্তব্য। দুগ্ধাদি পুষ্টিকর লঘুপথ্য ব্যবস্থেয়। রোগীর চক্ষে আলো লাগিতে দিবে না ও ঘরে কোন প্রকার শব্দ হইতে দিবে না।

## ( চিকিৎসিত রোগী )

ঢাকার সুবিখ্যাত কবি এবং স্বায়ত্ত-শাসন পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীভূষণ মুখোপাধ্যায়ের ভগিনীর আহার কালে হঠাৎ এই রোগের আক্রমণ উপস্থিত হয়। রোগের আবেশ উপস্থিত হওয়া মাত্রই রোগিণী সংজ্ঞাশূন্যভাবে পড়িয়া যান। একটী কথা বলিবার ও আর শক্তি ছিল না। তৎক্ষণাৎ ঢাকার প্রধান প্রধান এলোপ্যাথিক চিকিৎসককে ডাকান হয়। রোগিণীর স্থূলকায় এবং বয়স ( ৫৪ ) ও অন্যান্য অবস্থা দৃষ্টে চিকিৎসকগণ সকলেই আরোগ্যের আশা একেবারে পরিত্যাগ করেন এবং আর ৪।৫ ঘণ্টার বেশী রোগিণী জীবিত থাকিবেন না বলিয়া নিশ্চিত মত প্রকাশ করেন। কালীবাবুর জনৈক ডাক্তার

বন্ধু বাইওকেমিক মতে চিকিৎসা করাইয়া দেখিবার জন্য গ্রন্থকারকে আহ্বান করিবার জন্য উপদেশ দেন। তৎক্ষণাৎ আমাকে ডাকা হয়। আমি গিয়া প্রথমেই ১ ডোজ আর্ণিকা ৩০ প্রয়োগ করি। রোগিণীর সম্পূর্ণ অচৈতন্য অবস্থা এবং মুখ ডান দিকে বাঁকা দেখিয়া আর্ণিকা প্রদানের অর্দ্ধ ঘণ্টা পর ফেরম-ফস ১২ x ৪টী ট্যাবলেট, কালী-ফস ৩x, ৪ ট্যাবলেট এবং ম্যাগ-ফস ৬x ৪ ট্যাবলেট এক সঙ্গে গরম জলে গুলিয়া খাইতে দেই। ইহার অর্দ্ধ ঘণ্টা পর পুনরায় ক্যাল্ক-ফ্লোর ৬x ৪ ট্যাবলেট পূর্ব্বের ন্যায় গরম জলে গুলিয়া খাইতে দেওয়া হয়। এই দুই দফা বাইওকেমিক ঔষধ অর্দ্ধ ঘণ্টান্তর পর্য্যায়ক্রমে খাইতে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এতদ্ভিন্ন প্রত্যহ প্রাতে, বৈকালে ও রাত্রে আর্ণিকা ৩০ দেওয়ার ও উপদেশ দেওয়া যায়। দ্বিতীয় দিন রোগিণীর উচ্চ নাসারব দৃষ্টে ২।১ ডোজ ওপিয়ম ৩০ দেওয়া হইয়াছিল। এই সব ঔষধ নিয়মিত ভাবে ব্যবহারের ফলে রোগিণী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছিলেন। বাম পার্শ্বের প্যারালিসিস্ দৃষ্টে, মধ্যে মধ্যে ল্যাকেসিস ৩০ দেওয়া হইয়াছিল। ইহার পর রোগিণী যত দিন জীবিত ছিলেন ততদিন এই রোগের আক্রমণ আর উপস্থিত হয় নাই। ইহার ৮।৯ বৎসর পর নিউমোনিয়া রোগে মফঃস্বলে এই রোগিণীর মৃত্যু ঘটে।

আরও ৪।৫টী রোগীও লক্ষণ দৃষ্টে পূর্ব্বোক্ত ঔষধ সকল ব্যবহার করায় সম্পূর্ণ নিরাময় হইয়াছেন। এই সব রোগীর প্রারম্ভাবস্থায় লক্ষণ দৃষ্টে আর্ণিকা ৩০, গ্লনয়েন ৩০, ওপিয়ম ৩০ এবং ল্যাকেসিস্ ৩০ এবং বেলেডোনা ৩০ ও দেওয়া হইয়াছিল।

---

# Appendicitis—এপেণ্ডিসাইটিস্।

## উপাঙ্গ-প্রদাহ

অন্ত্রের ভার্ম্মিফরম্ এপেণ্ডিক্স (Vermiform appendix) নামক উপাঙ্গের প্রদাহকে এপেণ্ডিসাইটিস্ বলে। নিম্নোদরের দক্ষিণ শ্রোণিগহ্বরে (right iliac-fossa) এই ভার্ম্মিফর্ম্ম-এপেণ্ডিক্স অবস্থিত। এই রোগের সূচনায় (১) তলপেটে, বিশেষতঃ দক্ষিণ শ্রোণিগহ্বরে হঠাৎ বেদনা জন্মে। (২) দক্ষিণ শ্রোণিগহ্বরে হস্ত দ্বারা স্পর্শে অত্যন্ত বেদনা অনুভূত হয়, কোন প্রকার চাপ সহ্য হয় না। (৩) দক্ষিণ রেক্টাস্ পেশীর (Rectus muscle) অত্যন্ত দৃঢ়তা বা কাঠিন্য (rigidity) জন্মে এজন্য রোগী পা মেলিতে পারে না। (৪) প্রদাহ সহ অল্পাধিক জ্বর উৎপন্ন হয়। (৫) জিহ্বার-লেপ ও কোষ্ঠ কাঠিন্য উৎপন্ন হয়। কদাচিৎ অতিসারও জন্মিয়া থাকে। (৬) রোগের প্রারম্ভাবস্থায় প্রচাপনে প্রথম নিম্নোদরের স্ফীততা ও পরে টিউমার বা স্ফোটকের ন্যায় কঠিন স্থান অনুভূত হয়।

প্রথম হইতে উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিলে স্ফীততা প্রায়ই বিলীন হইয়া রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে, নতুবা পূয জন্মিয়া পাকিয়া থাকে। উপযুক্ত বাইওকেমিক বা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় এই রোগ প্রায়ই আরোগ্য হইয়া থাকে।

### চিকিৎসা।

রোগের প্রারম্ভাবস্থায় ফিরম্-ফস ১২× ও কালী-মিউর ৩×, পর্য্যায় ক্রমে ঘন ঘন উষ্ণ জল সহ ব্যবহার করিলে সহজেই স্ফীততা বিলীন, ও বেদনা হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে। উদরের স্ফীততায় ও বেদনায় আধিক্যে ম্যাগ-ফস ৬× এবং ক্যাল্ক-ফস ১২× একত্রে

মিলাইয়া গরম জলসহ খাইতে দিলে সত্বর বেদনা হ্রাস প্রাপ্ত হয় ও স্ফীততা কমিয়া থাকে। পূয সঞ্চিত হইয়া পাকিবার উপক্রম হইলে অথবা পাকিয়া থাকিলে সিলিশিয়া ৬x বা ৩০x ব্যবহার করিলে স্ফোটক ফাটিয়া যায়। এই অবস্থায় লক্ষণের সাদৃশ্য থাকিলে সিলির পর ক্যাল্ক-সলফ ৬x ব্যবহৃত হইতে পারে। এই রোগে হোমিওপ্যাথি মতে বেলেডোনা ১x শ্রেষ্ঠ ঔষধ। প্রারম্ভাবস্থায় ইহা ব্যবহার করিলে অন্য ঔষধের বড় প্রয়োজন হয় না। পূযোৎপত্তিতে ও অত্যন্ত বেদনায় হিপার সলফ ৬x বা ২০০ অথবা সিলিশিয়া ২০০ ব্যবহারেও বেশ ফল পাওয়া যায়। আমরা এই রোগের যতগুলি রোগী দেখিয়াছি সকলেই আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। বাহুল্য ভয়ে নামোল্লেখ করিলাম না।

এই রোগে রোগীকে জল, ডাবের জল লিমনেড্ অথবা সুগার অব্ মিল্ক জলে গুলিয়া প্রদান ভিন্ন অন্য কোন প্রকার শক্ত খাদ্য ( Solid food ) ব্যবস্থা করিবেনা। প্রারম্ভাবস্থায় ঠাণ্ডা বাহ্য প্রয়োগ (Ice bag) অতিশয় উপকারী। রোগীকে নড়িতে চড়িতে দিবে না। প্রথমাবস্থায় ডুশদ্বারা অন্ত্র পরিষ্কার করিয়া ফেলা উচিত।

## Appetite—এপিটাইট—ক্ষুধা।

ক্ষুধার বৈলক্ষণ্য শরীরের আভ্যন্তরিক কোনও রোগের জ্ঞাপক। কোনও বস্তুবিশেষ বা সকল প্রকার খাদ্য দ্রব্যেই অরুচি-লক্ষণ থাকিলে নিশ্চয় জানিবে 'প্রকৃতি' উহা চায় না। অরুচি সহকারে কোনও বিশেষ দ্রব্যের প্রতি আকাঙ্ক্ষা থাকিলে উহা খাইতে দেওয়া মন্দ নহে। প্রকৃতি যে জিনিষ চায়, আকাঙ্ক্ষা দ্বারা উহাই প্রকাশ পায়। কোনও রোগের

ভোগকালে অনেক সময় দুষ্ট ক্ষুধা ( false appetite ) দেখা যায়। এবিষয়ে সতর্ক থাকা দরকার। যে জিনিষে রুচি থাকে, তাহা খুব বেশী করিয়া দিবে না, স্পৃহা রাখিয়া খাইতে দিবে।

( চিকিৎসা )

ফিরম-ফস।—জ্বরভাব সহ ক্ষুধাহীনতা।

ক্যাল্ক-ফস।—বদহজম বা রক্তহীনতা সহকারে ক্ষুধাহীনতা।

নেট্রাম-ফস।—আমাশয়ের ( ষ্টমাক্ ) অম্ল লক্ষণ সহ ক্ষুধা মান্দ্য, বুক জ্বালা।

কালী-ফস।—টাইফয়েড্ ফিবার বা অপর কোনও ক্ষয়কারী রোগের পর দুর্দ্দম্য ক্ষুধা। খাইলেও ক্ষুধার নিবৃত্তি জন্মে না। না খাইলে অতিশয় কষ্ট বোধ হয়।

---

# Arthritis—আর্থ্রাইটিস।

## সন্ধিবাত, সন্ধিপ্রদাহ

## (সংক্ষিপ্ত চিকিৎসা)।

ফিরম-ফস। তরুণাবস্থায় জ্বর, উত্তাপ ও বেদনা কমাইবার পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী। পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য ; জ্বর ছাড়িয়া গেলে অপর কোনও ব্যবস্থেয় ঔষধের সহিত পর্য্যায়ক্রমে দিবে।

ন্যাট্রাম-সল।—তরুণ রোগে ফিরম-ফসের সহিত পর্য্যায়ক্রমে ; পুরাতন রোগে শুধু এই ঔষধই বিশেষ ফলপ্রদ। সন্ধিবাত ও কটিবাতে, বিশেষতঃ রোগীর পৈত্তিক ধাতু প্রকৃতি এবং গুরু ভোজন বিলাসের ফলে

রোগোৎপন্ন হইয়া থাকিলে ইহা সবিশেষ উপযোগী। জিহ্বার বর্ণও দ্রষ্টব্য।

**ন্যাট-ফস**:—সন্ধির সকল প্রকার বাতেই, বিশেষতঃ রোগীর অম্লরোগ থাকিলে ইহা বিশেষ উপকারী। জিহ্বার মূল-দেশে স্বর্ণের ন্যায় পীতবর্ণের লেপ ইহার বিশেষ পরিচালক লক্ষণ।

# Ascites—শোথ

( ড্রপসি দ্রষ্টব্য )

# Asthma—এজমা

শ্বাস-কাসি, হাঁপানি।

"এজমা" ইহা একটী গ্রীক শব্দ। ইহার অর্থ বায়ু প্রাপ্তির জন্য হাঁপানি বা খাবি খাওয়া। আক্ষেপিক শ্বাসকষ্ট সহকারে বক্ষঃস্থলে সাঁই সাঁই শব্দ ও কষিয়া ধরার ন্যায় আঁট আঁট বোধ এই রোগের লক্ষণ।

নানা কারণে এই রোগের উৎপত্তি হইতে পারে। ফুসফুসের বায়ুবাহী নলগুলি (bronchial tubes) পেশী দ্বারা বেষ্টিত। এই পেশীর আক্ষেপ জন্মিলে বায়ুবাহী নলগুলি সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। বায়ুবাহী নলের সঙ্কোচন জন্যই শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট ও বুকের ভিতর সাঁই সাঁই শব্দ হইয়া থাকে। এই রোগ অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক, কিন্তু প্রাণনাশক নহে। পিতামাতার এই রোগ থাকিলে সন্তানসন্ততিক্রমে চলিতে থাকে।

বাইওকেমিক প্যাথলজি অনুসারে হাঁপানি রোগের নিদান।—রক্তে কোনও একটী বা ততোধিক ইন্‌-অর্গ্যানিক পদার্থের অভাব হইলে কতকগুলি অর্গ্যানিক পদার্থ অকার্য্যকারী হওয়া বিধায় প্রকৃতি উহাদিগকে শরীর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে চেষ্টা করে। উক্ত অর্গ্যানিক পদার্থ সমুহ শ্বাস-পথে বহির্গত হইবার কালে শ্বাস-যন্ত্রের উত্তেজনা জন্মায়। এই উত্তেজনা বশতঃই বায়ুবাহী নলীর আক্ষেপ জন্মিয়া হাঁপানি রোগের সৃষ্টি হইয়া থাকে।

## ( চিকিৎসা )

**ক্যাল্ক-ফস**।—পরিষ্কার, দুশ্ছেদ্য শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন বিশিষ্ট রোগ। শয্যা হইতে উঠিবার কালে শিশুর শ্বাস-রোধের আবেশ ( ন্যাট-ফস )। গাঢ়, পীতবর্ণ নিষ্ঠীবন। অন্য ঔষধ ব্যবহার করা হইলেও মধ্যে মধ্যে ইহা ব্যবহার্য্য।

**কালী-ফস**।—শ্বাস রোধের আশঙ্কায় ৩ × ক্রমের বিচূর্ণ অধিক মাত্রায় পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিলে অতি উত্তম ফল দর্শে। যৎসামান্য আহারেই শ্বাসের আবেশ। ইহা শ্বাস-কষ্টের সর্ব্বপ্রধান ঔষধ।

**কালী-মিউর**।—আমাশয়ের ( ষ্টমাক্ ) বিশৃঙ্খলা সংযুক্ত শ্বাস-কাস; শ্বেত লেপাবৃত জিহ্বা, যকৃতের ক্রিয়ার বৈষম্য, কোষ্ঠকাঠিন্য। গাঢ় শুভ্র, দুশ্ছেদ্য শ্লেষ্মা, তুলিয়া ফেলিতে অতিশয় কষ্ট হয়। শ্বাসের জন্য কালী-ফসের সহিত পর্য্যায়ক্রমে।

**কালী-সল**।—পাতলা, পীতবর্ণ শ্লেষ্মাবিশিষ্ট শ্বাস-কাস। কাসিলে সহজেই শ্লেষ্মা উঠিয়া আসে। উষ্ণ গৃহে বা গ্রীষ্মকালে বৃদ্ধি; বিমুক্ত ঠাণ্ডা বায়ুতে উপশম।

**ন্যাট-মিউর।**—পরিষ্কার, ফেণিল শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবনবিশিষ্ট শ্বাস-কাস ; চক্ষু এবং নাসিকা হইতে জলবৎ স্রাব। শ্বাসের জন্য কালী-ফসের সহিত পর্য্যায়ক্রমে।

**ম্যাগ-ফস।**—কষ্টকর উদারাধ্মান বা বক্ষে অত্যন্ত আক্ষেপিক আকুঞ্চন অনুভব সংযুক্ত হাঁপানি।

**ক্যাল্ক-ফ্লোর।**—কাসিলে বহু কষ্টে পীতবর্ণ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিষ্ঠীবনের খণ্ড উঠিয়া আইসে। শ্বাসে পর্য্যায়ক্রমে কালী-ফস ব্যবহার্য্য।

**ন্যাট-সল।**—পরীক্ষাদ্বারা বিশেষরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে, এই ঔষধ শিশুদিগের রোগে বিশেষ ফলপ্রদ। আর্দ্রতায় ও আর্দ্র ঋতুতে বৃদ্ধি। এই ঔষধের প্রকৃতিসিদ্ধ নিষ্ঠীবন, জিহ্বার বর্ণ ও প্রাতঃকালীন অতিসার ইহার বিশেষ পরিচালক লক্ষণ।

**নেট্রাম-ফস।**—গাঢ় পীতবর্ণের নিষ্ঠীবনযুক্ত শ্বাস-কাসে ইহা সুন্দর উপযোগী।

**সিলিশিয়া।**—শ্বাস গ্রহণে অতিশয় কষ্ট, বিমুক্ত বায়ুতে থাকিবার একান্ত আবশ্যকতা। কৌলিক রোগে, রোগের মূলোচ্ছেদের নিমিত্ত ন্যাট-সলের সহিত পর্য্যায়ক্রমে। শ্বাসের জন্য কালী-ফসের সহিত পর্য্যায়ক্রমে।

**পথ্যাপথ্য।**—শ্বাস রোগে গুরুপাক দ্রব্য ও অতিভোজন নিষিদ্ধ। ধারা স্নান, বিমল বায়ু সেবন ও অল্প অল্প বিচরণ ( হাঁটা ) উপকারী। স্ত্রী-সংসর্গ ও অতি পরিশ্রম নিষিদ্ধ। মুলা, পটোল, বেগুন, গোধুম, যব ও উষ্ণজল পান সুব্যবস্থেয়। বারংবার অল্প অল্প আহার করিবে, কিন্তু কখনও উদর পূর্ণ করিয়া খাইবে না।

## চিকিৎসিত রোগী।

(১) ৪২ বৎসর বয়স্কা জনৈক মহিলা কয়েক বৎসর যাবৎ শ্বাস-কাসে ভুগিতেছিলেন। তাঁহার নিষ্ঠীবনের সবুজাভা ছিল ও উহা প্রভূত

পরিমাণে নিঃসৃত হইত। নেট্রম-মিউর ৬x, ৩ ঘণ্টান্তর দেওয়ায় নিষ্ঠীবনের (শ্লেষ্মা) বর্ণের পরিবর্তন ও পরিমাণের স্বল্পতা জন্মে। এই ঔষধ প্রয়োগের পূর্ব্বে যখনই রোগের আবেশ হইত, তাহা কতিপয় সপ্তাহ পর্য্যন্ত স্থায়ী হইত; কিন্তু ইহার কয়েক মাত্রা মাত্র ব্যবহার করায় শ্লেষ্মা স্রাব একেবারেই স্থগিত হইয়াছিল। ইহাতে বুঝা গেল এক্ষেত্রে এই ঔষধ রোগের মূলদেশে কার্য্য করিয়াছে।

(২) একজন ভদ্র লোকের শ্বাস-কাসের এরূপ প্রবল আবেশ উপস্থিত হইত যে, বহু দূর হইতেই তাঁহার আগমনের বিষয় জানা যাইত। ভদ্রলোকটীর আকৃতি দীর্ঘ ও শরীর খুব বলিষ্ঠ ছিল। বংশে কাহারও শ্বাস-যন্ত্রের রোগ ছিল বলিয়া জানা যায় নাই। রোগী বলিষ্ঠ ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার বুক অপ্রশস্ত ছিল। শ্বাস-প্রশ্বাস কালে বক্ষ পঞ্জরের বৃহৎ বায়ুনলী-ভুজের নিকটে বর্দ্ধিত আর কেবল Coarse rales বা মোটা আর কোনও প্রকার ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায় নাই। একবার তাঁহার এরূপ শ্বাসের আবেশ হয় যে, জীবনে আর কখনও এরূপ হয় নাই। নেট্রম-সল্ফ ২০০ x একমাত্রা মাত্র সেবনে ইহার সত্ত্ব উপশম হয় এবং পরে মাঝে মাঝে এই ঔষধ সেবনে বহুকাল পর্য্যন্ত তাঁহার আর এই রোগের আবেশ উপস্থিত হয় নাই।

(৩) একজন সম্ভ্রান্ত জমিদারের যুবক পুত্র কতিপয় বৎসর যাবৎ হাঁপানি রোগে ভুগিতেছিলেন। এই রোগে সচরাচর ব্যবহৃত ঔষধ ব্যবহারে বিশেষ কোন উপকার পাওয়া যায় নাই। কালী-ফস ও কালী-মিউর ব্যবহারে অতি সত্বর এই রোগী আরোগ্য হয়।

# Atrophy—এট্রফি।

## ( একাঙ্গ বা সর্ব্বাঙ্গের শীর্ণতা )

পরিদৃশ্যমান্ কোনও কারণ ব্যতীত শারীরিক কোনও বিধান, যন্ত্র বা পেশীর শীর্ণতাকে এট্রফি, ম্যারাস্মস্ বা ইমাসিয়েসন বলে। পুষ্টিকর বা পর্য্যাপ্ত আহার্য্যের অভাব, পরিপাক যন্ত্রের পীড়া বা দুর্ব্বলতা বশতঃ ভুক্ত দ্রব্যের অজীর্ণতা, উদরে কৃমির বিদ্যমানতা ইত্যাদি এই রোগের কারণ। শিশু ও বালকদিগের ইন্‌ফ্যাণ্টাইল লিভার, স্ক্রফিউলা, টেবিস্ মেসেণ্ট্রিকা প্রভৃতি হইতেই শীর্ণতা জন্মিয়া থাকে।

## ( সংক্ষিপ্ত চিকিৎসা )

**ন্যাট্রম ফস**। স্তন্য দুগ্ধের পরিবর্ত্তে বোতলে করিয়া কৃত্রিম দুগ্ধ পান করাতে শিশুর শীর্ণতা জন্মিয়া থাকিলে। উদরের স্ফীততা; বৃহৎ যকৃৎ। খাইবার পর উদর বেদনা। অপরিপাচিত ভুক্ত দ্রব্য সংযুক্ত মল।

**ন্যাট্রম সল**।—কৌলিক মাযক দোষ; স্ফীত উদর, উদরে অতিশয় গুড়্ গুড়্ হুড় হুড্ শব্দ। পীতবর্ণ জলবৎ, সবেগে নিঃসারিত মল; প্রাতে নড়িবার চড়িবার উপক্রমে বৃদ্ধি।

**সিলিশিয়া**।—শরীরের শীর্ণতা, কিন্তু মস্তকের বৃহত্ত্বতা। সহজেই শিশুর ঘর্ম্মের উদ্রেক; অতিশয় স্নায়বীয়তা ( খিটাখিটে স্বভাব ) ও ক্রোধের উদ্রেক। মুখমণ্ডলের শীর্ণতা ও জরাজীর্ণতা। মাতৃস্তন্যে অস্পৃহা, উহা খাইলেই বমি হয়। জলবৎ, দুর্গন্ধি মল। ঋতুর একটু পরিবর্ত্তনেই শীর্ণতা।

**কালী-ফস**।—পেশীর শীর্ণতা সংযুক্ত অথবা যে কোন কারণেই হউক শীর্ণতার সহিত মলে অতিশয় দুর্গন্ধ থাকিলে ইহা আবশ্যক।

**ক্যাল্ক-ফস।**—কৌলিক রোগে অন্য কোন ব্যবস্থেয় ঔষধের সহিত পর্য্যায় ক্রমে। স্ক্রফিউলাগ্রস্ত শিশুদের অস্থি আক্রান্ত হইলে; খাদ্য দ্রব্য জীর্ণ হয় না। অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও দন্তোদ্গমে বিলম্ব সংযুক্ত শীর্ণতা।

**ন্যাট মিউর।**—মুখমণ্ডলের মৃদ্বর্ণ, শিশুদিগের গ্রীবার শীর্ণতা এবং ন্যাট-মিউরের আর আর বিশেষ লক্ষণ বিদ্যমান থাকলে। শিশুর কথা বলিতে শিখিতে বিলম্ব। কোষ্ঠ কাঠিন্য।

# Back ache—ব্যাক্ এক; কটি বেদনা

( সংক্ষিপ্ত চিকিৎসা )

**ক্যাল্ক-ফস ৬x, ১২x।**—অবশতা, শীতলতা ও তৎসহ সিড় সিড়ানি বা তুড়তুড়ানি সংযুক্ত কটিবেদনা। রাত্রে ও বিশ্রাম কালে বৃদ্ধি। ফির-ফস ১২x সহ পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য। প্রাতে জাগিবা মাত্র কটিদেশে বেদনা অনুভব।

**কালী সলফ ৬x।**—উষ্ণ গৃহেও অপরাহ্নে বেদনার বৃদ্ধি এবং শীতল বিমুক্ত বায়ুতে উপশম। বেদনা নড়িয়া চড়িয়া বেড়ায়।

**ম্যাগ-ফস ৬x।**—খননবৎ ও তিরবিদ্ধ বং বা চিড়িকমারার ন্যায় বেদনা। এই বেদনা নড়িয়া চড়িয়া বেড়ায় ও উষ্ণতায় উপশমিত হয়।

**নেট্রাম ফস ৬x।**—প্রাতে জাগিবা মাত্র কটির অভ্যন্তর দিয়া বেদনা অনুভব।

**সিলিশিয়া।**—আক্ষেপিক ও আকর্ষণবৎ বেদনা, রোগীকে স্থির ভাবে শুইয়া থাকিতে হয়। মেরুদণ্ডের অভ্যন্তর দিয়া অবিরাম মৃদু বেদনা।

**ফিরম ফস**—কটিতে, কুচকিতে এবং মূত্রকোষদেশে বেদনা। কেবল নড়িলে চড়িলে বেদনা অনুভূত হয়। ইহা এই রোগের প্রায় অমোঘ ঔষধ।

**ক্যাল্ক ফ্লোর।**—কটিদেশে বেদনা। কোষ্ঠবদ্ধ। মেরুদণ্ডের স্থানে পূর্ণতা ও জ্বালা। সঞ্চালনের উপক্রমে বেদনার বৃদ্ধি, কিন্তু ক্রমাগত হাঁটিতে থাকিলে উহার উপশম (ক্যাল্কফস)।

**ন্যাট মিউ।**—কোন কঠিন বস্তুর উপর শয়নে কটিবেদনার উপশম; জিহ্বায় প্রক্ষুটিত জলবৎ ফেনিল লালা। বহুক্ষণ অবনীত হইয়া থাকার পর কটিতে বিদারবৎ বেদনা। কটিতে দুর্বলতা, প্রাতে বৃদ্ধি। মেরুদণ্ডের অতিশয় স্পর্শানুভবতা। গ্রীবার দৃঢ়তা ও পীড়া। অত্যন্ত দুর্বলতা ও ক্লান্তি।

**ন্যাট সল।**—সমস্ত রাত্রি ব্যাপিয়া কটিতে ক্ষতবৎ বেদনা। কেবল দক্ষিণ পার্শ্বে ভর দিয়া শুইয়া থাকিতে পারা যায়। মেরুদণ্ডের এবং গ্রীবার উপর হইতে নীচ পর্য্যন্ত ক্ষতবৎ ব্যথিতা।

**কালী মিউর** ৩x।—ফিরম ফসে উপকার না দর্শিলে তৎপর ব্যবহার্য্য।

**কালী ফস** ৩x।—বেদনায় খোঁড়াইয়া হাঁটিতে হয়। আস্তে আস্তে হাটিলে ক্রমশঃ বেদনা ও স্তব্ধতার অনেকটা উপশম। বেশী হাঁটিলে বৃদ্ধি। প্রথম সঞ্চালনকালে বেদনার বৃদ্ধি। (বেদনা দ্রষ্টব্য)।

## চিকিৎসিত রোগী।

(১) এক ব্যক্তির প্রবল ঘাড় এবং পৃষ্ঠবেদনা ছিল। এই বেদনা সময় সময় কেবল পূর্ব্বাহ্নেই উপস্থিত হইত, আবার সময় সময় সারারাত্রিও ভোগ করিত। কাজ করিবার কালে মস্তকের উপরে হাত তুলিতে পারিত না। সর্ব্বদা নড়া চড়া করিলে ও সম্মুখের দিকের কাজ করিবার কালে অনেকটা উপশম বোধ করিত। ইজিচেয়ারে শুইয়া থাকিবার কালেও উপশম বোধ হইত। উপরের দিকে তাকাইবার কালে ঘাড়ে আড়ষ্টবৎ (stiffness) বোধ হইত। দুই সপ্তাহ পর্য্যন্ত একদিন রাত্রে ক্যাল্ক-ফ্লোর ১২ x এক মাত্রা ও পরদিন রাত্রে নেট্রাম-মিউর ৩০ x একমাত্রা, এইরূপ প্রতি রাত্রে এই দুই ঔষধ পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করা হয়। ২।৩ মাত্রা ঔষধ সেবনের পরই রোগী ভাল বোধ করিতে থাকে; কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই রোগী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হয়।

---

# Bites of Insects-বাইটস্ অব-ইনসেক্টস, কীটাদির হুল-বেধ।

(সংক্ষিপ্ত চিকিৎসা)

**নেট্রাম মিউর ৩০ x।**—আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক। যত শীঘ্র সম্ভব এই ঔষধের লোশন (নিম্ন ক্রম) দংষ্ট্র স্থানে প্রয়োগ করিবে অথবা শুষ্ক বিচূর্ণ উক্ত স্থানে মর্দ্দন করিবে। ইহাতে অতি সত্বর বেদনা দূরীকৃত হয়। নিম্নক্রমের ঔষধও ফলপ্রদ। এই ঔষধ ব্যবহারে আমরা সর্ব্বপ্রকার বিষাক্ত কীটের হুলবেধেই ফল পাইয়াছি।

# Bones Diseases of-বোনস্ ডিজিজেস্ অব ; অস্থির রোগ।

( সংক্ষিপ্ত চিকিৎসা )

**ম্যাগ-ফস।**—স্পাইনা ভেনটোসা। ক্যাল্ক-ফ্লোর সহ পর্য্যায়-ক্রমে।

**ক্যাল্ক ফস।**—অস্থির কোমলতা ও দুর্বলতা, অস্থিভগ্নে ইহা ব্যবহার করিলে সত্বর জোড়া লাগে। রিকেটস, মেরুদণ্ডের বক্রতা ইত্যাদি। অস্থিতে দাগ লাগা।

**সিলিশিয়া।**—প্রায় সকল প্রকার অস্থির রোগেই সিলিশিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অস্থি-ক্ষত হইতে গাঢ়, পীতবর্ণ দুর্গন্ধ পূঁয বা স্রাব ইহার প্রয়োগ লক্ষণ। উরু সন্ধির রোগ। সকল প্রকার স্রাবেরও অতিশয় দুর্গন্ধ। অস্থিতে দাগ লাগিলে ইহা দ্বারা উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যায়। অস্থির কোন অংশ নষ্ট হইলে ইহা সেবনে উহা বাহির হইয়া যায়।

**ক্যাল্ক ফ্লোর।**—অস্থি হইতে নিঃসৃত স্রাব অস্থির উপর কঠিন, কর্কশ আবরণ উৎপন্ন করিলে। উপদংশ ও পারদের ফলে অস্থি আক্রান্ত হইলে। প্রাতিশ্যায়িক রোগে নাসাস্থি আক্রমণ করিলে ও উহাতে অতিশয় দুর্গন্ধ থাকিলে। অস্থির টিউমার। অস্থিময় বিবর্দ্ধন। আন্ত্র রোগের ফলে উদরে স্ফোটকের উৎপত্তি।

**ক্যাল্ক সল।**—এই ঔষধের প্রকৃতিসিদ্ধ লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে অস্থি-ক্ষতে ব্যবহার্য্য। দন্তকাস্থির শীর্ণতা।

**ফিরম ফস।**—অস্থির রোগে, কোমলাংশের প্রদাহ, উত্তপ্ততা ও বেদনা থাকিলে। উরুসন্ধির রোগে ইহা প্রধান ঔষধ। অস্থির ও অস্থি-বেষ্টের প্রদাহ।

**ক্যাল্কী মিউর**।—অস্থি ও অস্থিবেষ্টের প্রদাহের দ্বিতীয়াবস্থায়।

**ক্যাল্কী ফস**।—দুর্গন্ধি অস্থিসার সহ অস্থির শীর্ণতা।

**নেট্রাম সলফ**।—সাইকোসিস। অস্থিতে বেদনা; সন্ধিতে কড়্ কড়্ শব্দ; সন্ধির শুষ্কতা।

**ন্যাট সল**।—মারক ধাতু; অস্থিতে বেদনা, সন্ধির বিদরণ; জানুর আড়ষ্টতা।

## ( চিকিৎসিত রোগী )

(১) একটী বালিকা ৫ বৎসর বয়ঃক্রম কালেও হাঁটিতে বা মাথা সোজা করিতে সমর্থ হইয়াছিল না। মস্তকের অস্থির অসংযোজনা ছিল। প্রায় প্রত্যহই আক্ষেপ বা স্প্যাজ্‌ম জন্মিত। অস্থির অবস্থা দেখিয়া ৫ মাসের শিশুর অস্থি অপেক্ষা বেশী পুষ্ট বলিয়া মনে হইত না। ক্যাল্ক-ফস, ম্যাগ-ফস ও ক্যাল্কী-ফস এই ৩টী ঔষধ পর্যায়ক্রমে কতিপয় মাস ব্যবহার করায় বালিকাটীর অবস্থার এত উন্নতি হইয়াছিল যে, তাহার পিতামাতা চিকিৎসককে কি বলিয়া ধন্যবাদ দিবেন সে ভাষা খুজিয়া পাইলেন না। কিন্তু তৎপর তাহারা স্থানান্তরে চলিয়া যাওয়ায় এই রোগীর আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

(২) ১৮ মাসের একটী শিশুর আকৃতি খুব ছোট ও হাড়ের বিধানের ( উপাদান পদার্থ ) ন্যূনতা ছিল। ৪টী ব্যতীত আর দাঁত উঠে নাই, এক পা-ও হাঁটিতে পারিত না। মস্তকের সন্ধি সংযোজক স্থল বিমুক্ত ছিল। মুখের পাণ্ডুরতা ও স্ক্রফিউলা প্রকৃতি ছিল। প্রত্যহ জলের সহিত ক্যাল্ক-ফস ও কাল্কীফস দেওয়া যায়। প্রথম ঔষধ সেবনের কাল হইতে দুই মাস পর জানা গেল শিশুটির ১১টী দাঁত উঠিয়াছে, মস্তকের বিমুক্ত

অস্থি সকল সংযোজিত হইয়াছে এবং এখন সে হাঁটিতে পারে। দাঁত উঠিবার কালে শিশুদের সচরাচর যে সকল উপদ্রব উপস্থিত হইয়া থাকে এই শিশুর তাহা কিছুই হইয়াছিল না। যে কেহ পরে শিশুটীকে দেখিত সেই তাহার চিকিৎসার এরূপ আশ্চর্য্য ফল সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিত।

(৩) ১৪ বৎসর বয়স্কা একটী পিতৃমাতৃহীনা বালিকা অনেক দিন যাবৎ পায়ের রোগে ভুগিতেছিল ও চিকিৎসিত হইয়া আসিতেছিল। চিকিৎসকগণ কোন প্রকার চিকিৎসায়ই ফল না পাইয়া অবশেষে স্থির করিলেন যে পা-খানি কাটিয়া ফেলিতে হইবে। ইহাতে তাহার আত্মীয়গণ বিশেষ আতঙ্কিত হইয়া চিকিৎসাপ্রণালী পরিবর্ত্তন করিতে স্থির করিলেন ও বাইওকেমিক মতে চিকিৎসা করা সাব্যস্ত করিলেন। প্রতি ঘণ্টায় ১ মাত্রা সিলিশিয়া ৩০ × দৃঢ়তার সহিত সেবন ও ইহার লোশনসিক্ত লিণ্ট রোগাক্রান্ত স্থানে প্রয়োগ করা হয়। দশ দিন হাড়ের ও ক্ষতের অবস্থার এত উন্নতি দেখা গেল যে, পা খানি কাটিয়া ফেলিতে হইবে এ আশঙ্কা আর রহিল না। ইহার পর আরও কিছুদিন কেবল এই ঔষধই প্রয়োগ করা হয়, তাহাতেই রোগিণী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করে।

(৪) ৬০ বৎসর বয়স্ক জনৈক বৃদ্ধের পদের ফিমার” নামক দীর্ঘ অস্থি ভাঙ্গিয়া যায়। বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও উহা জোড়া লাগে নাই। বাইওকেমিক মতে চিকিৎসাকালে প্রথম প্রথম প্রতি রাত্রে ১ মাত্রা করিয়া ক্যাল্ক-ফস ও পরে ১ দিন পর ১ দিন রাত্রে ইহা দেওয়া যায়। ইহাতে অতি সত্বর হাড় জোড়া লাগে। ইহার ১৮ মাস পর এই রোগীর ঐ হাড়ের নিম্নদেশ আবার ভাঙ্গিয়া যায়। তখনও এই ঔষধ সেবনে দুই মাসেই উহা জোড়া লাগে।

(৫) দুইটী রোগীর হাড়ে টিউমার জন্মে। দেশের শ্রেষ্ঠ সার্জ্জনগণ অস্ত্র করা সাব্যস্ত করেন। কিন্তু ক্যাল্ক-ফ্লোর ১২ × ব্যবহার করায়

উভয়েই ভাল হয়। ঔষধ সেবনের পর অল্পকাল মধ্যেই বেদনা ও টিউমার ক্রমে-ক্রমে কমিতে থাকে

(৮) গ্রন্থকারের তৃতীয় পুত্র শ্রীমান্ রবীন্দ্র স্কুলে যাইবার সময় একখানা ঘোড়ার গাড়ীর নীচে পড়িয়া যায় এবং উহার ফলে একখানি পায়ের "টিবিয়া" হাড়খানি ভাঙ্গিয়া দুই টুকরা হয়। তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে নিয়া ভগ্ন অস্থি সংযোজন করাইয়া প্রাতে ও বৈকালে ক্যাল্-ফস ১২X দেওয়া হয়। ইহাতে অতি সত্বর ভগ্ন অস্থি জোড়া লাগে।

(৯) ঢাকা জিলার অন্তর্গত কলাতিয়া গ্রাম নিবাসী জনৈক ডাক্তারের (সাব্-এসিস্ট্যান্ট সার্জ্জন) এক পুত্রের মস্তকের অস্থি বাল্যকাল হইতেই ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে হইতে একটা পিরামিডের আকার ধারণ করিতে থাকে। একটী নারিকেলের মালার (মালই) কুব্জ পৃষ্ঠ উর্দ্ধ দিকে রাখিলে যেরূপ দেখায়, বালকটীর মস্তকের শীর্ষ ভাগ ঠিক সেইরূপই দেখাইত। রোগীর পিতা স্বয়ং একজন ডাক্তার, সুতরাং এলোপ্যাথিক মতে চিকিৎসার কোনও ত্রুটীই হয় নাই। ঢাকার যাবতীয় সাজ্জন ও সিভিল সার্জ্জনকে এই রোগী দেখান হইয়াছিল এবং চিকিৎসাও হইতেছিল। এই সব বিফল হইলে, রোগীর পিতা পূর্ব্বোক্ত ডাক্তার মহাশয় ছেলেটীকে লইয়া কলিকাতা যান এবং তথাকার মেডিক্যাল বোর্ডের সুবিজ্ঞ চিকিৎসকদিগকে দেখান। এই রোগীর মস্তকের অস্থি স্বাভাবিক আকার ধারণ করিবে বা করিতে পারে একথা কেহই বলেন নাই। অবশেষে, যখন ছেলেটীর বয়স অনুমান ১৮।১৯ বৎসর, তখন একদিন অপর একজন ডাক্তারের মুখে গ্রন্থকারের চিকিৎসা প্রণালীর কথা শুনিয়া এবং বাইওকেমিক মতে গ্রন্থকারের কতকগুলি টিউমারের রোগীর ও

অস্থি রোগের রোগীর আরোগ্যের সংবাদ শুনিয়া পূর্ব্বোক্ত ডাক্তার মহাশয় তদীয় ছেলেকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া গ্রন্থকারকে দেখান। রোগী দেখিয়াই বলা হয় যে, বাইওকেমিক চিকিৎসায় রোগীর মস্তকের অস্থি নিশ্চয়ই স্বাভাবিক আকার ধারণ করিবে। এই রোগীকে ক্যাল্ক-ফস ১২x এবং ক্যাল্ক-ফ্লোর ৬x, ৪ ট্যাবলেট মাত্রায় দিনে পর্য্যায়ক্রমে ৬ বার খাইবার বিধি দেওয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে ক্যাল্ক-ফ্লোর ৬x, ১ ড্রাম ১ আউন্স পরিমাণ ভেসিলিনের সঙ্গে মিলাইয়া মস্তকের চুল চাঁচিয়া মস্তকে লাগাইতেও উপদেশ দেওয়া যায়। ৩ মাস পরে বাহির হইতে দেখিলে রোগীর মস্তকের অস্থির অস্বাভাবিকত্ব কিছুই বোধ হইত না। আরও এবমাসকাল পূর্ব্বোক্ত ঔষধ পূর্ব্বেরই ন্যায় ব্যবহার করায় রোগীর মস্তকাস্থি স্বাভাবিক আকার ধারণ করে। ইহা দেখিয়া সকলেই অবাক্ হইয়া যান এবং বাইওকেমিক চিকিৎসার সুখ্যাতি করেন।

# Brain Diseases—ব্রেইন ডিজিজেস

## মস্তিষ্কের রোগ।

( সংক্ষিপ্ত চিকিৎসা )

**কালী-ফস।**— স্নায়ুর লুপ্ত শক্তির পুনরুদ্ধারার্থ। অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম জন্য মস্তিষ্কের অবসন্নতা ও তৎসহ ক্ষুধাহীনতা, বিষণ্ণতা, ক্ষণরাগিতা, অসহিষ্ণুতা এবং স্মৃতিক্ষীণতা ও নিদ্রাহীনতা। মস্তিষ্কের কোমলতায় কালী-মিউরের সহিত এবং জল সঞ্চয়ে ক্যাল্ক-ফসের সহিত

পর্য্যায়ক্রমে দিবে। স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য। মস্তকে আঘাত লাগার কুফল দূরীকরণে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। তন্দ্রালুতা ও অনিদ্রা।

**ফিরম্‌-ফস**।—মেনিঞ্জাইটিস, ব্রেইন ফিবার প্রভৃতি মস্তিষ্কের প্রাদাহিক রোগের প্রারম্ভাবস্থায় জ্বর এবং তাপ কমাইবার নিমিত্ত ইহা ব্যবহৃত হয়।

**ক্যাল্ক-ফস**।—মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা; মুখমণ্ডলের পাণ্ডুরতা ও শীর্ণতা, হস্ত-পদের শীতলতা, অবশতা, নৈশ-ঘর্ম্ম, জনন-শক্তির অভাব; মস্তকে জল সঞ্চয়, মস্তকাস্থির অসংযোজন।

**ন্যাট-মিউর**।—নিরুৎসাহিতা, বিষাদকর চিন্তা, প্রত্যেক বস্তুরই মন্দ দিক দর্শন, সংজ্ঞেত অশ্রুস্রাব ও অবসন্নতা। বিড়্‌ বিড়্‌ করিয়া প্রলাপ বা কথা বলা।

**ন্যাট্রি-সল**।—মস্তকের উপঘাতের পর মস্তিষ্কের ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য। মস্তকের পশ্চাদ্দেশে প্রবল বেদনা।

**ম্যাগ-ফস**।—মস্তকের রোগে আক্ষেপক লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে। মস্তকে আঘাত লাগার পর দৃষ্টি শক্তির লাঘব।

**ক্যাল্ক-ফ্লোর**।—মস্তকের অস্থিতে টিউমার। রক্তগুল্ম।

(মেনিঞ্জাইটিস দ্রষ্টব্য)।

## (চিকিৎসিত রোগী)।

(১) জনৈক হিসাব রক্ষকের অতিরিক্ত খাটুনি খাটিতে হইত। ইহাতে তাহার মস্তিষ্কের নানারূপ উপদ্রব উপস্থিত হয়। রাত্রে ঘুম হইত না, স্মৃতি শক্তি হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং শরীরও অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। এজন্য সে চাকুরি ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়। তাহার নিকট কেহ গেলে

তাহার তাহা ভাল লাগিত না, খাইতে পারিত না, সকল বিষয়ই তাহার বিরক্তি উৎপাদন করিত। তাহার Brain Fever হওয়ার উপক্রম হইয়াছিল; স্থান পরিবর্ত্তন এবং ক্যাল্কী-ফস ৩x ব্যবহারে রোগী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করে।

(২) জনৈক অধিক বয়স্ক ব্যক্তি বহুদিনস্থায়ী মস্তিষ্কের প্রদাহ রোগে ভুগেন ও পরে আস্তে আস্তে আরোগ্যের দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। কিন্তু এই সময় হইতে তাহার মস্তিষ্কের কোমলতার লক্ষণ প্রকাশ পাইতে থাকে। এইক্ষণ তিনি অন্যান্য ঔষধ ত্যাগ করিয়া এই নবপ্রবর্ত্তিত বাইওকেমিক ঔষধ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে ইচ্ছুক হন। বর্ত্তমান লক্ষণঃ—স্মরণশক্তির ব্যতিক্রম, সময় সময় সংজ্ঞালোপ; তাহার উপর দিয়া গাড়ী ঘোড়া ইত্যাদি চলিয়া যাইবার উপক্রম হইলেও তাড়াতাড়ি সরিয়া যাইতে, অথবা হাটিয়া যাইবার কালে সম্মুখে কোন বাধা থাকিলে হঠাৎ থামিতে অক্ষমতা ইত্যাদি; এজন্য তাহাকে একাকী বাহিরে যাইতে দেওয়া নিরাপদ ছিল না। ক্যাল্কী-ফস ৩x ব্যবহারে এই রোগী আরোগ্য লাভ করে।

(৩) সর্ব্বপ্রকারের উন্মাদ রোগে এবং মস্তিষ্কের ও স্নায়ুর দুর্ব্বলতায় ক্যাল্কী-ফস ব্যবহার করিয়া সর্ব্বদাই চমৎকার ফল পাওয়া গিয়াছে। ছাত্র ও ছাত্রীগণের স্মৃতিশক্তির ক্ষীণতায় ইহা অমোঘ ঔষধ রূপে ব্যবহার হইয়াছে।

# Brain Fag-ব্রেইন ফ্যাগ।

( মস্তিষ্কের অবসন্নতা )

**ক্যাল্কফস ১২ X।**—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য সহকারে নিরুৎসাহিতা, প্রভূত নৈশ ঘর্ম্ম, পাণ্ডুর, শীর্ণ, মৃতাকৃতি ; জনন-শক্তির অভাব, দুর্ব্বলতা বশতঃ হস্ত-পদের শীতলতা, নিদ্রাহীনতা, ক্ষুধাহীনতা ও অবশতানুভব।

**সিলিশিয়া ৩০ X।**—কোন বিষয়ে মন স্থির রাখিতে পারা যায় না। অতিশয় উৎকণ্ঠা। পড়িতে বা লিখিতে অতিশয় ক্লান্তি বোধ, চিন্তা করিতে অসমর্থতা। অতিশয় [illegible], রোগী উঠিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু শীঘ্রই ক্লান্ত হইয়া আবার বিশ্রাম করিতে বাধ্য হয়।

**কালী ফস ৩X, ৬X, ৩০ X।**—স্নায়বিক শক্তির পুনঃ প্রতিষ্ঠার্থ। মস্তিষ্ক ও স্নায়বিক দুর্ব্বলতাজনিত সকল প্রকার উপসর্গের ইহা প্রধান ঔষধ।

**ন্যাট্রামমিউর**—নিদ্রাহীনতা সহকারে স্বপ্নের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী কথা বলিবার পর অতিশয় দুর্ব্বলতা।

**ম্যাগ্‌ফস**—সর্ব্বপ্রকার নিউরেল্‌জিয়া অর্থাৎ স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে স্নায়ুশূলের ন্যায় চিড়কমারা বেদনা, কম্পন ও দুর্ব্বলতা থাকিলে ইহা প্রধান ঔষধ।

( চিকিৎসিত রোগী )।

(১) জনৈক সাহিত্যিক অত্যধিক মস্তিষ্ক পরিচালনার ফলে শারীরিক ও মানসিক অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়েন। তাঁহার চিন্তা করিবার ক্ষমতা একেবারে লোপ পাইয়াছিল। ক্যালী-ফস ৩X ব্যবহার করিবার অল্পকাল পরেই তাঁহার যাবতীয় উপদ্রবের শান্তি জন্মে।

(২) ১৬ বৎসর বয়স্কা একটী ছাত্রী অতিরিক্ত অধ্যয়নের ফলে অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়ে। কিছুক্ষণ পড়িলেই আবার কতক্ষণ বিশ্রাম করিতে হইত, ব্যায়াম কালেও পুনঃ পুনঃ বিশ্রাম করিবার আবশ্যক হইত। পরিষ্কার রূপে কোনও বিষয় চিন্তা করিতে পারিত না। চিন্তনীয় কোন বিষয় আসিলেই প্রমাদ গণিত। কোন বিষয় মুখস্থ বলিতে গেলে গোলমাল হইয়া পড়িত। কেননা সে চিন্তনীয় বিষয়গুলি একত্র করিতে পারিত না। শরীর অতিশয় শীর্ণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। অধ্যয়ন ত্যাগ করিয়া স্থান পরিবর্ত্তনের উপদেশ দিয়া সিলিশিয়া ৬x, ৪ ঘণ্টা অন্তর এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত ব্যবহার করিতে দেওয়া যায়। পরে ১ সপ্তাহ বাদ দিয়া আবার পূর্ব্বের ন্যায় ১ সপ্তাহ এই ঔষধ খাইতে বলা হয়। কতকদিন পর তাহার যাবতীয় লক্ষণ উপশমিত হয় ও সে পুনরায় স্কুলে ভর্ত্তি হইতে ব্যগ্র হয়

# Bright's Disease-ব্রাইটস ডিজিজ

## ব্রাইটাখ্য রোগ

ইহা মূত্র-গ্রন্থির (কিডনি) বিধানবিকারজনিত এক প্রকার রোগ। মূত্রস্রাবের স্বল্পতা হেতু শীঘ্র শীঘ্র সর্ব্বাঙ্গীন শোথ, দুর্ব্বলতা ও রক্তহীনতা লক্ষণ প্রকাশ পায়। মূত্রে অণ্ডলালের (এল্বুমেন) বিদ্যমানতা এই রোগের বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ।

( সংক্ষিপ্ত চিকিৎসা )

ক্যাল্ক-ফস ৬x এবং কালী-ফসই এই রোগের প্রধান ঔষধ। লক্ষণের সাদৃশ্য থাকিলে ন্যাট-মিউর, ন্যাট-ফস, অথবা ফির-ফসেরও প্রয়োজন হইতে পারে। ক্যাল্ক-ফস ৬x ক্রম ব্যবহার করাতেই অধিকাংশ রোগীর ফল দর্শে। ইহাতে কোন ফল না পাইলে ৩০x ক্রম ব্যবহার করিলে নিশ্চয়ই ফল দর্শিবে। এই ক্রমও ব্যর্থ হইলে ২০০ x ক্রম ব্যবহার করিবে।

( চিকিৎসিত রোগী )

(১) স্ক্যুলেটিনার পরবর্ত্তী দুইটী ব্রাইটস্ ডিজিজের রোগী পাওয়া যায়। মূত্র পরীক্ষায় Tube Casts এবং এল্‌বুমেন পাওয়া যায়। সর্ব্বাঙ্গীন শোথ, হৃদ্‌পিণ্ডের এবং রেটিনার প্রদাহও (Retinitis) বিদ্যমান ছিল। রোগীর শরীরের দৈহিক বিনাশ এবং উপস্থক স্খলিত দেখা যাওয়ায় ক্যাল্ক-ফস ৬x ব্যবস্থা করা যায়। ইহাতে শীঘ্রই দুই রোগীই আরোগ্য লাভ করে। এই রোগে ক্যাল্ক-ফস ব্যবহার করিয়া বহু রোগী আরোগ্য করা হইয়াছে।

# Bronchitis-ব্রঙ্কাইটিস।

## বায়ু-নলী-ভুজ প্রদাহ।

ফুস-ফুসের অভ্যন্তরস্থ বায়ুবাহী নলের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রদাহকে বায়ুনলী-ভুজ-প্রদাহ বা ব্রঙ্কাইটিস বলে। সর্দ্দি রোগে কেবল নাসিকা ও গলার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী আক্রান্ত হইয়া থাকে। প্রদাহ অধিক বিস্তৃত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নলে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িলে দুশ্ছেদ্য শ্লেষ্মা দ্বারা উহা সম্পূর্ণরূপে

অবরুদ্ধ হইয়া পড়ে। কাজেই শ্বাসরুদ্ধ হইয়া রোগীর মৃত্যু ঘটে। প্রথমতঃ আলস্য ও মাথাধরা, তৎপর ক্রমে জ্বরভাব, বক্ষঃস্থলে আকুঞ্চন অনুভব, দ্রুত, কষ্টসাধ্য শ্বাস-প্রশ্বাস, গলার ভিতর হিস্ হিস শব্দ, প্রথমে শুষ্ক কাস পরে আঠার ন্যায় ফেণিল কখন কখন বা রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মানিঃসৃত, অবশেষে গাঢ় হরিদ্রাবর্ণ ও পূযবৎ শ্লেষ্মা স্রাবসংযুক্ত কাস ইহার লক্ষণ। গলায় ঘড় ঘড় শব্দ, শ্বাসরোধ অনুভব, শীতল ঘর্মস্রাব, শুষ্ক কম্পমান জিহ্বা ও হস্ত-পাদের শীতলতা এই রোগের অশুভ লক্ষণ। রোগ মৃদু হইলে চতুর্থ হইতে চতুর্দশ দিবসের মধ্যে হ্রাস পাইতে থাকে নচেৎ কঠিন আকার ধারণ করে। শিশু ও বালকদিগের এই রোগ হইলে প্রায়ই বিপজ্জনক হইয়া উঠে।

## চিকিৎসা।

**ফেরম্‌ফস।**—প্রাথমিকাবস্থায় জ্বর, প্রদাহ ও বেদনার উপশমার্থ। কালীমিউরের সহিত অপর কোন ঔষধের সাদৃশ্য থাকিলে তাহার সহিত পর্য্যায়ক্রমে। শিশুদের ক্যাপিলারী ব্রঙ্কাইটিসে ইহা বিশেষ উপকারী।

**কালীমিউর।**—দ্বিতীয়াবস্থায় প্রদাহ হ্রাস পড়িলে ফেরমফসের সহিত পর্য্যায়ক্রমে। গাঢ়, শ্বেত, [illegible] নিষ্ঠীবন, শ্বেত অথবা ধূসরাভ শ্বেত লেপাবৃত জিহ্বা।

**কালী সল্ফ।**—তৃতীয় বা রোগের হ্রাসাবস্থায়। প্রচুর, তরল ও পীতাভ বা সবুজাভ আঠা আঠা শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন ইহার প্রয়োগ লক্ষণ। এই অবস্থায় জ্বর থাকিলে ইহার সহিত পর্য্যায়ক্রমে ফিরম্‌ফস ব্যবহার্য্য।

**সাইলিশিয়া।**—গাঢ় পীতবর্ণ, ভারী পূযময় শ্লেষ্মা, এই শ্লেষ্মা পাত্রের তলদেশে ডুবিয়া যায়। শীতল পানীয়ে কাসের বৃদ্ধি; উষ্ণতায় উপশম।

**ন্যাট-মিউর়।**—পরিষ্কার, জলবৎ ও ফেণিল শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন বিশিষ্ট তরুণ রোগ। চক্ষু ও নাসিকা হইতে জলবৎ স্রাব সংযুক্ত "শীত কালীয়" কাসি। সমুদ্রতীরে রোগীর মন্দাবস্থা প্রাপ্তি।

**ক্যাল্ক-ফস।**—এলবুমিনাস বা আণ্ডলালিক শ্লেষ্মা (জলবৎ নহে)। রক্তহীন ব্যক্তিদিগের ব্রঙ্কাইটিস।

**ক্যাল্ক-সল।**—পূযময় বা রক্তমিশ্রিত পূযাক্ত শ্লেষ্মা।

**ন্যাট-সল।**—কাসিবার সময় হাত দিয়া বুক চাপিয়া ধরিতে হয়; বুকে ক্ষতবৎ বেদনা। কাসিতে কাসিতে বিরক্তি উৎপাদন করে। অপরাহ্নে শ্বাস-কাসের আবেশ। বর্ষাকালে ও আর্দ্র শীতল ঋতুতে বৃদ্ধি।

**পথ্যাপথ্য।**—রোগের ভোগকালে তরল ও লঘু পথ্য দিবে। রোগীর বুকে অধিক রক্ত সঞ্চিত না হইতে পারে এজন্য স্থূল বালিসে শয়ন করিতে দেওয়া উচিত। বক্ষঃস্থলের (ফুসফুসের) সঞ্চিত রক্ত দূর করিবার নিমিত্ত সময়ে সময়ে বুকে মসিনার পোল্টিশ দিবে। বুকে আস্তে আস্তে কিছুক্ষণ অলিভ অয়েল অর্থাৎ জলপাইয়ের তৈল মাখিলেও উপকার হয়। অতিশয় দুর্ব্বলতা থাকিলে মাংসের ক্বাথ (যুস) দিবে।

## (চিকিৎসিত রোগী)

(১) জনৈক মহিলা কতিপয় শীত ঋতুতেই ব্রঙ্কাইটিস্ রোগে আক্রান্ত হইতেন। পরে একবার নিউমোনিয়া হয় ও উহা উৎকট আকার ধারণকরে। রোগিণীর স্বামী বাইওকেমিকমতে চিকিৎসা করাইতে ইচ্ছুক হইয়া চিঠি দ্বারা রোগিণীর অবস্থা জানান ও কি ঔষধ ব্যবহার করিতে হইবে জিজ্ঞাসা করেন। প্রতি ঘণ্টায় ১ মাত্রা করিয়া ফিরম-ফস ও দুর্ব্বলতার

জন্য মধ্যে মধ্যে ক্যালী-ফস প্রয়োগ করিতে বলা হয়। এই দুই ঔষধ নিয়মিতরূপে কয়েকদিন ব্যবহার করিয়া পরে পর্য্যায়ক্রমে ফিরম-ফস ও ক্যালী-মিউর প্রয়োগ করা হয়। কিছুদিন পর রোগিণীর স্বামী ডাকযোগে চিঠি লিখিয়া জানান যে, স্থানীয় চিকিৎসক বক্ষঃ পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন যে তাঁহার ব্রঙ্কাইটিসের কোনও লক্ষণই পাওয়া যায় নাই।

(২) একব্যক্তি লৌহের কারখানায় কাজ করিত। ইহার পুরাতন ব্রঙ্কাইটিস রোগ ছিল। পরে নিউমোনিয়া হয়। অত্যধিক অগ্নির উত্তাপের নিকট বসিয়া কাজ করার দরুণ প্রথম প্রভূত ঘর্ম্ম স্রাব হয় ও পরে শীত শীত অনুভব করিয়া দক্ষিণ ফুসফুসের প্রদাহের (নিউমোনিয়া) লক্ষণ প্রকাশ পায়। রোগীর লক্ষণ বড় ভাল ছিল না; সঙ্গে সঙ্গে ব্রঙ্কাইটিসের লক্ষণও ছিল। জ্বর খুব বেশী, বিরক্তিকর কাশি, দক্ষিণ ফুসফুসের গভীরতম প্রদেশে বেদনা, উৎকণ্ঠা, আঠা আঠা, মরিচার বর্ণ বিশিষ্ট শ্লেষ্মা ছিল। প্রথমে ২ঘণ্টা পর্য্যন্ত অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর পর্য্যায়ক্রমে ফিরম-ফস ও ক্যালী-মিউর দেওয়া যায়। দুর্ব্বলতা ও নিদ্রাহীনতার জন্য মধ্যে মধ্যে নেট্রম-মিউর এবং ক্যাল্ক-ফস দেওয়া হয়। ইহাতে ১০ দিনের মধ্যেই রোগী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হয়। কেবল মাত্র ফিরম-ফস ও কালী-মিউর ব্যবহার করিয়া শত শত রোগী আরোগ্য করা হইয়াছে।

# Burns and Scalds.

# বারণস এণ্ড স্ক্যালডস—অগ্নিদাহ।

## ( চিকিৎসা )

**কালী-মিউর।**—আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক। এই ঔষধের লোশনে বস্ত্রখণ্ড ভিজাইয়া দগ্ধ স্থান আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত ঢাকিয়া রাখিবে। নেকড়া খণ্ড না উঠাইয়া পুনঃ পুনঃ লোশন দ্বারা ভিজাইয়া দিবে। দগ্ধ স্থানে ফোস্কা। উষ্ণ তরল পদার্থ পড়িয়া ত্বক ঝলসিয়া গেলে ইহা উত্তম ঔষধ।

**ক্যাল্কি-সলফ।**—কালী-মিউর ব্যবহারের পর যদি পূয উৎপন্ন হইতে থাকে তবে ইহা ব্যবহার্য্য।

**ন্যাট-ফস**—দগ্ধ ক্ষতে পূয জন্মিলে। বাহ্যিক প্রয়োগও উপকারী।

**নেট্রম মিউর**—পুড়িয়া ফোস্কা উৎপন্ন হইলে।

**মন্তব্য।**—কোনও স্থান সামান্য ঝলসিয়া বা পুড়িয়া গেলে তৎক্ষণাৎ উক্ত স্থানে উত্তাপ দিবে। ইহাতে প্রথমে জ্বালা কিছু বর্দ্ধিত হইলেও শীঘ্রই কমিয়া থাকে। কালী-মিউর ৩× বা ফিরম-ফস ৩× লোশন করিয়া অথবা ভেসলিন সহ লাগাইলেও বেশ ফল দর্শে। বহরের-নলী দগ্ধ স্থানে লাগানমাত্র জ্বালা যন্ত্রণা দূর হইয়া থাকে। দগ্ধ স্থানে সত্বর স্পিরিট লাগাইলে ফোস্কা পড়ে না। ক্ষত জন্মিলে শ্বেত ধূপের মলম লাগাইলে শীঘ্র শীঘ্র শুকাইয়া থাকে।

# Cancer & Tumors

## ক্যানসার ও অর্ব্বুদ।

### কর্ক্কট রোগ, দূষিত অর্ব্বুদ।

ক্যান্সার এক প্রকার দূষিত অর্ব্বুদ। ইহা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয় এবং প্রথম প্রকাশের স্থান হইতে দূরবর্ত্তী স্থানেও বিস্তৃত হইয়া থাকে।

**কারণ ও লক্ষণ।**—যে কোনও শরীর যন্ত্রে একপ্রকার সৌত্রিক পদার্থ (Fibrous tissue) জন্মিয়া ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। উক্ত বর্দ্ধন মধ্যে বহু প্রকারের অসংযুক্ত নিউক্লিয়াই সেল থাকে এবং উহাও ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। ইহা দ্বারা লিম্ফাটিক্ সিষ্টেম আক্রান্ত হইয়া শরীরের নানা স্থানে এক প্রকার নূতন অর্ব্বুদাদি উৎপন্ন হয়। পরিশেষে এই অর্ব্বুদে ক্ষত জন্মে এবং ক্রমশঃ শরীর দুর্ব্বল হইতে থাকে। এই রোগে ক্রমশঃ শরীরের শীর্ণতা ও দুর্ব্বলতা জন্মিয়া এবং রক্ত সঞ্চালনের বিকৃতি জন্মাইয়া শরীরকে ধ্বংশ করে। ইহা অতিশয় দুরারোগ্য রোগ। এই রোগের কোন চিকিৎসা নাই বলিয়া সাধারণতঃ কথিত হইয়া থাকে। কিন্তু রোগের প্রারম্ভাবস্থায় উপযুক্ত হোমিওপ্যাথিক অথবা বাইওকেমিক ঔষধ প্রযুক্ত হইলে বহু রোগী আরোগ্য হইয়া থাকে। আমরাও কতিপয় ক্যান্সারের রোগী আরোগ্য করিতে সমর্থ হইয়াছি।

নিম্ন, আর্দ্রভূমিতে বাস, কোন প্রকার আঘাত উৎঘাতাদি প্রাপ্ত হওয়া, কোন প্রকার বৃহৎ আঁচিলে ( moles ) কষ্টিক দ্বারা উত্তেজনা জন্মান, পুরাতন অজীর্ণতা, শারীরিক ও স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, স্থানিক টিশুর অপকৃষ্টতা ও উহাতে উত্তেজনা জন্মান

এবং কুলদোষ এই রোগের প্রধান কারণ। পিতামাতার এই রোগ থাকিলে, সন্তান সন্ততিতে প্রায়ই ইহা জন্মিয়া থাকে। ৪০ বৎসরের পূর্ব্বে এই রোগ খুবই কম হইয়া থাকে এবং পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের বেশী হইয়া থাকে।

**প্রকার ভেদ।**—নিম্নে টিউমারের কতিপয় কারণ ও প্রকারভেদের বিষয় বর্ণিত হইল। যথা:—(১) ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগের ফলে উদ্ভূত রক্তহীনতা জনিত স্কিরাস্ (scirrhus)। এই প্রকার ক্যান্সার স্ত্রীলোকদিগের স্তন এবং জরায়ুতে, স্ত্রীলোক এবং পুরুষ উভয়েরই পাকস্থলীতে, সরলান্ত্র (rectum) এবং ত্বকে জন্মিয়া থাকে। ইহা অতিশয় দৃঢ়, অস্ত্রোপচার করিলে ঈষৎ নীলবর্ণ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।

(২) **মেডুলারি অথবা এনকেফেলয়েড** (Medullary or Encephaloid) ইহা শ্বেত অথবা লোহিতাভবর্ণের হইয়া থাকে এবং অস্ত্রোপচার করিলে মস্তিষ্কের ন্যায় স্তর সকল পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। অস্থি, অণ্ডকোষ, যকৃৎ, প্লীহা, ফুসফুস, মূত্র যন্ত্র এবং মস্তিষ্ক ও চক্ষু ইহা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে। এই প্রকার ক্যান্সার অতীব কঠিন ও দুঃসাধ্য।

(৩) **কোলয়েড** (Colloid)—ইহার ভিতরে ঘৃত বা গাঁদের ন্যায় কোমল পদার্থ থাকে। গ্রীবার পশ্চাদ্ভাগ, পৃষ্ঠ, অন্ত্র, এবং পাকস্থলী প্রভৃতি স্থানে ইহা জন্মে।

(৪) **এপিথিলিয়েল** (Epithelial)—প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকারের রোগাপেক্ষা ইহা অপেক্ষাকৃত সহজ সাধ্য এবং সাধারণতঃ পুরুষদিগের মধ্যেই ইহা দৃষ্ট হইয়া থাকে। চর্ম্ম ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর সংযোগ স্থলেই ইহা প্রথম প্রকাশ পাইয়া থাকে। চক্ষুর পাতা,

মুখের কোণ, গুহ্যদ্বার (anus), স্ত্রী জননেন্দ্রিয় অর্থাৎ যোনি, পুংজননেন্দ্রিয়, অণ্ডকোষ প্রভৃতি স্থানে ইহা জন্মিয়া থাকে। চক্ষুর পাতায় এবং নিম্নোষ্ঠে ইহা সচরাচর পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। জিহ্বা, জরায়ু-মুখ (os) এবং ত্বকে ও (মুখমণ্ডলে নাসিকার পার্শ্বে) ইহা জন্মিয়া থাকে। জরায়ুতে হইলে টিউমারটী ফুলকপির ন্যায় আকার ধারণ করে। এই প্রকারের ক্যান্সার অণ্ডকোষে জন্মিলে ইহাকে "চিমনী-সুইপার" ক্যান্সার আখ্যা দেওয়া হয়।

(৫) অষ্টয়েড (Ostoid)—অস্থিতে, বিশেষতঃ পদের 'ফিমার" নামক অস্থির নিম্নদেশে ইহা জন্মিয়া থাকে। ইহা অতীব কষ্টপ্রদ এবং বিরল! এই টিউমার অস্থির ন্যায় কঠিন হইয়া থাকে। ইহা অতীব দুরারোগ্য রোগ হইলেও বাইওকেমিক চিকিৎসায় অনেক সময় আরোগ্য হইয়া থাকে। রোগীর বয়স যদি বেশী না হয়, এবং রোগ যদি বেশী দিনের না হয়, তবে নিশ্চয়ই আরোগ্যের আশা করা যাইতে পারে।

এখানে এই বিভিন্ন প্রকার রোগ সম্বন্ধে আরও একটু আলোচনা করা যাউক। স্তনের ক্যান্সার।—সাধারণতঃ ৩৫।৩৬ বৎসর বয়সের পর ইহা জন্মে। প্রথমতঃ স্তনের কোনও এক ক্ষুদ্র স্থানে স্ফীততা ও তীক্ষ্ণ বেদনা অনুভূত হয়। পরে ক্রমশঃ সমগ্র স্তনই আক্রান্ত হয়। এই সময় স্তনের বোঁটা সঙ্কুচিত এবং সমগ্র স্তন কঠিনাকার ধারণ করে এবং স্তনের গ্রন্থিগুলি শক্ত ও স্ফীত হইয়া উঠে। তৎপর স্তন-বৃন্তের (nipple) নিকট প্রথম ক্ষত জন্মে এবং উহাতে অসহ্য বেদনা জন্মে। সময় সময় ইহা হইতে প্রভূত রক্তস্রাবও হইয়া থাকে। ক্যান্সার অব্ দি লিপ্ বা ওষ্ঠের ক্যান্সার—ইহাকে

এপিথেলোমাও বলে। ওষ্ঠের কোণে প্রথম ক্ষত হইয়া পরে উহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ইহা সহজে আরোগ্য হইতে চায় না। ইহা হইতেও রক্তস্রাব হইয়া থাকে, কিন্তু খুব কম। ত্বকের ক্যান্সার। ইহাকে কার্সিনোমা বা সার্কোমাও ( Carcinoma or Sarcoma ) বলে। ত্বকের যে কোনও স্থানে প্রথমে একটী ক্ষুদ্র ও দৃঢ় স্ফীততা জন্মে। দুই এক মাস, অথবা আরও কিছু বেশী দিন এই অবস্থায় থাকিয়া ক্রমে উহা বর্দ্ধিত হইতে থাকে। এই সময় ঐ স্ফীত স্থানে সময় সময় তীক্ষ্ণ সূচবিদ্ধবৎ, কর্ত্তনবৎ অথবা ছিন্নবৎ ( Cutting and tearing pain ) বেদনা জন্মে। রোগাক্রান্ত স্থানের ত্বকের বিবর্ণ জন্মে ( অধিকাংশ স্থলে নীলাভ বর্ণ ধারণ করে ) এবং স্থানে স্থানে গ্রন্থির ন্যায় কঠিনতা প্রাপ্ত হয়। এই প্রদাহের ফলে সন্নিকটস্থ গ্রন্থিও স্ফীত হইয়া উঠে এবং উহাতে বেদনা জন্মে। পরিশেষে প্রদাহিত স্থানে ক্ষত জন্মিয়া থাকে।

পাকস্থলীর ক্যান্সার ( Cancer of the Stomach )—পাকস্থলীতে ক্যান্সার জন্মিলে রোগীর শরীর দ্রুত শীর্ণ হইয়া পড়ে এবং অজীর্ণতাও বিদ্যমান থাকে। এই রোগে রোগীর রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা বমন হইয়া থাকে এবং পাকস্থলীতে ভীষণ জ্বালাকর বেদনা অনুভূত হয়। পাঁজরার নীচে ( Below the ribs ) চাপ দিয়া পরীক্ষা করিতে কঠিন অর্ব্বুদ হস্তে অনুভব করা যায়।

অণ্ডকোষের ক্যান্সার।—অণ্ডকোষে ক্যান্সার জন্মিলে প্রথমে কোষ স্ফীত ও ব্যথিত হয় এবং এই বেদনা বৃদ্ধি পাইয়া অসহ্য বোধ হয়। ইহার ফলে কুচকির গ্রন্থিও স্ফীত হইয়া পড়ে। অণ্ডকোষে কোমল প্রকারের ক্যান্সার জন্মিয়া থাকে। উপদংশের ফলেই ইহা সাধারণতঃ জন্মিয়া থাকে।

**জিহ্বার ক্যান্সার।**—জিহ্বার মাঝামাঝি, কোনও এক পার্শ্বে প্রথম সামান্য ক্ষতের উৎপত্তি হয় এবং তথায় সূচি বিদ্ধবৎ বা কর্ত্তনবৎ বেদনা অনুভূত হয়। উপদংশ-দোষ অথবা ভগ্নদন্তের খোঁচা লাগিয়া প্রথমতঃ জিহ্বায় ক্ষত উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং পরে ক্যান্সারে পরিণত হয়।

**জরায়ুর ক্যান্সার।**—প্রথমে জরায়ু-মুখে ক্ষত জন্মে এবং ঋতুর ব্যবধান কালে দুর্গন্ধি রক্তমিশ্রিত জলবৎ স্রাব নিঃসৃত হইতে থাকে। ক্ষত স্থানে অত্যন্ত জ্বালা অনুভূত হয়। রোগিণী ক্রমশঃই শীর্ণা ও দুর্ব্বল হইয়া পড়েন। সাধারণতঃ ৪৬ বৎসর বয়সের পরই ইহা জন্মিয়া থাকে।

( চিকিৎসা )

রক্তে ধাতব পদার্থের অভাব হেতুই এই রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং লক্ষণ দৃষ্টে নিম্নোক্ত ঔষধ ব্যবহার করিতে পারিলে আরোগ্যের আশা করা যাইতে পারে।

**ক্যালী-মিউর।**—স্তনের তরুণ ক্যান্সারে (recent cases) স্তনের অত্যন্ত স্পর্শানুভবতা অর্থাৎ স্পর্শে অত্যন্ত বেদনা লক্ষণে এবং স্তনের শিরাগুলি শক্ত না হইয়া কোমল অনুভূত হইলে ৬x ক্রম ব্যবহারে বিশেষ ফল দর্শে।

**ক্যালী-সলফ।**—এপিথেলোমা। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী ও ত্বকের সংযোগ স্থলের ত্বকের ক্যান্সারে পাতলা পীতবর্ণ, জলের ন্যায় অথবা পূযাক্ত স্রাব বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ অতিশয় ফলপ্রদ। ইহা প্রয়োগে জনৈক ডাক্তারের নাসিকার বাম পার্শ্বের এপিথেলোমা আরোগ্য হয়। উহার চতুর্দ্দিকের মলিন আরক্ততা এবং উপরে শৃঙ্গের

ন্যায় কঠিন মামড়ি (scab) ছিল। এই ঔষধ প্রয়োগ করিয়া বহু এপিথেলোমা আরোগ্য করা হইয়াছে।

নেট্রাম-মিউর।—রেণুলা (জিহ্বার নিম্নে এক প্রকার অস্বচ্ছ অর্ব্বুদ) রোগে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ।

ক্যালী-ফস।—অত্যন্ত বেদনা, বিবর্ণ এবং দুর্গন্ধ স্রাব সংযুক্ত ক্যান্সার। অস্ত্রোপচারের পর, আরোগ্যের প্রাক্কালে এই ঔষধ ব্যবহারে সুফল দর্শে (বিশেষতঃ যেখানে টিউমার কাটিয়া তুলিয়া ফেলা হইয়াছে)।

ফিরম-ফস।—ক্যান্সারে দংশন বেদনায় অপর প্রযোজ্য ঔষধের সহিত পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করিলে সুন্দর ফল দর্শে। জিহ্বার ক্যান্সারেও ইহা ব্যবহারে বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে।

ক্যাল্ক-ফস।—স্ক্রফিউলাগ্রস্ত ধাতুর রোগীদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। হাউস-মেইডস্ নী। তরুণ বা পুরাতন সিষ্টে (cyst) ইহার আবশ্যক। ব্রঙ্কোসিল, গলগণ্ড এবং শির রোগে এবং সন্ধির থোকর (Bursæ) পদার্থে ইহার একান্ত প্রয়োজন।

ক্যালী-সালফ।—রস স্রাব জনিত স্ফীততা (serous swelling); সিষ্টিক টিউমার। ক্ষত অস্বাভাবিক মাংস বৃদ্ধি (granulation); স্রাবের আধিক্য (excessive suppuration).

ক্যাল্ক-ফ্লোর।—ব্লড টিউমার বা রক্ত গুল্ম, বিশেষতঃ সদ্যজাত শিশুদের মস্তকে। স্তনের গ্রন্থির স্ফীততা ও কঠিনতা (knots, kernels, hardened glands in female breast): মেবো মিয়ান গ্রন্থির (চক্ষুর পাতার নিম্নস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থি বিশেষ; meibomian glands) বিবৃদ্ধি। হনুর অস্থির (jaw bone) উপর কঠিন স্ফীততা

( swelling on the jaw bone ); চোয়ালের কব্জির পৃষ্ঠ দেশে এনসিষ্টেড্ টিউমার। গলগ্রন্থির এবং গ্রীবা-গ্রন্থির স্ফীততা ও কঠিনতা। টেণ্ডন এবং লিগামেণ্টের কঠিন স্ফীততা। অস্থির অর্ব্বুদ বা টিউমার ইত্যাদি।

**সিলিশিয়া** —গ্রন্থির বিবৃদ্ধি; লিম্ফেটিক গ্ল্যাণ্ডের পুরাতন স্ফীততা; স্ফীততা বা টিউমারে পূযোৎপত্তির সম্ভাবনা। জরায়ুর ক্যান্সার; উপরের ওষ্ঠের ও মুখমণ্ডলের ক্যান্সার।

**নেট্রাম-ফস**।—জিহ্বার ক্যান্সারে এই ঔষধে বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে। গল-গ্রন্থির স্ফীততায় ( ঘ্যাগ ) অম্ল লক্ষণের বিদ্যমানতায়। এই রোগে পুষ্টিকর ( টিউমার দ্রষ্টব্য ) পথ্য ব্যবস্থা করিবে।

## চিকিৎসিত রোগী।

(১) জনৈক ব্যক্তির নাসিকার দক্ষিণ দিকে, ঠিক চক্ষুর নিম্ন অভ্যন্তরস্থ কোণের নিম্নে এপিথেলোমা রোগ জন্মে। ইহার আকার প্রায় ১টা ২ শিলিং এর মত ছিল। ইহা হইতে চক্ষুর নিম্ন পাতার নিকট দিয়া চক্ষুর অভ্যন্তরে যে স্রাব নিঃসৃত হইত তাহা দ্বারা চক্ষুর ক্ষত জন্মিয়াছে বলিয়া মনে হইয়াছিল। যাহাই হউক, রোগীর কঞ্জাংটাইভাইটিস ও কর্ণিয়ার অপরিচ্ছন্নতা ছিল। নাসিকার প্রান্ত দিয়া ক্ষতটী ৪ বৎসর পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিল। প্রথমে রক্তাভ কিঞ্চিৎ উচ্চ ও স্ফীত একটী স্থান ছিল। পরে উহা শৃঙ্গের ন্যায় উচ্চ একটী মামড়ি দ্বারা আবৃত হয়। কিছুদিন পর উহা পড়িয়া যায় ও একটী ক্ষত থাকে। এই ক্ষত ক্রমে ক্রমে বাড়িতে থাকে। রোগের প্রারম্ভাবস্থা হইতে এপর্য্যন্ত বহু চিকিৎসককে দেখান হয়। রোগটী জটিল হইবার পর অভিজ্ঞ ও চক্ষু চিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ একজন ডাক্তারকেও দেখান হয়; কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নাই। অবশেষে বাইওকেমিক মতে চিকিৎসা

করান সাব্যস্ত হয়। প্রত্যহ প্রাতে ও রাত্রে এক এক মাত্রা করিয়া ক্যালী-সলফ খাইতে দেওয়ায় ও উহার লোশন ব্যবহার করায় কয়েক দিনের মধ্যেই প্রদাহ দূর হয়। পরে দৃঢ়তার সহিত কতক দিন এই ঔষধ ব্যবহার করায় ক্ষত ক্রমশঃ আরোগ্য হইতে থাকে ও পরিশেষে একেবারে শুষ্ক হইয়া গিয়া একটী দাগ মাত্র অবশিষ্ট থাকে।

(২) ৫৯ বৎসর বয়স্ক এক ব্যক্তির ক্যান্সার হইতে অধিক পরিমাণ রক্তস্রাব হইত। এলোপ্যাথিক মতে রক্তস্রাব নিবারণের কোনও ঔষধই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে বাকী ছিল না। অবশেষে ফিরম-ফসের লোশনে স্পঞ্জ ডুবাইয়া ক্ষতের উপর প্রয়োগ করায় ইহা নিবারিত হইয়াছিল।

(৩) ঢাকার সব্‌ ডেপুটী মিঃ ভি. এম, বানার্জ্জি মহোদয়ের দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে একটী এপিথেলোমা জন্মে। এক মাসের মধ্যেই উহা ১টী ডিম্বের আকার ধারণ করে। স্থানীয় প্রধান সার্জ্জনকে দেখান হয়। তিনি রোগীর পিতার ক্যান্সার রোগে মৃত্যু হইয়াছিল জানিয়া সত্বর (তাঁহাকে দেখাইবার পর দিনই) অস্ত্র করিবেন সাব্যস্ত করেন। কিন্তু নানা বিষয় চিন্তা করিয়া রোগী বাইওকেমিক মতেই চিকিৎসা করাইবেন স্থির করেন। ইহা শুনিয়া সার্জ্জন বলেন যে, যদি এই রোগী এই চিকিৎসায় আরোগ্য হন তবে তিনি তাঁহার এলোপ্যাথিক চিকিৎসা পরিত্যাগ করিবেন। যাহা হউক, কালী-সলফ ৬x ও ক্যাল্ক ফস ৬x দিনে পর্য্যায়ক্রমে ৬বার সেবন ও কালী সলফের মলম দিনে ৪।৫ বার স্থানিক প্রয়োগ করায় ১মাস মধ্যেই রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। বলা বাহুল্য, উক্ত সার্জ্জন তাঁহার কথা রক্ষা করেন নাই।

(৪) ৭০ বৎসর বয়স্কা জনৈক রমণীর ডান দিকের গালে একটী এপিথেলোমা জন্মে। চক্ষুর নীচের পাতা হইতে নাসিকার ছিদ্র পর্য্যন্ত উহা বিস্তৃত ছিল ইহার আকৃতি প্রায় গোলাকার ও ১টী ফ্লোরিণের মত ছিল

এপিথেলোমাটী কয়েক বৎসর থাকিয়া পরে ক্ষতে পরিণত হইবার উপক্রম করে। ইহার ভূমিদেশ (Base) ও প্রান্ত শক্ত ছিল। ক্যাল্পী-সংফ ৬X এক এক মাত্রা প্রতি রাত্রে সেবন ও উহার লোশন দ্বারা লিণ্ট ভিজাইয়া পুনঃ পুনঃ স্থানিক প্রয়োগ করিতে দেওয়া যায়। একমাস পর দেখা যায় যা অনেক শুকাইয়াছে। ইহার পর ৩ সপ্তাহ মধ্যেই ক্ষতটী সম্পূর্ণরূপে শুষ্ক হইয়া যায়।

(৫) ৬০ বৎসর বয়স্কা জনৈক ভদ্রমহিলার বাম হস্তের মধ্যমাঙ্গুলীর অগ্রভাগ ফুলিয়া কঠিনাকার ধারণ করে। স্ফীত স্থানে বেদনা, চাক্‌চিক্য এবং উহা দেখিতে দ্বিখণ্ডিত সুপারির ন্যায় ছিল। রোগিণী অত্যন্ত স্নায়বীয় প্রকৃতির (nervous) এবং নিরুৎসাহিত ছিলেন। ক্যাল্ক-ফ্লোর ৬X ব্যবস্থা করা হয়। ঔষধ ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গেই ফল দর্শিতে থাকে। আড়াই মাসে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ হয়।

(৬) ১৫ দিনের একটী শিশুকে দেখিতে আহ্বান করা হয়। জন্মের পরক্ষণেই শিশুটীর মস্তকশীর্ষে একটা স্ফীতত। (swelling) দৃষ্ট হয় এবং ক্রমশঃই উহা বাড়িতে থাকে। মস্তকের বাম পার্শ্বে (on the left tuberosity of the parietal bone) উহা অবস্থিত ছিল। স্ফীততার ভূমিদেশ দেড় ইঞ্চিরও উপর এবং উচ্চতা এক ইঞ্চির কিছু কম ছিল; চাপ প্রদানে ময়দার ডেলার ন্যায় তুলতুলে বোধ হয় (doughy and not fluctuating) কিন্তু এক পার্শ্বে চাপ দিলে অপর দিকে সঞ্চালিত হয় নাই। যন্ত্রের সহিত প্যারাইট্যাল অস্থিখানি পরীক্ষা করায় উহার দোষ (defect) ধরা পড়ে; উহা হইতেই এই টিউমারটী উৎপন্ন হইয়াছে, সন্দেহ নাই। মস্তিষ্কের উপর (on the brain) এই টিউমারটীর চাপের কোনও লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয় নাই; শিশুটীর ডাবল ইঙ্গুইন্যাল হার্ণিয়া ও ছিল—এতদ্ব্যতীত শিশুটীর

স্বাস্থ্য ভালই ছিল। ক্যাল্ক-ফস ৬× দিনে ৬ বার করিয়া খাওয়ার বিধি দেওয়া হয়। ৩ দিন মাত্র এই ঔষধ সেবনের পর টিউমারটী হ্রাস পাইতে থাকে, ১০ দিনের পর উহার চিহ্নও দেখা যায় নাই। অস্থির অভ্যন্তরস্থ গহ্বর ক্রমশঃ পরিপূরিত হইতে থাকে এবং ৬ই সপ্তাহের পর উহা সম্পূর্ণরূপেই বন্ধ হইয়া যায়।

(৭) মস্তকের দক্ষিণ প্যারাইট্যাল্ অস্থির উপরস্থ আরক্ত অর্ব্বুদ (Sanguinous cyst) এবং তৎসহ মস্তক পৃষ্ঠের অস্থির অসংযোজন (open posterior fontanelle) ক্যাল্ক-ফস ২ ক্রম ব্যবহার করিয়া আরোগ্য করিয়াছেন বলিয়া ডাঃ র (Dr. Raue) উল্লেখ করিয়াছেন।

(৮) এক ব্যক্তির হাঁটুর অভ্যন্তর প্রদেশে (in the hollow of the knee) ফাইব্রোয়েড টিউমার উৎপন্ন হইলে, অস্ত্রোপচার দ্বারা উহা তুলিয়া ফেলা হয়। কিন্তু তৎপর উহা পুনরায় উৎপন্ন হইয়া একটী বলের আকার ধারণ করে। ইহার ফলে হাঁটু-সন্ধির চলৎ-শক্তি রহিত হয়। পুনরায় অস্ত্র করা নিষ্ফল চিন্তা করিয়া বাইওকেমিক মতে চিকিৎসা করিয়া দেখিতে সকলে পরামর্শ দেন। লক্ষণ দৃষ্টে ইহার আশ্চর্য্য ক্ষমতাশালী ঔষধ ক্যাল্ক-ফ্লোর ৬× ৪ গ্রেণ মাত্রায় দিনে ৪ বার করিয়া খাওয়ার ব্যবস্থা দেওয়া হয়। ইহার ফলে টিউমারটী ক্রমশঃ বিশীর্ণ হইতে থাকে (gradually dwindled) এবং পা খানি পরে স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

(৯) একটী রোগীর বাম নাসিকার অভ্যন্তরস্থ পলিপাস্ বা নাকড়া ক্যাল্ক-ফস ৬× সেবনে বিদূরিত হয়।

(১০) গ্রন্থকারের জনৈক আত্মীয়ের উভয় নাসার অভ্যন্তরে নাকড়া জন্মিয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই সময় নিদ্রিতাবস্থায় শ্বাস-

ক্রোধের আবেশ উপস্থিত হওয়ায় তিনি উচ্চ শব্দ করিয়া লাফাইয়া উঠিতেন। চিঠি মারফত রোগীর অবস্থা বিদিত হইয়া ক্যাল্ক-ফস ৬X এবং ক্যাল্ক-ফ্লোর ৬X দিনে পর্য্যায়ক্রমে ৪ বার সেবনের উপদেশ দেওয়া যায়। কিছুদিন ঔষধ সেবনের ফলে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ হয়।

(১১) এক ব্যক্তির উর্দ্ধ হনুতে (superior maxillary) সার্কোমা (বেদনা ও প্রদাহ শূন্য দৃঢ় মাংসল অর্ব্বুদ; মাংসার্ব্বুদ sarcoma) উৎপন্ন হয়; এজন্য গালে একটী ভেকের ন্যায় আকৃতি (frog like appearance of the cheek) উৎপন্ন হয়। রোগের বিকাশের পর এলোপ্যাথি মতে চিকিৎসা করান হয়। তাঁহারা টিউমারে পূযোৎপত্তি করিবার জন্য বহু প্রকারের উপায় অবলম্বন করেন। উহার ফলে টিউমারের কয়েক স্থানে নালী ঘায়ের মত মুখ জন্মিয়া একপ্রকার পাতলা, স্বচ্ছ দুর্গন্ধি স্রাব মাত্র নিঃসৃত হইতে থাকে, কিন্তু পূয জন্মে নাই। তৎপর বাইওকেমিক চিকিৎসা করান হয়। পূয জন্মাইবার আশায় প্রথমে সিলিশিয়া ৬X দুই সপ্তাহ পর্য্যন্ত দেওয়া হয়। ইহার ফলে টিউমারের মধ্য লাইনে দুইটী অসম ও বন্ধুর উন্নত অংশ জন্মে (two protuberances in the median line of the tumor), এতদ্ব্যতীত আর কোনও পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় না। তখন ক্যাল্কেরিয়া-ফ্লোর ৬X দিনে ৩ বার করিয়া দেওয়া হয়। ইহার ফলে তৎপর দিন প্রভৃত পূয স্রাব হইতে থাকে এবং রোগী বিশেষ উপশম বোধ করিতে থাকেন। এই ঔষধের এইরূপ দ্রুত ফল দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হন। অতিসত্বরই এই রোগী আরোগ্য লাভ করেন।

(১২) জনৈক রমণীর স্তনের গ্রন্থি স্ফীত হইয়া উহাতে স্নায়ুশূলের ন্যায় বেদনা জন্মে। উহা কঠিন অর্ব্বুদের ন্যায় (scirrhus) দেখাইত। ক্যাল্ক-ফ্লোর ৬X ব্যবহারে দ্রুত আরোগ্য জন্মে।

(১৩) অপর একজনের চিবুকের নিম্নের কবুতরের ডিম্বের মত বড় একটী কঠিন অর্ব্বুদ ক্যাল্ক-ফ্লোর ৬x ব্যবহারের ফলে সত্বর আরোগ্য হয়।

(১৪) এক রমনীর হাঁটু সন্ধির প্রদাহে সন্ধি হইতে বার্সা (Bursa, চর্ব্বির ন্যায় জিনিষ—প্রত্যেক সন্ধির দুইখানা হাড়ের মধ্যে ক্ষয় নিবারণের জন্য এই পদার্থ ভগবান্ দিয়া সৃজন করিয়াছেন; ইঞ্জিন এবং যন্ত্রাদিতে ও এই উদ্দেশ্যে চর্ব্বি বা grease ব্যবহৃত হইয়া থাকে) স্রাব হইতে থাকে। প্রত্যহ সকালে ও বিকালে ক্যাল্ক-ফস ৬x দেওয়া হয়। ১২ ডোজ ঔষধ সেবনের ফলে এই পুরাতন রোগ সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইয়াছিল এই রোগে ডাঃ সুস্লার ও এই ঔষধের বিশেষ প্রশংসা করেন এবং সকলকে ব্যবহার করিতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন।

(১৫) নাসার্ব্বুদ।—একটী স্ত্রীলোকের উভয় নাসিকার অভ্যন্তরে কতকগুলি কটা বর্ণের অর্ব্বুদ (নাকড়া) জন্মে। ইহা হইতে সহজেই রক্তস্রাব হইত। ইহাকে প্রত্যহ প্রাতে ১ ডোজ করিয়া এক সপ্তাহ কাল ক্যাল্ক-ফস ৩০ দেওয়া হয়। তৃতীয় সপ্তাহে জানা যায় যে রোগ সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইয়াছে। বড় গুলি পড়িয়া যায়, ছোটগুলি সম্পূর্ণরূপে বিলীন হইয়া যায় (absorbed).

(১৬) St. Bartholomew's Hospital এ বালিকার অঙ্গুলি-সন্ধির অর্ব্বুদে অস্ত্রোপচার করা হয়। ঘা শুকাইলে শুষ্ক দাগের উপর (in the scar) পুনরায় উহা অপেক্ষাকৃত বৃহদাকারে দেখা দেয়। এইক্ষণ প্রত্যহ প্রাতে ও রাত্রে সিলিশিয়া ৩ ব্যবহার করায় ধীরে ধীরে টিউমারটী বিলীন হইয়া যায় (John H. Clarke).

(১৭) **অঙ্গুলীর গভীর স্থানের প্রদাহ।**—লণ্ডন হোমিওপ্যাথিক হাসপাতালে Gerard Smith চারি বৎসর বয়স্কা এক বালিকাকে আনেন। দুই বৎসর পূর্ব্বে বালিকাটীর তর্জ্জনী অঙ্গুলীতে ক্ষত জন্মে। ইহার ফলে অঙ্গুলির অস্থিবেষ্টের প্রদাহ ও স্ফোটক (periostitis and abscess) জন্মে, কিন্তু অস্থিনাশের (necrosis) বা অস্থিতে দাগ লাগার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নাই, কেননা প্রোব (probe) ব্যবহার করায় অস্থির কোন ভগ্নাংশ আসে নাই। প্রদাহের পর প্রথম ৬ মাস কাল অস্থির স্ফীততা বৃদ্ধি পাইতে পাইতে প্রায় গোলাকার (globular) ধারণ করে। এই সময় সিলিশিয়া ব্যবহার করিতে আরম্ভ করা হয়। একটু দীর্ঘকাল এই ঔষধ ব্যবহার করিতে থাকায় আস্তে আস্তে অস্থির স্ফীততা কমিয়া হ্রাস প্রাপ্ত হয়। দ্বিতীয় বৎসরে পুনরায় এবসেস্ জন্মে। এইক্ষণ অস্ত্রোপচার করিয়া প্রোব দিয়া পরীক্ষা করিলে উহা কোমল টিশুর অভ্যন্তরে গিয়া প্রবেশ করে (passed into a soft mass) এই সময় হিপার-সলফার এবং সিলিশিয়া ব্যবহার করায় স্ফীততা কমিয়া অনেকটা উপকার দর্শে বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে। Drs Byres Moir & Epps অঙ্গুলি সন্ধির রোগে সিলিশিয়া, ক্যাল্ক-ফস. এবং ক্যাল্ক-ফ্লোর দ্বারা বিশেষ ফল পাইয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

(১৮) **স্তন গ্রন্থির পুরাতন কঠিন স্ফীততা।** ৫২ বৎসর বয়স্কা এক রমণীর স্তনে ক্যান্সার উৎপন্ন হইয়াছে, অতএব উহা সত্বর কাটিয়া ফেলিয়া দিতে হইবে বলিয়া জনৈক সার্জ্জন মত প্রকাশ করায়, রমণী অত্যন্ত ঘাবড়াইয়া যান। রোগিণীর স্তনটী ভালরূপে পরীক্ষা করিয়া এবং তাঁহার কৌলিক ইতিহাস শ্রবণ করিয়া রোগিণীকে বলা হয় যে, কেবল মাত্র ঔষধ সেবন করাইয়াই রোগিণীর

স্তনের কাঠিন্য ও যাবতীয় উপসর্গ বিদূরিত করা যাইতে পারে। এই আশ্বাসবাক্য শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ রোগিণী উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ জানাইলেন। ক্যাল্কেরিয়া-ফ্লোর ৩x ; ৪ ড্রাম ৪ আউন্স জলে গুলিয়া এই লোশন দ্বারা সর্ব্বদা স্ফীত স্থান ভিজাইয়া রাখিতে উপদেশ দেওয়া হয়। ৩x ক্রমের ৩টী করিয়া ট্যাবলেট প্রতি ৩ ঘণ্টান্তর খাইবারও ব্যবস্থা দেওয়া যায়। এক সপ্তাহ কাল মাত্র এই প্রকারে ঔষধ সেবন ও স্থানিক প্রয়োগের ফলে স্ফীততা বার আনা কমিয়া যায়। এইক্ষণ রোগিণী বুঝিতে পারেন যে তিনি নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবেন। ৬ সপ্তাহে রোগিণী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করেন।

(১৯) পূর্ব্বোক্ত রোগিণীর আর এক আত্মীয়ার (৪২ বৎসর বয়স্কা) দক্ষিণ স্তনটী ৩৪ বৎসর যাবৎ স্ফীত ও শক্ত হইয়া ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইতেছিল। ইহাতে এতই বেদনা ছিল যে, রোগিণী এজন্য দক্ষিণ হস্ত দ্বারা কোন কাজ কর্ম্মই করিতে পারিতেন না। যদি কখনও বাধ্য হইয়া তাঁহাকে কোন কাজ করিতে হইত, তাহা হইলে এই বেদনা এতই বাড়িত যে তজ্জন্য তিনি ঘুমাইতেও পারিতেন না। এই রোগিণীর অগ্নিমান্দ্যও ছিল। পূর্ব্বোক্ত রোগিণীর ন্যায়ই এই রোগিণীর চিকিৎসা করা হয়। ৩ মাসে এই রোগিণীও সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হন।

(২০) ভবভূষণ চক্রবর্ত্তী নামক ২০।২২ বৎসর বয়স্ক, ঢাকার জগন্নাথ কলেজের জনৈক ছাত্রের নাসাভ্যন্তরস্থ পলিপাস্ (নাসার্ব্বুদ) জনৈক গ্রাম্য সার্জ্জন অস্ত্রোপচার করিয়া তুলিয়া ফেলেন। ইহার ৮।১০ দিন পর, যুবকটীর ভীষণ শিরোবেদনা উপস্থিত হয়। বেদনা

এতই প্রবল ও দুঃসহ ছিল যে, তজ্জন্য সে অনবরত ডাক-চিৎকার করিতে থাকিত, একস্থানে স্থির ভাবে বসিয়া থাকিতে পারিত না, অনবরত ঘরের ভিতর পায়চারি করিতে হইত; অবিরাম তাহার মস্তক ও পৃষ্ঠদেশে হাত বুলাইতে বা ডলিয়া দিতে হইত, নতুবা সে কিছুতেই তিষ্ঠিতে পারিত না সে ক্ষণকালের জন্যও শুইতে পারিত না। গ্রামের চিকিৎসকগণ বিফল হইলে, রোগীর পিতামাতা তাহাকে ঢাকায় লইয়া আসেন। ঢাকার জনৈক অভিজ্ঞ ও প্রাচীন চিকিৎসক এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, নাসিকায় যে অস্ত্রোপচার করা হইয়াছে উহা সেপ্টিক হইয়া মস্তিষ্ক আক্রমণ করায় এই শিরঃপীড়ার উদ্ভব হইয়াছে এবং তদনুযায়ী ৮।১০ দিন তিনি চিকিৎসাও করেন কিন্তু ইহাতে রোগীর কিছুমাত্র উপশম জন্মে নাই। অতঃপর ঢাকার একজন প্রাচীন ও বিজ্ঞ হোমিওপ্যাথকে দেখান হয়। তিনিও ৭।৮ দিন চিকিৎসা করেন। ইহাতেও কোন ফল না হওয়ায়, ঢাকার মিটফোর্ড হাসপাতালের অভিজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ এন্ গুপ্তকে call দেওয়া হয়। তিনি সব কথা শ্রবণ করিয়া, ঢাকার যে ডাক্তার সেপ্টিক্ হওয়ার কথা ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহার প্রতিবাদ করেন এবং ২।১ দিন পর চিন্তা করিয়া রোগীর কি ব্যারাম হইয়াছে তাহা বলিবেন বলিয়া প্রকাশ করেন। ২।১ দিন পর আবার ইঁহাকে call দেওয়া হইলে ইনি বলেন যে, রোগীর ব্রেইনের ভিতর (মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে) একটি টিউমার উৎপন্ন হইতেছে ইহারই ফলে এই বেদনার উদ্ভব। একটী মেডিকেল জার্নেলে তিনি ঠিক এইরূপ একটী রোগীর বৃত্তান্ত পাঠ করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ করিলেন। চিকিৎসা সম্বন্ধে তিনি বলিলেন যে, একমাত্র সার্জ্জিকেল অপারেশন দ্বারা ইহার চিকিৎসা সম্ভবপর; অধিকন্তু ভারতবর্ষের কোথাও এরূপ অস্ত্রোপচার

সম্ভবপর নয়; যদি রোগীর সাধ্যায়ত্ত হয়, তবে একমাত্র ভিয়েনায় গেলে (অষ্ট্রিয়ার অন্তর্গত) ইহার অপারেশন হইতে পারে। এক কথায়, তাঁহাদের মতে এই রোগীর আরোগ্যের কোন সম্ভাবনাই নাই এরূপ ব্যক্ত করিলেন। অতঃপর তিনি হোমিওপ্যাথি অথবা বাইওকেমিক সিষ্টেম অনুযায়ী চিকিৎসা করাইতে উপদেশ দিলেন এবং এই interesting রোগীর অবস্থা কখন কিরূপ হয়, তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে জানাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। অতঃপর রোগীর ২।৩ জন বন্ধু স্থানীয় ব্যক্তি (ইঁহার একজনের জনৈক আত্মীয়ের একটী টিউমার গ্রন্থকার ইতঃপূর্ব্বে আরোগ্য করিয়াছিলেন) গ্রন্থকারের নিকট আসিয়া এই রোগীর বিস্তারিত অবস্থা বর্ণনা করেন এবং উপদেশ প্রার্থী হন। গ্রন্থকার সকল কথা শুনিয়া এই কথা বলিলেন যে—'লক্ষণানুযায়ী আমাদের চিকিৎসা করিতে হয় সুতরাং রোগী দেখা একান্ত দরকার; রোগীর বাচনিক কোন বিশেষ লক্ষণের সন্ধান পাইলে miracle ও দেখান যাইতে পারে।' এই কথা শুনিয়া তাঁহারা তৎপর দিন গ্রন্থকারকে নিয়া রোগী দেখান। বেদনার উপচয় ও উপশম কিসে হয়, এই কথা জিজ্ঞাসা করায় এবং আরও কয়েকটী প্রশ্নের উত্তরে জানা যায় "রোগী কিছুতেই শুইতে অর্থাৎ horizontal position হইতে পারে না, সর্ব্বদাই বসিয়া বা দাঁড়াইয়া থাকিবার প্রয়োজন। যদি কখনও ঘুমের ঘোরে শুইয়া পড়ে, তৎক্ষণাৎ লাফাইয়া উঠিতে হয়।' এই কথা শুনিয়া রোগীকে এই বলিয়া আশ্বাস দেওয়া হয় যে, যদি Science সত্য হয়, তবে তোমার রোগ নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে, ভিয়েনা যাইতে হইবে না। এই রোগীকে পূর্ব্বোক্ত লক্ষণানুযায়ী বেলেডোনা ২০০ এর ২টী পাউডার দিয়া আসা হয়। বলা যায় যে, একটী পাউডার তখনই খাইবে এবং আর একটী রাখিয়া

দিবে, আগামীকল্য সকালে রোগী কিরূপ আছে সে সংবাদ দিবে এবং প্রয়োজন হইলে পরে ঐ পাউডারটী খাইবে। পর দিন সকালে রোগীর আত্মীর আসিয়া সংবাদ দেন যে, ঐ পাউডারটা খাওয়ার পর বেদনার আশ্চর্য্য উপশম জন্মে এবং রোগী গতকাল সারা দিন ও রাত ঘুমাইয়াছে। এখন মাথা নাড়িলে সামান্য একটু বেদনা বোধ করে মাত্র। টিউমার জন্মিবার ফলে রোগীর চক্ষু এবং দৃষ্টিশক্তি বিশেষভাবে আক্রান্ত হইয়াছিল। এজন্য কালী-ফস্ ৬X ম্যাগ-ফস্ ৬X, ক্যাল্ক-ফস্ ১২X একত্র মিলাইয়া (প্রত্যেকের ৪ গ্রেণ লইয়া) দিনে ৩ বার এবং সিলিশিয়া ৩০X ৪ গ্রেণ ট্যাবলেট দিনে ১ বার খাইবার বিধি দেওয়া হয়। ইহাতেই এই রোগীর যাবতীয় লক্ষণ বিদুরিত হয়। এই রোগী আরোগ্যান্তে ঢাকার সুবিখ্যাত সাপ্তাহিক ইংরেজী সংবাদ পত্র East Bengal Times এ (চিকিৎসকের এবং চিকিৎসাপদ্ধতির ভূয়সী প্রশংসা করিয়া কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া) প্রকাশের জন্য এক পত্র প্রেরণ করেন। পাঠকগণের অবগতির জন্য East Bengal Times হইতে ঐ পত্রখানি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

To The Editor, "E. B. Times"

Sir.—Whether a sick person should choose to be treated by this or that doctor or prefers this or that 'pathy', is no doubt a personal question. Yet, I feel my case has something about it to interest the public. It is a triumph of Homœopathy & Biochemistry which are so often criticised and condemned by those belonging to many other system of treatment. Cured and benefited, I stand today to sing all glory to

Mahatma Hahnemann & Schussler and to the sciences they discovered and left as legacies to mankind. Indeed I am overjoyed and overwhelmed with enthusiasm and I know no adequate language to express my gratitude to Dr. Nripendra Chandra Roy of Wari, Dacca, whom I look upon as my saviour.

Some of the most eminent Allopaths of the city were consulted. All sorts of examinations were undergone, even X ray was not spared. Final diagnosis was a Brain Tumor—a varitable death sentence. They all declared with one voice my excruciating pain as incurable and some of them suggested that I might try such overseas experts as of Vienna if my purse would allow.

So, the horrid pain continued day and night. Mental agony of the dearest increased thousand fold. And we all were awaiting the inevitable moment of death which could alone relieve me of my misery.

At this stage Nripen Babu's name was suggested by some one of my relatives. We did not know him before. My guardians agreed and Nripen Babu was sent for. Throgh a strange coincidence I saw a dream at that moment. As though a voice was speaking—"The doctor who comes now will give you two doses and cure you of this dreadful disease.'

The purpose of the latter is to tell my readers that the dream came true to the letter and the miracle

was performed. I am now cured and saved. I go about my normal college routine as before.

Yours etc.
Bhababhusan Chakrabortty
( A Student of Jagannath College )
C/o. Royal Book Agency
Bangla Bazar, Dacca.

---

(২১) ঢাকার Pumping Station এর ইঞ্জিনিয়ার Mr. J. N Deyর নীচের মাড়িতে (Lower-jaw bone) ক্ষত জন্মিয়া ক্যান্সারে পরিণত হয়। ঢাকার বিশিষ্ট এলোপ্যাথগণ তাঁহাকে কলিকাতা গিয়া মেডিকেল কলেজের বিশেষজ্ঞগণকে দেখাইতে পরামর্শ দেন। তদনুযায়ী তিনি বিদায় লইয়া কলিকাতা যান এবং বিশেষজ্ঞগণকে দেখান। কিছুদিন চিকিৎসার ফলে কোনও উপশমই পরিলক্ষিত হয় না, বরং উত্তরোত্তর যন্ত্রণাদি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেই থাকে। আরোগ্যে নিরাশ হইয়া তিনি ঢাকায় ফিরিয়া আসেন এবং জনৈক বন্ধুর পরামর্শে গ্রন্থকার দ্বারা চিকিৎসিত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

এই রোগীকে ক্যাল্ক-ফ্লোর ৬×, ৪ ট্যাবলেট মাত্রায় দিনে ৩ বার সেবনের ব্যবস্থা দেওয়া যায়। ২।১ দিন মাত্র এই ঔষধ সেবনেই বেদনা ও গলাধঃকরণে (ঢোক গিলিবার) কষ্টের অনেক লাঘব হয় এবং ৮।১০ দিন মধ্যেই রোগ একেবারে বিদূরিত হয়।

# Carbuncle—কার্ব্বঙ্কল।

## পৃষ্ঠাঘাত

ইহা একপ্রকার দূষিত ব্রণ; এই ফোড়ার বর্ণ কৃষ্ণ মিশ্রিত লোহিত। ইহা সাধারণতঃ পৃষ্ঠে ও ঘাড়ে উৎপন্ন হয়। পৃষ্ঠে হইলে পৃষ্ঠাঘাত বলে। কার্ব্বঙ্কল ও সামান্য স্ফোটকে প্রভেদ এই যে, স্ফোটক অপেক্ষা কার্ব্বঙ্কল অধিক বড়, চেপ্টা ও প্রশস্ত, বহু মুখ হইয়া স্রাব নিঃসরণ করে, প্রদাহিত চর্ম্ম ধূসরমিশ্রিত লোহিত বর্ণ হয়, এবং ইহার সহিত সর্ব্বাঙ্গীন উপসর্গ বিদ্যমান থাকে। অত্যধিক জ্বালাপোড়া ইহার বিশেষত্ব।

## ( চিকিৎসা )

**ফিরম-ফস।**—প্রথম বা প্রাদাহিক অবস্থায় জ্বর, প্রদাহ ও বেদনার উপশমার্থে। ইহা যথাসময়ে ব্যবহার করিলে পূযোৎপত্তি নিবারিত হইয়া সহজেই রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

**কালী-মিউর।**—দ্বিতীয়াবস্থায়। ফির-ফসের সহিত পর্য্যায়-ক্রমে ব্যবহার করিলে দুর্গন্ধ সত্বর দূরীভূত হয় ও পূয জন্মিবার আশঙ্কা থাকে না। পূয জন্মিলে লক্ষণানুসারে সিলি ও ক্যাল্ক-সলফ প্রভৃতি ব্যবহার্য্য।

(এবসেসস্ দ্রষ্টব্য)

# Cataract-ক্যাটার‍্যাক্ট

## ছানি, বিদগ্ধ-দৃষ্টি।

চক্ষুর যে অংশকে লেন্স বা মুকুর বলে তাহার অস্বচ্ছতাকে ছানি বলে। চক্ষুর সুস্থাবস্থায় এই মুকুর দেখা যায় না, কিন্তু ছানি পড়িলে, মুকুর শ্বেত বা ঈষৎ নীলাভ শ্বেত বর্ণ হইয়া উঠে এবং চক্ষুর তারার মধ্য দিয়া দেখা যায়। ছানি কোমল ও কঠিন ভেদে দুই প্রকার। কোমল ছানির বর্ণ নীল। ইহা শৈশব হইতে ৩৫ ৩৬ বৎসর বয়স মধ্যে জন্মে। কঠিন ছানির বর্ণ ধূসর বা পীতাভ ধূসর। ইহা পরিণত বয়স্কদিগের হইয়া থাকে। ছানি এক চক্ষে বা দুই চক্ষেই জন্মিতে পারে। আঘাত, উপঘাত, বহু মূত্র, অন্যান্য চক্ষু রোগ এবং বার্দ্ধক্যাদি জন্য ও এই রোগ জন্মিয়া থাকে। ছানি রোগে দৃষ্ট বস্তু ঘোর ঘোর দেখায় এবং ক্রমে ক্রমে দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা জন্মিয়া পরিশেষে সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীনতা জন্মিয়া থাকে।

### ( চিকিৎসা )

**ক্যাল্ক-ফস** —অভিজ্ঞতার ফলে বিশেষরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে ইহা ব্যবহার করিলে রোগ আর বাড়িতে পারে না। শিরঃপীড়া, বিশেষতঃ দক্ষিণ পার্শ্বে, দক্ষিণ চক্ষুর চারিদিকে বেদনা, দক্ষিণ চক্ষুতে অবিরাম মৃদু বেদনা ও দক্ষিণ চক্ষুতে ক্লান্তি অনুভব বিদ্যমান থাকিলে ইহা অতিশয় ফলপ্রদ। চক্ষুর আড়ষ্টতা ও দুর্ব্বলতা, শিরোঘূর্ণন, আমবাতিক্ বেদনা ইত্যাদি।

**কালী-মিউর**।—কোমল ছানি ও আঘাত জনিত ছানিতে বিশেষ উপকারী।

**ক্যাল্কফ্লোর**।—কঠিন ছানি। ক্যালী-মিউর সহ পর্য্যায়ক্রমে।

**সিলিশিয়া।**—যুবকদিগের রোগ অথবা পাদ-ঘর্ম্ম হঠাৎ বন্ধ হইয়া এই রোগের উৎপত্তি হইলে।

**কালী-সলফ।**—অক্ষিমুকুর অ াৎ ক্রিষ্টালাইন লেন্স যখন অপরিষ্কার হইয়া উঠে তখন নেট্রম-মিউর সহ পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য।

**মন্তব্য।**—রোগের সূচনা হইতে প্রত্যহ নিয়মিতরূপে ২।৩ মাস পর্য্যন্ত ক্যাল্ক-ফস, ক্যাল্ক-ফ্লোর ও ক্যাল্‌-মিউর ব্যবহার করিলে নিশ্চয়ই ফল পাওয়া যায়। সকল ঔষধই আভ্যন্তরিক ও ব্যাহ্যিক ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

## ( চিকিৎসিত রোগী )

ঢাকা জেলার অন্তর্গত বায়ড়া গ্রাম নিবাসী জনৈক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের ছানি জন্মিলে, কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গিয়া অস্ত্রোপচার করান। ইহার পর ৫,৬ বৎসর রোগী সব জিনিষ বেশ দেখিতে পাইতেন। কিন্তু তৎপর আবার উক্ত ভদ্রলোকের উভয় চক্ষেই ছানি দেখা দেয় এবং দৃষ্টিশক্তি একরূপ বিলুপ্তই হইয়া আইসে; সব জিনিষই ঘোর ঘোর দেখিতেন। সুতরাং পুনরায় কলিকাতা গিয়া অপারেশন করাইবার ইচ্ছায় বাড়ী হইতে রওনা হইয়া প্রথমে ঢাকায় আত্মীয় বাবু ত্রিগুণাচরণ দাস (অবসর প্রাপ্ত পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট) মহাশয়ের বাসায় উঠেন। এই ত্রিগুণাচরণ দাস মহাশয়ের প্রায় ২০।২৫ বৎসরের পুরাতন পিত্তশূল এবং হার্ণিয়া রোগ গ্রন্থকার বাইওকেমিক ঔষধ প্রয়োগ করিয়া অতি অল্পকালমধ্যেই সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়াছিলেন। তাই, ত্রিগুণা বাবুর বাইওকেমিক চিকিৎসা প্রণালীর উপর প্রগাঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। এজন্য তিনি তাঁহার পূর্ব্বোক্ত আত্মীয় ভদ্রলোককে দৃঢ়তার সহিত বলেন যে—"চক্ষুর ছানি কাটাইবার

জন্য আপনাকে বৃথা অর্থ ব্যয় করিয়া কলিকাতা যাইবার কোন প্রয়োজনই নাই, আপনাকে আমি দৃঢ়তার সহিতই বলিতেছি—এজন্য আপনাকে আর কলিকাতা যাইতে হইবে না। আপনি নৃপেন্ বাবুর নিকট গিয়া আমার কথা বলিবেন যে আমিই আপনাকে কলিকাতা যাইতে বিরত করিয়া আপনার চিকিৎসাধীন হইতে পরামর্শ দিয়া পাঠাইয়াছি।" ত্রিগুণা বাবুর উপদেশ মত এই ভদ্রলোক (নামটী ভুলিয়া গিয়াছি) আমার নিকট উপস্থিত হইয়া, আমা দ্বারা চিকিৎসিত হইবার অভিপ্রায় জানাইলে, আমি তাঁহাকে ক্যাল্ক-ফস্ ১২x এবং ক্যাল্ক-ফ্লোর ৬x এই দুইটী ঔষধ ৪ ট্যাবলেট মাত্রায় দিনে পর্য্যায়ক্রমে চারিবার (প্রত্যেকটী ঔষধ ২ বার করিয়া) সেবনের এবং সিলিশিয়া ৩০x সপ্তাহে ১ দিন একবার মাত্র ৪ ট্যাবলেট সেবনের ব্যবস্থা দেই। সাব্যস্ত হয় ২।১ দিন পরই রোগী (কলিকাতা না গিয়া) ঢাকা হইতে বাড়ী যাইবেন এবং কখন কিরূপ থাকেন, পত্র দ্বারা আমাকে বিস্তারিত অবস্থা জানাইবেন, আমিও তদনুযায়ী ব্যবস্থেয় ঔষধ ডাকযোগে পাঠাইয়া দিব। এই বন্দোবস্ত অনুযায়ী ইঁহাকে ১ মাস সেবনের উপযোগী ঔষধ দেওয়া হয়। ঘটনা ক্রমে, ইহার পর ৫।৬ দিন তাঁহাকে ঢাকাতেই থাকিতে হইয়াছিল এবং এই সময় তিনি ব্যবস্থেয় ঔষধগুলি উপদেশ মত খাইতেছিলেন। যে দিন ব্যবস্থা করিয়া এই ঔষধ দেওয়া হইয়াছিল, তাহার ৫।৬ দিন পর এই ভদ্রলোক একদিন আসিয়া আমার চরণধুলি লইয়া ভগবানের উদ্দেশ্যে আমার মঙ্গল কামনা করিয়া প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন। আমি প্রথমে ইঁহাকে চিনিয়া উঠিতে পারি নাই। ইনি তৎক্ষণাৎ পরিচয় দিয়া বলিলেন, ৫।৬ দিন পূর্ব্বে ত্রিগুণা বাবুর পরামর্শ ক্রমে আমার নিকট আসিয়া ছানি রোগের ব্যবস্থা লইয়া ঔষধ সেবন করিতেছেন

এবং এই অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার দৃষ্টি শক্তি পুনরায় ফিরিয়া আসিয়াছে। আরও বলিলেন — প্রথম যেদিন আপনার নিকট আসিয়াছিলাম, সে দিন আপনার মুখ আঁধার আঁধার ঝাপ্‌সা মত দেখিতে পাইয়াছিলাম, স্পষ্ট দেখিতে পাই নাই, কিন্তু আজ একেবারে স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি।" এই বলিয়া উক্ত ভদ্রলোক পুনঃ পুনঃ অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাইতে লাগিলেন।

বাহুল্য ভয়ে অন্যান্য আরোগ্য প্রাপ্ত রোগীর বিবরণ উল্লেখ করিতে বিরত রহিলাম।

# Catarrh—প্রতিশ্যায়,

## সর্দ্দি।

"ক্যাটার" ইহা একটী গ্রীক শব্দ হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহার অর্থ "ঝরিয়া পড়া" ( to drop down )। বাঙ্গালায় ইহাকে সর্দ্দি এবং সংস্কৃতে প্রতিশ্যায় বলিয়া থাকে। নাসিকার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রদাহকে প্রতিশ্যায় বা সর্দ্দি বলিয়া থাকে। এই রোগে নাসিকা হইতে প্রথমে জলীয় স্রাব নিঃসৃত হয় ও পরে উহা ঘন হইয়া থাকে। প্রারম্ভাবস্থায় প্রবল হাঁচি, মাথায় ভার-বোধ, রোগ উগ্র প্রকৃতির হইলে জ্বর জ্বর বোধ এবং শরীরে অতিশয় গ্লানি অনুভব হইয়া থাকে। সর্দ্দি অনেক দিন স্থায়ী হইলে স্রাবের বর্ণ ও প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। মস্তকে ঠাণ্ডা লাগিয়া বসিয়া গেলে সময় সময় বক্ষঃস্থলও আক্রান্ত হইয়া থাকে।

( চিকিৎসা )

**ফিরম-ফস।**—প্রথম বা প্রাহিক অবস্থা, অথবা মস্তকের প্রতিশ্যায়; সহজে সর্দ্দি লাগে (ক্যাল্ক-ফ সহ পর্য্যায়ক্রমে)। প্রাতিশ্যায়িকজ্বর।

**কালী-মিউর।**—গাঢ়, দুশ্ছেদ্য শ্বেতবর্ণ নিষ্ঠীবন বিশিষ্ট প্রতিশ্যায়ের দ্বিতীয় অবস্থায় বিশেষ প্রযোগী। মস্তকের প্রতিশ্যায় সহকারে নাসাবরোধ এবং শ্বেত বা ধুসর লেপাবৃত জিহ্বা। মস্তকের শুষ্ক-প্রতিশ্যায়।

**ন্যাট-মিউর।**—স্বচ্ছ এবং স্রাব বিশিষ্ট মস্তকের প্রতিশ্যায়। রক্তহীন ব্যক্তিদিগের ফেণিল স্রাব বিশিষ্ট প্রতিশ্যায়। উপরোক্ত লক্ষণ সংযুক্ত পুরাতন প্রতিশ্যায়। হাঁচি এবং জলবৎ স্রাব সংযুক্ত ইনফ্লুয়েঞ্জা। শুষ্ক প্রতিশ্যায়। বক্ষঃস্থলে শ্লেষ্মার ঘড় ঘড়, কিন্তু কাসিলে কিছুই উঠেনা।

**ক্যাল্ক-ফস।**—প্রতিশ্যায়ে, বিশেষতঃ রক্তহীন ব্যক্তিদিগের, ও পুরাতন রোগের ইহা একটী প্রধান ঔষধ। অধিক এলবুমেন বিশিষ্ট এবং অসিদ্ধ ডিম্বের শেতাংশের ন্যায় স্বচ্ছ স্রাব।

**কালী-সলফ।**—প্রতিশ্যায়ের তৃতীয়াবস্থায়, সাধারণতঃ কালী-মিউরের পর, ইহা সুপ্রযোজ্য। পীতবর্ণ আঠা আঠা, বা জলবৎ স্রাব। নাসিকা হইতে তরল, পীতবর্ণ স্রাব নিঃসরণ। শরীরের শুষ্কতা ও উত্তপ্ততা থাকিলে ফিরম-ফসের সহিত পর্য্যায়ক্রমে। উষ্ণগৃহে ও সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি।

**ক্যাল্ক-ফ্লোর।**—শুষ্ক বা নাসাবরুদ্ধকর মস্তকের প্রতিশ্যায়। বায়ুভুজনলীর প্রতিশ্যায়, বহু কষ্টে পীতবর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্লেষ্মা খণ্ড কাসিয়া ফেলিতে পারা যায়। পূতিনস্য ( নাসারন্ধ্র হইতে দুর্দ্দম্য দুর্গন্ধময় স্রাব নিঃসরণ )। অতিশয় দুর্গন্ধবিশিষ্ট নাসাস্থির রোগ। দুর্গন্ধ দূর করিতে ইহার বিশেষ ক্ষমতা।

**ক্যাল্ক-সলফ।**—গাঢ় পীতবর্ণ; পূর্ববৎ কখন কখন বা রক্ত-মিশ্রিত আস্রাব।

**কালী-ফস।**—অতিশয় দুর্গন্ধ স্রাব বিশিষ্ট পূতিনস্য।

**ন্যাট্‌-ফস।**—প্রতিশ্যায় সহকারে অম্লের লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে প্রধান ঔষধের সহিত পর্য্যায়ক্রমে। জিহ্বার লেপ ও সরের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট আস্রাব বিশেষরূপ দ্রষ্টব্য।

**ন্যাট্‌-সলফ।**—ঋতুকালে নাসিকা হইতে রক্তপাত। উপদংশ-জনিত পূতিনস্য (ওজিনা)। শুষ্ক ঋতুর আর্দ্রতায় পরিবর্ত্তনকালে রোগের উপচয় বা বৃদ্ধি। প্রচুর হরিতাভ (সবুজ) শ্লেষ্মা স্রাব এই ঔষধের বিনির্দ্দেশক লক্ষণ।

**ম্যাগ্‌-ফস।**—ঘ্রাণ শক্তির বিলোপ বা প্রতিবন্ধকতা। পর্য্যায়ক্রমে তরল ও শুষ্ক প্রতিশ্যায়।

**সিলিশিয়া।**—পচা দুর্গন্ধ স্রাব বিশিষ্ট পূতিনস্য (ওজিনা)। জলের সহিত কিঞ্চিৎ এই ঔষধ মিশ্রিত করিয়া পিচকারী প্রদানও বিশেষ উপকারী। নাসারন্ধ্রের চতুর্দ্দিকে অতিশয় শুষ্কতা ও ক্ষত। নাসাগ্রের কণ্ডূয়ন।

**মন্তব্য।**—তরুণ সর্দ্দিতে পুনঃ পুনঃ ঔষধ সেবন করা কর্ত্তব্য। প্রারম্ভাবস্থায় ফিরম-ফস ও ক্যালী-সলফ গরম জলের সহিত মিশাইয়া ২০।২৫ মিনিট পর পর পর্য্যায়ক্রমে সেবন করিলে প্রচুর ঘর্ম্মস্রাব হইয়া বিশেষ উপকার দর্শে। যাহাদের ঘন ঘন সর্দ্দি লাগে তাহাদের পক্ষে কিছুদিন নিয়মিত রূপে ক্যাল্ক ফস, ফিরম-ফস ও ন্যাট্রম মিউর ব্যবহার করিলে বিশেষ ফল দর্শে। তরুণ সর্দ্দিতে অত্যন্ত হাঁচি এবং নাক চোখ ও মুখ হইতে প্রভূত জলবৎ স্রাব নিঃসৃত হইলে পর্য্যায়ক্রমে ফির-ফস ও ন্যাট-মিউর ঘন ঘন ব্যবহার্য্য।

## (চিকিৎসিত রোগী)।

(১) জনৈক রোগীর ১৮ মাসের পূতিনস্য (Ozoena, নাসিকা হইতে দুর্গন্ধ নিঃসরণ) রোগ ছিল। নাক হইতে গাঢ় হরিদ্রাবর্ণ দুর্গন্ধি স্রাব নিঃসৃত হইত। ঘ্রাণশক্তি ও আস্বাদনের শক্তি লোপ পাইয়াছিল। বাম নাসিকা অধিকতর খারাপ ছিল। তিন সপ্তাহ পর পর ঋতু প্রত্যাগত হইত। সহজেই সর্দ্দি লাগিত। ৩ বৎসর পূর্ব্বে ১টী মৃত সন্তান প্রসব হয়। ৩ মাত্রা ক্যালী-সলফ ১২× দেওয়া যায় ও সপ্তাহে কেবল মাত্র এক মাত্রা ঔষধ জলের সহিত খাইতে বলা হয়। ১ মাস পর জানা যায় যে নাসিকার রোগ সারিয়া গিয়াছে এবং ঘ্রাণ ও আস্বাদন শক্তিও অনেকটা প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছে।

(২) একটী ভদ্রলোকের প্রায় সপ্তাহে একবার করিয়া বাম নাসার উর্দ্ধভাগে গাঢ় মলিন কটাবর্ণের অর্দ্ধ তরল পূয সঞ্চিত হইত ও ফুৎকার করিলে উহা বাহির হইয়া পড়িত। এই পূযের অত্যন্ত দুর্গন্ধ ছিল। এই রোগীর উপরের পাটীর ১টি দন্ত উৎপাটন করা হইয়াছিল এবং ১ মাস পূর্ব্বে ঐ উৎপাটিত দন্তের মূল-দেশস্থিত এক টুকরা মরা হাড় বাহির করিয়া ফেলা হইয়াছিল। ক্যাল্কেরিয়া, সিলিসিয়া প্রভৃতি ঔষধ প্রথমে প্রয়োগ করা হয়; কিন্তু উহা বিফল হইলে কালী-সলফ ৬× জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ প্রাতে ও রাত্রে ৪ দিন মাত্র ব্যবহার করা হয়। উহাতেই পূযস্রাব প্রভৃতি যাবতীয় উপসর্গ বিদুরিত হইয়াছিল।

(৩) ডাঃ Goullon নাসিকার পশ্চাৎ রন্ধ্রের প্রতিশ্যায়ে স্বর্ণের ন্যায় হরিদ্রা বর্ণের স্রাব ও জিহ্বার হরিদ্রা বর্ণ থাকিলে নেট্রাম-ফসের অতিশয় প্রশংসা করেন। এরূপ ২টী রোগীর রোগে ক্যালীবাইক্রম বিফল হওয়ায় তিনি ইহা প্রয়োগ করিয়া উত্তম ফল পাইয়াছিলেন; রোগিটীর রোগা-তঙ্কও ছিল।

# Chicken Pox—চিকেন পক্স।

## জল বসন্ত, পানি বসন্ত।

ইহা এক প্রকার রসপূর্ণ গুটিকাবিশিষ্ট অতিশয় স্পর্শসংক্রামক রোগ। শিশু ও বালক বালিকাদিগেরই এই রোগ অধিক হইয়া থাকে। প্রকৃত বসন্তের সহিত ইহার অনেকটা সাদৃশ্য আছে বলিয়া প্রথমাবস্থায় ইহাকে আসল বসন্ত বলিয়া ভ্রম জন্মে। কিন্তু প্রভেদ এই যে, পানি বসন্তের জ্বর অতিশয় মৃদু ও গুটিকা গুলির অগ্রভাগ সূক্ষ্ম অর্থাৎ চোকা। প্রকৃত বসন্তের গুটিকার অগ্রভাগ চেপ্টা। অপর প্রকৃত বসন্তের গুটি প্রথমে হাতের তালু বা পায়ের তলায় প্রকাশ পায়, পানি বসন্তের গুটি প্রথমে মুখে ও বুকে প্রকাশ পায়।

পানি বসন্তের গুটিকা প্রকাশ পাইবার ২।৪ দিন পর উহা একপ্রকার জলবৎ রসে পূর্ণ হয়। প্রকৃত বসন্তের ন্যায় উহাতে কখনই পূয জন্মে না। তৃতীয় বা ৪র্থ দিনেই গুটিকাগুলি শুখাইতে আরম্ভ করে ও ৫।৬ দিন মধ্যেই রোগ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। পানি বসন্তের সঙ্গে কখন কখন দুই চারিটী প্রকৃত বসন্তের ( Small Pox ) গুটীও প্রকাশ পায়।

## চিকিৎসা।

**ফিরুম ফস।**—জ্বর লক্ষণে; গুটিকা বা জিহ্বার লক্ষণে প্রযোজ্য ঔষধের সহিত পর্য্যায়ক্রমে।

**কালী-মিউর ৩x।**—দ্বিতীয়াবস্থায়, জিহ্বায় শ্বেত বা ধূসরাভ-শ্বেত লেপ বিদ্যমান থাকিলে।

**ন্যাট মিউর**।জলীয় লক্ষণ, তন্দ্রালুতা বা অচৈতন্য লক্ষণে। নাক, চক্ষু ও মুখ হইতে (লালা) জল পড়া, বিড় বিড় করিয়া প্রলাপ বকা।

**ক্যাল্ক-সলফ**।—এই ঔষধের উদ্ভেদের (গুটিকা) লক্ষণের সহিত সাদৃশ্য থাকিলে (পূয জন্মিলে)।

**সিলিসিয়া**।—পূযোৎপন্ন হইলে ও এই ঔষধের লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে।

**পথ্যাদি**।—জ্বর থাকিলে সাগু, বালি প্রভৃতি; জ্বর না থাকিলে কাঁচা মুগের ডাইল ও অন্ন পথ্য দিবে। দুগ্ধ সুপথ্য। মৎস্য নিষিদ্ধ। কোন প্রকার উপসর্গ না থাকিলে জ্বরাবস্থায় ও পুরাতন সরু চাউলের অন্ন পথ্য দেওয়া যাইতে পারে।

## Chlorosis—ক্লোরোসিস্

### স্বৎপাণ্ডু, হরিৎপাণ্ডু

(এনিমিয়া দ্রষ্টব্য)

# Cholera—কলেরা।

## ওলাউঠা।

প্রবল বমন-বিরেচন, দুর্দ্দম্য পিপাসা ও ভয়ঙ্কর উদর বেদনা ও পেশীর খল্লী ( হাত পায়ের পেশীতে খালধরা ) কলেরার বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ।

### কারণ ও নিদান

সূর্য্যোত্তাপে, বিশেষতঃ গ্রীষ্মকালে, নদী, পুষ্করিণী. হ্রদ, সমুদ্র প্রভৃতির জল উত্তপ্ত ও বাষ্পীভূত হইয়া বায়ুর সহিত মিশ্রিত হয়। উক্ত জলীয় বাষ্প ( water vapour ) নিঃশ্বসিত বায়ুর সহিত প্রথমতঃ ফুসফুসে ও তৎপর শরীরস্থ রক্তে প্রবেশ করতঃ রক্তের জলীয়াংশ বৃদ্ধি করে। এবম্প্রকারে রক্তের জলীয়াংশ বৃদ্ধি হওয়ায় ( রক্তের নিকৃষ্টতা হেতু ) দেহস্থ সমগ্র যন্ত্রাদি সম্পূর্ণরূপে পরিপোষিত হইতে পারেনা। কাজেই দেহস্থযন্ত্রাদি ও স্নায়ুমণ্ডল ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। প্রকৃতির অনির্ব্বচনীয় ক্রিয়া কৌশল কিঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে পারিলেও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া সেই পরম কারুণিকের পদে স্বতঃই মস্তক অবনত হয় ও তাঁহার মঙ্গলময় বিধানে দোষারোপের পরিবর্ত্তে কৃতজ্ঞতা না জানাইয়া থাকিতে পারা যায়না। প্রতি অমঙ্গলে তাঁহার মঙ্গলেচ্ছুক হস্তের ক্রিয়াই দৃষ্ট হয়। এই অনাবশ্যকীয় জল দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত করিতে না পারিলে দেহের বিশেষ অনিষ্ট হইতে পারে। তাই, প্রকৃতি অন্য উপায়ে এই জল বাহির করিতে চেষ্টা করে। উক্ত জল-সংস্পর্শে সমগ্র স্নায়ুমণ্ডল উত্তেজিত ( irritated ) হইয়া একপ্রকার কম্পন উৎপন্ন করে। ইহার ফলে, শিরা ও ধমনীসমূহের সঙ্কোচন জন্মিয়া তন্মধ্যে হইতে জলীয়াংশ বাহির হইয়া কতক আমাশয় ( ষ্টমাক্, পাকস্থলী )

ও অন্ত্রে সঞ্চিত হয় ও কতক ঘর্ম্মরূপে বাহির হয়। আমাশয় ও অন্ত্রের সঞ্চিত জলই স্নায়বিক কারণে যথাক্রমে মুখ ও মলদ্বার দিয়া বহির্গত হয়। ইহাই কলেরার ভেদ ও বমন। যে জল ত্বক্‌পথে নির্গত হয় তাহাই কলেরার ঘর্ম্ম। আর, রক্তে ম্যাগ্নেশিয়া-ফসফরিকমের অভাব বা ন্যূনতা ঘটিলেই স্নায়ু ও পেশীর শ্বেত-সূত্র (white fibres) সমূহের সঙ্কোচন জন্মিয়া আক্ষেপ বা খালধরা (spasm) উৎপন্ন হয়।

পর্ব্বতাদি উচ্চ ভূখণ্ডে কলেরা ও ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগ জন্মে না। আর্দ্র বায়ু অথবা বায়ুস্থিত জলীয় বাষ্পই এই রোগের মূল কারণ। ড্রেইন, ডোবা বা কীটাণু (maisma) প্রভৃতি কখনও ইহার কারণ নহে। কীটাণু হইতে যে কলেরা রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে এই ভ্রান্ত ধারণা একদিন চলিয়া যাইবেই (The germ theory must go.)

বিগত ১৮৭৭ সালে যখন কলিকাতায় ভয়ানক কলেরার প্রাদুর্ভাব হয়, তখন বিলাত হইতে সুপ্রসিদ্ধ ডাঃ কোচ্ (The great Dr. Koach) উহার কারণ নির্ণয় করিবার জন্য তথায় আগমন করেন। তিনি একটী পাত্রস্থিত জল প্রথমে অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিয়া উহার ভিতরে যষ্ঠিরআয় জীবাণু (Bacilli resembling sticks) দেখিতে পান (বলা বাহুল্য এই জল পূর্ব্বে কখনও পরীক্ষা করা হইয়াছিল না)। এই লম্বাকৃতি জীবাণুই (যাহাকে তিনি 'কোমা ব্যাসিলাই' আখ্যা প্রদান করেন) কলেরা রোগের মূলকারণ বলিয়া তিনি ঘোষণা করেন। অনতিবিলম্বে এই মূল্যবান সংবাদ তারের সাহায্যে পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে প্রেরিত হয়। ডাঃ কোচ কলেরার কারণ (আনুমানিক) বাহির করিলেন এবং এই উদ্দেশ্যে বহু হৃষ্টপুষ্ট গো শাবকও মারা পড়িল বটে (সিরাম তৈয়ার করিবার জন্য) কিন্তু এই জীবাণুকে

মারিবার অথবা এই রোগাক্রান্ত রোগীকে রক্ষা করিবার কোনও উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিলেন না।

বায়ুর তাপ পরে কমিল এবং কলেরাও অদৃশ্য হইল। এই সময় কতিপয় বৈজ্ঞানিক, ( যাহারা জীবাণুমতবাদে আস্থাসম্পন্ন। ডাঃ কোচের আবিষ্কৃত জীবাণু পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য তাড়াতাড়ি করিয়া বিলাত হইতে কলিকাতায় আগমন করিলেন। তাহারা আসিয়া দেখিতে পাইলেন, যে পাত্রে ডাঃ কোচ তাহাদিগকে ( জীবাণুগুলিকে ) রাখিয়াছিলেন সেই পাত্রের ভিতর তাহারা বেশ সুন্দর সজীবই আছে ; কিন্তু আর পূর্ব্বের ন্যায় দংশন করে না।

প্রকৃত কথা এই, সমস্ত অতিসারমলে (in all diarrhetic stool) রোগীর দেহে পূর্ব্বোক্ত প্রকার জীবাণু দৃষ্ট হইয়া থাকে। সমুদয় জান্তব পদার্থের পচনাবস্থায় (In all decaying organic matter) উহা উদ্ভুত হইয়া থাকে এবং উহা দ্বারা কোন রোগই উৎপন্ন হয় না। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে, প্রত্যেক রোগের কারণ মানব জাতির অবিদিত থাকিবে না এবং তাহার প্রকৃত ঔষধও প্রত্যেক ব্যক্তিরই করায়ত্ত হইবে।

হঠাৎ শীতোত্তাপের পরিবর্ত্তন ; আর্দ্র, সেঁতসেঁতে স্থানে বাস ; হঠাৎ শীতলাগা ; হঠাৎ ঘর্ম্মাবরোধ, জলীয় বায়ু সেবন ও গুরুপাক দ্রব্য ভক্ষণ ইত্যাদি এই রোগের উদ্দীপক কারণ। তত্তৎকারণানুসারে এই রোগ নানা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। যথা—এসিয়াটিক কলেরা, ড্রাই কলেরা, বিলিয়াস কলেরা, কলেরিক ডায়েরিয়া ইত্যাদি।

এই ক্ষুদ্র পুস্তকে প্রত্যেক লক্ষণের কারণ সম্বন্ধে আলোচনা করা সম্ভবপর নহে। সুতরাং তাহা হইতে বিরত থাকা গেল। কলেরা রোগীর চিকিৎসক ও পরিচর্য্যাকারী উভয়েরই বিশেষরূপে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, তাঁহারা কোন ভয়ঙ্কর রাক্ষসের সম্মুখীন হন নাই। তাঁহাদের কেবল মনে

রাখা কর্ত্তব্য যে, তাঁহাদের রোগীর রক্তে কোন কোন লাবণিক পদার্থের অভাব ঘটিয়াছে মাত্র। অতএব ভগবানে ও তাঁহার প্রাকৃতিক নিয়মে দৃঢ়তার সহিত বিশ্বাস রাখিয়া, ও অতিশয় সত্বরতার সহিত অগ্রসর হইয়া প্রকৃতির কার্য্যে সাহায্য করা প্রত্যেক চিকিৎসকেরই কর্ত্তব্য। তাহা হইলে শীঘ্রই বুঝিতে পারিবেন, স্বপ্নের ভয়ের ন্যায় শীঘ্রই তাঁহাদের ভয়ের কারণও অপনীত হইয়াছে।

## চিকিৎসা।

**প্রতিষেধক ঔষধ**—নেট্রম-সলফ ১x প্রত্যহ ২।১ মাত্রা সেবন করিলে রোগের আক্রমণের তত ভয় থাকে না।

**রোগের বিকাশাবস্থায়।**—ফিরম-ফস ১২ x ও কালী-ফস ৬ x (পর্য্যায়ক্রমে)। হস্তপদ বা উদরে আক্ষেপ (spasm) জন্মিলে ম্যাগ-ফস ৬ x ৪।৫ গ্রেণমাত্রায় ঘন ঘন গরমজলে গুলিয়া সেব্য।

দুইঘণ্টা বা ততোধিক কাল রোগের ভোগের পর (চাউল ধোয়া বা মাংস ধোয়া জলের ন্যায় মল নির্গত হইলে)—কালী-ফস ৩ x, ফিরম ফস ১২ x ও ম্যাগ ফস ৬ x এবং ন্যাট-ফস ৩ x প্রত্যেকটী ৪।৫ গ্রেণ মাত্রায় একত্রে গরম জলে গুলিয়া ৫।১০।১২ মিনিট পর পর দিলে অতি উৎকৃষ্ট ফল দর্শিয়া থাকে।

কলেরার প্রারম্ভাবস্থায় ৫ মিনিট পর পর ব্যবস্থেয় ঔষধ ও পানার্থে গরম জল পুনঃ পুনঃ দিবে। ইহাতে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

কলেরার সকল রোগীকেই প্রতি ঘণ্টায় মলদ্বার দিয়া গরম জলের ডুশ দেওয়া বিশেষ উপকারী। এক বোতল ঈষদুষ্ণ জলে চা'র চামচের (Teaspoon) অর্দ্ধ চামচ লবণ (যে বিলাতি লবণ আহার্য্যার্থ ব্যবহৃত হয়) মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করা (ডুশ দেওয়া) আরও উপকারী।

কলেরার রোগীকে কোনপ্রকার উত্তেজক খাদ্য বা পানীয় দিবে না। কলেরার রোগীর পক্ষে ১x হইতে ৬x পর্য্যন্ত নিম্নক্রমের ঔষধ অধিক ফলপ্রদ।

**ফিরম্‌ফস**।—রোগের প্রারম্ভাবস্থায় জ্বরানুভব লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে প্রধান ঔষধ কালী-ফসের সহিত পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করিবে। চক্ষু, মুখমণ্ডল ও মস্তিষ্কে রক্তের প্রধাবন। শিশুদিগের কলেরায় ইহা প্রধান ঔষধ। জলবৎ মল ইহার প্রয়োগ লক্ষণ। শিশুদিগের অচৈতন্য ও উচ্চ গাত্রোত্তাপ। মলের সহিত অপরিপাচিত ভুক্তদ্রব্য নিঃসরণ।

**কালী ফস**।—অতিশয় দুর্গন্ধযুক্ত ও চাউল ধোয়া জলের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট বা রক্তাম্বুবৎ ( serum ) মল লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে ইহা অতিশয় উপকারী। এই রোগে স্নায়ুমণ্ডলের পাংশুবর্ণ পদার্থের (grey matter) ক্ষয় হয় বলিয়া অতিশয় দুর্ব্বলতা জন্মে। কালী-ফস প্রয়োগ করিলে এই দুর্ব্বলতা সত্বর দূরীভূত হয়। কোলাপ্স বা পতনাবস্থায় চক্ষু-মুখ বসিয়া গেলে, মুখমণ্ডলের নীলাক্ততা ও স্বরভঙ্গ থাকিলে, প্রভূত ঘর্ম্ম ও নাড়ী বসিয়া গেলে অথবা মৃদু সূত্রবৎ নাড়ী থাকিলে ইহা অতিশয় ফলপ্রদ। এই রোগে, রোগের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত এই ঔষধ ব্যবহৃত হওয়া উচিত।

**ম্যাগ্নেশিয়া ফস**।—হস্ত-পদ বা উদরে খাল ধরিলে কিঞ্চিৎ উষ্ণ জলের সহিত মিশাইয়া ৪।৫ গ্রেণ মাত্রায় ঘন ঘন খাইতে দিবে। বমন এবং জলবৎ ভেদ ইহার অপর প্রয়োগ লক্ষণ।

**কালী সলফ**।—প্রারম্ভাবস্থায় ফির-ফসের সহিত পর্য্যায়ক্রমে। অস্থিরতা ও শ্বাস-কষ্ট। শীতল স্থানে থাকিতে আকাঙ্ক্ষা।

**নেট্রাম সলফ**।—রোগের প্রাদুর্ভাবকালে প্রতিদিন প্রাতে এক এক মাত্রা প্রতিষেধক স্বরূপ সেবন করিলে আক্রমণের ভত ভয় থাকে না। সকল প্রকার কলেরা বা পেটের অসুখের প্রারম্ভে ইহার দুই এক মাত্রা

সেবন করিতে দিলে পীড়া তত গুরুতর হইতে পারে না। সর্ব্বদা বিবমিষা (গা বমি বমি করা), মুখের তিক্তস্বাদ ও জিহ্বায় সবুজ বর্ণের লেপ ইহার প্রয়োগ লক্ষণ।

**নেট্রাম মিউর।**—অতিশয় পিপাসা থাকিলে উপযুক্ত ঔষধের সহিত পর্য্যায়ক্রমে। তন্দ্রা; বিড়্‌বিড়্ করিয়া প্রলাপ বকা; শুষ্ক অথবা ফেণাবৃত জিহ্বা।

**নেট্রাম ফস**—বালকদিগের রোগে, বিশেষতঃ ক্রিমির লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে অবশ্য ব্যবহার্য্য। ভেদ-বমনে অম্ল গন্ধ থাকিলে অথবা অল্প অল্প ভেদ ও বমনে কষ্ট হইলে। মূত্ররোধ। মূত্রলোপে ফির-ফস সহ পর্য্যায়ক্রমে।

মন্তব্য।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, রক্তের জলীয়াংশের বৃদ্ধিই এই রোগের মুখ্য কারণ। সুতরাং রোগের সূচনায়ই এই জল বাহির করিবার নিমিত্ত নেট্রাম সলফ ৩x ঘন ঘন দিবে। রোগের প্রাদুর্ভাব কালে প্রত্যহ সকালে ইহার একমাত্রা করিয়া সেবন করিলে আক্রমণের ভয় অনেক দূর হইবে। দ্রুত নিশ্বাস-প্রশ্বাস, রক্তে অক্সিজেনের অভাব বা স্বল্পতা সূচক লক্ষণ। সুতরাং উক্তলক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে ফিরম-ফস, কালী-সলফ বা নেট্রম সলফ দিলে বিশেষ ফল দর্শে। বমন বিরেচনে অজীর্ণ ভুক্ত দ্রব্য দৃষ্ট হইলে পর্য্যায়ক্রমে ফিরম-ফস ও ক্যাল্ক-ফস দিবে। উদর কিংবা হাত পায়ের পেশীতে খালধরা থাকিলে কিঞ্চিৎ উষ্ণ জলের সহিত ম্যাগ্নেশিয়া-ফস গুলিয়া খাইতে দিবে এবং হস্ত-পদাদিতে উষ্ণ সেক দিবে। অতিশয় ঘর্ম্ম কলেরার একটী বিশেষ খারাপ উপসর্গ। ক্যালী-ফস দ্বারা এই ঘর্ম্ম বন্ধ ও নাড়ীর উত্তেজনা জন্মে। কখন কখন ইহা নেট্রাম ফস

বা ফিরম-ফস সহ দিলে চমৎকার ফল পাওয়া যায়। প্রথমাবধি রোগীকে মাঝে মাঝে দুই এক মাত্রা নেট্রাম-ফস দিলে প্রস্রাব বন্ধ হইবার ভয় অনেকটা দুর হইয়া থাকে।

কলেরার দ্বিতীয়াবস্থায় অনেকের রক্ত বা রক্তাম্বুবৎ ( serum ) ভেদ হইয়া থাকে। এরূপাবস্থায় লক্ষণ অনুসারে সাধারণতঃ ফির-ফস ও নেট্রম মিউর ব্যবহৃত হয়। চক্ষুর আরক্ততা সহ বিকারের লক্ষণ ( যথা উচ্চ প্রলাপ বকা, শয্যায় উঠিয়া বসা বা শয্যা হইতে উঠিয়া যাইবার প্রবৃত্তি প্রভৃতি ) বিদ্যমান থাকিলে পর্য্যায়ক্রমে ফিরম-ফস, ক্যালী-ফস ও নেট্রম মিউর দিবে। পিপাসায় রোগীকে ঠাণ্ডা জলের পরিবর্ত্তে উষ্ণ জল খাইতে দিলে পিপাসার অনেক শান্তি জন্মে। সকল প্রকার পেটের পীড়ায়ই মধ্যে ২ মলদ্বার দিয়া উষ্ণ জলের পিচকারী দিলে অতিশয় উপকার হয়। প্রতিক্রিয়াবস্থা ( পতনাবস্থাব পর যখন পুনরায় অল্প অল্প ভেদ ও বমন হইতে থাকে এবং নাড়ী উত্থিত হয় ) না আসা পর্য্যন্ত উষ্ণ জল ব্যতীত আর কোন পথ্য দেওয়া বিহিত নহে। কলেরার রোগী অনেক সময় ক্ষুধায় অতিশয় ছট ফট করে। এ ক্ষুধা দুষ্ট ক্ষুধা। এ অবস্থায় কিছু খাইতে দিলে অতিশয় অপকার হয়। তবে প্রতিক্রিয়াবস্থা আসিলে অতিশয় সাবধানতার সহিত ক্ষুধানুসারে মধ্যে মধ্যে রোগীকে বার্লি, সাগু বা শঠির পালো অতিশয় পাতলা ও সুসিদ্ধ করিয়া কিঞ্চিৎ লবণ বা মিছরির সহিত দুই এক ঝিনুক করিয়া খাইতে দিবে। এই সময় রোগীকে মধ্যে মধ্যে দুই এক মাত্রা কাল্ক-ফস দিলে বল ও ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়। এই রোগে সাধারণতঃ নিম্ন ক্রমের (৩×) ঔষধই ব্যবহৃত হয়। নিম্ন ক্রমে উপকার না দর্শিলে উচ্চক্রম ( ৬×, ১২× ) ব্যবহার করিবে।

**প্রস্রাব বন্ধে।**—কলেরা রোগে কখন কখন সুচিকিৎসা-সত্বেও প্রস্রাব বন্ধ হইয়া থাকে। অর্থাৎ প্রস্রাব উৎপন্ন হয় না।

এই অবস্থায় এক মুষ্টি পরিমাণ পুঁদিনা পাতা ৩।৪টী গোলমরিচ সহ বাটীয়া এক গ্লাস মিছরির সরবতের সহিত উত্তমরূপে মিলাইয়া, দুইটী গ্লাসে কিছুক্ষণ ঢালাঢালি করিবে। তৎপর ৪।৫ পরতা বস্ত্র খণ্ডে উত্তমরূপে ছাঁকিয়া রোগীকে খাইতে দিবে। ইহাতে ১ হইতে ২ ঘণ্টার মধ্যেই প্রচুর প্রস্রাব হইয়া থাকে। <u>ইহা আমাদের বিশেষ পরীক্ষিত।</u>

প্রস্রাব উৎপন্ন হইয়া ব্লাডারে (মূত্রাশয়) জমিয়া যদি সেই মূত্র পরিত্যক্ত না হয় (if urine is retained in bladder). তবে ব্লাডারের উপর কাদার লেপ বা জল পটী দিলে অথবা নীল ঘষিয়া লেপ দিলে মূত্র স্রাব হইয়া থাকে।

## (চিকিৎসিত রোগী)

(১) ১৮ মাসের একটী মেয়ের কয়েক মিনিট পর পর সবুজবর্ণ জলবৎ শ্লেষ্ম মিশ্রিত মলস্রাব হইত। ইহাতে সে বড়ই নিস্তেজ হইয়া পড়ে। তাহারা মাথা বালিশের এ পাশে ওপাশে গড়াইত, মনে হইত যেন সে উহার ভার বহন করিতে পারিতেছে না। অর্দ্ধমুদিত চক্ষু, সর্ব্বদা কোঁকানি এবং নিদ্রা কালে হঠাৎ চমকিত হইয়া উঠা লক্ষণ বিদ্যমান ছিল। নাড়ী দ্রুত, শ্বাস বৰ্দ্ধিত মলিন শ্বেতাভ মুখমণ্ডল এবং জলবৎ বমনও ছিল। ৭।৮, ঘণ্টা পর্য্যন্ত উষ্ণ জলের সহিত ফিরম-ফস প্রতি ঘণ্টায় দেওয়া যায়। তৎপরে পর্য্যায়ক্রমে ক্যাল্ক-ফস ও দেওয়া হয়। ইহাতেই শিশুটী আরোগ্য হয়

(২) জনৈক রোগীর চাউল ধোয়া জলের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট অতিসার দুর্দ্দম্য বমন, ও পায়ের ডিমে খল্লী জন্মে। ক্যাল্‌ক-ফস প্রয়োগে বিশেষ উপকার দর্শে।

(৩) আর একটী বৃদ্ধেরও পূর্ব্ববর্ণিত লক্ষণসমূহযুক্ত কলেরা হয়। ১ মাত্রা মাত্র ক্যাল্‌কী-ফস সেবনেই ৬ ঘণ্টার মধ্যে রোগী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হয়। এই ২টী রোগী হইতেই ক্যাল্‌কী-ফস যে আতিসারিক কলেরার অমোঘ ঔষধ তাহা প্রমাণিত হয়।

# Chorea কোরিয়া।

## ( তাণ্ডব ; হস্ত, পদ বা মুখের হাস্যোদ্দীপক কম্পন )।

ভয়, মস্তকে কোন প্রকারে আঘাত লাগা, অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় পরিচালনা ; ক্রিমির বিদ্যমানতা, দন্তোদ্গমে বিলম্ব, স্ত্রীলোকদিগের জরায়ুর দোষ প্রভৃতি এই পীড়ার উদ্দীপক কারণ। সকল স্নায়ুতেই শ্বেত ও পাংশু এই দুই বর্ণের পদার্থ থাকে। স্নায়ুর শ্বেত পদার্থটি শাসক-স্নায়ুরূপে কাজ করিয়া থাকে। এই শ্বেতবর্ণ পদার্থের আবার ম্যাগ্নেশিয়া-ফস প্রধান উপকরণ। পূর্ব্বোক্ত কারণের গৌণফলে যখন এই ম্যাগ্নেশিয়া-ফসের অভাব বা স্বল্পতা ঘটে তখনই স্নায়ু যথোপযুক্তরূপে নিজ কার্য্য করিতে পারে না। সুতরাং উহার কার্য্যের বিশৃঙ্খলা জন্মে। এই বিশৃঙ্খলার ফলেই এই রোগ উৎপন্ন হয়।

### ( চিকিৎসা )

**ম্যাগ্নেশিয়া ফস** —আক্ষেপ, হস্তপাদাদির অনৈচ্ছিক কম্পন বা বিক্ষেপ। কথা জড়াইয়া যায়। এই রোগে ম্যাগ ফসই প্রধান ঔষধ।

**ক্যাল্ক-ফস**।—ম্যাগ-ফসে উপকার না দর্শিলে ইহা ব্যবহার করিবে। গণ্ডমালা ধাতুর রোগীদিগকে মধ্যে মধ্যে এই ঔষধ দেওয়া কর্ত্তব্য।

**সিলিশিয়া**।—আক্ষেপ, ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখিয়া নিদ্রা হইতে জাগরণ, মুখমণ্ডলের পাণ্ডুরতা, চক্ষু যেন ছুটিয়া পড়িবে এরূপ মনে হয়। ক্রিমির বিদ্যমানতা বুঝিতে পারিলে নেট্রাম-ফস সহ পর্য্যায়ক্রমে।

**নেট্রম-মিউর**।—পুরাতন রোগ। কোন প্রকার উদ্ভেদাদি (যথা খোস, পাঁচড়া ইত্যাদি) বসিয়া যাইবার ফলে রোগোৎপন্ন হইয়া থাকিলে। জিহ্বার বর্ণ দ্রষ্টব্য।

**ন্যাট-ফস**।—ক্রিমি বা অম্ল লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে।

## ( চিকিৎসিত রোগী )।

(১) ১২ বৎসর বয়স্কজনৈক বালকের কোরিয়া রোগ জন্মে। এরূপ ভয়ঙ্কর রোগী চিকিৎসক তাঁহার ৩০ বৎসর ব্যাপী চিকিৎসাকালে আর দেখেন নাই। এই রোগিটী যীশুখৃষ্ট বর্ণিত দৈত্যের মত ছিল (এই দৈত্যকে সয়তান একবার অগ্নিতে নিক্ষেপ করিত ও পরে জলে নিমজ্জন করিত)। রোগিটী এক মুহূর্ত্তও স্থিরভাবে থাকিতে পারিত না। হাতপা এবং মুখমণ্ডলের আকৃতি বিকৃত ছিল। কখন ২ সে আক্ষেপ অর্থাৎ স্প্যাজম বশতঃ মাটীতে পড়িয়া যাইত এবং শ্বাস লইবার নিমিত্ত হাঁপাইতে থাকিত। এই সময় তাহার মুখ হইতে ফেণা নির্গত হইত ও সে তুড়ি দিত। এই বালক তাহার পিতা হইতে স্নায়বিক প্রকৃতি প্রাপ্ত। তাহার পিতা একজন অভ্যস্ত গঞ্জিকাসেবী ও মদ্যপায়ী ছিল। এই রোগীকে যে কেহ দেখিত সে-ই মন্তব্য প্রকাশ করিত, "ডাক্তার, এরূপ রোগীকে আপনি কিছুতেই আরোগ্য করিতে পারিবেন না। তাহার দিকে

তাকাইতেই ভয় হয়, কি করিয়া আপনি ইহার আরোগ্যের আশা করেন?" ইত্যাদি। নিম্নলিখিত প্রকারে ঔষধ দেওয়া যায়। ম্যাগ ফস ১৫ গ্রেণ ও কালী-ফস ১৫ গ্রেণ একত্র করিয়া এক গ্লাসের ¾ অংশ জল দ্বারা পূর্ণ করিয়া ঐ জলে এই মিশ্রিত ৩০ গ্রেণ ঔষধ মিশাইয়া সারা দিনে সময় সময় এক এক চামচ করিয়া খাইতে দেওয়া হয়। এক দিনে সমস্তটা ঔষধ খাইতে হইত। প্রতি দিন এইরূপ দেওয়া যায়। অন্তর্ব্বর্ত্তী ঔষধ স্বরূপ প্রত্যহ প্রাতে ৮ গ্রেণ করিয়া ক্যাল্ক-ফস কিঞ্চিৎ জলের সহিত সেবন করিতেও দেওয়া যাইত। এইরূপ ৬ মাস চিকিৎসায় রোগী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করে। ইহার ৮ মাস পরে জানা যায় যে রোগীর আর কোনও উপদ্রব নাই।

(২) ১৩ বৎসরের একটী বালকের কোরিয়া রোগ জন্মে। বালকটী মুখের নিকট হাত নিতে পারিত না। অতিশয় স্নায়বিক প্রকৃতি ও মুখমণ্ডলের পাণ্ডুরতা ছিল। অন্তর্ব্বর্ত্তী ঔষধ স্বরূপ প্রত্যহ প্রাতে ক্যাল্ক-ফস এবং ম্যাগ-ফস ও ক্যালীফস প্রত্যেক ১০ গ্রেণ ২টী স্বতন্ত্র গ্লাসে অর্দ্ধ গ্লাস জলে মিশ্রিত করিয়া একটীর পর আর একটী পর্য্যায়ক্রমে এক এক চামচ করিয়া খাইতে বলা হয়। ৩ মাসে রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়।

(৪) অপর একটী রোগীর এই রোগে মুখমণ্ডল এবং শরীরের ঊর্দ্ধাংশ আক্রান্ত হইয়াছিল। মুখের নিম্ন এবং পার্শ্বে দিকে হেঁচকে টানা, চক্ষুর পাতার আক্ষেপিক স্পন্দন, মস্তকের সম্মুখদিকে গতি, এবং নানাপ্রকার অস্বাভাবিক কম্পন, নিদ্রাকালে লক্ষণ সমূহের হ্রাস প্রাপ্তি, মলত্যাগকালে এবং মানসিক উচ্ছ্বাসে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি ছিল। ইগ্নেশিয়া ব্যবহারে ফল হয় নাই। ম্যাগ-ফস ৩X তিন মাস পর্য্যন্ত ব্যবহার করায় বেশ ফল দেখা যায়। কিন্তু ইহাতে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয় নাই। পরে

ইহার সহিত পর্য্যায়ক্রমে ক্যাল্ক-ফস দিনে একবার এবং ম্যাগ-ফস দুইবার করিয়া ব্যবহার করায় এক মাসে রোগিটী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হয়।

(২) ১৮৮৭ সনের মার্চ্চ মাসে লণ্ডনের হোমিওপ্যাথিক হাসপাতালে এই রোগের একটী রোগী ভর্ত্তি হয়। ৮ মাস পূর্ব্ব হইতে সে এই রোগাক্রান্ত হয়। হাসপাতালে গৃহীত হইবার ২ মাস পূর্ব্ব হইতে এই রোগে সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য নানা ঔষধ প্রয়োগ করা হয়, কিন্তু তাহাতে বিশেষ কিছুই ফল হয় নাই। রোগের কারণ কিছুই স্থিররূপে নির্দ্ধারণ করিতে পারা যায় নাই। মেয়েটীর ক্রিমি ছিল না এবং ভয়াদির পর এই রোগ জন্মিয়াছে এরূপও শুনা যায় নাই। হাসপাতালে আসিবার পর হইতেই কার্য্যকালে তাহার সর্ব্বাঙ্গে আক্ষেপ ( spasm ) জন্মিতেছিল। কিন্তু নিদ্রিতাবস্থায় কিছুই থাকিত না। সে হাটিতে এবং খাইতেও পারিত কিন্তু বাক্‌শক্তির অসদ্ভাব ছিল। হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া দ্রুততর ছিল, কিন্তু কোন অস্বাভাবিক শব্দ শ্রুত হওয়া যায় নাই। পরে সময় সময় কোমল pre-systolic ফুৎকার শব্দ শুনা যায়। ইহাতে অনুমান হয় হৃৎপিণ্ডের পেশী-সূত্রের ( muscular fibres ) আক্ষেপ অর্থাৎ স্প্যাজম জন্মিয়াছে। চক্ষুর তারা প্রসারিত ছিল। ম্যাগ ফস ৬x দুই গ্রেণ মাত্রায় ব্যবস্থা করা হয়। ইহাতেই রোগী ভাল হয়।

# Cold in the head—কোল্ড ইন দি হেড—মস্তকের প্রতিশ্যায় বা সর্দ্দি।

## ( চিকিৎসা )

**ফিরম ফস**।—প্রারম্ভাবস্থায় যখন নাড়ী দ্রুত ও পূর্ণ থাকে। প্রাতিশ্যায়িক জ্বর; নাসিকার অভ্যন্তরে সুড়সুড়ি। যাহাদের সহজে সর্দ্দি লাগে তাহাদের পক্ষে এই ঔষধ ও ক্যাল্ক ফস ৩x ক্রম পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

**ন্যাট মিউর**—জলবৎ, স্বচ্ছ ও ফেণা ফেণা শ্লেষ্মস্রাব বিশিষ্ট প্রতিশ্যায়। রক্তহীন ব্যক্তিদিগের পুরাতন প্রতিশ্যায়। লবণাক্ত শ্লেষ্মাস্রাব, সর্দ্দিকালীন শরীরের নানা স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলপূর্ণ ফুস্কুড়ির উদ্ভব, এগুলি গলিয়া গিয়া পাতলা মাম্‌ড়ি পড়ে। নাসিকা দিয়া পরিষ্কার জলবৎ শ্লেষ্ম গড়াইয়া পড়ে। ইনফ্লুয়েঞ্জা। অবশীর্ষ হইলে বা কাসিবার কালে নাসিকা হইতে রক্তপাত। ঘ্রাণশক্তির বিলোপ। তালুর শুষ্কতা।

**ক্যাল্ক-ফস**।—মস্তকের প্রতিশ্যায় সহকারে গাঢ়, পীতবর্ণ অস্বচ্ছ পূযবৎ ও রক্তের রেখাঙ্কিত শ্লেষ্মস্রাব। ইহা শ্লৈষ্মিক-গ্রন্থির অবস্থা পরিবর্ত্তন করিতে বিশেষ উপযোগী। নাসিকা হইতে রক্তপাত।

( সর্দ্দি দ্রষ্টব্য )।

# Colic—কলিক।

## উদর বেদনা, শূল বেদনা।

অন্ত্রস্থ ( intestine ) পেশী সমূহের অনিয়মিত আক্ষেপিক সঙ্কোচন বশতঃ যে বেদনা জন্মে তাহাকে অন্ত্র-শূল বা কলিক কহে।

**কারণ।**—গুরুপাক দ্রব্য ভক্ষণ, উদরে বায়ু সঞ্চয়, কোষ্ঠকাঠিন্য ক্রিমির বিদ্যমানতা, পিত্ত-প্রণালীর ( bile-duct ) অভ্যন্তর দিয়া পিত্ত-শিলার ( gall stone ) নির্গমন, এবং মূত্রনালীর ( ureter ) অভ্যন্তর দিয়া পাথুরী নির্গমন প্রভৃতি কারণে এই বেদনা জন্মিয়া থাকে। উদর বেদনা সহ যদি বমন হইলে পিত্তশিলার বেদনা বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। এই প্রকার বেদনা কটি দেশ হইতে আরম্ভ হইয়া তলপেটের দিকে গেলে এবং তৎসহ ঘন ঘন মূত্রপ্রবৃত্তি থাকিলে মূত্রশিলার বেদনা বলিয়া স্থির করিতে হয়। শূল বেদনা সবিরাম প্রকৃতির অর্থাৎ একবার কম পড়ে আবার হঠাৎ বাড়ে, কিন্তু প্রদাহিক বেদনার ন্যায় সকল সময় এক ভাবে থাকে না। শূল বেদনার প্রায়ই আক্ষেপিক ( অর্থাৎ মোচড়ানবৎ ) প্রকৃতি থাকে; প্রদাহিক বেদনায় এরূপ প্রকৃতি থাকে না।

### ( চিকিৎসা )

**ম্যাগ-ফস।**—শিশুদিগের বাষ্প সঞ্চয় জনিত উদর বেদনায় উপরের দিক পা টানিয়া বা গুটাইয়া আনে। বেদনা বশতঃ রোগীকে সম্মুখদিক বাঁকিয়া দ্বিভাজ হইয়া থাকিতে হয়। বায়ু সঞ্চয় জন্য উদর বেদনা। ঘর্ষণ, উত্তাপ বা বাতোদ্গারে এই বেদনার উপশম জন্মে। আক্ষেপিক বা খালধরার ন্যায় বেদনাবিশিষ্ট বিরামশীল শূল। নবপ্রসূত ও শিশুদিগের অপাক ব্যতীত শূল। ৬ x বা ৩০ x ক্রম ৪।৫ গ্রেণ মাত্রায়

গরম জলে গুলিয়া ঘন ঘন ব্যবহার করিলে অতি সত্বর ফল দর্শে। পিত্ত-পাথরী জনিত শূল বেদনায় ম্যাগ-ফস ও ক্যাল্ক-ফস সহ প্রয়োগ করিলে চমৎকার ফল দর্শে।

**ন্যাট সল।**—পিত্তশূল ও তৎসহ পিত্ত বমন, মুখের তিক্ত স্বাদ; জিহ্বায় কটাসে সবুজবর্ণের লেপ। যকৃতের ক্রিয়াবৈষম্যনিবন্ধন আধ্মানিক শূল। শীস শূল। ১x, ২x বা ৩x ক্রমের বিচূর্ণ ঘন ঘন ব্যবহার্য্য। দক্ষিণ কুচকি পার্শ্বে বেদনার আরম্ভ। উদরে বায়ু চলাচল করে।

**ন্যাট্রাম মিউর।**—কলোসিন্থের ন্যায় উদ্গার এবং ডায়স্কোরিয়া ও কলোসিন্থের ন্যায় উদর বেদনা বিশিষ্ট শূলে ইহা অতিশয় ফলপ্রদ।

**ন্যাট ফস।**—অম্লাধিক্যের শূল বেদনার সহিত ক্রিমির লক্ষণের বিদ্যমানতা অথবা অম্ল উদ্গার, সবুজবর্ণ অম্লগন্ধি ভেদ, ছানার ন্যায় জমাট দুগ্ধ বমন ইত্যাদি।

**কালী ফস।**—বিফল মল-বেগ সহ উর্দ্ধদিকে বেদনা, সম্মুখদিকে অবনত হইয়া বসিলে এই রোগের উপশম, বায়ু সঞ্চয় জন্য উদরের স্ফীততা।

**কালী সলফ।**—ম্যাগ-ফস বিফল হইলে এই ঔষধ প্রযোজ্য। এই ঔষধের বেদনার লক্ষণ ঠিক ম্যাগ-ফসের বেদনার ন্যায়। উদরে শীতলতা অনুভব; ক্রোধের আবেশের পর হঠাৎ উহার তিরোভাব জন্য শূল-বেদনা। গন্ধকের ন্যায় গন্ধ বিশিষ্ট বায়ু (বাতকর্ম) নিঃসরণ।

**ফিরম ফস।**—নাড়ীর দ্রুততা ও জ্বরসংযুক্ত স্ত্রীলোকদিগের ঋতুকালীন উদরবেদনা বা রক্তশূল।

শূল বেদনায় রোগীকে পুনঃ পুনঃ উষ্ণ জল পান করিতে দিলে ও মলদ্বার দিয়া উষ্ণ জলের পিচকারী দিলে অতিশয় উপকার দর্শে। এই

রোগে কিঞ্চিৎ উষ্ণ জলের সহিত ম্যাগ-ফস ৩x গুলিয়া ১০।১৫ মিনিট অন্তর খাইতে দিয়া আমরা চমৎকার ফল পাইয়াছি।

## চিকিৎসা।

(১) জনৈক ধর্ম্ম-যাজকের উৎকট শূল রোগ জন্মে। ব্যারামটী কতিপয় বৎসর স্থায়ী হয়। প্রাদাহিক বেদনার ন্যায় বেদনা, প্রবল বমন, উদর স্পর্শে অতিশয় অনুভূতি (tenderness), অস্থিরতা, উদ্বেগ ও অতিশয় যন্ত্রণাসূচক মুখমণ্ডল ছিল। যখনই বেদনা উঠিত তাহা ৩ হইতে ৭ দিন পর্য্যন্ত স্থায়ী হইত। প্রায় ১ বৎসর যাবৎ লক্ষ্য করা গিয়াছিল যে বেদনা দক্ষিণ দিকের কুচকির নিকট হইতে উঠে এবং তথা হইতে সমগ্র উদরে ছড়াইয়া পড়ে। নেট্রম-সল্ফ দেওয়া যায়; ইহাতে অতি সত্বর ফল দর্শে। ইহার পর তাঁহার আর বেদনা উঠে নাই।

(২) অপর ১টী রমণীর পিত্তশূল ছিল। একদিন বেদনা উঠিলে রাত্রে চিকিৎসককে ডাকান হয়। কিন্তু চিকিৎসক বিশেষ কারণ বশতঃ রাত্রে যান নাই। পরদিন প্রাতে তাঁহার স্বামী আসিয়া বলেন, রোগিণীর লক্ষণ সমূহ কিছুমাত্র হ্রাস প্রাপ্ত হয় নাই, বরং বৃদ্ধি দেখা যাইতেছে। চিকিৎসক তথায় না পৌঁছা পর্য্যন্ত ব্যবহার করিতে একটী সুগার অব মিল্কের পাউডার দিয়া প্রায় ৯টার সময় তথায় পৌঁছিয়া দেখেন রোগিণী অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। রোগিণী পিত্ত বমন করিয়াছে এবং তজ্জন্য মুখ একেবারে তিক্ত হইয়া রহিয়াছে। ইহা শুনিয়া চিকিৎসক ম্যাগ-ফস এবং নেট্রম-সল্ফ পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করিতে বিধি দেন। ঔষধ সেবনের অল্পকাল পর হইতেই রোগিণী উপশম বোধ করেন ও ইহাতেই সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হন।

(৩) ৫০ বৎসর বয়স্কা জনৈক রমণী ২ বৎসর যাবৎ আমাশয়িক (gastralgia) ও পাকাশয়িক (enteralgia) শূল বেদনায় ভুগিতেছিলেন; যখনই বেদনা উঠিত, তখনই ভিনিগারের ন্যায় অম্লগুণীয় পদার্থ বমন হইত। ২ জন এলোপ্যাথিক চিকিৎসক আমাশয়ের (পাকস্থলী) ক্যান্সার এবং ভাসমান বৃক্ক (floating kidney) বলিয়া রোগ নির্ণয় করিয়া চিকিৎসা করেন। ল্যাক্টিক এসিডের অতিরিক্ত নিঃসরণ রোগের কারণ সিদ্ধান্ত করিয়া নেট্রম-ফস ব্যবস্থা করা হয়। দুইদিনেই ফল হইতে দেখা যায়। কতিপয় সপ্তাহ মধ্যেই রোগিণী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হন।

(৪) ধূমচাঁদ বসাক নামক ৪৪।৪৫ বৎসর বয়স্ক এক ভদ্রলোক প্রায় ২০.২২ বৎসর যাবৎ পিত্তশূল রোগে ভুগিয়া আসিতেছিলেন। এক দিন দুপুর বেলা এই রোগের আক্রমণ এতই তীব্র হইয়াছিল যে, বেদনার প্রচণ্ডতা বশতঃ রোগী শ্বাস-রুদ্ধাবস্থায় মেজের উপর (on the floor) গড়াইতে ছিলেন। গ্রন্থকারের বাসার ঠিক বিপরীত দিকেই ইহার বাটী ছিল। সুতরাং সত্বর যাইয়া এই রোগী দেখিবার জন্য গ্রন্থকার আহূত হন। বেদনার তীব্রতা বশতঃ রোগীর দম বন্ধ হইবার আশঙ্কা জন্মিয়াছিল এবং কথা বলিবার শক্তি মাত্রও ছিল না। গ্রন্থকারের একটী প্রশ্নেরও তিনি উত্তর দিতে সক্ষম হন নাই। রোগীর পূর্ব্ব ইতিহাস শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ ১ ডোজ Plumbum 30 (প্লাম্বাম) দেওয়া হয়। ইহার ফলে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই রোগী গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হন। অতঃপর কয়েক দিন মাত্র (১) নেট্রাম-সলফ ৩x এবং (২) ম্যাগ্-ফস ৬x এবং ক্যাল্ক-ফস ১২x পর্য্যায়ক্রমে দৈনিক ৪ বার মাত্র দেওয়া যায়। ইহাতেই তাঁহার এই দীর্ঘকালীন রোগ একেবারে সারিয়া যায়।

(৫) ঢাকা জেলার অন্তর্গত ধানকোড়ার জমিদার স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র রায়ের পত্নী বহুদিন যাবৎ পিত্তশূলে ভুগিতেছিলেন এবং এজন্য বহুপ্রকারের চিকিৎসা করাইয়া প্রচুর অর্থও ব্যয় করেন। একবার এই রোগের চিকিৎসা জন্য কলিকাতা গিয়া মেডিকেল বোর্ডের ডাক্তারগণকে দেখাইয়া ঔষধ সেবন করেন এবং তাঁহাদের উপদেশ মত প্রায় ৬ মাস কাল নারায়ণগঞ্জে লক্ষ্যা নদীর উপর পিন্সিসে ( green-boat ) বাস করেন। এই সময় আবার হঠাৎ রোগের আক্রমণ উপস্থিত হইলে ঢাকা চলিয়া আসেন এবং তৎকালীন সিভিল সার্জ্জন ও অপর ২।৩ জন প্রবীণ এলোপ্যাথের চিকিৎসাধীন থাকেন। ডাক্তারগণ প্রত্যহ ২।৩ বার করিয়া আসিয়া রোগিণীকে দেখিয়া যাইতেন। বেদনার তীব্রতা এত বেশী ছিল যে, তজ্জন্য ৬টী মর্ফিয়া ইঞ্জেকশন করা হয়; কিন্তু ইহাতেও বেদনা কিছুমাত্র উপশমিত হয় না; খাইবার জন্য যে ঔষধ দেওয়া হইত, তাহাও খাইবামত্র বমি হইয়া পড়িত। এজন্য সিভিল সার্জ্জন সাহেব একদিন আসিয়া পরিষ্কার বলিয়া দিলেন—"মর্ফিয়ায় যখন বেদনা উপশমিত হইল না এবং খাওয়ার ঔষধও বমি হইয়া পড়ে, তখন আপনারা এই চিকিৎসা ছাড়িয়া দিয়া অন্য চিকিৎসা করিয়া দেখিতে পারেন" ( You may try other systems ). ডাক্তার সাহেব চলিয়া গেলে অপর একজন বাঙ্গালী চিকিৎসক ( যিনি ডাক্তার সাহেবের সহযোগীরূপে এই রোগিণীর চিকিৎসা করিতেছিলেন ) বলিলেন,—"আমি এই রোগের শেষ ক্লোরোফরম চিকিৎসা করিয়া দেখিতে ইচ্ছা করি, ইহাতে হয়তো বেদনা প্রথমে একটু বাড়িতে পারে, কিন্তু শেষে বেদনা নিশ্চয়ই সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইবে।" এই কথা শুনিয়া রোগিণীর জনৈক আত্মীয় ( তদীয় ভ্রাতা ) বলিলেন—"বেদনা বাড়িয়া পরে

যদি না কমে, কেমন হবে?" ইহা শুনিয়া ডাক্তার বাবু (স্বীয় দক্ষিণ হস্ত দেখাইয়া) উত্তর করিলেন,—"যদি বেদনা না কমে, তবে এই হাত কাটিয়া ফেলিব।" এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে এই সুযোগ দেওয়া হইল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ক্লোরোফরম চিকিৎসায় বেদনা বাড়িল বটে, কিন্তু উহা আর কমিল না। আমরা নিশ্চিত-রূপে অবগত আছি, এই ডাক্তা বাবুটী তাঁহার এই দম্ভোক্তি রক্ষা করেন নাই। রোগিণীর অভিপ্রায়ানুসারে, এই ডাক্তার বাবু ও তাঁহার অপর একজন সহযোগীর উপস্থিতিকালেই গ্রন্থকারকে রোগিণীর চিকিৎসার ভার অর্পণ করিবার জন্য আহ্বান করা হয়। গ্রন্থকার গিয়া দেখেন রোগিণী নিদারুণ যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন। ত্বকের পাণ্ডুরতা (jaundiced), শোথের ভাব এবং অল্প অল্প জ্বরও বিদ্যমান ছিল। যাহা খাইতেন, তৎক্ষণাৎ বমি হইয়া পড়িত। রোগিণীকে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার পর, গ্রন্থকার বাইওকেমিক ঔষধ দিবার মানসে, ভৃত্যকে একটু গরম জল আনিতে আদেশ করিলেন। এই কথা শুনিয়া রোগিণীর ভ্রাতা পানু বাবু (বাবু বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য) বলিলেন,—"ঔষধ দিবার জন্য গরম জল আনিতে বলিলেন নাকি? গ্রন্থকার বলিলেন—"হ্যাঁ।" ইহা শুনিয়া পানু বাবু বলিলেন—"মিড্‌ ওয়াইফ আসিয়াছেন ডুশ্‌ দিয়া বাহ্যি করাইতে, সুতরাং ডুশ্‌ দিয়া বাহ্যি করাইবার পর ঔষধ দিলে ভাল হয় না?' এই কথা শুনিয়া গ্রন্থকার বলিলেন—ডুশ দিতে গেলে হয়তো বেদনা আরও বাড়িতে পারে, সুতরাং আগে ঔষধ দেওয়া হউক, ইহাতে শীঘ্রই বেদনা কমিয়া যাইবে, তৎপর ডুশ্‌ দিলেই ভাল হইবে।" তিন তিনটী মর্ফিয়া ইঞ্জেক্‌শন দিয়াও বেদনা কিছুমাত্র কমে নাই, এমতাবস্থায় বাইওকেমিক ঔষধ দিলে এখনই (in no time) বেদনা কমিয়া

যাইবে" গ্রন্থকারের মুখে এই কথা শুনিয়া পূর্ব্বোক্ত এলোপ্যাথ্ দুইজন (যাঁহারা নিকটেই উপবিষ্ট ছিলেন), বেশ একটু মুচ্‌কি মুচ্‌কি (যেন অবজ্ঞা ভরে) হাঁসিতে লাগিলেন। গ্রন্থকার ইহা সুস্পষ্ট লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তাই তিনি দৃঢ়তার সহিতই (পূর্ব্বোক্ত ডাক্তার দ্বয়ের দর্প চূর্ণ করিবার নিমিত্ত) তৎক্ষণাৎ ঔষধ দেওয়ার জন্য গরম জল আনিতে অনুরোধ করিলেন। গরম জল আসিলে, ম্যাগ-ফস ৬ X এবং ক্যাল্ক-ফস ১২ X প্রত্যেকের ৫ গ্রেণ করিয়া মোট ১০ গ্রেণ একত্রে কিঞ্চিত উষ্ণ জলে গুলিয়া খাইতে দিলেন। অতঃপর তামাক আসিলে তামাক খাইতে খাইতে গ্রন্থকার পূর্ব্বোক্ত ডাক্তার দ্বয় সঙ্গে (ইহাঁরা উভয়েই গ্রন্থকারের সহিত পূর্ব্ব হইতেই পরিচিত ছিলেন) আলাপ করিতে লাগিলেন। এই ডাক্তার দ্বয় তামাসা দেখিবার জন্য এতক্ষণ কষ্ট স্বীকার করিয়া বসিয়াছিলেন। অনুমান ৪৷৫ মিনিট কাল পর, গুরুদয়াল নামক ভৃত্যটীকে গ্রন্থকার বলিলেন,—"গুরুদয়াল! দেখিয়া আস তো ঠাকুরুণ কেমন আছেন।" গুরুদয়াল উপর হইতে ফিরিয়া আসিয়া সর্ব্বজন সমক্ষে বলিয়া ফেলিল—"বেদনা এখন দম্ নাই ; মা কি খাইবেন জিজ্ঞাসা করেছেন।" এই কথা শুনিয়া ডাক্তার বন্ধু দ্বয়ের মনে কি ভাবের উদয় হইয়াছিল জানিনা, কিন্তু তাঁহারা উভয়েই কর্ত্রীঠাকুরাণী অন্ততঃ আপাততঃ বেদনা হইতে ক্ষণিক উপশম পাইলেন ইহা দেখিয়া (বাহ্যিক) আনন্দ প্রকাশ করিয়া একে একে চলিয়া গেলেন। ইহারা চলিয়া গেলে, গ্রন্থকার পানু বাবুর মুখে রোগিণীর চিকিৎসা সম্বন্ধীয় যাবতীয় ইতিহাস অবগত হইলেন। বেদনা এইভাবে কমিয়া গেলে, পানুবাবু গ্রন্থকারকে জিজ্ঞাসা করিলেন —"বেদনা আর তো প্রত্যাগত হইবে না?" গ্রন্থকারও দৃঢ়তার সহিত পানু বাবুকে বলিলেন,—"কিছুতেই আর বেদনা উপস্থিত হইতে

দিব না।" এই বলিয়া, মূল রোগের জন্য (১) নেট্রাম-সলফ ৩X এবং (২) ম্যাগ-ফস ৬X, ক্যাল্ক ফস ১২X এবং নেট্রাম-ফস ৩x (একত্রে) এই দুই দফা ঔষধ প্রত্যেকটীর ৪ গ্রেণ মাত্রায় ২ ঘণ্টান্তর খাইতে দেওয়া হয়। বৈকালে গিয়া দেখা যায়, রোগিণীর সর্ব্বদাই যে জ্বর থাকিত, তাহাও ছাড়িয়া গিয়াছে। অতঃপর ১৮ বৎসর কাল মধ্যে রোগিণীর আর পিত্তশূলের বেদনা উপস্থিত হয় নাই। এইখানে একটী কথা না বলিলে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়। রোগিণীর ভ্রাতা পূর্ব্বোক্ত পানু বাবুর ইচ্ছানুসারে গ্রন্থকার প্রত্যহ ২ বেলা এই রোগিণীকে দেখিতে যাইতেন (ভাল থাকা সত্ত্বেও) ৪।৫ দিন পর গ্রন্থকার পানুবাবুকে বলিলেন—"ঠাকরুণ তো ভালই আছেন, এখন আর আসিবার প্রয়োজন কি? পূর্ব্বোক্ত ঔষধগুলি উপদেশ মত খাওয়াইলেই চলিবে; বরং মধ্যে ২ খবর জানাইবেন।" এই কথা শুনিয়া পানু বাবু হাঁসিয়া বলিলেন,—'ডাক্তার বাবু! আপনার টাকা নিতে কষ্ট হয় না—কি? উহার ৪।৫ জনে প্রত্যহ কত টাকা নিয়া গেল, এতদ্ব্যতীত কলিকাতা গিয়াও ১৪।১৫ হাজার টাকা চিকিৎসা বাবদে খরচ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু কোন ফয়দাই হয় নাই। যা' হোক্, ভগবানের কৃপায় আপনার দ্বারা এইরূপ আশ্চর্য্য ফলে পাওয়া গেল—আপনি'ত কিছুই নিলেন না' প্রত্যহ মাত্র দশ টাকা করিয়া পাইতেছেন, আপনিও যৎসামান্য কিছু নিন্, আপনি প্রত্যহ ২ বার করিয়া ঠিক এইভাবেই আসিয়া দিদিকে দেখিয়া যাইবেন যে তিনি ভালই আছেন; ইহাতে আমাদের প্রাণেও একটু শান্তি আসিবে।"

(৬) ঢাকার তদানীন্তন এক্সাইজ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মৌঃ মোবিনুদ্দিন আহম্মদ সাহেবের স্ত্রী বহুদিন যাবৎ পিত্তশূলে ভুগিতেছিলেন।

তাঁহার পিত্তকোষ হইতে পিত্তশীলা নির্গমনকালে এরূপ নিদারুণ ব্যথা জন্মিত যে, তজ্জন্য রোগিণীর মূর্চ্ছা জন্মিত এবং হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া লোপ পাইবে বলিয়া আশঙ্কা হইত। এজন্য এলোপ্যাথগণ প্রায়ই ইঞ্জেকসন্ দিতে বাধ্য হইতেন। রোগ পুরাতন আকার ধারণ করায় শোথ, মুখক্ষত এবং কামলাও জন্মিয়াছিল। রোগিণী কিছুই খাইতে পারিতেন না, বমি হইয়া পড়িত। কোষ্ঠকাঠিন্য এবং স্বল্প মূত্র স্রাব হইত। একদিন আসন্নকাল নিকটবর্ত্তী মনে করিয়া রোগিণী তাঁহার শেষ বক্তব্য আত্মীয় স্বজনগণকে বলিবেন বলিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এই সময় নিকটে উপবিষ্ট জনৈক ভর্দ্রলোকের অনুরোধে হোমিওপ্যাথি মতে শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিবার জন্য গ্রন্থকারকে আহ্বান করা হয়। গ্রন্থকার রোগিণীকে ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া ১। নেট্রাম-সলফ ৩× এবং ২। ক্যাল্ক-ফস ১২×, ম্যাগ-ফস ৬× এবং নেট্রাম-ফস ৩× (এক সঙ্গে মিলাইয়া) গরম জলে গুলিয়া অর্দ্ধ ঘণ্টান্তর সেবনের বিধি দেন। কিন্তু রোগিণীর স্বামী এই বাইওকেমিক ঔষধের প্রেসক্রিপশন দেখিয়া ইহার পরিবর্ত্তে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবস্থা করিবার অভিপ্রায় জানান; কেননা বাইওকেমিক চিকিৎসা কতকটা আধুনিক, ইহাতে তাঁহার বিশেষ আস্থা নাই। এই কথা শ্রবণ করিয়া গ্রন্থকার বলিলেন,—"আপনি রোগিণীকে আমার চিকিৎসাধীন করিয়াছেন, সুতরাং রোগিণীর যাহাতে সত্বর সুফল দর্শে আমাকে তাহাই করিতে হইবে, সুতরাং for the best interest of the patient, আমি এই প্রেসক্রিপশনই রাখিব, আপনার অনুরোধ রক্ষা করিতে না পারায় দুঃখিত।" ইহাই করা হইল। এক ডোজ মাত্র সেবনের ফলে বেদনা প্রায় তিরোহিত হইল (pain almost gone), দ্বিতীয় ডোজ সেবনের পর দুর্ব্বলতা ব্যতীত রোগিণীর নিকট আর

কোন গ্লানি অনুভূত হইল না। ৪।৫ ঘণ্টা পর প্রচুর প্রস্রাব হইল এবং পরে আপনা হইতেই উত্তম মল স্রাব হইল। এলোপ্যাথদের চিকিৎসাকালে প্রত্যহই বিরেচক ও মূত্রকর ঔষধ দেওয়া হইত। ডুশ ব্যতীত বাহ্যি হইত না এবং অতি অল্প পরিমাণ মূত্রই পরিত্যক্ত হইত, ক্ষুধা একেবারেই ছিল না। কিন্তু এই দুই ডোজ মাত্র বাইওকেমিক ঔষধ সেবনের পর, আপনা হইতেই প্রভূত মূত্র ও বাহ্যি হওয়ায় সকলেই একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন এবং পর দিন অতি প্রত্যূষে মবিনউদ্দিন সাহেব গ্রন্থকারের নিকট হাত জোড় করিয়া বলিলেন—"Your medicine acted like a magic"—এই বলিয়া গ্রন্থকারের নিকট পূর্ব্বে দিনের ঐরূপ ব্যবহারের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং আরও বলিলেন—"এর পূর্ব্ব ৬ মাস মধ্যে রোগিণী কখনও স্বয়ং খাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন নাই, কিন্তু গতকল্য বাহ্যি ও প্রস্রাব হওয়ার পর হইতেই ক্ষুধায় পাগল।" এই দিন গিয়া দেখা যায়, শোথ বা জণ্ডিসের ( কামলা ) ভাব কিছুই নাই। অতঃপর ২ ঘণ্টা পর পর পূর্ব্বোক্ত ২ দফা ঔষধই দেওয়া হয়, ইহাতেই রোগিণী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করেন। ইহার পর ১৪।১৫ বৎসর মধ্যে রোগের আর পুনরাক্রমণ হয় নাই।

# Concussion of the Brain
# কঙ্কঃসন অব দি ব্রেইন
## ( মস্তিষ্কের বিকম্পন )

আঘাতাদি কারণে মস্তিষ্কের ক্রিয়ার ক্ষণকাল বা দীর্ঘকাল স্থায়ী লুপ্ততাকে কঙ্কঃসন অব দি ব্রেইন বলে। উচ্চ স্থান হইতে পতনের ফলে বা ট্রেণের কলিশনের ( সংঘর্ষ ) ফলে এরূপ প্রায়ই ঘটিয়া থাকে।

## ( চিকিৎসা )

ফিরম-ফস।—জ্বর লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবহার্য্য।

কালী-ফস।—বিকম্পনের ফলে প্রসারিত চক্ষু তারা। মস্তিষ্কের ক্রিয়ার অতিশয় দুর্ব্বলতা, তজ্জন্য অবসাদ।

ম্যাগ-ফস।—মস্তিষ্কের সংঘাত জনিত চক্ষুর সম্মুখে আলোকাদি অবাস্তব পদার্থ দর্শন।

ক্যাল্ক-ফস।—অবশতানুভব থাকিলে, অথবা অপর কোন ব্যবস্থেয় ঔষধের সহিত পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য।

নেট্রাম-সলফ।—মস্তিষ্কের আঘাতের পুরাতন কুফলে ইহা ব্যবহার্য্য।

# Constipation—কনষ্টিপেশন।
## ( কোষ্ঠকাঠিন্য, কোষ্ঠবদ্ধ )।

বাইওকেমিক মতে নিম্নলিখিত কারণ বশতঃ কোষ্ঠবদ্ধ জন্মিয়া থাকে।

(১) পিত্তস্থিত নেট্রম-সলফ ও নেট্রম-ফস নামক পদার্থদ্বয়ের স্বল্পতা নিবন্ধন

পিত্ত ঘনীভূত হওয়া জন্য, অথবা (২) ক্লোরাইড অব পটাসের (কালী-মি) ন্যূনতা বশতঃ স্বল্প পিত্তস্রাব জন্য, অথবা (৩) নেট্রম-মিউরিয়েটিকম নামক পদার্থের স্বল্পতা বশতঃ জলীয়াংশের অনিয়মিত সঞ্চালন (uneven distribution) জন্য অন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর শুষ্কতা বশতঃ কোষ্ঠকাঠিন্য জন্মিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত আরও বহু কারণেই এই রোগ জন্মিতে পারে; বাইওকেমিক চিকিৎসক মাত্রেই জানেন যে রুগ্নাবস্থার লক্ষণগুলি রক্তস্থ কোন কোন ইন্-অরগ্যানিক সল্টের অভাব জ্ঞাপক; অতএব যে কারণেই কোষ্ঠবদ্ধ জন্মুকনা কেন, জিহ্বার লেপ বা মলের বর্ণ দেখিয়াই শরীরে কোন্ পদার্থের অভাব হইয়াছে জানিতে পারা যায়; এই প্রকারে জিহ্বার লেপ এবং মলের বর্ণ ও প্রকৃতি দৃষ্টে ঔষধ ব্যবস্থা করিলেই রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে। বিরেচক ঔষধ দিলেই এই রোগ ভাল হয় না; কারণ দূর করিতে হয়।

## ( চিকিৎসা )

**ফিরাম ফস**।—সরলান্ত্রের উত্তাপ জনিত মলের কঠিনতায় এই ঔষধ অতিশয় ফলপ্রদ, অর্শ, সরলান্ত্র নির্গমন (হালিশ বাহির হওয়া) অথবা জরায়ু ও যোনির প্রদাহ বশতঃ কোষ্ঠ কাঠিন্য; শুষ্ক, কঠিন মল; মাংসে সম্পূর্ণ অরুচি।

**কালী মিউর**।—যকৃতের ক্রিয়ার বৈষম্য ও তজ্জন্য পিত্তস্রাবের অভাব জন্য কোষ্ঠবদ্ধ; মলের ফেঁকাশে বর্ণ; জিহ্বায় শ্বেত অথবা পাংশুটে বর্ণের লেপ সহকারে কোষ্ঠ বদ্ধ, তৈলাক্ত বা অধিক মসল্লা সংযুক্ত দ্রব্য সহ্য হয় না; চক্ষুর ঢেলা বাহির হইয়া পড়িবে বলিয়া মনে হয়; দীর্ঘকালস্থায়ী রোগে বিশেষ ফলপ্রদ।

**কালী ফস**।—গাঢ় পাটল বর্ণ মল, উহার সহিত পীতাভ সবুজ বর্ণের শ্লেষ্মা লাগিয়া থাকে; সরলান্ত্র ও কোলনের (colon) পক্ষাঘাত

**নেট্রাম-মিউর।**—অন্ত্রের রসস্রাবের অভাব জন্য মলের কঠিনতা ও তজ্জন্য কোষ্ঠবদ্ধ; কোষ্ঠবদ্ধ সহকারে চক্ষু দিয়া জল পড়া, প্রভুত লালা নিঃসরণ, জলবৎ পদার্থ বমন ইত্যাদি; কোষ্ঠবদ্ধ সহ মুখ হইতে জল উঠা ও নিদ্রাকালে লালা নিঃসরণ; মস্তকে গুরুত্বানুভব বিশিষ্ট শিরঃপীড়া; শুষ্ক, শক্ত ও কষ্টে নিঃসারিত হয় এরূপ মল; মলত্যাগের পর মলদ্বার বিদীর্ণ হইয়াছে এরূপ অনুভব; এরূপ রোগীদের পক্ষে উষ্ণ জলের সাহত কিঞ্চিৎ লবণ মিশাইয়া মলদ্বারে পিচকারী দিলে বিশেষ ফল দর্শে।

**ক্যাল্ক-ক্লোর।**—মল নিঃসারণে অক্ষমতা; গর্ভবতী স্ত্রীলোকদিগের ও প্রসবের পর অন্ত্রের পেশীর শিথিলতা বশতঃ প্রায়ই এইরূপ লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে।

**ক্যাল্ক-ফস।**—কঠিন রক্তাক্ত মল, উহার সহিত তণ্ডুলালের ন্যায় শ্লেষ্মা লাগিয়া থাকে; বৃদ্ধাদিগের রোগে বিশেষতঃ তাহাদের নিরুৎসাহ, শিরঃপীড়া ও শিরোঘূর্ণন বর্ত্তমান থাকিলে বিশেষ ফলপ্রদ।

**নেট্রাম সলফ।**—কঠিন, গ্রন্থিল, ও কথন কথন রক্তের রেখাঙ্কিত মল; নরম মল নিঃসারণেও কষ্ট; নেট্রম-সলফ অধিকমাত্রায় খাওয়াইলে বিরেচকের ন্যায় কার্য্য করে, মলের সহিত অধিক পরিমাণে দুর্গন্ধি বায়ু নিঃসরণ।

**নেট্রম ফস।**—শিশুদিগের কোষ্ঠকাঠিন্য, সময়ে সময়ে আবার অতিসার; পথ্যের সহিত ৬.৭ মাসের শিশুদের দিনে ৩।৪ বার ৫-১০ গ্রেণ মাত্রায় এই ঔষধ খাওয়াইলেও সুন্দর কোষ্ঠ পরিষ্কার হইয়া থাকে; দুর্দ্দম্য কোঠকাঠিন্য।

**সিলিশিয়া।**—অন্ত্রের মল নিঃসারণে অক্ষমতা; মল কতকটা বাহির হইয়া আবার ভিতরে যায়; অসম্যক পরিপোষণ জন্য শিশুদের

কোষ্ঠবদ্ধ। মলদ্বারে ক্ষতবৎ, সূচিবিদ্ধবৎ বা তীর বিদ্ধবৎ বেদনা। গণ্ডমালাগ্রস্ত বা পূযস্রাবশীল রোগীর কোষ্ঠকাঠিন্য ; মস্তকে প্রচুর ঘর্ম্ম।

**মন্তব্য।**—কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখার জন্য অনেককেই নিয়মিতরূপে বিরেচক বটিকাদি (cathartic pills ) সেবন করিতে দেখা যায় ; অনে-কের এরূপ ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে যে, কোষ্ঠ খোলাসা রাখা চাই-হ ( bowels must be kept open ); কি কারণে কোষ্ঠকাঠিন্য জন্মিয়াছে, সে দিকে একেবারেই লক্ষ্য নাই কিন্তু কোষ্ঠ খোলাসা রাখিতেই ব্যস্ত ; এরূপ করা বড়ই ভুল এবং দোষের ; অনেক সময় বিরেচক ঔষধাদি ব্যবহারের ফলে অন্ত্রের অবস্থা আরও খারাপ হইতে দেখা গিয়াছে ; স্বাভাবিক নিয়মে কোষ্ঠ পরিষ্কার হওয়াই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ; অনেক সময় আহার্য্যের দোষে কোষ্ঠকাঠিন্য জন্মিয়া থাকে ; এরূপাবস্থায় বিবেচনা পূর্ব্বক আহার্য্য দ্রব্যের পরিবর্ত্তন করিলে স্বভাবতঃই কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয় ; পুনঃ পুনঃ পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে যে, যেখানে এলোপ্যাথিক মতে বিরেচক ঔষধেও কোন ফল হয় নাই, সেখানে সুনির্ব্বাচিত বাইওকেমিক ঔষধ ২-১ মাত্রা ব্যবহারেই বেশ ফল পাওয়া গিয়াছে। এই রোগে ব্যায়াম, শীতল জলে স্নান, ভ্রমণ এবং শরীরের অবস্থা দৃষ্টে ফল মূলাদি ভক্ষণে বেশ ফল পাওয়া যায়।

## ( চিকিৎসিত রোগী )

( ১ ) জনৈক ৩০ বৎসর বয়স্ক, আলস্যপ্রবণ ( যাহারা বসিয়া বসিয়া কাল কাটায়, বেশী চলাফেরা করেনা) ব্যক্তি কতিপয় সপ্তাহ যাবৎ কোষ্ঠ-কাঠিন্য রোগে ভুগিতে থাকে ; পিচকারী অথবা বিরেচক ঔষধ ব্যতীত কিছুতেই মল নির্গত হইত না ; কঠিন, ছোট ছোট গুট্‌লে মল বহু কষ্টে নির্গত হইল ; যকৃতের নিষ্ক্রিয়তা ও পিত্তস্রাবের অপ্রচুরতা রোগের কারণ

বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়; ক্যাল্‌কী-মিউর ৬x, দশ গ্রেণ মাত্রায় প্রত্যহ বৈকালে খাইতে দেওয়া যায়; প্রথম মাত্রা ব্যবহারের পরদিন প্রাতে স্বাভাবিক রূপ মল নির্গত হয়; কিছুদিন এইরূপে উক্ত ঔষধ ব্যবহারে রোগী ভাল হয়।

(২) ২৬ বৎসর বয়স্কা জনৈক স্ত্রীলোকের প্রসবের ৩ মাস পর কোষ্ঠ-কাঠিন্য রোগ জন্মে; বিরেচক ঔষধে কোন ফল হয় নাই; মলের কাঠিন্য ও শুষ্কতা ছিল; বহু আয়াসে মল কতকটা বাহির হইয়া পুনরায় মল দ্বারের ভিতর ঢুকিয়া পাড়ত; সিলিশিয়া ৩০x প্রত্যহ প্রাতে ও বৈকালে ২ দিন মাত্র ব্যবহার করায় রোগ আরোগ্য হয়।

(৩) ১১ বৎসর বয়স্ক স্ক্রুফিউলা ধাতুর জনৈক বালকের জন্মাবধি কোষ্ঠকাঠিন্য ছিল; বালকটি অতিশয় বোকা ছিল; তাহার একটী ভাইও বোকা (হাবা) প্রকৃতির ছিল; রোগিটীর ৩।৪ সপ্তাহ মধ্যেও বাহ্য হইত না; কিছুদিন নেট্রম-মিউর ৩০x ব্যবহার করায় রোগ সম্পূর্ণরূপে ভাল হয়। হানিম্যানের শিষ্য ডাঃ গ্রস্ এই রোগিটীর আরোগ্যের বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন।

(৪) ১১ বৎসরের আর একটী বালকেরও এই রোগ ছিল; বালকটির শরীর শীর্ণ, অস্থিচর্ম্মসার ছিল এবং মস্তক হইতে প্রচুর ঘর্ম্মস্রাব হইত; মলত্যাগকালে অতিশয় কুঁথিতে কুঁথিতে কঠিন বৃগদাকার মল কতকটা বাহির হইয়া পুনরায় ভিতরে প্রবেশ করিত; সিলিশিয়া ৩০x

সপ্তাহে ১ মাত্রা করিয়া ৪ সপ্তাহ কাল প্রদান করা যায়; ঔষধ সেবনকাল পর্য্যন্ত উত্তম পুষ্টিকর খাদ্য ও মধ্যে মধ্যে পিচকারী দ্বারা অন্ত্র ধৌত করায় রোগী আরোগ্য হয়।

(৫) ২১ বৎসর বয়স্ক এক ব্যক্তির দুর্দ্দম্য কোষ্ঠকাঠিন্য ছিল; এজন্য প্রত্যহই সে বিরেচক ঔষধ সেবন করিত; নতুবা তাহার বাহ্যি হইত না;

কালী-মিউর ৬x কয়েক দিন মাত্র ব্যবহার করায় তাহার নিয়মিতরূপে কোষ্ঠ পরিষ্কার হইতে থাকে ; এই ঔষধ ৮ মাস ব্যবহার করায় তাহার রোগ সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য প্রাপ্ত হয়।

# Coryza—কোরাইজা।

## ( মস্তকের প্রতিশ্যায় ; মাথার সর্দ্দি )

## ( চিকিৎসা )

**কালী-মিউর।**—শ্বেতবর্ণ, গাঢ়, অস্বচ্ছ শ্লেষ্মা নিঃসরণ ; নাসিকার শুষ্ক সর্দ্দি। জিহ্বায় শ্বেতাভ কটাবর্ণের লেপ সহকারে নাসাবরোধক প্রতিশ্যায়। নাসিকার পশ্চাৎভাগে ও তালুতে শুষ্কতানুভব ও জ্বালা।

**নেট্রম-মিউর।**—নাসিকা হইতে জলবৎ স্রাব নিঃসরণ। বিমুক্ত শীতল বাতাসে ও শ্রমে বৃদ্ধি ; শীতল বাহ্য প্রয়োগ উপশম।

( প্রতিশ্যায় দ্রষ্টব্য )।

## ( চিকিৎসিত রোগী )।

( ১১ ) ৪৮ বৎসর বয়স্কা জনৈক রমণী ১০ বৎসর যাবৎ কোরাইজা রোগে ভুগিতেছিলেন। সপ্তাহে দুইবার করিয়া তাহার রোগ প্রত্যাবৃত্ত হইত এবং ২।১ দিন পর্য্যন্ত স্থায়ী হইত। রোগের ভোগকালে পৃষ্ঠে শীতানুভব ও পিপাসা বিদ্যমান থাকিত। দুপুর ১০টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত সকল লক্ষণ বৃদ্ধি পাইত। নাসিকার স্রাব এত অধিক ও জলবৎ ছিল যে রোগিণীকে রুমালের পরিবর্ত্তে তোয়ালে ব্যবহার করিতে হইত। সর্ব্বপ্রকার ঠাণ্ডা দ্রব্য ব্যবহারে উপশম বোধ হইত। বর্ষাকাল, কুজ্ঝটিকা

শীতলপদ, উষ্ণতা ও উষ্ণগৃহে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি জন্মিত। রোগের ভোগকালে এরূপ প্রবল হাঁচি হইত যে বাড়ীর সকলেই তাহা শুনিতে পারিত। ১৮৮৯ সনের ২২শে অক্টোবর রোগিণীকে নেট্রাম-মিউর ১২ x পাঁচটী পাউডার দেওয়া হয় এবং প্রতি তৃতীয় দিন বৈকালে একটী করিয়া পাউডার খাইতে বলা হয়। ৫ই নবেম্বর রোগিণী প্রকাশ করেন যে, এই ঔষধ সেবনে তিনি অনেক ভাল আছেন। এখন রোগ প্রকাশ পাইলে ১ ঘণ্টা কাল মাত্র স্থায়ী হইত। তখন ঐ ঔষধই সপ্তাহে মাত্র একবার করিয়া খাইতে বলা হয়। ১৮৯০ সনের জানুয়ারী মাসে রোগিণী বলেন যে, গত ১০ সপ্তাহ যাবৎ তিনি এত ভাল আছেন যে বিগত ১০ বৎসরের মধ্যে তিনি কখনও এরূপ ভাল ছিলেননা। অনেক দিন পর ঠাণ্ডা লাগায় ঐ রোগ পুনরায় মৃদু আকারে দেখা দেয়। এই ঔষধ দেওয়ায় উহা আরোগ্য হয়।

## Consumption—কনজাম্পশন।

### ক্ষয়কাস, যক্ষ্মাকাস।

এই রোগে রক্ত হইতে ফুসফুসে এক প্রকার অস্বাভাবিক পদার্থ সঞ্চিত হয়। ইহাকে "টিউবারকেল" বলে। এই রোগে ফুসফুসে ক্ষত ও পূয জন্মিয়া ফুসফুসের ক্ষয় ও ক্ষতি হইতে থাকে। এইজন্য ইহাকে ক্ষয়কাস বলে। সম্পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হইলে যক্ষ্মা প্রায়ই আরোগ্য হয়না। পিতামাতার এই রোগ থাকিলে সন্তান-সন্ততিতে বর্ত্তিয়া থাকে। সকল বয়সেই এই রোগ জন্মিতে পারে, কিন্তু সচরাচর ১৮ হইতে ২২বৎসর বয়সেই বেশী হইয়া থাকে। সর্ব্বদা দূষিত ধূম ও ধূলিপূর্ণ বায়ু সেবন,

সেঁতসেঁতে স্থানে বাস, অপুষ্টিকর দ্রব্য ভোজন, অতিরিক্ত পরিশ্রম, পুনঃ পুনঃ সন্তান প্রসব, অতি মৈথুন ও অস্বাভাবিক মৈথুন প্রভৃতি কারণে শরীর শীর্ণ হইয়া পড়িলে সহজেই এই রোগ প্রকাশ পাইয়া থাকে। প্রথমে শুষ্ক কাসি, সামান্য পরিশ্রমেই শ্বাসকষ্ট, অনন্তর শ্লেষ্মা বা রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মাস্রাব, নাড়ীর বেগের বৃদ্ধি, সন্ধ্যার প্রাক্কালে গাত্রতাপেরবৃদ্ধি ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। এইরূপ অবস্থায় মাসাবধি বা বৎসরাবধি থাকিয়া দ্বিতীয়াবস্থায় পরিণত হয়। দ্বিতীয়াবস্থায় অধিক পরিমাণ হরিদ্রা বর্ণের শ্লেষ্মা নিঃসৃত হয়। এই শ্লেষ্মা জলে ভাসে ও কখন কখন ইহার সহিত রক্ত মিশ্রিত থাকে। রাত্রিকালে অল্প জ্বর ও অধিক পরিমাণ ঘর্ম্মস্রাব হয়। কাহার কাহারও বা উদরাময় জন্মিয়া থাকে। এইরোগে ফুসফুসের শিরা ছিন্ন হইয়া অথবা অতিশয় অবসন্নতা বশতঃ মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। যক্ষ্মাগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের সংশ্রব যতদূর ত্যাগকরা যায় ততই ভাল। উহাদিগের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ, একত্রে শয়ন ইত্যাদি সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য। যক্ষ্মাগ্রস্তদিগের শ্বাস-প্রশ্বাসে পরিত্যক্ত বায়ু বিষময়। সুতরাং উহা হইতে সর্ব্বদা দূরে থাকা কর্ত্তব্য।

বাইওকেমিক প্যাথলজি অনুসারে ক্ষয়রোগের কারণঃ—

বাইওকেমিক প্যাথলজি অনুসারে এইরোগ কোনপ্রকার জীবাণু হইতে উৎপন্ন হয় না (কোনপ্রকার জীবাণু হইতে রোগের উৎপত্তি বাইওকেমিষ্টরা একেবারেই স্বীকার করেন না)। পুনঃ পুনঃ ধুম ও ধুলি ইত্যাদি পূর্ণ বায়ু নিঃশ্বসনে অথবা বাতাতপের হঠাৎ পরিবর্ত্তনে (Sudden nhange of temperatue of atmosphere) ফুসফুসের বিধানোপাদানের (cellular stucture of the lungs) বিনাশ বা ক্ষয় হয়। যদি ফুসফুসস্থিত রক্ত এই ক্ষয় বা বিনাশের শীঘ্র পরিপূরণ করিয়া উঠিতে না পারে, তবেই এইরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে

পিতামাতার ফুসফুসের এই দোষ থাকিলে সন্তান-সন্ততিতেও উহা বর্ত্তিতে পারে। এই কথায় কেহ যেন বুঝিবেন না যে পিতার ক্ষয়কাশ থাকিলে পিতা হইতে এই ক্ষয়কাশ পুত্রপৌত্রাদিতে সঞ্চারিত হইয়া থাকে অথবা পিতামাতার শরীর হইতে ক্ষয়রোগের জীবাণু সন্তান-সন্ততিক্রমে বর্ত্তিয়া থাকে। কথার অর্থ এই যে, যদি পূর্ব্বোক্ত কারণে কোনও ব্যক্তির পরিপাক ও পরিপোষণ শক্তি হ্রাস হইয়া থাকে, অথবা যদি তাহার শ্বাসযন্ত্রের নির্ম্মাণবিকার অথবা নিঃশ্বসিত বায়ুর গ্রহীতাশক্তির ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে, তবে এইপ্রকার ধাতুর রোগীর সন্তানগণেরও ঐরূপ শ্বাস-যন্ত্রের নির্ম্মাণ ও ক্রিয়াবিকার ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

নিম্নোক্ত প্রকারে ফুসফুসের উপাদান পদার্থের ক্ষয় বা বিনাশ ঘটিয়া থাকে। যথা,—(১) প্রাকৃতিক নিয়মে ফুসফুসের উপাদান পদার্থের যে ক্ষয় সংঘটিত হইয়া থাকে, যদি শারীরিক রক্ত শীঘ্র সেই ক্ষয়ের পূরণ করিতে না পারে (failure of the blood to furnish materials to build it up as fast as it is thrown off by the natural procese of waste, (২) যে সকল লাবণিক পদার্থের সহিত মিলিত হইয়া এল্‌বুমেন, ফাইব্রিণ, তৈল এবং অন্যান্য জান্তব পদার্থ সকল শরীরের নির্ম্মাণকার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে সে সকলের স্বল্পতা ঘটিলে এই সব জান্তব পদার্থ ধ্বংশ বা বিগলিত হইয়া ফুসফুসপথে নিঃসরণ কালে ফুসফুসের বিধানোপাদানের বিনাশ ঘটাইয়া থাকে।

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে ফুসফুসের টিশু ধ্বংশ প্রাপ্ত হইলে তাহাকে "টিউবার-কিউলোসিস্" বা "থাইসিস" যে নাম ইচ্ছা দেওয়া যাইতে পারে, তাহতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু ফুসফুসের ধ্বংশপ্রাপ্ত বিগলিত জান্তব পদার্থের ভিতর যে জীবাণু দৃষ্ট হইয়া থাকে তাহাকেই এই রোগের কারণ বলা বাতুলতা ভিন্ন আর কিছুই নহে (To call it

Tuberculosis or Pthisis does not help matters any, and to ascribe the cause of this condition to the microbe found in this decaying mass of fermented matter is science gone mad! [কোনও পদার্থ বিগলিত (decomposed) হইলে তাহার ভিতর জীবাণু আপনা হইতেই জন্মে, কিন্তু এই জীবাণুই বিগলনের কারণ নহে]।

( চিকিৎসা )

**ফিরম ফস** :—ক্ষয় রোগ সহ জ্বর, মুখমণ্ডলের আরক্ততা। ঘন শ্বাস; শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট। শুষ্ক, গলকণ্ডুয়নকর কাসি, বায়ুভুজনলীর প্রদাহ বশতঃ এই কাসির উদ্রেক। কাসিতে কাসিতে বক্ষে ক্ষতবৎ বেদনা। ফুসফুস হইতে ফেণিল, উজ্জ্বল লোহিত রক্তস্রাব। রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন। শরীরের যে কোন স্থান হইতে উজ্জ্বল লোহিত-বর্ণ রক্তস্রাব হইলে ফির-ফস অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ

**ক্যাল্ক-ফস**।—শরীর দিন দিন শীর্ণ হইয়া যাইতেছে, অথচ ক্ষয়-রোগের কোনও বিশেষ কারণ পরিদৃষ্ট হইতেছে না, এরূপ অবস্থায় এই ঔষধ ব্যবহার করিলে বিশেষ ফল দর্শে। সকল প্রকার ক্ষয় রোগেই ক্ষয় নিবারণ ও বলকারক ঔষধ স্বরূপ মধ্যে মধ্যে ইহা দেওয়া কর্ত্তব্য। যক্ষ্মাগ্রস্ত রোগীদের পুরাতন কাসি। কাসিতে কাসিতে অণ্ডলালের ন্যায় শ্লেষ্মা উঠে। যক্ষ্মাগ্রস্তদের প্রভূত ঘর্ম্মস্রাব।

**ক্যাল্ক সলফ** —রক্তমিশ্রিত, পূযবৎ, ও সহজে উঠিয়া আইসে এরূপ শ্লেষ্মা স্রাববিশিষ্ট ক্ষয়রোগ।

**ন্যাট্রি মিউর**।—পরিষ্কার জলবৎ, ফেণিল ও রক্তাক্ত শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবিত হইলে ফিরম ফসের সহিত পর্য্যায়ক্রমে ও অধিক মাত্রায় ব্যবহার

# Croup—ক্রুপ।

## ঘুংড়ি কাসি।

স্বরযন্ত্র এবং কণ্ঠনালীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রদাহ বশতঃ কৃত্রিম ঝিল্লী উৎপন্ন হইলে ও তজ্জন্য শ্বাসকষ্টাদি উৎপন্ন হইলে তাহাকে ক্রুপ বলে। ক্রুপ এবং ডিপথিরিয়া একই কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে উভয়ের পার্থক্য এই যে, ক্রুপরোগে লেরিংস্ ও ট্রেকিয়ার শ্লৈষ্মিকঝিল্লীতেই দুশ্ছেদ্য শ্লেষ্মা সঞ্চিত ও নিবদ্ধ থাকে পক্ষান্তরে ডিফ্থিরিয়ায় থাইমাস গ্ল্যাণ্ড ও টন্সিলের শ্লৈষ্মিকঝিল্লী আক্রান্ত হইয়া থাকে। রক্তে কালী মিউরের অভাব হইলে, ইহার অর্থাৎ কালী-মিউরের সহিত রাসায়ণিক সম্বন্ধে সম্বদ্ধ অর্গানিক পদার্থ সমূহ দুশ্ছেদ্য ঝিল্লীর আকারে শরীর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া থাকে। ইহাকেই ক্রুপ বলে। সুতরাং এই রোগে কালী মিউরই প্রধান ঔষধ। ইহা প্রয়োগ করিলে অভাবের পূরণ করিয়া শীঘ্রই এই রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

**কালী-মিউর।**—ইহা ক্রুপ রোগের প্রধান ঔষধ। এই ঔষধ ব্যবহার করিলে গলার ভিতরে সূত্রবৎ পদার্থ জন্মিতে পারে না। পুনঃ পুনঃ ও ফিরম-ফস সহ পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য।

**ফিরম-ফস।**—জ্বর-লক্ষণে কালী-মিউরের সহিত পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য। দ্রুত ও আয়াসিত শ্বাস-প্রশ্বাস।

**ক্যাল্ক-ফ্লোর।**—কালী-মিউর ও ফির-ফসে উপকার না দর্শিলে ক্যাল্ক-ফ্লোর ও ক্যাল্ক-ফস দিবে।

**ক্যাল্ক-সলফ।**—পীড়ার তৃতীয় অবস্থায়, লক্ষণের সহিত মিলিলে ইহা ব্যবহার্য্য।

**ক্যালী-ফস্।**—রোগ অতিশয় বিলম্বে চিকিৎসাধীন হইলে এবং রোগীর পতনাবস্থার আশঙ্কা জন্মিলে স্নায়বীর দুর্ব্বলতা। কালী-মিউরের সহিত পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য।

## চিকিৎসিত রোগী।

১ ক্রুপ রোগের বহু রোগী চিকিৎসা করিয়া অভিজ্ঞতার ফলে জানা গিয়াছে যে ঠিক সময়ে প্রয়োগ করিলে ফিরম ফস ও ক্যালী মিউর ব্যতীত অপর কোনও ঔষধের আর আবশ্যক করে না। ফিরম-ফস দ্বারা জ্বর, ও ক্যালী-মিউর দ্বারা সৌত্রিক ঝিল্লী হ্রাস প্রাপ্ত হয় ক্যালী-মিউর উষ্ণ জলের সহিক মিশ্রিত করিয়া কুলি করিতে পারিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

(৭) ৭ বৎসরের ১টী বালকের যখনই উত্তর পূর্ব্ব দিক হইতে তীব্র বায়ু প্রবাহিত হইত, তখনই কৃত্রিম ঝিল্লী বিশিষ্ট ক্রুপ রোগ জন্মিত এই বালকের একবার অতিশয় কঠিন আকারের প্রকৃত ক্রুপ রোগ জন্মে। রোগিটীর জ্বর ও কুকুরের কাসের শব্দের ন্যায় উচ্চ শব্দ বিশিষ্ট যন্ত্রণাকর কাসি বিদ্যমান ছিল। হোমিওপ্যাথিকমতে প্রচলিত ব্যবস্থেয় ঔষধ সকলই ব্যবহার করা হইয়া ছিল, কিন্তু তাহাতে কিছুই ফল দর্শে নাই। রাত্রিকালে রোগীর অবস্থা বড়ই খারাপ হইয়া পড়িত। এই সময় রোগীর কঠিন কাসি ও অস্থিরতা এতই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইত যে, তাহার আত্মীয় স্বজন বড়ই ব্যাকুল হইয়া পড়িতেন। এই অবস্থায় হোমিওপ্যাথিমতে হিপার-সলফার দেওয়া হইয়াছিল। এখন উহা বন্ধ করিয়া ২ ঘণ্টা পর পর পূর্ণমাত্রায় ক্যালী-মিউর দেওয়া হয়। কয়েক মাত্রা ঔষধ ব্যবহার করিবার পরই শ্লেষ্মা তরল ও কুকুরের কাসির শব্দের ন্যায় কাস একেবারে দূর হয় এবং তৎপর অবশিষ্ট রজনী রোগিটী স্থিরভাবে নিদ্রা যায়। পরদিন প্রাতে নিদ্রা হইতে নীরোগভাবে সে উত্থান করে (সুসলার)

**কালী-সলফ**।—কাস সহকারে আঠা আঠা, পীতবর্ণ বা জলবৎ পূষময় স্রাব নিঃসরণ। সন্ধ্যার প্রাকালে বা উষ্ণ গৃহে বৃদ্ধি। শীতল বিমুক্ত বায়ুতে উপশম। কাসিতে কাসিতে কতকটা শ্লেষ্মা বাহির হইয়া আইসে, কিন্তু পুনরায় ভিতরে যায় ও উহা গিলিয়া ফেলিতে হয়। ক্রুপের ন্যায় উচ্চ, স্বরভঙ্গ বিশিষ্ট কাস, তৎসহ গল-নলীতে দুর্ব্বলতানুভব।

**কালী-ফস**।—স্বরযন্ত্রের উপদাহ বশতঃ কাস ও উহাতে ক্ষতবৎ বেদনা। গাঢ় পীতবর্ণ, লবণাক্ত এবং দুর্গন্ধি শ্লেষ্মা স্রাব। বক্ষে বেদনা।

**ন্যাট-সলফ**।—বক্ষঃস্থলে বিদীর্ণবৎ যাতনা সহকারে কাসি, এজন্য দুইহাত দিয়া বুক চাপিয়া ধরিতে হয়। গাঢ়, রজ্জুবৎ লম্বমান এবং পীতাভ সবুজ বর্ণের শ্লেষ্মা স্রাববিশিষ্ট কাস।

**সিলিশিয়া**।—শীতল পানীয়ে কাসের বৃদ্ধি। যক্ষ্মাগ্রস্তদিগের প্রাতঃকালীন কাসি। শুইলে বা প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিলে কাসের বৃদ্ধি। দুর্গন্ধি নিষ্ঠিবন, জলপূর্ণ পাত্রে উহা ফেলিলে পাত্রের তলদেশে ডুবিয়া যায়। ক্ষয় কাস দ্রষ্টব্য।

**ক্যাল্ক-ফ্লোর**।—আলজিহ্বার বিবৃদ্ধি জন্য গলার অভ্যন্তরে সুড়্‌সুড়ি জন্মিয়া কাসের উদ্রেক। কাসি সহকারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হরিদ্রা বর্ণের শ্লেষ্মা খণ্ড পরিত্যক্ত হয়।

**ন্যাট-মিউর**।—বিশেষ বিবরণ "ক্ষয় কাসে" দ্রষ্টব্য।

**ক্যাল্ক-ফস**।—ডিম্বের শ্বেতবর্ণ পদার্থের ন্যায় আওলালিক শ্লেষ্মা স্রাব। সকল প্রকার ক্ষয় কাসের রোগীদিগের পক্ষে অন্তর্ব্বর্ত্তী ঔষধ স্বরূপ ইহা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

**ক্যাল্ক-সলফ**।—কাসি সহকারে জলের ন্যায়, পূযবৎ শ্লেষ্মা স্রাব।

## ( চিকিৎসিত রোগী )

(১) ১৮ মাসের একটী শিশু হাঁটিতে পারিত না, মস্তকের অস্থি অসংযোজিত ছিল এবং তাহার এক প্রকার কষ্টপ্রদ, হ্রস্ব, গলার অভ্যন্তরে

কণ্ডূয়নকর শুষ্ক কাসিও ছিল। একেবারেই শ্লেষ্মা উঠিত না। একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক তাহার চিকিৎসা করেন, কিন্তু তাহাতে তাহার কোন ফল হয় নাই। নিরাশ হইয়া তাহার পিতামাতা বাইওকেমিক ঔষধ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে ইচ্ছুক হন। তাহার পিতা চিকিৎসককে বলেন যে "যদি এই ঔষধে উহার কাসি আরোগ্য হয় তবেই বুঝিব যে এই চিকিৎসা-প্রণালী অতিশয় বিজ্ঞানসম্মত।' ফস্ফেট অব্ লাইমের স্বল্পতা হইতে এই কাসি উদ্ভূত হয়, ইহা স্থির করিয়া ক্যাল্ক-ফস ব্যবস্থা করাযায়। ৩ সপ্তাহ মাত্র এই ঔষধ ব্যবহার করায় তাহার কাসি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য প্রাপ্ত হয় এবং শিশুটী হাটিতে আরম্ভ করে।

(২) ডাঃ চ্যাপম্যান বলেন যে নিউমোনিয়া এবং প্রাদাহিক জ্বরে সচরাচর একপ্রকার শুষ্ক, হ্রস্ব এবং গল-কণ্ডূয়নকর কাসির উদ্রেক দেখা যায়। এই প্রকার কাসে ফিরম-ফস ব্যবহারে কোন ফল না হইলে নেট্রম মিউর প্রয়োগ করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। বহু রোগীতে ইহার ফলবত্তা প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে। ইহা সেবনের পর রোগীর ২।১ বারের বেশী কাস উঠে নাই।

(৩) দুইজন রোগীর ভয়ানক আক্ষেপিক কাস ছিল। কাসের আক্ষেপিক প্রকৃতি দেখিয়া ম্যাগ-ফস ৪× ও ৬× দেওয়া যায়। রাত্রিকালে, শুইলে ও শীতল বায়ু নিঃশ্বসনে এই কাস বর্দ্ধিত হইত এবং উঠিয়া বসিলে উপশমিত হইত। দুইটী রোগীই বক্ষস্থলে আঁট আঁট ( tightness ) অনুভব করিত। দ্বিতীয় রোগীর কাসিবারকালে মূত্র নিঃসৃত হইত। পূর্ব্বোক্ত ঔষধে অতি সত্বর দুইটি রোগীই ভাল হয়।

(৪) ডাঃ ফিসারের একটী দুর্দ্দম্য কাসের রোগিণীর কাসিবার কালে মূত্র নিঃসৃত হইত। ফিরম-ফস ব্যবহারে সত্বর উহা আরোগ্য হয়। ডাঃ স্যুস্লার এইরূপ লক্ষণাপন্ন জনৈকা রমণীর রোগ এই ঔষধ দ্বারা অতি অল্পকালের মধ্যে আরোগ্য করেন।

করিলে রক্তস্রাব নিবারিত হয়। পরিশ্রমের পর অতিশয় দুর্ব্বলতা। বক্ষঃস্থলে তরল শ্লেষ্মার ঘড় ঘড়ি। লোণাদেশে পীড়ার বৃদ্ধি। ফেণিল শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন বিশিষ্ট পুরাতন কাসি। ফেণিল নিষ্ঠীবন যুক্ত পুরাতন ক্ষয়কাস।

**সিলিশিয়া** —রোগের প্রবর্দ্ধিত বা শেষ অবস্থায় ইহা একটী অত্যাবশ্যক ঔষধ। প্রভূত, সবুজাভ পীতবর্ণের বা দুর্গন্ধি পূযের ন্যায় গাঢ় মিষ্টস্বাদবিশিষ্ট সবল শ্লেষ্মা নিষ্ঠিবিত হইলে ইহা অবশ্য প্রয়োগ করিবে। প্রভূত নৈশ ঘর্ম্ম ; জ্বর ; পদতলে জ্বালা প্রভৃতি ইহার অপর প্রয়োগ লক্ষণ কোষ্ঠবদ্ধতা। অতিশয় দুর্গন্ধি পাদ ঘর্ম্ম। ঘড় ঘড়ি শব্দবিশিষ্ট কাস ও সহজে অধিক শ্লেষ্মা নিঃসরণ।

**কালী-সলফ।**—এই ঔষধের বিশেষত্ব জ্ঞাপক শ্লেষ্মা স্রাব বিশিষ্ট ক্ষয় কাস। কাসিতে কাসিতে কতকটা শ্লেষ্মা বাহির হইয়া পুনরায় ভিতরে যায় ও রোগীকে উহা গিলিয়া ফেলিতে হয়। শুষ্ক, খস্ খসে ত্বক

**কালী মিউর।**—গাঢ়, সাদা শ্লেষ্মা ; জিহ্বায় শ্বেত বা পাংশুটে শ্বেতবর্ণের লেপ।

**কালী-ফস।**—ঘনশ্বাস, পচা দুর্গন্ধযুক্ত শ্লেষ্মা অতিশয় শীর্ণতা দুর্ব্বলতা ও অবসন্নতা।

**নাট্রম সলফ।**—পূর্ববৎ শ্লেষ্মা নিঃসরণ এবং এই ঔষধের আর আর লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে ইহা ব্যবস্থেয়।

**পথ্যাপথ্য** —ছাগদুগ্ধ, গোদুগ্ধ, ঘৃত, ছাগমাংস, আঁইস বিশিষ্ট টাট্‌কা মৎস্য, মাংসের যূস, গোধুম, ছোলা, মুগের ডাইল, পটোল, সজিনা সুপথ্য। কডলিভার অয়েল উপকারী। ঈষৎ উষ্ণ বা শীতল জলে স্নান এবং শ্মশ্রু ধারণ ( গোপ দাঁড়ি রাখা ) হিতকর। যে যে জিনিষে অজীর্ণ জন্মে তাহা পরিত্যাজ্য। রাত্রিজাগরণ ও অতিপরিশ্রম এবং স্ত্রীসহবাস সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

# Cough—কংফ।

## কাসি।

কাসি স্বয়ং কোন রোগ নহে. অন্য রোগের লক্ষণ মাত্র। গলরোগ, পাকস্থলীর ক্রিয়া বকার, যকৃতের রোগ, ফুসফুসের রোগ প্রভৃতির সহিত ইহা সংসৃষ্ট থাকে। সাধারণতঃ ঠাণ্ডা বাতাস লাগিয়া এই রোগ জন্মিয়া থাকে। কাসি সাধারণতঃ দুই প্রকার, তরল ও শুষ্ক।

## ( চিকিৎসা )

**কালী মিউর**।—জিহ্বায় শ্বেত অথবা পাংশুটে বর্ণের লেপ সহকারে উচ্চ সশব্দ কাসি। এই কাসি আমাশয় ( ষ্টমাক্ ) হইতে উঠে বলিয় বে'ধ হয়। গাঢ়, ডশ্চেছ্দ্য ও দুগ্ধের ন্যায় শ্বেতবর্ণ শ্লেষ্মা নিঃসরণ। তরুণ, খকখকে হুপিংকফের ন্যায় কাসি ক্রুপের ন্যায়, উচ্চ শব্দ বিশিষ্ট কাসি সহকারে জিহ্বায় শ্বেতবর্ণের লেপ। ক্রুপ বা ঘুংড়ি কাসির ন্যায় স্বরভঙ্গ। কাসিবার সময় অক্ষিগোলক ছুটিয়া পড়িবে বলিয়া বোধ হয়।

**ফিরম ফস** —তরুণ খুসখুসে ও যন্ত্রণাকর কাসি সহকারে ফুসফুসে ক্ষতবং বেদনা। কাসিলে একটুকুও শ্লেষ্মা উঠে না। শ্বাস-নলীর উত্তেজনায় উদ্রিক্ত খুসখুসে কাসি। ঠাণ্ডা লাগার দরুণ শুষ্ক উচ্চ কাসি। কাসিতে কাসিতে বক্ষে বেদনা, কিন্তু কিছু মাত্র শ্লেষ্মা উঠে না।

**ম্যাগ-ফস**।—হুপিংকফে আক্ষেপিক লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে কালী-মিউরের সহিত পর্য্যায়ক্রমে। আক্ষেপিক কাসি। শ্লেষ্মাপরিশূন্য আক্ষেপিক কাস। কাসিতে কাসিতে ফুসফুসে বেদনা। উষ্ণ পানীয় গ্রহণে ক্ষণস্থায়ী উপশম। জিহ্বার লেপ দেখিলে এই ঔষধ নির্ব্বাচনে বিশেষ গোলযোগ হয় না। ইহার জিহ্বালক্ষণ দেখুন।

# Delirium—ডিলিরিয়ম্, প্রলাপ।

কোন কোন রোগে মস্তিষ্কের ক্রিয়া বিকৃত হইয়া মনের বিশৃঙ্খলা ও বাক্যের যে অসংলগ্নতাদি জন্মে, তাহাকে প্রলাপ বা ডিলিরিয়ম বলে।

## ( চিকিৎসা )

**কালী-ফস**.—মদ্যপায়ীদিগের রোগ। ভয়, নিদ্রাহীনতা, অস্থিরতা এবং সন্দিগ্ধতা। বিষয় হইতে বিষয়ান্তরের প্রলাপ বকা, কল্পিত বস্তু দর্শন বিষয়ক প্রলাপ। ন্যাট-মিউর সহ পর্য্যায়ক্রমে।

**ন্যাট-মিউর**।—ইহা এই রোগের প্রধান ঔষধ। যে কোন সময়েই পীড়া হউক না কেন, বিড় বিড় করিয়া প্রলাপ বকা, হস্ত-পদের বিক্ষেপ, বিষয় হইতে বিষয়ান্তরের প্রলাপ ও জিহ্বায় ফেণিল লালা বিদ্যমান থাকিলে ইহা দ্বিধা না করিয়া প্রয়োগ করিবে। কালী-ফসের সহিত পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য।

**ফিরম-ফস**।—জ্বর থাকিলে অপর কোন ব্যবস্থেয় ঔষধের সহিত পর্য্যায়ক্রমে।

## ( চিকিৎসিত রোগী )

(১) ডিলিরিয়মট্রিমেন্সের একটী রোগী দেখিতে ডাঃ সুসলার আহূত হন। নেট্রম-মিউর প্রয়োগে রোগী ত্বরায় সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হয়।

(২) নেট্রম-মিউরের বিষয় লিখিবার কালে বর্ণিত হইয়াছে যে, ইহার সাহায্যেই দেহস্থিত জল সর্ব্বত্র সমানরূপে সঞ্চালিত হয়। রক্তে এই পদার্থের স্বল্পতা ঘটিলে স্থানে স্থানে জলীয়াংশের ন্যূনতা ঘটে। এইরূপে যদি কোথাও জলীয়াংশের অভাব হইয়া মস্তিষ্কের নিম্নভাগে উক্ত জলীয়াংশের বৃদ্ধি হয়, তখন উক্ত অধিক পরিমাণ জলের চাপে স্নায়ুমণ্ডল পীড়িত হয়

এবং, এজন্য নানারূপ মাস্তিষ্ক ও স্নায়বীয় লক্ষণ প্রকাশ পায়। ইহাকেই ডিলিরিয়মট্রিমেন্স বলে। সুতরাং অভাবের পূরণ করিয়া নেট্রম-মিউর এই রোগে বিশেষ উপকার দর্শাইয়া থাকে।

# Dentition—ডেণ্টিশন, দন্তোদ্গম কষ্ট।

ক্যাল্ক-ফস।—দন্তোদ্গকালীন যাবতীয় উপসর্গের ইহা প্রধান ঔষধ। দন্তোদ্গমে এবং হাঁটা শিখিতে বিলম্ব। মস্তকের অস্থিগুলি শীঘ্র শীঘ্র জোড়া লাগে না। যে সকল স্ত্রীলোক পুর্ব্বোক্ত লক্ষণাপন্ন দুর্ব্বল সন্তান প্রসব করেন গর্ভাবস্থায় মধ্যে মধ্যে তাঁহাদেরও এই ঔষধ খাইতে দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য।

ম্যাগ ফস। - দন্তোদ্ভেদকালীন দড়কা ও খিচুনির প্রধান ঔষধ। ক্যাল্ক-ফস সহ জলে গুলিয়া পুনঃ পুনঃ দেওয়া কর্ত্তব্য।

ফিরম ফস।—জ্বর থাকিলে ক্যাল্ক-ফস সহ ইহা ব্যবহার্য্য।

ক্যাল্ক-ফ্লোর।—দন্তের আবরক পদার্থের ( enamel of teeth ) স্বল্পতায় অর্থাৎ দন্ত উঠিয়াই ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে ইহা ব্যবহার্য্য।

সিলিশিয়া।—দন্তোদ্ভেদকালে মস্তকে প্রভূত ঘর্ম্ম থাকিলে ক্যাল্ক ফস সহ পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য।

নেট্রম-মিউর।—জাগ্রত বা নিদ্রিতাবস্থায় মুখ হইতে লালা নিঃসরণ।

## চিকিৎসিত রোগী।

( ১ ) ১৮ মাসের ১টী শিশুর উত্তপ্ত গাত্র, আরক্ত গণ্ড ( গাল ) চক্ষু যেন ছুটিয়া পড়ে, প্রসারিত চক্ষুতারা এবং অস্থিরতা ও ছটফটানি ছিল।

ফিরম-ফস ৬× বিচূর্ণ জলের সহিত প্রতি ঘণ্টায় ঘণ্টায় দিতে ব্যবস্থা করা হয়। প্রথম মাত্রা ঔষধ সেবনের পরই বেশ সুন্দর ফল দেখা যায়। কারণ ঔষধ সেবনের কিছুক্ষণ পরই শিশু ঘুমাইয়া পড়ে ও তাহার গাণের আরক্ততা হ্রাস প্রাপ্ত হয়। কয়েক মাত্রা ঔষধ সেবনের পরই শিশুর যাবতীয় উপদাহকর লক্ষণ তিরোহিত হয়।

(২) ১৮ মাসের ১টী শিশুর কয়েকটী মাত্র দাঁত উঠিয়াছিল। দেহ কৃশ, কবুতরের বক্ষেরন্যায় বক্ষ, হাঁটিতে অসামর্থ্য এবং অস্থির (হাড়ের) কোমলতা ও বিবর্দ্ধনের অভাব ছিল। ক্যাল্ক ফস ৩× বিচূর্ণ দিনে ৩ বার করিয়া ব্যবস্থা করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে কডলিভার অয়েল সেবনের বিধিও দেওয়া যায়। ৩০ মাত্রা ঔষধ সেবনের পর রোগীর যাবতীয় লক্ষণেরই উপকার দেখা যায়।

# Diabetes Mellitus.

# ডায়েবিটিস মেলিটংস-বহুমূত্র।

বহুমূত্র ধাতু-দোষ জনিত এক প্রকার রোগ। স্নায়ুমণ্ডলের ক্রিয়ার ব্যতিক্রম ঘটিয়াই এই রোগ জন্মে। অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম, অতিরিক্ত সুরাপান, গুরুতর মনোকষ্ট বা শোক, মস্তক বা মেরুদণ্ডে আঘাত প্রাপ্তি, অধিক মিষ্ট বা শ্বেতসারময় দ্রব্য starch) আহার, শারীরিক পরিশ্রমাদির পর উত্তপ্ত শরীরে শীতল জলপান প্রভৃতি কারণে এই রোগ জন্মে। এই রোগে অত্যন্ত অধিক পরিমাণ মূত্র স্রাব হয়। মূত্রে চিনি থাকিলে এই রোগকে মধুমেহ বা ডায়েবিটিস মিলিটাস ও চিনি না থাকিলে তাহাকে মূত্রমেহ বা

ডায়েবিটিস ইন্সিপিডাস্ বলে। মূত্রমেহে, মূত্রে অধিক পরিমাণ ইউরিয়া থাকে। প্রস্রাব করিবার পর মূত্রে পিপীলিকা পতিত হইলে চিনি আছে বলিয়া জানা যায়। কোষ্ঠকাঠিন্য, ত্বকের কর্কশতা ( খস্‌খসে ভাব ), দুর্ণিবার পিপাসা, প্রথমে বিলক্ষণ ক্ষুধা, কিন্তু রোগের বৃদ্ধির সহিত ক্ষুধার মন্দত শরীরের অতিশয় দুর্ব্বলতা ও শীর্ণতা, পদের স্ফীততা, স্ত্রীলোকের যোনি কণ্ডুয়ন ইত্যাদি ইহার লক্ষণ। বহুমূত্রে যক্ষ্মা, ফোড়া, কার্ব্বঙ্কল, ছানি প্রভৃতি উপসর্গ জন্মিতে পারে।

## ( চিকিৎসা )

**নেট্রম-সলফ।**—ইহা এই রোগের সর্ব্বপ্রধান লক্ষণানুসারে অপর কোনওঔষধ ব্যবস্থেয় হইলেও প্রত্যহ ইহার ২.৪ মাত্রা দেওয়া বিধেয়। সশর্কর মূত্র।

**কালী-ফস।**—ইহা মস্তিষ্ক ও স্নায়ুর দুর্ব্বলতা দূর করে। এজন্য এই রোগের দুর্ব্বলতায় ইহা সবিশেষ উপযোগী। শর্করাবিহীন রোগ। অদম্য ক্ষুধা।

**ফিরম ফস।**—জ্বর, নাড়ীর দ্রুততা ও শরীরের কোনও স্থানে বেদনা বা প্রদাহের লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে ইহা ব্যবহার্য্য।

**ক্যাল্ক-ফস**—দুর্ব্বলতা, পিপাসা, মুখের ও জিহ্বার শুষ্কতা, শিথিল ও কুঞ্চিত উদর, লবণ ও মাংসাহারের আকাঙ্খাযুক্ত শর্করাবিহীন রোগে ইহা উপকারী। শর্করাস্রাবী রোগে ফুসফুস পীড়িত হইলে ইহা ব্যবস্থেয়।

**কালী-মিউর।**— অধিক পরিমাণ এবং শর্করাবিশিষ্ট মূত্রস্রাব। অতিশয় দুর্ব্বলতা ও নিদ্রালুতা।

**নেট্র-মিউর।**—শর্করাবিহীন বহুমূত্র। অদম্য পিপাসা, শীর্ণতা নিদ্রা ও ক্ষুধাহীনতা, অতিশয় দুর্ব্বলতা ও নৈরাশ্য।

### মন্তব্য।

নেট্রম-ফস, ফিরম-ফস, কালী-ফস এবং নেট্রম-সলফ এই রোগের প্রধান ঔষধ। দুর্ব্বলতা ও অতিক্ষুধায় কালী-ফস কখনও বিফল হয় না।

অতিশয় পিপাসা, শীর্ণতা ও আশা-শূন্যতায় নেট্রম মিউর দিলে আশাতীত ফল পাওয়া যায়। দুই বা ততোধিক ফস্ফেটের লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে ঐগুলি একত্র মিলাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু নেট্রম-সলফ ও নেট্রম-মিউর কখনও একত্র মিশাইয়া দিবে না. পৃথক পৃথক জলের সহিত গুলিয়া দিবে। অতিশয় শীর্ণতা ও ক্ষুধাহীনতা থাকিলে, ক্যাল্কেরিয়া ফস দিলে অতিউত্তম ফল দর্শে। অধিকাংশ সময়ই দেখা যায় যে অজীর্ণতা ও যকৃতের ক্রিয়ার বিকৃতিই এই রোগের প্রধান কারণ। এরূপ স্থলে নেট্রম-সলফ ও কালী মিউর ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। রোগীর অম্লদোষ থাকিলে নেট্রম-ফস ও ক্যাল্ক-ফস দেওয়া কর্ত্তব্য।

**পথ্য পথ্য**—এই রোগে শর্করা বা শর্করা সংযুক্ত দ্রব্য এবং তৈল ও ঘৃতাক্ত দ্রব্য একেবারেই নিষিদ্ধ। অধিক আহার সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়। দিনের মধ্যে ৫।৬ বার লঘু আহার করিবে সে-ও ভাল, তথাপি এককালে অধিক আহার করিবে না। ঘোল ও নানা প্রকার ফল উপকারী। অন্য কোন প্রকারের চিকিৎসায়ই বহুমূত্রে তত সুফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না, কিন্তু খুব সাবধানতা ও সুবিচেনার সহিত বাইওকেমিক ঔষধ ও পথ্যাদি ব্যবস্থা করিলে অতি চমৎকার ফল পাওয়া যায়।

### (চিকিৎসিত রোগী)।

(১) ৪২ বৎসর বয়স্কা জনৈক রমণীর ২৪ ঘণ্টায় প্রায় ৪ গ্যালন (৩ সের ১০ ছটাকে ১ গ্যালন) মূত্রস্রাব হইত; স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি ১০৪০ ছিল; অতিরিক্ত স্বামী সহবাসের ফলেই এই রোগ উৎপন্ন

হইয়াছে বলিয়া জ্ঞাত হওয়া যায়; লক্ষণ দৃষ্টে, নেট্রম-সলফ, নেট্রম ফস ক্যালী-ফস ও ম্যাগ্নেশিয়া-ফস এই ৪টি ঔষধ, যখন যেটার প্রয়োজন তখন সেটী ব্যবহার করিয়া ৩ মাস মধ্যেই রোগিণীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করা হয়; ইহার পর ৩ বৎসর মধ্যে তাহার রোগ আর প্রত্যাবৃত্ত হয় নাই।

২) মান্দ্রাজের সেরিফের রিপোর্টে জানা যায় যে তাঁহার জ্ঞাতসারে দুইটী ডায়াবিটিসের রোগী নেট্রম সলফ ৬× সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছে।

(৩) ডাঃ E. B. Rankin এর রিপোর্টে প্রকাশ, নেট্রম ফস ৬× প্রয়োগে ১টী রোগীর ক্ষুধা, পিপাসা ও শীর্ণতায় বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল।

(৪) ডাঃ সুসলারের নিকট স্কটলণ্ড ও ইটালীর ২ জন ডাক্তার জানাইয়াছেন যে, কেবলমাত্র নেট্রম সলফ দ্বারা তাঁহারা ডায়াবিটিসের দুইটী রোগী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করিয়াছেন; তাঁহাদের প্রেরিত সংবাদে কেহই রোগীর বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করেন নাই

(৫) ডাঃ Coilhol M. D. কতকগুলি স্নায়বিক কারণে উৎপন্ন ডায়েবিটিসের রোগী নেট্রম-সলফ ও ম্যাগ্নেশিয়া-ফস দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করিয়াছেন; সকল রোগীতেই উক্ত দুই ঔষধ ১ ঘণ্টা অন্তর পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করা হইয়াছিল

# Diarrhoea—ডায়েরিয়া, অতিসার, উদরাময়

( চিকিৎসা )

**ফিরম ফস** ।—মলে অপরিপাচিত দ্রব্যের বিদ্যমানতা ; পুনঃ পুনঃ জলবৎ, তরল মলস্রাব সহকারে জ্বর এবং পিপাসা ; মলের বর্ণ দৃষ্টে অপর কোনও ঔষধ ব্যবস্থেয় হইলে ইহার সহিত পর্য্যায়ক্রমে দিবে ; উদরাময়ের প্রারম্ভাবস্থায় মলদ্বার দিয়া প্রচুর পরিমাণ গরম জলের পিচকারী দিলে বিনা ঔষধেই অধিকাংশ সময়ে উপকার দর্শিয়া থাকে ; ঠাণ্ডা লাগিয়া এই রোগ জন্মিলে এই ঔষধেই বিশেষ ফল দর্শে।

**ন্যাট্রম-ফস** ।—অম্লাধিক্য জন্য পীড়া জন্মিয়া থাকিলে ; সবুজবর্ণ, অম্লগন্ধি মল ; পূর্ব্বোক্ত লক্ষণাপন্ন শিশুদিগের দন্তোদ্ভেদকালীন উদরাময় ; মলে কৃমির বিদ্যমানতা ; জিহ্বার পশ্চাদ্দিকে পীত বর্ণের লেপ ; অপক্ক ফল ভোজন জনিত বা গ্রীষ্মকালীন অতিসার।

**ক্যাল্ক-ফস** ।—শিশুদিগের দন্তোদ্ভেদ কালীন অতিসারের ইহা একটী মূল্যবান ঔষধ ; মলের বর্ণ ও প্রকৃতি দৃষ্টে অপর কোনও ঔষধ ব্যবস্থেয় হইলে উহার সহিত পর্য্যায়ক্রমে দিবে ; গণ্ডমালা ধাতুর শিশুদিগের অতিসার ; শিশুদিগের ও বালকদিগের অতিসারে, বিশেষতঃ ভুক্তদ্রব্য পরিপাচিত না হওয়ার দরুণ পরিপোষণে ব্যাঘাত জন্মিয়া রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকিলে প্রায় সকল রোগীর পক্ষেই ক্যাল্ক-ফস, ফিরম-ফস, বা নেট্রম ফস উপযোগী হইয়া থাকে। উষ্ণ, জলবৎ, দুর্গন্ধি ও প্রভূত মল সশব্দে নিঃসৃত হইলে এই ঔষধে চমৎকার ফল দর্শে।

**কালী-মিউর** ।—ফেঁকাশে, শ্বেতাভ বা কর্দ্দমের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট

তরল মলস্রাব ( কালী-সলফ )। টাইফয়েড্ জ্বরে পূর্ব্বোক্ত প্রকারের মল লক্ষণে। তৈলাক্ত বা বসাময় দ্রব্য ভোজনের পর শ্বেত বা পিচ্ছিল মলস্রাব জিহ্বায় শ্বেতবর্ণের লেপ। রক্তাক্ত বা আঠা আঠা মলস্রাব

**কালী-ফস**।—পচা, দুর্গন্ধি মলস্রাব। চাউল ধোয়া জলের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট মলস্রাব। অতিশয় দুর্ব্বলতা ও অবসন্নতা বেদনা সংযুক্ত বা বেদনাবিহীন অতিশয় দুর্গন্ধি মলস্রাব।

**কালী-সলফ**।—হরিদ্রা বর্ণ, জলবৎ তরল, অথবা আঠা আঠা শ্লেষ্মা সংযুক্ত মলবিশিষ্ট অতিসার। কখন কখন অন্ত্রে ( নাড়ি ভূঁড়ি ) খালধরাও বিদ্যমান থাকে। জিহ্বা মূলে পীতাভ লেপ।

**নেট্রাম মিউর** —জলবৎ, স্বচ্ছ, আঠাল মল বিশিষ্ট অথবা অতিরিক্ত লবণ সেবন জনিত উজ্জ্বল শ্লেষ্মা-স্রাব।

**ন্যাট্র-সলফ**।—গাঢ় সবুজবর্ণ পৈত্তিক মলস্রাবী অতিসার; পুরাতন প্রাতঃকালীন অতিসার। শীতল আর্দ্র ঋতুতে বৃদ্ধি।

**ক্যাল্ক ফ্লোর**।—পূযাক্ত অথবা পূয ও রক্তস্রাবী অতিসার।

**ম্যাগ-ফস**।—আধ্মান, উদর বেদনা অথবা আক্ষেপিক বেদনা সংযুক্ত অতিসার। বাহ্যিক উত্তাপ প্রদানে উপশম। মলের বর্ণ দৃষ্টে অপর যে ঔষধ ব্যবস্থেয় হয় তাহার সহিত পর্য্যায়ক্রমে ইহা ব্যবহার করিবে।

**সাইলিশিয়া** —শিশুদিগের অতিসার। মলে অতিশয় দুর্গন্ধ; টিকা দেওয়ার পরবর্ত্তী অতিসার. তৎসহকারে মস্তকে প্রভূত অম্লগন্ধি ঘর্ম্ম এবং কঠিন, উত্তপ্ত ও স্ফীত উদর।

## চিকিৎসিত রোগী।

(১) ২ মাসের ১টা শিশুর নিম্নলিখিত লক্ষণ সংযুক্ত অতিসার ছিল। যথা :—বেদনা সংযুক্ত অতিসার, বালিসের উপর অবিরাম মস্তকের সঞ্চালন, ঊর্দ্ধদৃষ্টি বিশিষ্ট চক্ষু, জিহ্বার পীতাভ-কটাশে বর্ণ, স্তন্যপানে সময় ২

অনিচ্ছা। প্রায় ১ সপ্তাহ পর্য্যন্ত শিশুটী ভুগিতে থাকে। এই সময় তাহার মাতা নানা রকমের ঔষধ প্রয়োগ করিতেছিলেন। কিন্তু যখন কিছুতেই কিছু হইলনা তখন বাইওকেমিক চিকিৎসক ডাকান হয়। ম্যাগ্নেশিয়া-ফস ১৫ মিনিট পর পর পর্য্যায়ক্রমে প্রয়োগ করা যায় প্রাতে নয়টার সময় হইতে প্রথম ঔষধ প্রয়োগ করা হয়। শিশুটী বাঁচিয়া আছে কিনা দেখিবার জন্য চিকিৎসক অপরাহ্ন ৩টার সময় আবার যান। এই সময় শিশুটীর লক্ষণের বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখিয়া চিকিৎসক অতিশয় আশ্চর্য্য বোধ করেন। এখন আর মস্তকের সঞ্চালন ছিল না, চক্ষু স্বাভাবিক, দুই একবার স্তন্য ও পানও করিয়াছিল তখন একটু দীর্ঘকাল ব্যবধানে ঐ দুই ঔষধই ব্যবহার করিতে উপদেশ দেওয়া হয়। পরদিন প্রাতে রোগীর অবস্থা আরো ভাল দেখা যায়। কিন্তু এই সময় তাহার জিহ্বায় গাঢ় শ্বেত লেপ ও মুখের ভিতর ঘা দেখা যায়। ইহা দেখিয়া ক্যাল্কেরিয়া-ফস বন্ধ করিয়া উহার স্থলে কালী-মিউর ও ম্যাগ-ফস ১ঘণ্টাঅন্তর পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করিতে বলা যায়। পর দিনই জিহ্বা পরিষ্কার হয়। ইহার পর আর ২।১ দিন মাত্র এই দুই ঔষধ কয়েক মাত্রা ব্যবহার করায় শিশুটী সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়।

(২) ডাঃ লিপি ১টী প্রাতঃকালীন অতিসারের রোগী নেট্রম-সলফ দ্বারা সুন্দররূপে আরোগ্য করেন। তাহার নিম্নোক্ত লক্ষণ ছিল:—<u>প্রাতে জাগরিত হওয়া মাত্র হঠাৎ অদম্য বেগের সহিত মল ও বায়ু নিঃসৃত হইত।</u> নিঃসরণ কালে মল চতুর্দ্দিকে ছিটকাইয়া পড়িত সি এম্ (c, m.) শক্তির ঔষধ ব্যবহার করা হইয়াছিল।

(৩) ডাঃ Goullon ২ বৎসরের পুরাতন ১টী অতিসারের রোগী ক্যাল্ক-সলফ প্রয়োগ করিয়া আরোগ্য করেন। রোগীর জিহ্বার লেপ ও মলের প্রকৃতি দেখিতে ফল চটকাইলে যেরূপ হয় সেইরূপ ছিল।

(৪) একটী রোগিণীর বহুদিন যাবৎ প্রত্যহ প্রাতে নড়া চড়া করিবা মাত্রই মলবেগ হইত। ডাঃ এলেন নেট্রম সলফ ৬× প্রয়োগ করিয়া উহা আরোগ্য করেন।

(৫) বহুদিনের পুরাতন অতিসারের ১টি রোগীর অতি প্রত্যুষে অধিক পরিমাণ মল সবেগে হুড়্ হুড়্ করিয়া বাহির হইত। নেট্রম-সলফ ৬× ব্যবহারে এই রোগী ভাল হয়।

---

# Diptheria—ডিফ্থিরিয়া

## ঝিল্লীক প্রদাহ।

এই রোগে গলার মধ্যে এক প্রকার ক্ষত ও শ্লেষ্মা পর্দ্দা জন্মে। এই পর্দ্দা ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া মুখ, নাসিকা ও ফুসফুসের উপরিভাগ পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়। এতৎসহকারে জ্বর ও নানাপ্রকার স্নায়বীয় লক্ষণও বিদ্যমান থাকে। ইহা অতীব সাংঘাতিক রোগ; সুতরাং শীঘ্র শীঘ্র চিকিৎসক ডাকা কর্ত্তব্য। (ক্রুপ দ্রষ্টব্য)।

### (চিকিৎসা)

**ফিরম ফস**—রোগের প্রারম্ভাবস্থায় জ্বর নিবারণের নিমিত্ত এই রোগের প্রধান ঔষধ কালী-মিউরের সহিত পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করিবে।

**কালী মিউর** ৩× ।—ইহা এই রোগের প্রধান ঔষধ। রোগ প্রকাশিত হওয়া মাত্র ফিরম-ফসের সহিত পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করিলে আর কোনও ঔষধের প্রয়োজন হয় না। এক গ্লাস জলে ১০।১৫ গ্রেণ কালী-মিউর মিশ্রিত করিয়া পুন পুনঃ কুলি করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

**নেট্রাম মিউর।**—জলবৎ পদার্থ বমন বা বিরেচিত হইলে এই ঔষধ অবশ্য ব্যবহার্য্য। মুখমণ্ডলের পাণ্ডুরতা ও স্ফীততা; তন্দ্রালুতা এবং মুখ হইতে প্রভূত লালা নিঃসরণ।

**নেট্রাম সলফ।**—বমিত পদার্থের সবুজবর্ণ ও তিক্তাস্বাদ থাকিলে প্রধান ঔষধের সহিত পর্য্যায়ক্রমে দিবে।

**কালী-ফস।**—রোগের যে কোন অবস্থায় অতিশয় দুর্ব্বলতা, অবসন্নতা ও সাংঘাতিক লক্ষণ সকল, যথা নাড়ী লোপ, গাত্রের শীতলতা প্রভৃতি, বিদ্যমান থাকিলে ইহা দিবে। এই রোগের পরবর্ত্তী কুফলে, যথা দৃষ্টির দুর্ব্বলতা, নাকা নাকা কথা বলা ও কোন অঙ্গের পক্ষাঘাত জন্মিলেও ইহা ব্যবহার করিবে।

**ক্যাল্ক-ফ্লোর।**—কুচিকিৎসা বা অসাবধানতার ফলে পর্দ্দা শ্বাস-নলী ( ট্রেকিয়া ) পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িলে ক্যাল্ক-ফসের সহিত পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করিবে।

**ক্যাল্ক ফস।**—শ্বাস-নলী পর্য্যন্ত পর্দ্দা প্রসারিত হইয়া পড়িলে ইহা ব্যবহার্য্য।

**নেট্রম-ফস।**—জিহ্বার মূলদেশ, টন্সিল বা উপরের তালুতে সরের ন্যায় পীতবর্ণ লেপ জন্মিলে এই ঔষধ ব্যবহার্য্য।

ডাঃ স্সলার বলেন "টিস্যু রেমিডি ব্যবহারকালে অপর কোন ঔষধ যথা চুলের জল, কার্ব্বলিক এসিড, বরফ জল প্রভৃতি কিছুতেই ব্যবহার

---

করা কর্ত্তব্য নহে। কেননা এতদ্বারা টিস্যুরেমিডির ক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্মিতে পারে" এই রোগে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ মার্ক-সায়েনাইড ৩০ প্রায় অমোঘ ঔষধ। ইহা অর্দ্ধ হইতে ১ ঘণ্টান্তর ব্যবহার্য্য।

## ( চিকিৎসিত রোগী )।

( ১ ) একটী পূর্ণবিকশিত ডিফ্থিরিয়াক্রান্ত শিশুর নিম্নোক্ত লক্ষণ বিদ্যমান ছিল। যথা:—গ্রন্থির বিবর্দ্ধন; আলজিহ্বা এবং কোমলতালু

সম্পূর্ণরূপে ঝিল্লী দ্বারা আবৃত  ঢোক গিলিতে অতিশয় কষ্ট এবং অতিশয় বলক্ষয়। কালী-মিউর ৩x প্রতি ২ ঘণ্টা অন্তর ব্যবস্থা করা যায়। পরদিন অবস্থা অনেক ভাল দেখাযায়। ৪ দিনে তাহরে যাবতীয় গল-লক্ষণ বিদূরিত হয়  ইহার পর ক্যাল্ক-ফস প্রয়োগে রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়।

( ২ ) ১৪টী ডিফ্থিরিয়ার রোগী চিকিৎসাকালে ক্যালী মিউর ৩x প্রয়োগে অন্যান্য ঔষধ অপেক্ষা অতি উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া গিয়াছে। ইহা প্রয়োগে অতি সত্বরই ঝিল্লী হ্রাস প্রাপ্ত হয়। আভ্যন্তরিক ঔষধ সেবনের সঙ্গে ২ ইহার কুলিও ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। কুলির সঙ্গে ঝিল্লীও বাহির হইয়া আইসে। এই ঔষধ ব্যবহার কালে মধ্যে মধ্যে ফিরম-ফসও দেওয়া বিধেয়, ইহাতে সকল রোগীতেই আশাতীত ফল পাওয়া যায়।

( ৩ ) ওল্ডেনবার্গ সহর হইতে কতিপয় মাইল দূরবর্ত্তী এক গ্রামে ১টী শিশু এই রোগাক্রান্ত হয়। রোগের প্রারম্ভাবস্থা হইতেই তাহার কণ্ঠদেশ আক্রান্ত হয়। এলোপ্যাথিক মতে তাহার চিকিৎসা হয় ও শিশুটী মারা যায়। ঠিক ঐ সময় ঐ গ্রামের অপর এক বাটীতে আর একটী শিশুরও এই রোগ জন্মে এবং তাহারও পূর্ব্বোক্ত রোগিটীর ন্যায় উপসর্গ সমূহ বিদ্যমান ছিল। এই শিশুর পিতা ডাঃ সুসলারের নিকট আসিয়া তাহার চিকিৎসা করণার্থ আহ্বান করেন। তিনি মূল রোগের জন্য কালী-মিউর এবং কণ্ঠের ( pharynx ) উপসর্গের জন্যউহার সহিত পর্য্যায়-ক্রমে ক্যাল্ক-ফস ব্যবস্থা করেন  ৲ দিন পর শিশুটীর পিতা চিঠিদ্বারা ডাক্তারকে জানান যে শিশুটী সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছে

( ৪ ) বিগত গ্রীষ্মকালে ১টী ডিফ্থিরিয়ার রোগিণী দেখিতে আহুত হই। গলা পরীক্ষা করিলে সাধারণ গলক্ষত বলিয়া অনুমান হয়। এজন্য ক্যাল্ক-সলফ ব্যবস্থা করা যায় এবং ইহাদ্বারা শীঘ্রই বিশেষ ফল দেখা না

গেলে বৈকালেই আবার খবর দিতে বলি। অপরাহ্ন ৪ টার সময় জ্বর ও বাক্‌শক্তির ব্যতিক্রম প্রকাশ পায়। বিশেষ সাবধানতার সহিত গলা পরীক্ষা করিলে টন্সিলের উপর একটি কটাশে বর্ণের আবরণের মত পর্দ্দা দৃষ্ট হয়। এইক্ষণ পর্য্যায়ক্রমে ফিরম-ফস ও কালী-মিউর ৩ × ব্যবস্থা করা হয়। রাত্রি ৯টার সময় আবার রোগী দেখিতে যাই। তখন তাহার অবস্থার বিশেষ কোনও পরিবর্ত্তন দেখা যায় নাই। বিশেষতঃ এখন সে নূতন উপসর্গের কথা প্রকাশ করে। বলে যে, তাহার গলা হইতে অবিরাম কি যেন উঠিতেছে। মনে করিলাম ইহা বোধহয় জলোদগম (ওয়াটার ব্রাশ)। এজন্য কয়েক মাত্রা নেট্রম-ফস ব্যবস্থা করিলাম। কিন্তু ইহাতেও কোন ফল হয় নাই। এজন্য অবশিষ্ট রজনীর জন্য পূর্ব্বোক্ত দুই ঔষধ চালাইতে বলি। পরদিন প্রাতে রোগিণীর অবস্থা আরও খারাপ দৃষ্ট হইল। পর্দ্দা আরও ছড়াইয়া পড়িয়াছে ও টন্সিল দুইটি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর স্ফীত হইয়াছে দেখা গেল। গলা হইতে যে শ্লেষ্মা ক্ষরণ হইতেছিল তাহাও স্থগিত হয় নাই দেখিলাম। এইদিন রোগিণীকে ৩ বার দেখিতে যাই। শেষে, রাত্রিকার পূর্ব্বোক্ত ঔষধ নিম্ন ক্রমে (৩ × ) ব্যবহারের ব্যবস্থা করিয়া চলিয়া যাই। পর দিন প্রাতে রোগিণীকে দেখিতে গেলে তাহার মাতা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "আর একজন ডাক্তারের সহিত পরামর্শ করিয়া ঔষধ দিতে আপনার মত হয় কি ?" রোগিণীর অবস্থা তখন বাস্তবিকই অতিশয় সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। এই সময় হঠাৎ আমার মনে হয়, "অবিরাম গলা হইতে কিছু যেন উঠিতেছে" এ লক্ষণটী নেট্রম-সলফে আছে। তখন নেট্রম-সলফ ২০০ × একমাত্রা প্রদান করি। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই রোগ-লক্ষণের বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখা গেল। এই ঔষধ পুনরায় প্রয়োগ করায় রোগিণী সম্পূর্ণ আরোগ্য হন।

(৫) সাংঘাতিক প্রকারের ডিফ্থিরিয়ায় যখন উপযুক্ত ব্যবস্থের ঔষধ প্রয়োগ করিয়াও কোন ফল লাভ করা যায় নাই তখন কালী-ফস এবং কালী মিউর (কখন নেট্রম-মিউর সহ এবং কখন বা উহা ছাড়াও) পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করিয়া বেশ ফল পাওয়া গিয়াছে।

(৬) ডাঃ সুসলার এই রোগের পরবর্ত্তী পক্ষাঘাতে কালী-ফস ব্যতীত অপর কোন উৎকৃষ্ট ঔষধ আছে বলিয়া মনে করেন না।

(৭) জনৈক যুবতীর গল ক্ষত, টন্সিলের আরক্ততা ও স্ফীততা এবং জ্বর লক্ষণ বিদ্যমান ছিল। দেড়দিন পর্য্যন্ত ৩ ঘণ্টা অন্তর ফিরম-ফস দেওয়া যায়। ইহাতে একটু উপশম বোধ করিলে ঔষধের প্রয়োগে ক্ষান্ত থাকা যায়। কিন্তু তৎপর আবার অসুখ বৃদ্ধি হওয়ায় রোগী দেখিতে যাওয়া হয়। এখন দেখা গেল, ডিফ্থিরিয়ার পর্দ্দার ন্যায় পর্দ্দা দ্বারা দক্ষিণ দিকের টন্সিলটী আবৃত হইয়াছে। এখন পূর্ব্বের ন্যায় আবার ফিরম ফস ব্যবস্থা করা হয়। পর দিন দেখা গেল পর্দ্দা প্রায় বিদূরিত হইয়াছে, টন্সিলের আরক্ততা এবং স্ফীততাও অনেক কমিয়াছে। তখন ঐ ঔষধই ৪ ঘণ্টা পর পর সেবন করিতে ব্যবস্থা দেওয়া যায়। পর দিন গলার অভ্যন্তরে সামান্য একটু পর্দ্দা মাত্র দেখা গেল। এইক্ষণ আরও দীর্ঘকাল অন্তর ঔষধ সেবনের বিধি দেওয়া হয়। তৎপর দিন রোগিণী সম্পূর্ণ নিরাময় হন।

(৮) ৫ বৎসরের ১টী বালকের জ্বর, আরক্ত মুখমণ্ডল, আরক্ত গণ্ড, এবং টন্সিলের, বিশেষতঃ দক্ষিণ দিকেরটীর আরক্ততা ও স্ফীততা ছিল। দক্ষিণ দিকের এই টন্সিলটীর মধ্যভাগে একটী থোবার ন্যায় (একটী শিকির মত) পর্দ্দাও ঝুলিতেছে দৃষ্ট হইয়াছিল। এই পর্দ্দাটীর টন্সিলের সহিত সংযুক্ত স্থানটী দেখিতে কৃষ্ণাভ ছিল। মুখ হইতে দুর্গন্ধও বাহির হইতেছিল। এই রোগীকে প্রথম ফিরম-ফস দেওয়া যায়। পর দিন টন্সিলটী পরিষ্কার হইয়াছে দেখা গেল, কিন্তু গল-নালীর পশ্চাদ্দিকে উক্ত

রূপ পর্দা দৃষ্ট হইল। তখন এই ঔষধ ৪ ঘণ্টা অন্তর সেবনের বিধি দেওয়া হয়। তৎপর দিন তাহার আর কোন উপদ্রব ছিল না।

(৯) দেড়বৎসরের ১টী শিশুর ডিফথিরিয়ায় ফিরম-ফস ১২× ও কালী-মিউর ৩× পর্য্যায়ক্রমে ঘন ঘন প্রয়োগ করায় অতি সত্বর শ্বাসকষ্ট ও আর আর উপদ্রবের শান্তি হইয়া রোগ নির্দ্দোষরূপে সারিয়া গিয়াছিল।

## Dizziness—ডিজিনেস্। শিরোঘূর্ণন।

(ভার্টিগো দ্রষ্টব্য)

**ক্যাল্ক-ফস ১×**।—স্নায়বিক প্রকৃতির রোগীর পী লক্ষণের বিদ্যমানতা না থাকিলে, নিয়ক্রমে আহারের অব্যবহিত পর ইহা দিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

**কালী ফস ৩×**।—ইহা সর্ব্বপ্রকারের শিরোঘূর্ণনেই বিশেষ ফল প্রদ।

## Dropsy—ড্রপসি-শোথ।

(বৃককের রোগ দ্রষ্টব্য)

ত্বকের নিম্নে জল সঞ্চিত হইয়া শরীরের যে স্ফীততা জন্মে তাহাকে শোথ বলে। শোথ স্বয়ং কোন রোগ নহে, অন্য রোগের উপসর্গ বিশেষ। ইহা একাঙ্গীন বা সর্ব্বাঙ্গীন হইতে পারে। স্থান-ভেদে ইহার বিভিন্ন নাম হইয়া থাকে। যথা:—মস্তিষ্কে জল সঞ্চিত হইলে তাহাকে মস্তকোদক, বুকে হইলে বক্ষোদক এবং উদরে সঞ্চিত হইলে উদরী বলে। রক্তের

জলীয়াংশ শিরার ভিতর হইতে বাহির হইয়া ত্বকের নিম্নে সঞ্চিত হইলেই উহাকে শোথ বলে। পদ ও তল পেটেই সাধারণতঃ শোথ বেশী দেখা যায়। শোথাক্রান্ত স্থানে অঙ্গুলী দ্বারা টিপিদিলে নিম্ন হইয়া পড়ে এবং পরে আবার পূর্ণ হইয়া উঠে। সাধারণতঃ হৃদ্রোগ, যকৃতের পীড়া, বৃক্কের (kidney) পীড়া, প্লীহা ও রজঃস্রাবের বিশৃঙ্খলা হইতে এই রোগ জন্মিয়া থাকে।

## (চিকিৎসা)

**কালী-মিউর**।—হৃদ্রোগ, যকৃতের রোগ অথবা বৃক্কের (কিড্‌নি) রোগ হইতে সমুৎপন্ন শোথে লক্ষণের সাদৃশ্য থাকিলে ইহাতে অতি উত্তম ফল দর্শে। শোথের জলে অথবা প্রস্রাবের সহিত নির্গত শ্লেষ্মার শুভ্রবর্ণ এবং জিহ্বায় শুভ্র বর্ণের লেপ থাকিলে ইহা ব্যবহার্য্য। হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা হইতে উৎপন্ন রোগে হৃৎপিণ্ডের দপ্‌ দপ্‌ থাকিলে এই ঔষধ কালী-ফসের সহিত পর্য্যায়ক্রমে দিবে। পিত্তনিঃসারক প্রণালীর (bile-duct) অবরোধ জনিত শোথে জিহ্বায় শ্বেত বা পাংশুটে শ্বেত বর্ণের লেপ থাকিলে ইহা ফলপ্রদ।

**নেট্রম সলফ** ৩x।—সাধারণ শোথ। ইহা এই রোগের প্রধান ঔষধ। আভ্যন্তরিক যন্ত্রের বা ত্বকের শোথেও ফলপ্রদ। কুরণ্ড।

**নেট্রমমিউর**।—প্রায় সকল প্রকার সাধারণ শোথেই এই ঔষধ নেট্রম-সলফের সহিত পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করিলে উপকার দর্শে। কুরণ্ড।

**ক্যাল্ক-সলফ ও ফিরম ফস**।—রক্তহীনতা, রক্তস্রাব, পরিপোষণের ব্যাঘাত প্রভৃতি কারণে শোথ জন্মিলে এই দুই ঔষধ উপকারী।

**ক্যাল্ক-ফ্লোর।**—হৃদ্রোগ জনিত শোথে হৃদপিণ্ডের কোনও গহ্বরের বিস্তৃতি জন্মিলে ইহা বিশেষ উপকারী। কুন্থন, গুরুদ্রব্য উত্তোলনের চেষ্টা প্রভৃতি কারণে কুরণ্ড জন্মিলে ইহা ফলপ্রদ।

**ক্যালী-সলফ।**—স্কার্লেট ফিবারের পরবর্ত্তী শোথ।

## মন্তব্য

মাঝে মাঝে উষ্ণজলে স্নান বা উষ্ণ জলদ্বারা গা মোছান অতিশয় উপকারী। যাহাতে ঘর্ম্ম স্রাব বিবর্দ্ধিত হয় সেই সকল উপায় অবলম্বন করা বিহিত। এই রোগে জল খাইতে নাই বলিয়া যে প্রচলিত সংস্কার আছে তাহা ভ্রমাত্মক। তরুণ রোগে জ্বরের পথ্য দিবে। আর পুরাতন রোগে পুষ্টিকর অথচ সহজে পরিপাক হয় এরূপ পথ্য দেওয়া কর্ত্তব্য। পুরাতন রক্তশালীর অন্ন, মুগের ডাইল, শজারু কুক্কুট ও কচ্ছপের মাংস, সজিনা, কাঁকরোল, মানকচু, গাজোর, পটোল বেতাগ্র, বেগুন, প্রভৃতি তরকারী হিতকারী। অম্ল দ্রব্য, নূতন তণ্ডুল, চিনি, গুড়, লবণ, শুষ্ক শাক ও দিবানিদ্রা অতিশয় অহিতকর।

### ( চিকিৎসিত রোগী )

( ১ ) ৮ বৎসরের ১টী বালিকা ডিফ্‌থিরিয়া ও স্কার্লেটিনা হইতে আরোগ্য লাভের পর হঠাৎ কোন পরিদৃশ্যমান কারণ ব্যতীত শোথগ্রস্ত হয়। তাহার মুখমণ্ডল ও পদদ্বয়ের স্ফীততা ছিল। মূত্রস্রাব হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং উহাতে এল্‌বুমেনও ছিল। কিড্‌নির উপর চাপ দেওয়ায় বেদনা বোধ হইত না। নাড়ী কিছু দ্রুত, কিন্তু ক্ষুধা, নিদ্রা ও মল স্বাভাবিক ছিল। এই রোগিণীকে ৩টী ঔষধ দেওয়া হইয়াছিল। একোনাইট উহার অন্যতম। কিন্তু ইহাদ্বারা কোন ফলই পাওয়া যায় নাই। শোথ ক্রমশঃই বাড়িতে লাগিল, মূত্রও কমিতে লাগিল। এখন ইহা

দেখিতে ঘোলা ও পরীক্ষায় অধিক পরিমাণ এল্বুমেন পাওয়া গেল। এখন কিড্‌নিতে চাপ দিলে বেদনাও বোধ করিত। সময় সময় প্রলাপ বকিত। নেট্রম-মিউর দেওয়া যায়। ইহাতে ১৪ দিনেই রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়।

(২) ৪ বৎসরের একটী বালকের স্কার্লেটিনা রোগের পর শোথ জন্মে। লক্ষণানুসারে ডিজিটেলিস, এপিস, আর্স ও এপোসাইনম ব্যবহার করা হইয়াছিল, কিন্তু উহাতে কোন ফল হয় নাই। ২৪ ঘণ্টায় অতি সামান্য মাত্র মূত্রস্রাব হইত শেষের ২ দিন একেবারেই মূত্র নিঃসারিত হয় নাই। এখন শোথ সর্ব্বাঙ্গে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল ও নড়াচড়া একেবারেই বন্ধ হইয়াছিল (শোথ এতই বাড়িয়া ছিল)। এই অবস্থা দৃষ্টে নেট্রম-মিউর ২ ঘণ্টা অন্তর ব্যবস্থা করা হয় ইহাতে সত্বরই প্রভূত মূত্রস্রাব হইয়া বালকটী আরোগ্য হইয়াছিল।

(৩) ডাঃ Goullon কালী-মিউর দ্বারা একটী পদের এবং নিম্নাঙ্গের স্ফীততা বিশিষ্ট রোগী নিম্নোক্ত লক্ষণ দৃষ্টে আরোগ্য করিয়াছিলেন। লক্ষণ যথ:—পদের ও নিম্নাঙ্গের কোমলতা বিশিষ্ট দুর্দ্দম্য স্ফীততা, পরে এই স্ফীত স্থানের কঠিনতায় ও চাপে ব্যথিততায় পরিণতি কিন্তু আরক্ততার অভাব। স্ফীত স্থানের চুলকানি। অবশেষে এই স্থানের মোমের ন্যায় উজ্জ্বল শ্বেতাভা ধারণ। পরে স্ফীত স্থানের সকাল বেলা হ্রাস প্রাপ্তি ও সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি লক্ষণ ছিল।

---

# Dysentery—ডিসেণ্টি।

# আমরক্ত, রক্তাতিসার।

বৃহৎ অন্ত্রের (Large Intestine) ক্ষত সংযুক্ত প্রদাহকে রক্তামাশয় বলে। নাভীর চারিদিকে বেদনা, কুন্থন এবং আম ও রক্তসংযুক্ত মলস্রাব

ইহার প্রধান লক্ষণ। কখন কখন মলস্রাবের পরিবর্ত্তে কেবল আম ও রক্ত মাত্র পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। উৎকট আকারের রোগীর গাত্র হইতে এক প্রকার বিশেষ দুর্গন্ধ বাহির হইয়া থাকে। রোগ কঠিন হইলে হিক্কা, অসাড়ে মল নিঃসরণ, হস্ত-পদের শীতলতা ও প্রলাপ বিদ্যমান থাকে এবং অতিরিক্ত কুন্থন বশতঃ কাচাগুও বা গালিশ বাহির হইয়া পড়ে। গুরুপাকদ্রব্য ভোজন, গরমের পর হঠাৎ ঠাণ্ডা অথবা ঠাণ্ডার পর হঠাৎ গরম লাগিয়া সাধারণতঃ এই রোগ জন্মিয়া থাকে। শিশুদিগের উদরাময় এবং চাম বিলোপের পরও এই রোগ প্রকাশ পাইতে পারে।

## ( চিকিৎসা )

**ম্যাগ্নেশিয়া-ফস।**—উদরে মোচড়ান ও আক্ষেপবৎ বেদনা সংযুক্ত রক্তাতিসার। উত্তাপ প্রয়োগ ও সম্মুখদিকে অবনীর্ষ হইলে বেদনার উপশম। অতিশয় কুন্থন ও পুনঃ পুনঃ মলপ্রবৃত্তি। গরম জলের সহিত কিঞ্চিৎ এই ঔষধ মিশ্রিত করিয়া মলদ্বারে পিচকারী দিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

**কালী-মিউর।**—প্রথম হইতে চিকিৎসা করিলে এই ঔষধের সহিত পর্য্যায়ক্রমে ফিরম-ফস ব্যবহার করিলে সূচনাতেই রোগারোগ্য করা যাইতে পারে। পুনঃ পুনঃ মলবেগ, কুন্থন এবং ভয়ঙ্কর উদর বেদনা বিশিষ্ট রক্তাতিসার। আঠা আঠা মলিন পীত ও পূযবৎ শ্লেষ্মাস্রাব।

**ফিরম ফস।**—জ্বর ও প্রাদাহিক বেদনাদির উপশমার্থ কালী-মিউরের সহিত পর্য্যায়ক্রমে। উত্তপ্ত ও জলবৎ মল।

**কালী ফস।**—পচা, দুর্গন্ধযুক্তমল এবং শুষ্ক জিহ্বা। মলদ্বার দিয়া উজ্জ্বল লোহিত রক্তস্রাব। রোগী প্রলাপ বকে। উদরের স্ফীততা। প্রবল কুন্থন।

**ক্যাল্ক-সলফ।**—পূয ও শ্লেষ্মা অথবা রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মা স্রাব। কালী-মিউরের পর এই ঔষধ ভাল খাটে।

## পথ্যাপথ্য।

শীতল জল, বেলের মণ্ড, শটীর পালো এরোরুট, বার্লি, চিড়ের সরবৎ ঘোল প্রভৃতি এই রোগে সুপথ্য জর না থাকিলে ভাতের মণ্ড, গন্ধ-ভাদালি য়ার ঝোল, শিং ও মাগুরমাছের ঝোল, থানকনি পাতার ঝোল, প্রভৃতি পথ্য দেওয়া যায়। কমলা লেবু ও দাড়িম (ডালিম) এই রোগে অতিশয় উপকারী।

## চিকিৎসিত রোগী।

(১) ডাঃ হল্‌ক্রুক ১টী রক্তাতিসারের রোগীকে ক্যাল্ক-সলফ C. M. শক্তি প্রয়োগ করিয়া অনেক উপশমিত করেন। ঐ রোগ পরে পৈত্তিক প্রকৃতির অতিসারে পরিণত হইলে নেট্রম-সলফ C. M. শক্তি ব্যবহার করিয়া আরোগ্য করেন।

(২) জনৈক রোগিণীর ভয়ঙ্কর কুন্থন, পেটকামড়ানি এবং অবিরত মল ও মূত্রবেগ ছিল। যখনই উদর বেদনা উপস্থিত হইত তখনই উঠিয়া বসিয়া সম্মুখদিকে অবনত হইয়া থাকিতে হইত। উষ্ণ জল ব্যতীত আর কিছুতেই বেদনা উপশমিত হইত না। ম্যাগ ফস ২০০x ৩ মাত্রা ব্যবহারেই সকল উপদ্রব দূর হইয়াছিল।

(৩) ডাঃ লিওনার্ড ম্যাগ-ফস দ্বারা একটা রক্তাতিসারের রোগীতে আশ্চর্য্য ফলপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রোগীর লক্ষণ এই :—লক্ষণদৃষ্টে মার্ক-কর বিশেষ উপযোগী মনে করিয়া উহাই ব্যবস্থা করা হয়। উহাতে মললক্ষণের বিশেষ উপকার হইয়াছিল কিন্তু উদর বেদনা উপশমিত না হইয়া ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছিল ; এমন কি, বেদনায় মূর্চ্ছা পর্য্যন্ত জন্মিবার উপক্রম হইয়াছিল বেদনা উদর অপেক্ষা মলদ্বারে বেশী ছিল। মলত্যাগ কালে বেগ দিতে পেশীর প্রবল আক্ষেপ বা সঙ্কোচন জন্মিত। ম্যাগ-ফস উষ্ণ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে দেওয়া যায়। ইহাতে

এত দ্রুত বেদনা কমিয়া যায় যে, মর্ফিয়ার হাইপোডার্মিক ইঞ্জেকস্যনও এত শীঘ্র ফল পাওয়া যাইত না। ১ মাত্রা ঔষধ সেবনেই রোগী আরোগ্য হয়।

# Dysmenorrhoea—ডিস্‌মেনোরিয়া।

## বাধক বেদনা ; কষ্ট রজঃ

ঋতুকালে উদরে অত্যন্ত বেদনা জন্মিলে তাহাকে রজঃশূল বা বাধক বেদনা বলে। জরায়ুর অন্যান্য বেদনার ন্যায় এই বেদনাও কোমরে ও তলপেটে অনুভূত হইয়া থাকে। বাধক বেদনায় সাধারণতঃ বেদনা সহকারে অতি অল্প পরিমাণ রক্তস্রাব হইয়া থাকে। কাহারও কাহারও অধিক পরিমাণ রক্তও স্রাব হয়। কোন কোন স্ত্রীলোকের বাধক সহকারে সর্ব্বাঙ্গে বেদনা, উদরের বাম পার্শ্বে বেদনা এবং বমন বা বমনেচ্ছার ভাব বিদ্যমান থাকে। অতি মৈথুন, জরায়ুর স্থানচ্যুতি, শ্বেত প্রদর প্রভৃতি কারণে এই রোগ জন্মিয়া থাকে। বাধকদোষ বশতঃ বন্ধ্যাত্ব জন্মিয়া থাকে। সুতরাং এই রোগ জন্মিলে শীঘ্র শীঘ্র চিকিৎসা করা সঙ্গত। উপযুক্ত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় বহু স্ত্রীলোকের বন্ধ্যাত্বদোষ দূর হইয়া গর্ভ রক্ষা হইয়াছে।

### চিকিৎসা।

ফিরম-ফস ১২ X।—মুখমণ্ডলের আরক্ততা, দ্রুতনাড়ী, কখন কখন অপরিপাচিত দ্রব্য বমন সহকারে ভয়ঙ্কর বেদনাসহ উজ্জ্বল লোহিত রক্তস্রাব। ঝিল্লীক পদার্থস্রাবী বাধক বেদনা। ঋতুকালে জরায়ুতে অতিশয় রক্তসঞ্চয় ; যোনির শুষ্কতা ও অতিশয় স্পর্শানুভবতা। এই প্রকার

লক্ষণ বিশিষ্ট স্ত্রীলোকদিগের পুরাতন রোগে ঋতুর পূর্ব্বে ফিরম-ফস ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। কালী-ফস ও ক্যাল্ক-ফসের সহিত পর্য্যায়ক্রমে এই ঔষধ ধৈর্য্য ধরিয়া ব্যবহার করিতে পারিলে অতি উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যাইতে পারে। অতিশয় আক্ষেপিক বেদনা থাকিলে ম্যাগ্নেশিয়া-ফস অবশ্যই দিবে।

**ম্যাগ্নেশিয়া ফস ৬x** —বাধক রোগে অতিশয় আক্ষেপিক বেদনা থাকিলে ইহা প্রধান ঔষধ। ঋতুস্রাবের কিছু পূর্ব্বে বা স্রাব সহ বেদনার প্রকাশ। উষ্ণতায় উপশম। বেদনাকালীন উষ্ণজলের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন, এবং যতদূর গরম সহ্য করা যায় তত গরম জলের সহিত কিঞ্চিৎ ঔষধ মিশ্রিত করিয়া তাহাতে নেকড়া খণ্ড ভিজাইয়া নিম্নোদরে (জরায়ুর উপর) পটী দিবে।

**কালী ফস ৩ x**।—পাণ্ডুর মুখাকৃতি অশ্রুস্রাবপ্রবণ এবং সহজে ক্রোধের আবেশ হয় এরূপ স্নায়বীয় প্রকৃতির রোগিণীদের বাধকে বিশেষ উপযোগী ফির-ফস সহ পর্য্যায়ক্রমে দিবে। উজ্জ্বল লোহিত বা মলিন লোহিত রক্তস্রাব।

## ( চিকিৎসিত রোগী )

(১) একটী রোগিণীর ভয়ঙ্কর বেদনা বিশিষ্ট বাধক ছিল হোমিও-প্যাথিমতে এই রোগে ব্যবহার্য্য কোনও ঔষধ ব্যবহার করিতে বাকী ছিল না। কালী-ফস ৬x সেবনে তাহার রোগ স্থায়ীরূপে আরোগ্য হয়।

( ২ ) ২২ বৎসর বয়স্কা জনৈক রমণী যৌবনের প্রারম্ভ হইতে প্রতি মাসেই রজঃশূলে ভুগিতে ছিলেন। রজঃস্রাবের কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্ব হইতেই জরায়ু কোমর এবং উরুতে ভয়ঙ্কর বেদনা হইত. রজঃস্রাবের প্রথম দিন বেদনার এত প্রাবল্য থাকিত যে, উহা প্রায় অসহ্য বলিয়া মনে হইত এবং হিষ্টিরিয়া জন্মিবে বলিয়া আশঙ্কা হইত একবার এই বেদনার সময়

আমাকে ডাকা হয়। গিয়া দেখি রোগিণী শুইয়া আছেন, গরম জলে পা ডুবাইয়া রাখা হইয়াছে এবং তলপেটে ফ্লানেল গরম করিয়া সেক দেওয়া হইতেছে। কিন্তু ইহাতে বেদনার লাঘব কিছুই হইতেছে না। ইহা দেখিয়া তৎক্ষণাৎ আমি ম্যাগ-ফস ৬x বৃহৎ মাত্রায় খাইতে দিলাম। অর্দ্ধঘণ্টার পূর্ব্বেই বেদনা দূর হইল। আবার আর একমাত্রা দিলাম। ঔষধ দিতে না দিতেই রোগিণী সুস্থ হইলেন এবং রজঃস্রাব আরম্ভ হইল। পরের মাসে ঋতুস্রাবের পূর্ব্বদিন এই ঔষধ ৩ বার এবং ঋতুর ৩ দিন প্রত্যহ ২ ঘণ্টা অন্তর ইহা ব্যবহার করিতে ব্যবস্থা দিলাম। এই মাসে আদৌ বেদনা হয় নাই। তৎপরবর্ত্তী মাসেও এই ঔষধ এই প্রকারে খাইতে ব্যবস্থা করিলাম। ইহার ফলে রোগিণীর আর কোন উপদ্রবই উপস্থিত হয় নাই ৩ বৎসর যাবৎ ভালই আছেন।

(৩) এক রোগিণীর প্রতি ঋতুকালে ১ হইতে ২ ইঞ্চি লম্বা ১টী পর্দ্দা নির্গত হইত। ঋতু কালীন লক্ষণ:—রজঃস্রাবিত হইবার পর তলপেটে তীব্র তির-বিদ্ধবৎ বেদনা, উষ্ণজলের ব্যাগ উদরে প্রয়োগ করিয়া বক্র হইয়া থাকিলে কিঞ্চিৎ উপশম প্রাপ্তি। বেদনার তীব্রতা কমিলে পর ২।১ দিন পর্য্যন্ত অবিরাম মৃদু বেদনার অবস্থিতি এবং তৎপর দিন অথবা তৃতীয় দিন পূর্ব্বোক্ত প্রকার পর্দ্দা ( মেম্ব্রেণ ) নিঃসরণ। একবার ঋতুস্রাবের পর আমি তাঁহাকে ক্রমান্বয়ে ২ দিন প্রাতে ও রাত্রে ম্যাগ-ফস C. M. শক্তি খাইতে দেই। পরবর্ত্তী মাসে ঋতুকালে তাঁহার বেদনা খুব কম হইয়া ছিল। ইহার পরের মাসে বেদনা একেবারেই ছিলনা, কিন্তু পূর্ব্ববৎ পর্দ্দা নিঃসৃত হইয়াছিল।

(৪) ডাঃ Whittier প্রায় ৬ মাস পর্য্যন্ত কালী-ফস প্রয়োগ করিয়া ১টী ১৫ বৎসরের পুরাতন বাধকের রোগিণীকে আরোগ্য করেন। এলোপ্যাথিক চিকিৎসায় এবং সুপ্রযুক্ত হোমিওপ্যাথিক ঔষধে তাহার

কোন ফলই দর্শে নাই। রোগিণীর নিম্নোক্ত লক্ষণ সমূহ বিদ্যমান ছিল :— স্তনের এত ব্যথিততা যে কাপড়ের চাপও অসহ্য বোধ হইত। ঋতুকালে তলপেটে মোচড়ানবৎ বেদনা এবং যোনিদ্বার দিয়া উদরস্থ সকল বাহির হইয়া পড়িবে এরূপ আবেগ অনুভব ছিল। ঋতু প্রবাহিত হইবার পরই বেদনার প্রাবল্য জন্মিত। বেদনা যখন চরমে উঠিত, তখন নিম্নোদর হইতে উপরের দিকে পাকস্থলী পর্য্যন্ত এক প্রকার তীব্র আক্ষেপিক বেদনা সঞ্চারিত হইত। যখনই এইপ্রকার বেদনা উপস্থিত হইত তখনই পিত্ত অথবা ফেণিল অম্ল পদার্থ (কখন কখন রক্তসংযুক্ত) বমি হইত। প্রথমে একপ্রকার মাথাধরা ছিল, পরে উহা বাম চক্ষুর উপর স্থায়ী হয়। যখন মাথাধরা উগ্র আকার ধারণ করিত তখন অন্যস্থানের বেদনার মৃদুতা থাকিত এবং যখন মাথাধরা একটু কম থাকিত তখন অন্যস্থানের বেদনার প্রাবল্য জন্মিত

(৫) আর এক রোগিণীর কয়েক বৎসরের পুরাতন বাধক বেদনা ছিল; প্রতি মাসেই ঋতুকালে তাঁহার জরায়ু হইতে ১—২ ইঞ্চি লম্বা পর্দ্দা নির্গত হইত। স্রাব প্রবাহিত হইবার পরই এ রোগিণীরও তলপেটে ভয়ঙ্কর বেদনা উপস্থিত হইত এবং গরমজলের ব্যাগ পেটে স্থাপন করিয়া বক্র হইয়া শুইয়া থাকিতে হইত। বেদনা ১ দিন মাত্র থাকিয়া তৎপর দিন অথবা তৃতীয় দিন পূর্ব্বোক্তরূপ পর্দ্দা নির্গত হইত। ঋতুর পর এই রোগিণীকে ১ মাত্রা ম্যাগ-ফস c m শুষ্কাকারে খাইতে দেওয়া যায়। পরবর্ত্তী মাসিক ঋতু তত কষ্টপ্রদ হইয়াছিলনা পরে এই ঔষধই ২ দিন মাত্র জলের সহিত প্রাতে ও রাত্রে খাইতে ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। পরবর্ত্তী ঋতুকালে পূর্ব্বোক্তরূপ পর্দ্দা নির্গত হইয়াছিল বটে কিন্তু বেদনা মোটেই হয় নাই।

(৬) অন্য এক রমণীর ঋতুকালে পাকস্থলীর অভ্যন্তরে ভয়ঙ্কর তিরবিদ্ধবৎ স্নায়ুশূলের ন্যায় বেদনা হইত। এই বেদনা ১—২ দিন স্থায়ী

হইত। বেদনা পৃষ্ঠ হইতে উঠিয়া ঘুড়িয়া আসিয়া পাকস্থলী প্রদেশে নিবদ্ধ হইত। উষ্ণ সেক ও চাপে এই বেদনা একটু উপশমিত হইত। ম্যাগ-ফস ১০ এম্ ১ মাত্রা সেবনেই উহা সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হয়; আর কখনও প্রকাশ পায় নাই।

---

## Dyspepsia—অগ্নিমান্দ্য।

(আমাশয়ের বিশৃঙ্খলা দ্রষ্টব্য)

---

## Ear, Diseases of—কর্ণ রোগ।

(চিকিৎসা)

ফিরাম ফস।—প্রাদাহিক অবস্থায় জ্বর ও বেদনা থাকিলে। দপ্ দপ্ কর ও জ্বালাকর বেদনা। চিড়িক মারা বা সূচিবেধবৎ বেদনা। বাহ্য উষ্ণতায় ও আভ্যন্তরিক শীতলতায় বেদনার উপশম। কর্ণে নানা প্রকারের শব্দ। কুইনাইন সেবনের পরবর্ত্তী কর্ণনাদের ন্যায় কর্ণনাদ। প্রতি হৃৎস্পন্দনে কর্ণের ধমনী সকলে দপ্ দপ্। কর্ণের পুরাতন প্রদাহ জন্য বধিরতা। কর্ণে রক্তের প্রধাবন জন্য ঘণ্টা ধ্বনির ন্যায় শব্দ।

ক্যালী-মিউর।—প্রদাহের পর মেম্ব্রেণ বা ঝিল্লী পুরু হইয়া বধিরতা উৎপন্ন হইলে ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইষ্টিকিয়ান টিউবের স্ফীততা বশতঃ অথবা কর্ণ-মূল গ্রন্থির স্ফীততা বশতঃ বধিরতা। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সময় অথবা কোনও বস্তু গিলিবার কালে কর্ণে চড় চড় বা কড় কড় শব্দ। গল গ্রন্থির বা কর্ণ গ্রন্থির স্ফীততা বশতঃ কর্ণ বেদনা। জিহ্বায় শ্বেত বা পাংশুটে শ্বেতবর্ণের লেপ। মধ্য-কর্ণের প্রতিশ্যায় জন্য শ্বেতবর্ণের স্রাব নিঃসরণ। বাহ্য বা আভ্যন্তরিক কর্ণের পুরাতন প্রদাহ।

**কালী-ফস**।—স্নায়বিক দুর্ব্বলতা জনিত কর্ণনাদ ও বধিরতা। স্নায়ুশক্তির অভাব জনিত বধিরতা। মস্তকে নানাপ্রকার শব্দ, দুর্ব্বলতা ও গোলমাল। কর্ণে ক্ষত ও উহা হইতে দুর্গন্ধ, পাতলা রসাণি ক্ষরণ। কর্ণের শীর্ণতা, বিশেষতঃ বৃদ্ধদিগের।

**ম্যাগ-ফস**।—অডিটারী স্নায়ুর দুর্ব্বলতা বশতঃ বধিরতা বা শ্রুতি ক্ষীণতা। কালী-ফসের লক্ষণ বিশিষ্ট রোগে উহা প্রয়োগ করিয়া উপকার না হইলে ম্যাগ-ফস ব্যবহার করিবে। স্নায়বীয় প্রকৃতির কর্ণশূল। কর্ণের অভ্যন্তরে ও চতুর্দ্দিকে স্নায়ুশূলের ন্যায় বেদনা।

**কালী-সলফ**।—কর্ণশূল সহকারে পাতলা হরিদ্রাবর্ণ স্রাব নিঃসরণ। কর্ণের প্রতিশ্যায় সহকারে পাতলা পীতবর্ণ অথবা হরিতাভ পূযস্রাব ( অপিচ, প্রতিদিন এই ঔষধের লোশন দ্বারা আভ্যন্তরিক পিচকারী প্রদান )। কর্ণের নিম্নে তীক্ষ্ণ কর্ত্তনবৎ বা সূচিকাবিদ্ধবৎ বেদনা। টিম্পেনিক কেভিটির স্ফীততা বশতঃ বধিরতা।

**ক্যাল্ক-ফস**।—বাহ্য কর্ণে শীতলতানুভব। কর্ণের চতুর্দ্দিকস্থ অস্থিতে আঘাতিতবৎ বেদনা। গণ্ডমালা ধাতুর শিশুদিগের কর্ণশূল ও তৎসহকারে আমবাতের লক্ষণের বিদ্যমানতা, ও গ্রন্থির স্ফীততা। পুরাতন কর্ণস্রাব ( ওটোরিয়া )।

**নেট্রম-মিউর**।—কর্ণ গহ্বরের স্ফীততা বশতঃ বধিরতা ও জলবৎ স্রাব নিসঃরণ। কুইনাইন সেবনের পরবর্ত্তী কর্ণনাদ নিবারণে ইহা বিশেষ উপযোগী। জিহ্বায় প্রভূত জলবৎ ও ফেণিল লালা।

**ক্যাল্ক-সলফ**।—পীতবর্ণ গাঢ় পূযস্রাব সহকারে বধিরতা। কখন কখন এই পূযের সহিত রক্ত মিশ্রিত থাকে। এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে পূযস্রাব বন্ধ হয়। সিলিশিয়ার সহিত তুলনা করুন।

**সিলিশিয়া**।—কর্ণের বাহ্যগহ্বরের (এক্সটার্ণ্যাল মিটাস) প্রাদাহিক স্ফীততা। কর্ণ হইতে দুর্গন্ধি পূয নিসঃরণ। ইষ্টেকিয়ান টিউবের স্ফীততা ও প্রতিশ্যায় সহকারে শ্রুতি ক্ষীণতা ও এই ঔষধের বিশেষত্ব জ্ঞাপক স্রাব নিঃসরণ।

**নেট্রম-ফস**।—বাহ্য কর্ণে ক্ষত ও উহাতে পাতলা সরের ন্যায় মামড়ি। জিহ্বার বর্ণ দ্রষ্টব্য। কর্ণের আরক্ততা, উত্তপ্ততা ও সর্ব্বদা কণ্ডূয়ন এবং তৎসহকারে আমাশয়ের বিশৃঙ্খলা ও অম্ল রোগ।

## ( চিকিৎসিত রোগী )

(১) একটি রোগীর দক্ষিণ কর্ণের অভ্যন্তরে বেদনা জন্মিয়া পরে স্রাব নির্গত হইতে থাকে ও অবশেষে বধিরতা জন্মে। স্রাব নির্গত হইবার পর কর্ণ-নলী খুব সরু হইয়া পড়ে। স্রাবের প্রকৃতি তন্তুময় (flaky) ছিল। কালী মিউর ৩x কয়েক দিন ব্যবহার করায় স্রাব বন্ধ ও ১ সপ্তাহ মধ্যেই, শ্রুতিশক্তির পুনঃ প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। একন, পলস, মার্ক সল, হাইড্রাস ও সলফার সেবনে বিশেষ কোন ফল হইয়াছিল না।

(২) ৯ বৎসর বয়স্কা ১টী বালিকার বধিরতা জন্মে। রোগের ইতিহাস এই:—৫ বৎসরের পূর্ব্বে তাহার মাঝে মাঝে প্রবল জ্বর ও তৎসহ মাথাধরা ও কর্ণশূল উপস্থিত হইত। ইহার পরই গ্রীবার পেশীর স্ফীততা ও আড়ষ্টতা উৎপন্ন হইত। প্রথম প্রথম এইরূপ রোগের স্থিতি কাল এক একবার ১-৩ দিন থাকিত কিন্তু রোগ যতই পুরাতন হইতে লাগিল রোগের স্থিতিকাল ও তীব্রতা ক্রমেই বাড়িতে থাকিল। আমি যখন প্রথম রোগী দেখিতে যাই তখন রোগিণী প্রায় ৩ সপ্তাহ যাবৎ শয্যাগত ছিল ও ইহার ৩ বৎসর পূর্ব্ব হইতেই তাহার শ্রুতিক্ষীণতা জন্মিয়াছিল। তাহার অবস্থা জানিবার জন্য তাঁহার সহিত আমাকে চেঁচাইয়া কথা কহিতে হইত।

আমি তাহাকে প্রথমে ৩ মাস পর্য্যন্ত প্রত্যহ কম মাত্রায় কালী-মিউর ৩× ৩ বার ও ম্যাগ-ফস ৬ × ৩ বার করিয়া সেবন করিতে বিধি দেই। পরে প্রত্যেক ঔষধ প্রত্যহ ২ বার করিয়া ব্যবহার করিতে বলি। ইহার পর সুন্দর ফল দেখা যাইতে লাগিল। রোগিণীর যে পূর্ব্বে জ্বরের আবেশ ইত্যাদি হইত তাহা একেবারেই বন্ধ হইল এবং শ্রুতিশক্তির উৎকর্ষ জন্মিয়া পরিশেষে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইল।

(৩) ডাঃ Weanstall ৩টী রোগীর মধ্য-কর্ণের তরুণ প্রদাহ জনিত উচ্চ জ্বর, উগ্র কর্ণবেদনা ও প্রলাপ, ফিরম-ফস ৩× —১২× প্রয়োগ করিয়া আরোগ্য করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

(৫) স্ক্রফিউলাধাতুর একটী বালিকার দক্ষিণ কর্ণ হইতে কটাবর্ণের (ব্রাউন) দুর্গন্ধ স্রাব নির্গত হইত। কর্ণ-নলের বাহ্যঅংশে ১টী মাংসল বিবৃদ্ধিও (গ্রোথ) ছিল। ৮ সপ্তাহ যাবৎ সে এই কর্ণে কিছুই শুনিতে পাইত না। কালী-সলফ ১২× ব্যবস্থায় ২ সপ্তাহ মধ্যেই স্রাবের দুর্গন্ধ একেবারে দূর হয় এবং পূর্ব্বোক্ত পলিপাসটী কমিয়া কৃষ্ণবর্ণ, শক্ত একটী গুটির মত হয়। ইহার পর প্রতি তৃতীয় দিবস ২ মাত্রা করিয়া উক্ত ঔষধ সেবনে রোগ সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হয়।

(৫) ৪ মাসের ১টী শিশুর কান পাকিয়াছিল। এক কান হইতে ক্ষতকর, দুর্গন্ধি পাতলা পূয নিঃসৃত হইত। এই পূয চর্ম্মের যে স্থানে লাগিত তথায়ই এক প্রকার উদ্ভেদ (ফুস্কুড়ি, ইরঃপ্‌সন) উৎপন্ন হইত। কালী-ফস ৬× প্রতি ৬ ঘণ্টা অন্তর দেওয়া যায়। ৩ মাসে রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়।

## Eczema—পামা।

( চর্ম্মরোগ দ্রষ্টব্য )

**কালী-মিউর**।—শিশুদিগের মস্তক ও মুখমণ্ডলের শল্কবিশিষ্ট পামা। মূত্র-যন্ত্রের বিকার বশতঃ উৎপন্ন পামা রোগ। ত্বক হইতে এল্ব্যুমেনের ন্যায় রস স্রাব ও তৎসহ জিহ্বায় শুভ্র বর্ণের লেপ।

## Endocarditis—হৃদন্তর-বেষ্ট-প্রদাহ।

( হৃদ্রোগ-দ্রষ্টব্য )

## Enuresis—অবারিত মূত্র।

( মূত্র যন্ত্রের রোগ দ্রষ্টব্য )

**ফিরম-ফস**।—মূত্রমার্গের মুখ-রোধক পেশীর দুর্ব্বলতা জনিত অবারিত মূত্রস্রাব। নিদ্রাকালে শয্যায় মূত্রত্যাগ, বিশেষতঃ শিশুদিগের। পেশীর দুর্ব্বলতাজনিত স্ত্রীলোকদিগের রাত্রিকালীন শয্যায় মূত্রত্যাগ; প্রতি কাসেই মূত্র নির্গত হয়।

**ক্যাল্ক-ফস**।—শিশু ও বৃদ্ধদিগের অবারিত মূত্রত্যাগ। লক্ষণের সহিত সাদৃশ্য থাকিলে এই রোগে কালী ফসও ব্যবহৃত হয়।

( চিকিৎসিত রোগী )

(১) ৩৪ বৎসর বয়স্কা জনৈক স্ত্রীলোক প্রায় ৩ বৎসর যাবৎ এই রোগে ভুগিতেছিলেন। রাত্রিতে তাঁহার মূত্রবেগ ধারণে ক্ষমতা ছিল,

কিন্তু দিনে পারিতেন না। দিনে যখনই বেগ জন্মিত তখনই অনিচ্ছায় অধিক পরিমাণ মূত্র নির্গত হইত। আর আর বিষয়ে তাঁহার স্বাস্থ্য মন্দ ছিল না। ফিরম-ফস ৬× দিনে ৪ বার করিয়া সেবনে রোগ আরোগ্য হয়।

(২) একটী রোগীর অবারিত মূত্র কালী-ফস সেবনে আরোগ্য হয়। এই রোগীকে দিনে ৩।৪ বার করিয়া এই ঔষধ দেওয়া হইয়াছিল। আর একজন ৬০ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধের অবারিত মূত্র ও sphincter পেশীর পক্ষাঘাত জনিত রোগ এই ঔষধে অতি সত্বর আরোগ্য হইয়াছিল।

(৩) ক্যাল্কেরিয়-ফস ব্যবহারে এই রোগাক্রান্ত বহু রোগী আরোগ্য প্রাপ্ত হইয়াছে। শিশু ও বৃদ্ধদের অবারিত মূত্রে ইহা specific বা অমোঘ ঔষধ বলিলেও প্রায় অত্যুক্তি হয় না ; ৬ বৎসর বয়স্ক এক বালকের এই রোগ কিছুতেই আরোগ্য না হওয়ায় শেষে ক্যাল্ক ফস ৩× প্রতি ৩ ঘণ্টান্তর এক এক মাত্রা দেওয়ায় অতি শীঘ্রই উপকার হয়! ৭৯ বৎসরের এক বৃদ্ধের এই রোগও ক্যাল্ক-ফস ৩ × ৩ ঘণ্টান্তর এক একবারে ৪টি করিয়া ট্যাবলেট ব্যবহার করায় ৬ সপ্তাহে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়।

# Epilepsy—এপিলেপ্সি।
# মৃগী, অপস্মার।

হঠাৎ মূর্চ্ছা বা সংজ্ঞাশূন্যতা এবং পেশীসমূহের আক্ষেপ এই রোগের পরিচায়ক লক্ষণ। রোগের আক্রমণ উপস্থিত হওয়া মাত্র চৈতন্য ও শক্তির বিলোপ জন্মে। রোগী দাঁড়ান থাকিলে তৎক্ষণাৎ পড়িয়া যায়। সাধারণতঃ রোগের আবেশের পূর্ব্বে রোগী চিৎকার দিয়া থাকে। রোগের ভোগকালে

অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অতিশয় আক্ষেপ ( spasm ), দুর্ব্বলতা, ভয়, ক্রোধ, ক্রিমি, রক্তাধিক্য, অতিশয় মানসিক এবং শারীরিক উত্তেজনা ও মুখের বিকৃতি জন্মে। কপাল কুঞ্চিত এবং চক্ষু স্থির ও অক্ষিপুটের নিম্নগত হয়। এজন্য চক্ষুর শ্বেতাংশ মাত্র দেখা যায়; অক্ষিগোলক ঘূর্ণিত, চক্ষুর তারা প্রসারিত ও আলোক-জ্ঞান বিবর্জ্জিত হয়। বাহু ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত. শ্বাস আয়াসিত ও রুদ্ধপ্রায় হইয়া উঠে। দন্তে দন্তে ঘর্ষণ, জিহ্বা দংশিত ও মুখ হইতে ফেণা নির্গত হয়। রোগের আবেশের পর গভীর নিদ্রা জন্মে। কুলদোষ, অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়পরিচালনা এবং স্ত্রীলোকদিগের ঋতুর গোলযোগ এই রোগের উদ্দীপক কারণ।

## ( চিকিৎসা )

**কালীমিউর**।—ইহা এই রোগের প্রধান ঔষধ। শ্বেত অথবা পাংশুটে শ্বেত লেপাবৃত জিহ্বা। চর্ম্ম-রোগাদি বসিয়া যাইবার ফলে পীড়ার উৎপত্তি।

**ফিরম ফস**।—মস্তকে রক্তের প্রধাবন সংযুক্ত মূর্চ্ছায় এই রোগের প্রধান ঔষধ কালী-মিউরের সহিত পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য।

**কালী ফস**।—আক্ষেপ ও হস্ত-পদাদির খেঁচুনি। হস্তপদাদির আড়ষ্টতা; মস্তকের পশ্চাদ্দিকে অবনতি, মুষ্টিবদ্ধতা ও দাঁত লাগা। ইন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত পরিচালনা জন্য রোগের আক্রমণ। খেঁচুনির উপশম না হওয়া পর্য্যন্ত উষ্ণ জলের সহিত পুনঃপুনঃ ম্যাগ-ফস প্রদান করা একান্ত কর্ত্তব্য।

**ম্যাগ-ফস**।—হস্ত-মৈথুনাদি ইন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত পরিচালনার কুফলে উদ্রিক্ত রোগ।

**নেট্ম-সলফ**।—কৃমিজনিত রোগে, এই রোগের প্রধান ঔষধ কালী-মিউরের সহিত পর্য্যায়ক্রমে।

**সিলিশিয়া**।—রাত্রিকালে বা শুক্লপক্ষের প্রারম্ভে রোগ উপস্থিত হইলে মধ্যে মধ্যে এই ঔষধ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

## ( চিকিৎসিত রোগী )

(১) ৪৫ বৎসর বয়স্ক জনৈক ব্যক্তির ১৮৮৮ সনের সেপ্টেম্বর মাসে এক প্রকার চর্ম্ম রোগ প্রকাশ পায় এবং ১৮৮৯ সনের আগষ্ট মাসে বিলুপ্ত হয়। ঠিক এই সনের নবেম্বর মাস হইতেই লোকটার মধ্যে মধ্যে মূর্চ্ছার আবেশ হইত। ফিটের পূর্ব্বে তাহার মুখমণ্ডল পাণ্ডু বর্ণ ধারণ করিত পরে উষ্ণতা অনুভব এবং তৎপর মস্তক পৃষ্ঠে বেদনা ও পাকস্থলীতে জ্বালা অনুভব সহকারে খিচুনি ( spasm ) আরম্ভ হইত। নক্স, বিউফো, আর্স. প্রভৃতি ঔষধে কোনও ফল হইয়াছিল না। অতঃপর বিলুপ্ত চর্ম্মরোগের কুফলে এই রোগ জন্মিয়াছে মনে করিয়া কালী-মিউর ৬x ব্যবস্থা করা যায়। ৬ দিন ঔষধ ব্যবহার করিবার পর আর ঐ রোগের আবেশ জন্মে নাই।

(২) ৪২ বৎসর বয়স্ক একটী লোক ৩৫ বৎসর যাবৎ মৃগী রোগে ভুগিতেছিল। কোন প্রকার চিকিৎসায় কিছুই হইয়াছিল না। এই রোগীকে প্রত্যহ প্রাতে ক্যাল্ক ফস ৪ গ্রেণ কিঞ্চিৎ জলের সহিত, এবং ম্যাগ-ফস ও কালী-ফস প্রত্যেকটী ১২ গ্রেণ ২টী পৃথক গ্লাসে অর্দ্ধ গ্লাস জলে মিশ্রিত করিয়া পর্য্যায়ক্রমে সমস্ত দিনে সেবন করিবার ব্যবস্থা দেওয়া যায়। একমাস পরই বিলক্ষণ উপকার দেখা গিয়াছিল। এইরূপে ঔষধ ব্যবহারের পর, মাসে একবারের বেশী আর রোগের আবেশ হয় নাই। উক্তরূপে আরও কতক দিন ঔষধ ব্যবহারে রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছিল।

---

# Epistaxis—এপিস্ ট্যাক্সিস্।

## নাসিকা হইতে রক্তপাত।

**ফিরম-ফস**।—নাসিকা হইতে উজ্জ্বল-লোহিত রক্তপাত বিশেষতঃ শিশুদিগের।

**কালী-ফস**।—বৃদ্ধ ও দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগের রোগ। পচা, কৃষ্ণবর্ণ রক্তস্রাব।

---

# Erysipelas—ইরিসিপেলঃস।

## বিসর্প।

চর্ম্মের কোন অংশের প্রসারণশীল প্রদাহকে বিসর্প বলে। বিসর্প দুই প্রকার। স্বয়ম্ভূত (ইডিওপ্যাথিক) ও আভিঘাতিক (ট্রমেটিক)। স্বয়ম্ভূত বিসর্প শরীরগত কারণ হইতে উৎপন্ন হয় এবং সাধারণতঃ মুখমণ্ডলে ও গ্রীবাদেশে প্রকাশ পায়। আভিঘাতিক বিসর্প উপঘাতে জন্মে, সুতরাং শরীরের যে কোন স্থানে প্রকাশ পাইতে পারে। চর্ম্মের প্রদাহিত ও প্রসারিত আরক্ততা, স্ফীততা, স্পর্শদ্বেষ ও জ্বালা এবং যাতনাজনক আকৃষ্টতা ইহার প্রধান লক্ষণ।

এই রোগে রোগাক্রান্ত স্থানের চর্ম্মের বর্ণ আরক্ত বা বেগুণি থাকে, কিন্তু চাপিলে সাদা হয়, এবং পুনরায় ছাড়িয়া দিলে পূর্ব্ব বর্ণ প্রাপ্ত হয়। রোগের প্রারম্ভাবস্থায় কম্প, অবসন্নতা, শিরঃপীড়া, জ্বর এবং বমন, অতিসার অথবা কোষ্ঠবদ্ধ থাকে; অনন্তর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোস্কা জন্মে ও তাহা হইতে এক প্রকার পীতবর্ণ স্রাব নিঃসৃত হয়। ইহা সংক্রামক রোগ।

## চিকিৎসা।

**ফিরম ফস**—প্রথম বা প্রাদাহিক অবস্থায় জ্বর, আরক্ততা ও বেদনা নিবারণের ইহা সর্ব্ব প্রধান ঔষধ। গোলাপি বর্ণের বিসর্প। আভ্যন্তরিক ও বাহ্য প্রযুজ্য।

**নেট্রম-সলফ**—পিত্ত বমন, বা তৎপরিশূন্যতা, ও ত্বকের বেদনাকর স্ফীততা, মসৃণতা, চাকচিক্য, আরক্ততা এবং সিড়্ সিড়্ বা ঝিড়্ ঝিড়্ অনুভবে ইহা প্রধান ঔষধ।

**কালী-মিউর**।—জলবৎ রসপূর্ণ বিসর্পের ইহা প্রধান ঔষধ। ফির-ফস সহ পর্য্যায়ক্রমে।

**কালী-সলফ**।—ফোস্কার ন্যায় বিসর্পে নূতন চর্ম্ম উৎপাদন করিতে অদ্বিতীয়।

**নেট্রম-ফস**।—নেট্রম-সলফের ন্যায় লক্ষণ।

## চিকিৎসিত রোগী

(১) ৫৬ বৎসর বয়স্ক একব্যক্তির মুখমণ্ডলের বিসর্পে পর্য্যায়ক্রমে ফিরম-ফস ও নেট্রম-সলফ সেবন, ফিরম-ফসের স্থানিক প্রয়োগ এবং মধ্যে মধ্যে কালী-মিউর সেবনে আরোগ্য হইয়া ছিল।

(২) জনৈক বিধবার এই রোগ জন্মে। রোগিণীর উচ্চ গাত্রোত্তাপ, প্রলাপ এবং অতিশয় দৌর্ব্বল্য ছিল। জীবনের আশা একেবারেই ছিল না। তাহার মুখমণ্ডল এবং মস্তক এত স্ফীত হইয়াছিল যে, চক্ষু একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। এতৎসহকারে তীব্র বেদনাও ছিল। ফিরম-ফস এবং নেট্রম-সলফ পর্য্যায়ক্রমে ১ ঘণ্টান্তর ব্যবহার করায় অতি-আশ্চর্য্য ফল দর্শে। ১ মাত্রা নেট্রম-সলফ প্রয়োগ করিবার পরই কতকগুলি পিত্ত বমন হয় এবং সমগ্র লক্ষণেরই উপশম দেখা যায়। জ্বরের

বেগ হ্রাস প্রাপ্ত হইলে পর ফিরম-ফস পূর্ব্বোক্তরূপে পুনঃ পুনঃ পর্য্যায়ক্রমে না দিয়া মধ্যে মধ্যে ব্যবহার করা হইত। ৪৫ দিনের মধ্যেই রোগিণী সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া রীতিমত সাংসারিক কাজকর্ম্ম করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

# Eye, Diseases of—চক্ষু রোগ।

## চিকিৎসা।

**ফিরম-ফস**।—চক্ষু প্রদাহের প্রারম্ভাবস্থায়, বেদনা ও আরক্ততা থাকিলে, পূয জন্মিবার পূর্ব্বেই ইহা ব্যবহার্য্য। চক্ষুতে জ্বালা। অক্ষি-গোলকে বেদনা, নড়িলে উহার বৃদ্ধি এবং শীতল জলে ধুইলে উপশম। চক্ষুর পাতায় দানার ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীড়কা, চক্ষুতে বালুকণা থাকার ন্যায় অনুভব। ৬× বা ১২× চূর্ণের লোশন স্থানিক প্রয়োগ।

**কালী-মিউর**।—চক্ষু-প্রদাহের দ্বিতীয়াবস্থায় শ্বেত অথবা সবুজাভ পীত বর্ণের শ্লেষ্মা স্রাব হইতে থাকিলে কালী সলফের সহিত পর্য্যায়ক্রমে। চক্ষুর ক্ষত, তৎসহকারে চক্ষুর পাতায় শ্বেত অথবা পীতাভ মামড়ি (কালী-সলফ)। রেটিনার প্রদাহের দ্বিতীয়াবস্থা। চক্ষুর পাতায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীড়কা, তৎসহকারে চক্ষুতে বালুকণা বিদ্যমানতার ন্যায় অনুভব। ফির-ফস সহ পর্য্যায়ক্রমে। ফোস্কা হইতে বিস্তৃত অগভীর ক্ষতের উৎপত্তি।

**কালী-সলফ**।—চক্ষু প্রদাহের তৃতীয়াবস্থায় পীত অথবা সবুজাভ বা পীত বর্ণের আঠা আঠা কিংবা জলবৎ স্রাব নিঃসৃত হইলে (কালী-মিউর)। চক্ষুর পাতায় পীতবর্ণের মামড়ি। ছানি। অক্ষি মুকুরের (crystaline lens) অস্পষ্টতায় ন্যাট-মিউর সহ পর্য্যায়ক্রমে।

**কালী-ফস।**—কোন পীড়ার পর দেহের সর্ব্বাঙ্গীন দৌর্ব্বল্য নিবন্ধন দৃষ্টি দৌর্ব্বল্য। অপ-টিক নার্ভের আংশিক ক্ষয় হেতু অন্ধতা। কোন পীড়াকালে স্নায়ুমণ্ডলের ক্রিয়ার বৈষম্যসূচক প্রসারিত অক্ষি-তারা, কটমট করিয়া বা হাঁ করিয়া এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকা। পেশীর আংশিক পক্ষাঘাত হেতু চক্ষুর পাতার পতন। ডিফথিরিয়ার পরবর্ত্তী তির্য্যক-দৃষ্টি ( টেরা )।

**ম্যাগ্নেশিয়া ফস।**—চক্ষুর পাতার পতনে কালী ফস সহ পর্য্যায়-ক্রমে; চক্ষুর যে কোন পীড়ায় আলোকে অতিশয় দ্বেষ ও সঙ্কুচিত অক্ষি-তারা থাকিলে; দৃষ্টির বিভ্রম; চক্ষুর সম্মুখে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দু বা নানাবর্ণ দেখা; অপটিক স্নায়ুর দুর্ব্বলতাবশতঃ দৃষ্টিদৌর্ব্বল্য; চক্ষুর স্নায়ু শূল; উষ্ণতায় এই বেদনার উপশম এবং শীতলতায় বৃদ্ধি; আক্ষেপিক তির্য্যক্-দৃষ্টি এবং পাতার স্পন্দন।

**নেট্রম-মিউর।**—অশ্রুস্রাবী প্রণালীর অবরুদ্ধতা সহকারে চক্ষু হইতে জলবৎ, পরিষ্কার শ্লেষ্মা বা অশ্রু স্রাবিত হইলে ফির ফস সহ পর্য্যায়-ক্রমে; চক্ষু হইতে যে স্রাব নিঃসৃত হয় উহা লাগিয়া ত্বকে ক্ষত বা ফোস্কা জন্মে; অক্ষিপুটের দানাময় পীড়কায় অশ্রুস্রাব বর্ত্তমান বা উহার অবিদ্য-মানতায়ও ইহা ব্যবহৃত হয়; কর্ণিয়ায় শাদা দাগ বা চিহ্ন; চক্ষুর স্নায়ুশূলের সহিত অশ্রুস্রাবের বিদ্যমানতা; কর্ণিয়ায় ফোস্কা।

**ক্যাল্ক-সলফ।**—চক্ষুর প্রদাহে গাঢ় পীতবর্ণ শ্লেষ্মাস্রাব; কর্ণিয়ার গভীর ক্ষত ও উহা হইতে এই ঔষধের বিশিষ্ট পূযস্রাব; কর্ণিয়ায় স্ফোটক; অক্ষিব্রণ; রেটিনার প্রদাহ; কঞ্জাংটাইভার ( চক্ষুর শ্বেত মণ্ডল ) প্রদাহে গাঢ়, পীতবর্ণ পূযস্রাব লক্ষণে; সিলিশিয়ার সহিত তুলনা করুন।

**সিলিশিয়া।**—চক্ষুর গভীর ক্ষত; গাঢ়, পীতবর্ণ স্রাব বিশিষ্ট

চক্ষু প্রদাহ ( ক্যাল্ক-ফস )। অঞ্জনী ; অক্ষি ব্রণ ; চক্ষুর পাতায় চারিদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোটক ; পাদ-ঘর্ম্ম বিলোপের পরবর্ত্তী দৃষ্টি-দৌর্ব্বল্য।

**নেট্রম-ফস**।—চক্ষুর প্রদাহ সহকারে স্বর্ণের বা সরের ন্যায় পীতবর্ণ স্রাব নিঃসরণ ; প্রাতঃকালে চক্ষুর পাতাদ্বয় লাগিয়া থাকে ; জিহ্বার ও তালুর বর্ণ এবং অম্ল লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে ইহা বিশেষরূপে উপযোগী ; অন্ত্রের উপদাহ ( ইরিটেশন ) বা কৃমির বিদ্যমানতা বিধায় তির্য্যক দৃষ্টি ; গণ্ডমালা ধাতুর ব্যক্তিদিগের চক্ষু প্রদাহ ( স্থানিক প্রয়োগও উপকারী )।

**নেট্রম-সলফ**।—যকৃতের ক্রিয়া-বৈষম্য নিবন্ধন চক্ষুর পীতবর্ণ।

**ক্যাল্ক-ফস**।—চক্ষুর পাতার আক্ষেপিক লক্ষণে ও চক্ষুর স্নায়ুশূলে ম্যাগ-ফস দ্বারা উপকার না দর্শিলে ; আলোকে বিদ্বেষ ; দ্বিত্ব দৃষ্টি ; ( একটী বস্তুকে দুইটী দর্শন ) ; এই লক্ষণে ম্যাগ-ফস ও উপকারী।

**ক্যাল্ক-ফ্লোর**।—চক্ষুর সম্মুখে আলোক বা বিন্দু দর্শন ; কর্ণিয়ায় দাগ ; শ্বেত মণ্ডলের প্রদাহ ; ছানি।

## ( চিকিৎসিত রোগী )

(১) একব্যক্তি ৩ মাস যাবৎ দক্ষিণ কর্ণিয়ার প্রদাহ রোগে ভুগিতেছিল ; প্রদাহ সমগ্র কর্ণিয়ায় ব্যাপ্ত ছিল ; রোগিটী কেবল মাত্র আঙ্গুল দেখাইয়া গুণিতে বলিলে গুণিতে পারিত ; সামান্য বেদনা, আলোকাতঙ্ক এবং চক্ষুর আরক্ততা ছিল ; Pupil বা চক্ষুর তারা সঙ্কুচিত ছিল ; এট্রোপিন প্রয়োগ করিলে উহা ধীরে ধীরে প্রসারিত হইয়া শীঘ্রই আবার সঙ্কুচিত হইয়া পড়িত ; অরম্ মেট ও সিনেবার ব্যবহার করিয়া কোন ফল পাওয়া যায় নাই ; কালী-মিউর ৬× সেবনে রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছিল।

(২) কালী-মিউর ব্যবহারে ৪।৫টী রোগীর কর্ণিয়ার ক্ষত সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছে।

(৩) ৭২ বৎসর বয়স্কা এক স্ত্রীলোকের বহু দিন যাবত চক্ষু হইতে বিদাহী ( যাহা লাগিয়া ক্ষত জন্মে ) অশ্রু নিঃসৃত হইত ; চক্ষুতে জ্বালাও ছিল, প্রাতে ৮ টার সময় হইতেই জ্বালা ও অশ্রুস্রাব আরম্ভ হইত এবং সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত এক ভাবেই থাকিত ; অশ্রু লাগিয়া নাসিকার দুই পার্শ্ব দিয়া ক্ষত ও উদ্ভেদ উৎপন্ন হইয়াছিল ; এই সব লক্ষণ আর্সেনিকেও আছে ; কিন্তু ডাঃ সুসলার প্রভৃত অশ্রু স্রাব' নেট্রম-মিউরের বিশেষ লক্ষণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন মনে হওয়ায় আর্সেনিক ব্যবহার না করিয়া উহাই ব্যবস্থা করা হয় ; প্রায় ১ মাসে রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়।

(৪) ৮ বৎসর বয়স্কা এক বালিকার উৎকট আকারের কঞ্জাংটাইভিটিস রোগ ছিল ; সে আলোর দিকে একেবারেই তাকাইতে পারিত না। প্রথমে একজন সাধারণ চিকিৎসক তাহার চিকিৎসা করেন কিন্তু তাহাতে কিছুই হয় নাই। এই রোগ প্রকাশ পাইবার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাহার হাম ( ফেরা, লুস্তি ) জন্মিয়াছিল। উহারই কুফল হইতে এই রোগ জন্মিয়াছে বলিয়া ধারণা জন্মে। ক্যাল্ক-কার্ব্ব প্রভৃতি ঔষধ ব্যবহারে কোনই ফল না হওয়ায় এবং শেষে গলার গ্রন্থির স্ফীততা, চক্ষুর স্রাবের দুগ্ধের সরের ন্যায় পীতবর্ণ দৃষ্ট হওয়ায় নেট্রম-ফস প্রত্যহ ৩ বার করিয়া দেওয়া যায়। এক সপ্তাহেই রোগ আরোগ্য হইয়াছিল।

(৫) ডাঃ Kock একটী রোগীর চক্ষু রোগে ফিরম-ফস ও ক্যাল্ক-সলফ ব্যবহার করিয়া চমৎকার ফল পাইয়াছিলেন। রোগীটীর লক্ষণঃ—একখণ্ড কাষ্ঠের আঘাত লাগিয়া রোগের সৃষ্টি হইয়াছিল। চক্ষুর শ্বেত মণ্ডলের স্ফীততা ও আরক্ততা এবং অক্ষিপুটের ( পাতার ) উপদাহিতা ছিল। উহার ফলে সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীনতা জন্মিয়াছিল। কর্ণিয়াও অসমুজ্জ্বল ( ঘোরাল, dim )

ছিল। চক্ষু পরীক্ষা করিয়া কোন বাহ্য বস্তু উহাতে আছে দৃষ্ট হয় নাই। কিন্তু চক্ষে কোন বাহ্য বস্তু প্রবেশ করিলে যেরূপ জ্বালা হয় সেইরূপ জ্বালা ও অবিরাম অশ্রুস্রাব ছিল। রোগীকে সর্ব্বদা চক্ষু বান্ধিয়া রাখিতে হইত। ক্ষুধা উত্তম এবং নাড়ী স্বাভাবিক ছিল। প্রথমতঃ ১ সপ্তাহ পর্য্যন্ত ফিরম-ফস প্রতি ২ ঘণ্টান্তর দেওয়া যায়। ইহাতে জ্বালাকর ব্যথা ও অশ্রু-স্রাব অনেক হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু দৃষ্টিশক্তির কোনই উৎকর্ষ হইয়া-ছিল না। এজন্য হিপার সলফ ১ সপ্তাহ পর্য্যন্ত প্রয়োগ করা হয়; তাহাতেও কোন ফল না হওয়ায় ক্যাল্ক-সলফ প্রত্যহ ৩ বার করিয়া সেবন করিতে বিধি দেওয়া হয়। ইহার ১ সপ্তাহ পর রোগী হাসিতে হাসিতে আসিয়া বলে যে, সে এখন কিছু কিছু দেখিতে পায়। তখন চক্ষু পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে, কর্ণিয়া অনেকটা পরিষ্কার হইয়াছে। এখন হইতে উক্ত ঔষধই (ক্যাল্ক-সলফ) প্রত্যহ প্রাতে ও রাত্রে এক একবার করিয়া সেবনের বিধি দেওয়া হয়। ৩ সপ্তাহে কর্ণিয়া সম্পূর্ণ স্বচ্ছ হয় ও দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণরূপে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়।

(৬) ১৬ বৎসরের এক যুবতীর পুনঃ পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তনশীল keratitis রোগ ছিল। বামচক্ষুর প্রদাহ, আলোকাতঙ্ক, কর্ণিয়ার কতকটা অপরিচ্ছন্নতা ও আরক্ত রক্তবহা নাড়ী দ্বারা আকীর্ণ ছিল। ক্যাল্ক-ফস ব্যবহারে রোগ আরোগ্য হয়।

(৭) একটা রোগীর, চক্ষুর অতিরিক্ত ব্যবহারে উৎপন্ন, বহুবিধ উপসর্গ নেট্রম-মিউর ব্যবহারে আরোগ্য হইয়াছিল।

# Felon—ফেলন, আঙ্গুলহাড়া।
## ( এবসেস দ্রষ্টব্য )

**ফিরম-ফস**।—প্রারম্ভাবস্থায় উত্তাপ, বেদনা ও জ্বরের উপশমার্থ।

**সিলিশিয়া**।—আঙ্গুলহাড়ায় পূযোৎপত্তির সম্ভাবনা হইলে ইহা অবশ্য প্রয়োগ করিবে। কেননা ইহা আশঙ্কিত পূযস্রাব জন্মাইয়া শীঘ্র শীঘ্র নূতন নখ নির্ম্মাণে সহায়তা করে।

( চিকিৎসিত রোগী )

(১) জনৈক পোষাক নির্ম্মাতার আঙ্গুলহাড়া রোগ জন্মে। ফিরম-ফস প্রতি ২ ঘণ্টান্তর ব্যবহার করায় বিশেষ উপশম জন্মে এবং রোগিণী রোগমুক্ত হইয়াছেন মনে করিয়া পুনরায় পূর্ব্ববৎ সেলাইয়ের কাজ করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। হস্তের অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে রোগ পুনঃ প্রত্যাবৃত্ত হয়। এখন ফিরম-ফস না দিয়া সিলিশিয়া ব্যবস্থা করা হয়। ইহাতেই রোগ আরোগ্য হয়, আর প্রত্যাবৃত্ত হয় নাই।

---

# Fever, Simple—ফিভার, সিম্পল।
## সামান্য জ্বর।

( কারণ )

রক্তস্থ ফিরম-ফসফরিকম নামক পদার্থ অক্সিজেন সংগ্রহ করিয়া থাকে। এই অক্সিজেন দ্বারাই শরীরের সমস্ত বিধান ( টিস্থ ) পরিপোষিত হইয়া থাকে। কোনও কারণে দেহস্থ রক্তে এই ফিরম-ফসফরিকেমের ন্যূনতা

ঘটিলে দেহস্থ বিধান সমূহে পর্য্যাপ্তরূপে অক্সিজেন সরবরাহ করিবার নিমিত্ত রক্ত স্বাভাবিক গতি অপেক্ষা দ্রুততর সঞ্চালিত হয় ( কেননা, ইহা সহজেই অনুমেয়, যে কাজ কোনও নির্দ্দিষ্ট সময়ে সম্পন্ন করিতে দশজন লোকের প্রয়োজন তাহা তদপেক্ষা কম লোকের সেই সময়েই সম্পন্ন করিতে হইলে নিশ্চয়ই দ্রুততর কার্য্য করার প্রয়োজন )। রক্ত, এই কারণে দ্রুততর সঞ্চালিত হওয়ায় ধমনী সকলের সহিত সংঘর্ষণে উত্তাপ বৃদ্ধি হয়। এই উত্তাপই জ্বর নামে অভিহিত হইয়া থাকে। রক্তকে দ্রুততর সঞ্চালিত করিতে হইলে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াও দ্রুততর হওয়া আবশ্যক। হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া দ্রুততর হওয়ায়, নাড়ীর বেগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং হৃৎপিণ্ডের দ্রুত ক্রিয়া নিবন্ধন শারীরিক দুর্ব্বলতা উপস্থিত হয়।

পূর্ব্বোল্লিখিত ফিরম-ফসফরিকমের অভাব কখন বা মুখ্যরূপে (directly) এবং কখন বা গৌণরূপে ( indirectly ) হইয়া থাকে। কোনও প্রকার প্রাদাহিক পীড়ায় ইহার অভাব মুখ্যরূপেই হইয়া থাকে। তখন ফিরম-ফস ফরিকমই একমাত্র ঔষধ। যথা সময়ে এই ফিরম-ফসফরিকমের অভাব পরিপূরিত না হইলে শীঘ্রই আবার দেহে কালী-মিউরিয়েটিকমের অভাব ঘটে। কেননা, দেহে প্রত্যেক লাবণিক পদার্থের এরূপ সম্বন্ধ যে, যদি ইহার কোনও একটীর অভাব ঘটে, তবে উহা তৎক্ষণাৎ অপর কোনও সম্বন্ধযুক্ত লাবণিক পদার্থ হইতে অংশ বিশেষ গ্রহণ করিয়া থাকে। এইরূপে প্রথম অভাবটী যথাসময়ে পরিপূরিত না হইলে, দেহে নানা প্রকার লাবণিক পদার্থের অভাব হেতু নানা উপসর্গ প্রকাশ পাইয়া থাকে। এইরূপে ক্রমে জ্বর হইতে প্লীহা, যকৃতাদির বিকৃতি ও বিবৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে।

দ্বিতীয়তঃ, গৌণরূপে ফিরম-ফসফরিকমের অভাবের কথা :—নেট্রম-সলফের বর্ণনাকালে উল্লেখিত হইয়াছে যে, ইহার অর্থাৎ নেট্রম-সলফের সাহায্যেই জল সমস্ত বিধানে পরিব্যাপ্ত ও উদ্বৃত্ত জল দেহ

হইতে নিঃসারিত হয়। গ্রীষ্মকালে. সূর্য্যোত্তাপে সমুদ্র, হ্রদ, নদী, পুষ্করিণী প্রভৃতি হইতে জল বাষ্পীভূত হইয়া বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইয়া বায়ুর জলীয় বাষ্পের ( water vapour ) পরিমাণ বর্দ্ধিত করে। নিঃশ্বসিত বায়ুর সহিত প্রথমতঃ এই জলীয় বাষ্প ফুসফুসে, অনন্তর রক্তবহা নাড়ীতে প্রবেশ করে। রক্তস্থ নেট্রম-সলফের সহিত অক্সিজেনের, এবং অক্সিজেনের সহিত জলের নৈকট্য আকর্ষণী সম্বন্ধ আছে। একারণ, সুস্থদেহে মুখ্যতঃ নেট্রম সলফের সাহায্যেই দেহস্থ জল শীঘ্রই অপসারিত হইয়া থাকে। কিন্তু যদি রক্তে অত্যধিক পরিমাণে জলীয় ভাগ বৃদ্ধি হয়, এবং নেট্রম সলফ নিঃশ্বসিত বায়ুর সহিত যথেষ্ট অক্সিজেন না পাওয়া বশতঃ এই অতিরিক্ত জল দূরীকরণে অসমর্থ হয় তবে রক্তে অক্সিজেনের পরিমাণ হ্রাস হইয়া পড়ে। এখন কাজে কাজেই নেট্রম-সলফ রক্তস্থ ফিরম-ফসফরিকম হইতে অংশ বিশেষ গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। সুতরাং স্পষ্টই দেখা গেল, রক্তে জলীয় ভাগের বৃদ্ধি হইলে এবং শীঘ্রই ঐ অতিরিক্ত জল দেহ হইতে অপসৃত না হইলে প্রথমে ফিরম-ফসফরিকমের অভাব ও তৎপর আবার অন্যান্য সল্ট যথা কালী-মিউর বা নেট্রম-মিউরের ও অভাব ঘটিতে পারে। একারণে, জ্বরে বাইওকেমিক চিকিৎসায় এই সকল টিশু রেমিডির প্রয়োজন।

এলোপ্যাথেরা জ্বর চিকিৎসা-কালে প্রায়শঃই কুইনাইন ব্যবহার করিয়া থাকেন। কুইনাইনে অতি অল্প পরিমিত ফিরম-ফস ও নেট্রম-সলফ দুইই আছে। কুইনাইনের এই দুই উপাদানই জ্বরের প্রকৃত ঔষধ, কিন্তু কুইনাইন নহে। কুইনাইনে, পূর্ব্বোক্ত দুই উপাদান ব্যতীত, আরও অন্যান্য দ্রব্য আছে। কুইনাইন একপ্রকার বিষ বিশেষ। অতিরিক্ত পরিমাণে কুইনাইন ব্যবহারের ফলে অধিকাংশ সময় বধিরতা ও অন্ধতা জন্মিয়া থাকে। বাইও-কেমিক চিকিৎসকেরা অভাবেরই পরিপূরণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা এরূপ কোনও ঔষধ ব্যবহার করেন না যদ্দ্বারা দেহের কোনও বিধানের ধ্বংস

সাধিত হয়। কি প্রকারে জ্বরাদিতে ঘর্ম্ম উৎপাদিত হয় তাহা কলেরার নিদান তত্ত্বে দ্রষ্টব্য।

## ( চিকিৎসা )

**ফিরম-ফস**।—সকল প্রকার জ্বরেরই ইহা প্রধান ঔষধ। দ্রুত নাড়ী, উচ্চ গাত্রোত্তাপ ইত্যাদি। প্রাতিশ্যায়িক, আমবাতিক বা প্রাদাহিক জ্বরে অপর কোনও ঔষধ ব্যবস্থেয় হইলে তাহার সহিত পর্য্যায়ক্রমে। জ্বরানুভব থাকিলে রোগের সকল অবস্থায়ই ইহা ব্যবহার্য্য।

**কালী-মিউর**।—ইহা জ্বরের দ্বিতীয় ঔষধ। জিহ্বায় গাঢ়, শ্বেতবর্ণের লেপ। কোষ্ঠবদ্ধতা।

**কালী-ফস**।—উচ্চ গাত্রোত্তাপ; দ্রুত, বিষম নাড়ী, স্নায়বিক উত্তেজনা ও দুর্ব্বলতা সংযুক্ত স্নায়বিক প্রকৃতির জ্বরে ফিরম-ফস সহ পর্য্যায়ক্রমে।

**কালী-সলফ**।—সন্ধ্যাকালে জ্বরের বা গাত্রোত্তাপের বৃদ্ধি। ফিরম-ফস ব্যবহার সত্ত্বেও যদি প্রচুর ঘর্ম্ম স্রাব না হয় তবে তৎসহ পর্য্যায়-ক্রমে ইহা ব্যবহার্য্য। রক্তের বিষ দুষ্টতা বিশিষ্ট জ্বর।

**নেট্রম-মিউর**।—চক্ষু অথবা নাসিকা হইতে জলবৎ স্রাব সংযুক্ত হে ফিবার। ফিরম-ফস সহকারে পর্য্যায় ক্রমে। পূর্ব্বাহ্ন ১০।১১ টার সময় জ্বরের উপস্থিতি।

# Fever Intermittent সবিরাম জ্বর।

## চিকিৎসা।

**নেট্রম-সলফ।**—সবিরাম জ্বরের সকল অবস্থায়ই এই ঔষধ উপযোগী। পৈত্তিক লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে ইহা প্রধান ঔষধ। ( কম্পজ্বর বিশিষ্ট রোগীর কখনও ডিম্ব দুগ্ধ, ঘোল, বসাময় এবং মৎস্য প্রভৃতি গুরুপাক দ্রব্য ভোজন করা কর্ত্তব্য নহে )।

**ফিরম-ফস।**· জ্বরলক্ষণে এবং অপরিপাচিত দ্রব্য বমন করিলে এই রোগের প্রধান ঔষধ নেট্রম-সলফ সহ পর্য্যায়ক্রমে।

**কালী-ফস**—অতিশয় দুর্ব্বলতা এবং প্রচুর ঘর্ম্ম লক্ষণ থাকিলে।

**কালী-মিউর।**—জিহ্বায় শ্বেত বা কপিশাভ শ্বেতবর্ণের লেপ থাকিলে অপর কোনও ব্যবস্থেয় ঔষধের সহিত পর্য্যায়ক্রমে দিবে।

**নেট্রম-মিউর।**—সবিরাম জ্বরে জলীয় লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে ইহা ব্যবস্থেয়। অতিশয় পিপাসা ও ওষ্ঠে জ্বর-স্ফোট। কুইনাইন অপব্যবহারের পর ইহা প্রয়োগ করিলে দেহ হইতে উহা বহির্গত হইয়া যায়।

**ম্যাগ্নেশিয়া ফস।**—পায়ের ডিমে খল্লী থাকিলে নেট্রম সলফ সহ পর্য্যায়ক্রমে।

**নেট্রম-ফস।**—সবিরাম জ্বরের সহিত অম্ল অথবা কৃমির লক্ষণ, যথা অম্লবমনাদি এবং নাক খুঁটা বর্ত্তমান থাকিলে।

**ক্যাল্ক-ফস।**—শিশুদিগের পুরাতন সবিরাম জ্বরে মধ্যে মধ্যে ইহা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

## চিকিৎসিত রোগী।

(১) ৩৮ বৎসর বয়স্ক এক ব্যক্তির জ্বরের শীতাবস্থায় ঘর্ম্ম, হস্ত-পদে ছিন্নকর বেদনা, কর্ণনাদ, শ্রুতিশক্তির ক্ষীণতা ও কপালে তীব্র বেদনা বিশিষ্ট শিরঃপীড়া ছিল। বেদনার সঙ্গেই জ্বর আসিত, রাত্রিতে অতিশয় ঘর্ম্মস্রাব হইত বটে কিন্তু তাহাতে তাপের লাঘব জন্মিত না। জিহ্বায় শ্বেত বর্ণের লেপ ও ক্ষুধামান্দ্যও ছিল। ২ ঘণ্টান্তর কালী-মিউর সেবনের ব্যবস্থা করা যায়। ইহাতে শরীরের বেদনা ও অবশতা ব্যতীত আর আর সকল লক্ষণই হ্রাস প্রাপ্ত হয় এবং অভ্যস্ত পাদ ঘর্ম্মের বিলোপ জন্মে। ইহা দেখিয়া প্রত্যহ ২ মাত্রা করিয়া ১ সপ্তাহ পর্য্যন্ত সিলিশিয়া ব্যবস্থা করা যায়। ইহার ফলে পাদ-ঘর্ম্ম পুনঃ প্রকাশিত হয় ও রোগীর যাবতীয় লক্ষণ তিরোহিত হয়।

(১) এক ব্যক্তির উচ্চ জ্বর (১০৪ ডিগ্রী), সর্ব্বাঙ্গীন দুর্ব্বলতা পেশীতে চর্ব্বণকর বেদনা, মাথাধরা ও ক্ষুধামান্দ্য ছিল। ফিরম-ফস ১২× ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু ইহাতে কোনও উপকারই লক্ষিত হয় নাই বরং রোগী আরও খারাপ অনুভব করে বলিয়া প্রকাশ করে। তখন উক্ত ঔষধই ৬× ক্রম ব্যবহার করায় অতি দ্রুত উপকার দর্শে।

(৩) ঢাকার সুবিখ্যাত সরকারী উকিল স্বর্গীয় রায় ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ বাহাদুরের ১৬।১৭ বৎসরের এক পুত্র জ্বর ও তৎসহ আমবাত রোগে শয্যাগত কাতর হয়। সহরের প্রধান ২ এলোপ্যাথিক ডাক্তার ও কবিরাজ দ্বারা প্রথম চিকিৎসা করান হয়, কিন্তু বিশেষ কোন ফল হয় নাই। ঘটনাক্রমে মদীয় বাইওকেমিক চিকিৎসার এই পুস্তক তাঁহার দৃষ্টি-পথে পতিত হয়। ইহার পূর্ব্বে বাইওকেমিক চিকিৎসার নামও তাঁহার শ্রুতি গোচর হইয়াছিল না। পুস্তকের ভূমিকা পাঠ করিয়া এই অভিনব চিকিৎসা প্রণালীতে তদীয় পুত্রের চিকিৎসা করণার্থ আমাকে আহ্বান করেন। রোগীর

স্থান বিকল্পশীল বেদনা ( যে বেদনা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে নড়িয়া চড়িয়া বেড়ায় ) সন্ধির স্ফীততা ও সন্ধ্যাকালে উপচয়, বিশেষতঃ প্রত্যহ সন্ধ্যাকাল হইতেই উত্তাপের বৃদ্ধি এবং জিহ্বায় হরিদ্রাবর্ণের লেপ এই সকল লক্ষণ দৃষ্টে পর্য্যায়ক্রমে ফির-ফস ১২× ও কালী-সলফ ৬×২ ঘণ্টান্তর সেবনের ব্যবস্থা করা হয়। প্রথম দিন ঔষধ সেবনেই সেদিন আর জ্বর আসে নাই এবং সন্ধির স্ফীততার ও অনেক লাঘব জন্মে। ৫।৭ দিন ঔষধ সেবনেই রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছিল।

(৪) ভাওয়াল সাতাইশ নিবাসী শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের ১৫।১৬ বৎসর বয়স্কা কন্যা প্রায় ১ বৎসর যাবৎ ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিতে থাকেন। প্লীহা ও যকৃৎ নাভির নিম্ন পর্য্যন্ত বাড়িয়া পড়িয়াছিল। পাণ্ডু বা কামলা প্রকাশিত হইয়াছিল। চক্ষুর শ্বেতমণ্ডল সম্পূর্ণ হরিদ্রাবর্ণ সর্ব্বাঙ্গীন শোথ, পিপাসা, পৈত্তিক অতিসার, আবার মধ্যে ২ কোঠবদ্ধ মুখক্ষত এবং স্বরভঙ্গও বিদ্যমান ছিল। দুপুর ১টা—২ টার সময় প্রত্যহ শীত হইয়া জ্বর আসিত এবং রোগিণীর সম্পূর্ণ অরুচিও বিদ্যমান ছিল। ঢাকার প্রধান প্রধান ডাক্তার কবিরাজ প্রায় ৫।৭ মাস পর্য্যন্ত ইহার চিকিৎসা করেন কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্রও ফল দর্শে নাই। রোগিণী যখন আমার চিকিৎসাধীনে আসেন তখন তাঁহার শীর্ণতা ও দুর্ব্বলতা এত অধিক ছিল যে তাহা দেখিয়া চিকিৎসায় কোন ফল হইবে তাহা কখনও মনে করি নাই। যাহাহউক, প্রথম দিন আমি তাঁহাকে ১ মাত্রা মাত্র আর্স ৩০ খাইতে দেই ও সিয়েনোথাস্ মূল অরিষ্ট প্লীহা ও যকৃতের উপর দিনে ৪ বার করিয়া মালিস করিতে ব্যবস্থা দেই। পরদিন গিয়া দেখি স্বরভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হইয়াছে এবং শোথও অনেকটা কমিয়াছে। তখন অন্য কোনও ঔষধ না দিয়া রোগিণীর চিত্তরঞ্জনার্থে দুইদিন ব্যবহারের জন্য ৪টী সুগার অব্ মিল্কের পাউডার দিয়া আসি। উক্ত ২দিন পর আবার রোগিণীকে দেখিতে যাই।

তখন নেট্রম-সলফ ৬x ( ৪ গ্রেণ মাত্রায় ) দিনে ৩বার করিয়া সেবন, ৩'৪ দিন পর পর ১ দিন করিয়া আর্স ৩০ সেবন এবং প্রত্যহ সিয়োনাথাস মালিসের ব্যবস্থা দেওয়া হয়। ইহাতে ৩ সপ্তাহ মধ্যে রোগিণী সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছিলেন। প্লীহা ও যকৃৎ এই অল্পসময়ের মধ্যেই স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল। ইহা দেখিয়া সকলেই চমৎকৃত হইয়াছিলেন।

## Fever Typhoid—টাইফয়েড ফিবার, সন্নিপাত জ্বর।

**ফিরম ফস**।—প্রারম্ভাবস্থায় শীত ও উত্তাপ প্রভৃতি লক্ষণে। যতক্ষণ প্রাদাহিক অবস্থা বিদ্যমান থাকে ততক্ষণ অপর কোন ব্যবস্থেয় ঔষধের সহিত পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য। অতিশয় দুর্ব্বলতা ও রক্তস্রাব।

**কালী মিউর**।—সান্নিপাতিক জ্বরের ইহা প্রধান ঔষধ। ফিরম-ফসের সহিত পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য। জিহ্বায় শ্বেত বা কটাবর্ণের লেপ বা পাতলা পীতাভ মলস্রাব। উদরের স্ফীততা ও অতিশয় স্পর্শানুভব।

**কালী-সলফ**।—সন্ধ্যার প্রাকালে রোগ ও উত্তাপের বৃদ্ধি, মৃদু বেগ বিশিষ্ট ( ধীর ) নাড়ী ( কালী-ফস )। রক্তের বিষদুষ্টতা।

**কালী-ফস**।—প্রচণ্ড প্রলাপ বা উন্মত্ততা সূচক লক্ষণের বিদ্যমানতা ও অতিশয় দুর্ব্বলতা। দুর্গন্ধি মলস্রাব, নিদ্রাহীনতা, শ্বাস-প্রশ্বাসে অতিশয় দুর্গন্ধ, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার অতিশয় দুর্ব্বলতা। মলাবৃত দন্ত। বাসি সরিষা বাটার ন্যায় লেপ বিশিষ্ট, শুষ্ক জিহ্বা। জিহ্বা উপরতালুতে লাগিয়া থাকে; জিহ্বার শুষ্কতা বশতঃ কথার অস্পষ্টতা।

**নেট্রম-মিউর**।—জলবৎ পদার্থ বমন, জিহ্বার পরিশুষ্কতা, অঙ্গের স্পন্দন, নিদ্রালুতা, মৃদুপ্রলাপ ও অচৈতন্য প্রভৃতি উৎকট লক্ষণের বিদ্যমানতা।

**ক্যাল্ক-ফস**।—আরোগ্যোন্মুখাবস্থায় ক্ষয়িত টিশুর পুনর্নির্ম্মাণের নিমিত্ত রোগের ভোগ কালে মধ্যে মধ্যে এই ঔষধ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

**ডাঃ চ্যাপম্যান** সান্নিপাতিক জ্বরের চিকিৎসা কালে গুহ্যদ্বারে প্রভূত গরম জলের পিচকারী দিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করেন। উচ্চগাত্রোত্তাপ, দ্রুত নাড়ী ও রোগের গতি ক্রমশঃ খারাপ হইতে থাকিলে গুহ্যদ্বারে গরম জলের পিচকারী প্রদান করিলে চমৎকার ফলদর্শে। কোষ্ঠ কাঠিন্য বা উদরাময় বিদ্যমান থাকিলেও ইহাদ্বারা বিলক্ষণ উপকার দর্শে।

এই রোগে ফিরম-ফস ও কালী-মিউর ৩× পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করিয়া অতি উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া গিয়াছে। জিহ্বায় bown coating থাকিলে বিশেষতঃ প্রলাপের বিদ্যমানতায় ও রোগের সাংঘাতিকতায় কালী-ফস ৩× প্রয়োগ করিবে। জিহ্বায় পীতবর্ণ চক্ চকে লেপ থাকিলে ম্যাগ-ফস ও ন্যাট-ফস এবং আরোগ্যোন্মুখ অবস্থায় ক্যাল্ক-ফস প্রয়োগ করিলে অতিশয় সুফল পাওয়া যায়।

# Fever, Puerperal পিউরপারেল ফিবার

# সূতিকা জ্বর।

( গর্ভ ও প্রসব-বেদনা দ্রষ্টব্য )

# Fever, Yellow ইয়্যালো ফিবার, পীতজ্বর।

## ( চিকিৎসা )

**ফিরম-ফস।**—জ্বর থাকিলে এই রোগের প্রধান ঔষধ নেট্রম-সলফের সহিত পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য।

**নেট্রম-সলফ।**—সবুজাভ পীত, কটা অথবা কৃষ্ণাভ পদার্থ বমন। ভয়ঙ্কর পৈত্তিক লক্ষণের বিদ্যমানতা। ইহা এই রোগের প্রধান ঔষধ। লক্ষণের সাদৃশ্যে অপর কোনও ঔষধ ব্যবস্থেয় হইলে উহার সহিত পর্য্যায়ক্রমে দিবে।

# Fistula Ano—ফিষ্টুলা-য়্যানো, ভগন্দর, মলদ্বারে নালী-ক্ষত।

মলদ্বারের দুই অঙ্গুলি পরিমাণ স্থানের মধ্যে একপ্রকার নালী-ঘা জন্মিলে তাহাকে ভগন্দর বলে; ভগন্দর তিন প্রকারের। যথা—(১) মলদ্বারের অভ্যন্তরের সহিত সংলগ্ন (এই প্রকার নালী ঘা হইতে মল, শ্লেষ্মা ও বায়ু নিঃসৃত হয়), (২) মলদ্বারের বা সরলান্ত্রের সহিত অসংলগ্ন; (৩) বাহিরের ত্বকের সহিত অসংলগ্ন। এই প্রকার ঘা সহজে শুকায় না। যক্ষ্মা ও বহুমূত্রগ্রস্ত রোগীদের অনেক সময় ভগন্দর হইতে দেখা যায়।

**ক্যাল্ক-ফস।**—এই রোগে অস্ত্র চিকিৎসা হইয়া থাকিলে তৎপর ব্যবহার্য্য। ভগন্দরের সহিত বক্ষোলক্ষণের বিদ্যমানতা, গুহ্যদ্বারে জ্বালা ও

দপ্ দপ্। গুহ্যদ্বারাভিমুখে কোনও ভারী বস্তু প্রচাপিত হইতেছে এরূপ অনুভব। প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিবার পর মলদ্বারে ক্ষতবৎ বেদনা।

**সিলিশিয়া**।—ভগন্দরের সহিত বক্ষোলক্ষণের বিদ্যমানতা। ভ্রমণকালে সরলান্ত্রে তীব্র সূচী-ভেদবৎ বেদনা। উদর বেদনা, উষ্ণতায় উহার উপশম। ক্ষতে পূয সঞ্চয়। ( এই দুই ঔষধ পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করায় বহু রোগী আরোগ্য হইয়াছে )।

# Gall stone—গল ষ্টোন, পিত্তশিলা।

পিত্ত কোষের (Gall-bladder) ভিতর পিত্ত-রস জমিয়া প্রস্তারাকার ধারণ করিলে তাহাকে পিত্তশীলা বা পাথরি বলে। এই শীলা বালুকণার ন্যায়, মটর প্রমাণ অথবা কপোত বা কুক্কুটের অণ্ডের ন্যায়ও বড় হইয়া থাকে। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকদিগের মধ্যেই এই পীড়ার আধিক্য দৃষ্ট হয়। পাথরি যতদিন পিত্তকোষের মধ্যে থাকে ততদিন বিশেষ কোন উপদ্রব থাকেন; মধ্যে ২ পেটে ঈষৎ বেদনা অনুভব হয় মাত্র। কিন্তু পাথরি পিত্ত-প্রণালীর মধ্য দিয়া বাহির হইবার কালেই সহসা অসহ্য বেদনা হইয়া থাকে। দক্ষিণ কুক্ষিদেশে এই বেদনা অনুভূত হয় ও তথা হইতে উদরের বাম দিকে সঞ্চারিত হয়। পিত্তশিলার বেদনা সহসা উপস্থিত হয় কিছুক্ষণ অবিরাম ভাবে থাকে ও সহসা তিরোহিত হয়। পাথরি যতই বড় হয়, বেদনার ততই তীব্রতা জন্মে। কিন্তু উহা ছোট হইলে পিত্তস্রাব বন্ধ হয় না বটে কিন্তু উহার প্রতিবন্ধকতা বশতঃ ধীরে ধীরে পাণ্ডু বা কামলা এবং শোথ উৎপন্ন হয়।

### চিকিৎসা।

**ক্যাল্ক ফস**।—শিলার পুনরুৎপত্তি নিবারণার্থে; পৈত্তিক ধাতুর রোগীদিগের বাতের প্রবণতা থাকিলে তাহাদিগের রোগে **নেট্রম সলফের** সহিত পর্য্যায়ক্রমে। যকৃৎ-প্রদেশের বেদনায় নেট্রম সলফ অবশ্য ব্যবহার্য্য।

**ম্যাগ্নেশিয়া ফস**।—অতিশয় বেদনা ও আক্ষেপ (Spasm) থাকিলে। এই রোগে ক্যাল্ক ফস ৬× ও ম্যাগ-ফস ৬× একত্রে উষ্ণজলে গুলিয়া নেট্রম-সলফের সহিত পর্য্যায়ক্রমে ঘন ঘন প্রয়োগ করিলে সত্বর বেদনা বিদূরিত হইয়া থাকে। (কলিক দ্রষ্টব্য)।

## Gastric derangements—গ্যাষ্ট্রিক ডিরেঞ্জমেণ্টস, আমাশয়ের রোগ, পাকস্থলীর রোগ।

### (চিকিৎসা)

**ফিরম ফস**।—আমাশয়ের স্ফীততা, অতিশয় বেদনা ও স্পর্শানুভবতা সংযুক্ত আমাশয় প্রদাহ। অপরিপাচিত ভুক্তদ্রব্য বমন; শীতল পানীয় গ্রহণে বা আমাশয়-প্রদেশে উষ্ণ সেক প্রদানে বেদনার উপশম; সান্নিপাতিক জ্বরের প্রারম্ভাবস্থায় উদরাময়ের বিদ্যমানতা থাকিলে ইহা অতিশয় ফলপ্রদ; উদরাধ্মান (স্ফীততা) সহকারে ভুক্ত পদার্থের স্বাদ বিশিষ্ট উদ্গার; আরক্ত ও উত্তপ্ত মুখমণ্ডল সহকারে অগ্নিমান্দ্য; আমাশয় প্রদেশে

স্পর্শ সহ্য হয় না ; জিহ্বার লেপ দৃষ্টে অন্য যে ঔষধ ব্যবস্থেয় হয় তাহার সহিত পর্য্যায়ক্রমে ব্যবস্থেয় ; অগ্নিমান্দ্য সহকারে আঘাতিত বা দপ দপ কর বেদনা ; পরিষ্কার জিহ্বা ; ক্ষুধাহীনতা সহকারে জ্বরানুভব।

**কালী-মিউর**—সকল প্রকার আমাশয়ের বা পিত্তস্রাবের বিশৃঙ্খলায় জিহ্বায় শ্বেত বা পাংশুটে শ্বেত বর্ণের লেপ থাকিলে, বিশেষতঃ এই লেপ প্রাতঃকালে দৃষ্ট হইলে ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ ; অপাক সহকারে যকৃৎ প্রদেশে বেদনা ও গুরুত্ব ; শ্বেত লেপাবৃত জিহ্বা ; প্রলম্বিত অক্ষিগোলক। অতিশয় উষ্ণ পানীয় গ্রহণের ফলে আমাশয়-প্রদাহ জন্মিয়া থাকিলে অবিলম্বে এই ঔষধ প্রদান করা কর্ত্তব্য ; যকৃতের ক্রিয়ার স্তব্ধতা সহকারে উদরাধ্মান ; বসাময় বা গুরুপাক দ্রব্য ভোজনের পর অসুস্থতানুভব। কোষ্ঠবদ্ধ সংযুক্ত অগ্নিমান্দ্য।

**নেট্রম-ফস**।—অম্ল ঢেকুর ; জিহ্বার পশ্চাদ্ভাগে, তালু ও তালুমূলে পাতলা, আর্দ্র সরের ন্যায় হরিদ্রাবর্ণের লেপ ; মুখের অম্লস্বাদ ; অম্লগন্ধি ঢেকুর ; আমাশয়ের ক্ষত ; আহারের পর অম্ল ঢেকুর সহকারে বেদনা ; হৃদ্দাহ (ফির-ফস সহ পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য) ; অম্ল অথবা কৃমি জনিত আমাশয়ের বেদনা ; অম্ল লক্ষণ সহকারে ক্ষুধাহীনতা।

**নেট্রম-মিউর**।—অজীর্ণতা সহকারে মুখপ্রসেক (মুখে জল উঠা) ; মুখে জল সঞ্চয় সহকারে আমাশয়ে বেদনা অথবা পরিষ্কার, ফেণিল, জলবৎ পদার্থ বমন ; কোষ্ঠবদ্ধ সংযুক্ত অজীর্ণতা।

**ক্যাল্ক ফস**।—সকল প্রকারের অজীর্ণতায়ই মধ্যে মধ্যে এই ঔষধ প্রদান অতিশয় উপকারী ; ইহা ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ করিতে বিশেষ সাহায্য করে ; যৎসামান্য আহারের পর বা যৎকিঞ্চিৎ ঠাণ্ডা পানীয় গ্রহণের পর উদরে বেদনা জন্মিলে এবং অম্ল লক্ষণ বিদ্যমান না থাকিলে ইহা অতিশয় ফলপ্রদ। আমাশয়ের অত্যধিক বায়ু সঞ্চিত হইলে ইহা প্রায় অমোঘ।

**কালী ফস।**—আহারের পরই আবার ক্ষুধানুভব; সান্নিপাতিক জ্বর বা অপর কোন ক্ষয়কর রোগের পর কুকুরের মত ঘন ক্ষুধা; ভয় বা উত্তেজনা বশতঃ আমাশয়ে বেদনা।

**কালী-সলফ।**—আঠা আঠা, পীত লেপাবৃত জিহ্বা সহকারে অজীর্ণতা; আমাশয়-প্রদেশে পূর্ণতা ও গুরুত্বানুভব সহকারে অগ্নিমান্দ্য; আমাশয়ে বেদনা ও মুখে জল সঞ্চয় সহকারে অপাক জন্মিলে এবং নেট্রম-মিউর বা কালী-মিউরে কোন ফল না দর্শিলে ইহা ব্যবহার্য্য; শূল বেদনার ন্যায় উদর বেদনা।

**ম্যাগ্নেশিয়া ফস।**—আমাশয়ে আক্ষেপিক বেদনা ও পরিষ্কার জিহ্বা। আমাশয়ে মোচড়ানবৎ বেদনা; বায়ু উদ্গারিত হয়, কিন্তু তাহাতে কিছুই উপশম হয় না। আমাশয়ে চর্ব্বণবৎ বেদনা। আমাশয়ের স্নায়ু-শূল, উষ্ণ পানীয় গ্রহণে ইহার উপশম।

**নেট্রম-সলফ।**—পৈত্তিক লক্ষণ সহকারে আমাশয়ের বিশৃঙ্খলা, মুখের তিক্তস্বাদ, তিক্ত জলীয় পদার্থ বমন, জিহ্বায় সবুজাভ কটা বা সবুজাভ পাংশুটে বর্ণের লেপ। কৃষ্ণবর্ণ পিত্ত মিশ্রিত মল; প্রাতে মুখের তিক্তস্বাদ সহকারে আমাশয়ের বিশৃঙ্খলা। যকৃতে সূচিভেদ বা চিড়িক-মারার ন্যায় বেদনা।

## চিকিৎসিত রোগী

(১) এক যুবকের অস্বাভাবিক ক্ষুধা ছিল। তাহার এত ক্ষুধার উদ্রেক হইত যে প্রায় প্রতি ঘণ্টায়ই কিছু না কিছু খাইবার আবশ্যক হইত। কিন্তু এরূপ আহার করা সত্ত্বেও সে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও ক্লান্তি অনুভব করিত। জিহ্বা পরিষ্কার ছিল এবং মল-মূত্রও স্বাভাবিক ছিল। মাত্র ২ দিন কালী-ফস সেবনেই রোগী ভাল হইয়াছিল।

(২) এক ব্যক্তির কেমন এক রকমের আশ্চর্য্য রোগ দেখা দেয়। কোন প্রকার অম্ল (acid food) আহার্য্য গ্রহণের পরই তাহার ভয়ঙ্কর কম্প হইয়া জ্বর উপস্থিত হইত এবং পরে দৌর্ব্বল্যকর প্রভূত ঘর্ম্মস্রাব হইত। নেট্রম-মিউর ব্যবস্থা করা হয়। ১৪ দিন পর রোগী সংবাদ দেয় যে তাহার আর পূর্ব্বোক্ত প্রকারের উপসর্গ উপস্থিত হয় নাই। উহার পর হইতেই অম্ল পদার্থে তাহার আর কোন অসুখ জন্মে নাই।

(৩) আর এক ব্যক্তির আহারের পরই আমাশয়ে (ষ্টমাক) বিরক্তিকর জ্বালা জন্মিত এবং পুনরাহারের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উহা বিদ্যমান থাকিত। আহারের ২।১ ঘণ্টা পরেই বেদনা বাড়িত, জিহ্বায় ফিকে ধূসর বর্ণের লেপ ছিল ; স্বাদের কোন প্রকার বৈলক্ষণ্য ছিলনা ; বাহ্যি স্বাভাবিকরূপ হইত, পিপাসা ছিলনা। পূর্ব্ববর্ণিত জ্বালা এত কষ্টদায়ক ছিল যে, তজ্জন্য তাহাকে রাত্রে জাগরিত থাকিতে হইত। নেট্রম-ফস ব্যবহারে রোগী ভাল হয়।

(৪) জনৈক ৪৪ বৎসর বয়স্ক জমিদারের নিম্নোল্লিখিত লক্ষণ ছিল। যথা :—(১) মুখে প্রায় সর্ব্বদাই পিত্তের ন্যায় স্বাদ অনুভব (২) জিহ্বায় দধির ন্যায় লেপ ও উহার তিক্তাস্বাদ (৩) দিবসে, বিশেষতঃ আহারের পর বাষ্পোদ্গার, উহার তিক্তস্বাদ বা স্বাদশূন্যতা, (৪) ত্বকের পাণ্ডুরতা, (৫) ক্ষুধা এবং পিপাসার অভাব, (৬) বিয়ার মদিরা, যাহা তাহার প্রিয় পানীয় ছিল তাহাতে বিতৃষ্ণা, (৭) সহজেই কম্পের উৎপত্তি, (৮) মস্তিষ্কের ক্রিয়ারও কতকটা বৈষম্য এবং এক চক্ষুর উপর সর্ব্বদা গুরুভারের ন্যায় চাপানুভব, (৯) মল স্বাভাবিক, কিন্তু খাদ্যের স্বল্পতা হেতু মলেরও স্বল্পতা। এই রোগীকে হোমিওপ্যাথিক মতে নক্স ও পলসেটিলা দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হয় নাই। দিনে তিন মাত্রা করিয়া নেট্রম-সলফ ৬× সেবনের ব্যবস্থা করা হয়। ইহাতে ম্যাজিকের ন্যায় ফল দর্শিয়াছিল।

(৫) ৭০ বৎসর বয়স্ক জনৈক বৃদ্ধের পুরাতন অগ্নিমান্দ্য রোগ ছিল। তাহার চেহারা অতিশয় শীর্ণ ও পাণ্ডুর ছিল; ক্ষুধা মাত্রই হইত না। অতিশয় অস্থিরতা ছিল। বাহ্যি পরিষ্কার হইতনা—সময়ে পাতলা, সময়ে কঠিন হইত; জিহ্বায় পিঙ্গলাভ হরিদ্রাবর্ণের (brownish yellow) লেপ, মুখে তিক্তাস্বাদ, চক্ষুর শ্বেত মণ্ডলের নীলাভ-শ্বেত বর্ণ, ত্বকের কুঞ্চিততা এবং আহারের পর পাকস্থলীপ্রদেশে জ্বালাকর বেদনা বিদ্যমান ছিল। রোগীর লক্ষণ সমূহের বিষয় চিন্তা করিয়া পরিপোষণের (assimilation) অভাবই তাহার রোগের কারণ স্থির করিয়া নেট্রম-সলফ ৬x দিনে তিন বার আহারের পূর্ব্বে সেবনের ব্যবস্থা দেওয়া হয়। এই ঔষধ ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে স্নায়ু শক্তি বর্দ্ধনের নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে কালী-ফস ৬x ও দেওয়া হইত। প্রায় তিন সপ্তাহেই রোগীর যাবতীয় লক্ষণ বিদূরিত হইয়াছিল।

# Glandular Affections.

## গ্ল্যাণ্ডিউলার য়্যাফেকসন্স-গ্রন্থির রোগ।

### (চিকিৎসা)

**কালী-মিউর।**—গ্রন্থি অতিশয় কঠিনাকার ধারণ না করিলে ইহা প্রধান ঔষধ। স্ক্রফিউলা-দোষ বশতঃ গ্রন্থির বিবৃদ্ধি। কণ্ঠ ও গলগ্রন্থির স্ফীততা, মংস্পস; গ্রন্থির সকল প্রকারের স্ফীততায়ই ইহা আভ্যন্তরিক ও বাহ্য প্রযুজ্য।

**ক্যাল্ক-ফ্লোর**।—গ্রন্থির প্রস্তরের ন্যায় কঠিন স্ফীততা থাকিলে কালী-মিউরের সহিত পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার্য। স্ত্রীলোকদিগের স্তন-গ্রন্থির কঠিনতা। গ্রন্থির পুরাতন প্রদাহ ও অতিশয় কঠিনতা।

**নেট্‌ম-মিউর**।—গ্রন্থির স্ফীততা সহকারে অতিশয় জলীয় লক্ষণ, যথা—প্রভূত লালাস্রাবাদি বিদ্যমান থাকিলে ইহা সবিশেষ উপযোগী। জলীয় লক্ষণ সহ লিম্ফেটিক গ্রান্থর স্ফীততা। বসা-স্রাবী গ্রন্থির ( Sebaceous glands ) স্ফীততা, মংস্পস, গল-গণ্ড।

**ফিরম-ফস**।—গ্রন্থির তরুণ স্ফীততায় জ্বর ও বেদনার উপশমার্থ।

**ক্যাল্ক ফস**।—গ্রন্থির পুরাতন স্ফীতভায় ইহা প্রধান ঔষধ। গলগণ্ডের ইহা প্রধান ঔষধ। স্ক্রফিউলা ধাতুর রোগীদের গ্রন্থির স্ফীততা।

**সিলিশিয়া**।—স্ফীত গ্রন্থির পাকিবার উপক্রমে এই ঔষধ প্রদান করিলে শীঘ্র শীঘ্র পূযোৎপন্ন হয়। স্ক্রফিউলা ধাতু।

**ক্যাল্ক-সলফ**।—অতিরিক্ত পূযস্রাব নিবারণার্থ।—ক্ষত প্রান্তের কঠিনতা থাকিলে ক্যাল্ক-ফ্লোর প্রয়োজন।

**নেট্‌ম-ফস**।—গলগণ্ডের সহিত জিহ্বা লক্ষণ ও অম্ল-লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে ইহা ব্যবস্থেয়।

( স্ক্রফিউলা দ্রষ্টব্য )

## ( চিকিৎসিত রোগী )

(১) এক ব্যক্তির গল-গ্রন্থির ( cervical glands ) পুরাতন বিবৃদ্ধি ছিল। গ্রন্থি সমূহের এরূপ স্ফীততা জন্মিয়াছিল যে এজন্য গলা নাড়িতে চাড়িতে প্রায় অসামর্থ্য জন্মিয়াছিল। এলোপ্যাথিক মতে ইহার

যত রকমের চিকিৎসা হইতে পারে তাহা বাকী ছিল না। নেট্রম-সলফ ৩x প্রতি ২ ঘণ্টান্তর ৬সপ্তাহ কাল সেবনেই রোগ সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইয়াছিল।

# Goitre—গলগণ্ড, ঘ্যাগ।

## ( চিকিৎসিত রোগী )

(১) ১৩টী গলগণ্ডের রোগীকে নেট্রম-ফস ৩x প্রত্যহ ৩ বার করিয়া সেবনের ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছিল। ইহার প্রায় সকল রোগীরই ৩—৫ দিনে গলগণ্ড জনিত গুরুত্ব বা চাপ চাপ অনুভব ( pressure ) কমিয়া গিয়াছিল।

(২) এক ব্যক্তির গল-গ্রন্থি বাড়িয়া কবুতরের ডিম্বের ন্যায় বড় হইয়াছিল। কালী-মিউর সেবনে উহা অনেকটা কমিয়া গিয়া একপ্রকার বন্ধুর ( uneven ) কঠিনতা বিশিষ্ট স্ফীততা অবশিষ্ট ছিল। কিছুদিন ক্যাল্ক-ফ্লোর ব্যবহারে উহা একেবারে তিরোহিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহার কিছুদিন পর ঐ ব্যক্তির চক্ষুর শ্বেত-মণ্ডলের প্রদাহ জন্মে। তখন পুনরায় কালী-মিউর সেবনে উহা সারিয়া গিয়াছিল।

# Gonorrhœa—গনোরিয়া—প্রমেহ।

মূত্র-পথের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রদাহ (বেদনা ও স্ফীততা সংযুক্ত অবস্থা) জন্মিয়া স্রাব নিঃসৃত হইলে তাহাকে প্রমেহ বলে। প্রমেহ সংক্রামক রোগ। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই হইয়া থাকে। ঋতুমতী বা তীব্র প্রদরাদি স্রাবশীলা স্ত্রীসংসর্গ, অতি মৈথুন, প্রমেহগ্রস্ত ব্যক্তির বস্ত্র পরিধান বা তাহার উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ ও প্রমেহগ্রস্ত ব্যক্তির সহিত সংসর্গ প্রভৃতি নানা কারণে এই রোগ জন্মিতে পারে। অপবিত্র সংসর্গের তুই হইতে সপ্তম দিবসের মধ্যে রোগের লক্ষণ প্রথম প্রকাশ পায়। প্রথমতঃ রোগী লিঙ্গমুণ্ডে একপ্রকার বিশেষ কণ্ডুয়ন (চুলকানি) অনুভব করে। এই কণ্ডুয়ন লিঙ্গোত্থানকালে বর্দ্ধিত হইয়া প্রকৃত বেদনারূপে প্রকাশ পায়। মূত্র ত্যাগকালে এই বেদনা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় এবং রোগের বর্দ্ধিতাবস্থায় প্রায় অসহ্য হইয়া উঠে। রোগ-লক্ষণ প্রথম প্রকাশের ২।৩ দিন পর মূত্রনালী স্ফীত, আরক্ত ও আর্দ্র হইয়া উঠে, রেতঃবাহীনাড়ীতে ( Spermatic cord ) যে নাড়ী-গুচ্ছ দ্বারা অণ্ডদ্বয় ঝুলায়মান থাকে ) টনটনে ও আকর্ষণবৎ বেদনা জন্মে এবং মূত্র-ত্যাগের পর মূত্রপথে জ্বালা বোধ হয়। এই জ্বালা এবং মূত্রমার্গের স্ফীততা ও আরক্ততা দিন দিনই বর্দ্ধিত হয়। মূত্রমার্গ হইতে পূযবৎ যে স্রাব নিঃসৃত হয় তাহা প্রথমে স্বল্প, পাতলা, সাদা ও আঠা আঠা থাকে। উহা লাগিয়া মূত্র-পথ বুজিয়া থাকে ও কাপড়ে দাগ লাগে। লিঙ্গমুণ্ড স্পর্শে স্ফীত, উত্তপ্ত ও ব্যথিত বোধ হয়। রাত্রিতে নিদ্রিতাবস্থায় পুনঃ পুনঃ লিঙ্গোদ্গম হওয়ায় অত্যন্ত বেদনা জন্মে ও তজ্জন্য নিদ্রার ব্যাঘাত হয় (এই লিঙ্গোচ্ছাসকে কড়ি বলে)। সাত দিবস পর স্রাব অতিশয় বর্দ্ধিত, গাঢ়তর ও পীতাভ-শ্বেতবর্ণ ধারণ করে এবং মূত্রত্যাগ ও লিঙ্গোদ্গমকালে বেদনা চরম সীমায় উত্থিত হয়। এইক্ষণ বেদনা সমগ্র মূত্র-পথে অনুভূত হয়।

মূত্র-পথের এই প্রকার প্রবল প্রদাহ জন্য মূত্রনালী অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে ও মূত্রের ধারা বিভক্ত হইয়া প্রায়শঃই দ্বিধারে মূত্রস্রাব হয়। এই দ্বিতীয়াবস্থা সাত হইতে চৌদ্দদিবসকাল বর্ত্তমান থাকিতে পারে।

প্রাদাহিক লক্ষণ সকল হ্রাস পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে মূত্রত্যাগকালীন ও লিঙ্গোদ্গমকালীন যন্ত্রণা কমিতে থাকে, কখন কখন বা উহা একেবারেই থাকে না কিন্তু তখনও পূযস্রাবের কিছুমাত্র বিরাম না জন্মিয়া ক্রমে শ্বেতাভ আঠা আঠা ও রজ্জুবৎ আকার ধারণ করে।

রোগের এই শেষোক্ত লক্ষণ সমূহ শীঘ্র শীঘ্র আরোগ্য প্রাপ্ত না হইয়া কিছুদিন থাকিয়া গেলে তখন ইহাকে লালামেহ বা গ্লীট ( Gleet ) কহে।

## ( চিকিৎসা )

**কালী-মিউর** ৩x।—ইহা প্রমেহের প্রধান ঔষধ। এই রোগ কালে অঙ্গ-বিশেষের স্ফীততা থাকিলে ইহা প্রায় অমোঘ। গাঢ়, শ্বেত, বা পীতাভ শ্বেতবর্ণের পূয নিঃসরণ। [ লিঙ্গ টিপিয়া অভ্যন্তরস্থ পূয বাহির করিয়া ফেলা একান্ত অনুচিত; কেন না, ইহাতে প্রদাহ বৃদ্ধিপায় ও রোগারোগ্যে বিলম্ব ঘটে; সকল প্রকার শারীরিক পরিশ্রম সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয় ]।

**ফিরম ফস**।—প্রাদাহিক লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে অপর কোনও ব্যবস্থেয় ঔষধের সহিত পর্য্যায়ক্রমে দিবে।

**কালী ফস**।—লিঙ্গমুণ্ডের প্রদাহ ও স্ফীততায় এই ঔষধ আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক প্রযোজ্য। মূত্র-দ্বার দিয়া রক্তপাত।

**ক্যাল্ক-সলফ**।—রক্ত মিশ্রিত পূয বা পূযবৎ স্রাব নিঃসৃত হইলে এই ঔষধ ব্যবস্থেয়।

**নেট্রম-মিউর**।—পুরাতন প্রমেহে স্বচ্ছ, জলবৎ স্রাব নিঃসরণ; জলবৎ বিদাহী স্রাব, লালামেহ। প্রমেহের পুরাতন অবস্থায় জ্বালা যন্ত্রণা ব্যতীত অল্প অল্প স্রাব নিঃসরণ; ( ইহাকে লালামেহ বা গ্লীট বলে )। এই অবস্থায় ক্যাল্ক-ফস ও এই ঔষধ পর্য্যায়ক্রমে ব্যবস্থেয়। নাইট্রেট অব সিল-ভারের পিচকারী দেওয়া হইয়া থাকিলে ইহা তদ্দোষ নিবারণ করিয়া থাকে।

**ক্যাল্ক-ফস**।—প্রমেহ সহকারে নিরক্ততা। লালামেহে নেট্রম-মিউর সহ পর্য্যায়ক্রমে। স্বচ্ছ, আঠা আঠা, অণ্ডলালের ন্যায় স্রাব।

**নেট্রম সলফ**।—পুরাতন প্রমেহে গাঢ়, পীতাভ সবুজ বর্ণের স্রাব। প্রায় বেদনাহীনতা। ৩× ক্রম, প্রতি ঘণ্টায় প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। প্রষ্টেট গ্রন্থির বিবৃদ্ধি। আঁচিল।

**কালী-সলফ**।—আঠা আঠা, পীত সবুজাভ স্রাব। লালামেহ। পীতবর্ণ পূযস্রাব।

**সিলিশিয়া**।—দীর্ঘকাল স্থায়ী প্রমেহে গাঢ় দুর্গন্ধি পূযস্রাব। সর্ব্বদা শীত শীত অনুভব, এমন কি শ্রমকালেও লিঙ্গমুণ্ডের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রদাহ।

**নেট্রম ফস** ৩×। সুসলার তাঁহার পুস্তকের শেষসংস্করণে উল্লেখ করিয়াছেন যে এই রোগে ইহা সর্ব্বপ্রধান ঔষধ। আমরাও এই

---

রোগে পুনঃ পুনঃ ইহা ব্যবহার করিয়া এই বাক্যের সত্যতা উপলব্ধি করিয়াছি।

## ( চিকিৎসিত রোগী )

(১) ৭০ বৎসর বয়স্ক একব্যক্তির মূত্রনালী হইতে ২ বৎসর যাবৎ অল্প ২ পরিষ্কার শ্লেষ্মা ( mucus ) নির্গত হইতেছিল। প্রস্রাব ত্যাগকালে ভয়ঙ্কর জ্বালাকর ও খোঁচামারার মত বেদনা হইত। ক্যালী-সলফ,

ক্যালী-মিউর এবং নেট্রম-মিউর প্রয়োগ করা হইয়াছিল, কিন্তু উহাতে কোন ফল হইয়াছিল না। অবশেষে বেদনার প্রকৃতি দেখিয়া ম্যাগ-ফস ৬× ব্যবস্থা করা হয়। উহাতেই ১ মাসে রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়।

(২) একব্যক্তির ২ বৎসরের পুরাতন প্রমেহ ছিল। স্রাব পরিষ্কার, স্বচ্ছ ও অবিদাহী ( bland—অর্থাৎ এই স্রাব কোথাও লাগিলে চুলকাইতনা বা ক্ষত ও জ্বালা জন্মিতনা ) ছিল। এলোপ্যাথিকমতে Nitrate of Silver দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু উহাতে কোন উপকার দর্শিয়াছিল না। এই রোগীকে নেট্রম মিউর ২০০× প্রতি রাত্রে এক এক মাত্রা করিয়া দেওয়া যায়। ৩ সপ্তাহেই স্রাব একেবারে বন্ধ হইয়াছিল।

(৩) স্রাবের পীতাভ-শ্বেতবর্ণ ও লিঙ্গমুণ্ডের-পিছনদিকে মূত্র-নালীর অভ্যন্তরে বেদনা লক্ষণে কালী-মিউর ৩× সেবন এবং ৮ আউন্স জলে ১ গ্রেণ পটাস্ পার মেঙ্গানেটের পিচকারী প্রদান করিয়া ( প্রত্যহ ১ বার করিয়া ) ডাঃ মেয়ার কতকগুলি প্রমেহের রোগী আরোগ্য করিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা এইরূপ পিচকারী প্রদানের পক্ষপাতী নহি। ঠিক ঔষধ প্রযুক্ত হইলে কেবল আভ্যন্তরিক ঔষধ সেবনেই রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে। লিঙ্গমুণ্ডে স্রাব লাগিয়া না থাকে এজন্য ঈষদুষ্ণ জল দিয়া উহা বারবার ধুইয়া পরিষ্কার রাখিলেই যথেষ্ট।

# Gout — গাউট, সন্ধিবাত।

[ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধির বেদনাবিশিষ্ট এক প্রকার প্রাদাহিক পীড়া ]

( চিকিৎসা )

**নেট্রম-ফস**।—তরুণ ও পুরাতন সন্ধিবাতে প্রভূত অম্লগন্ধি ঘর্ম্ম নিঃসৃত হইলে ইহা সুব্যবস্থেয়।

**নেট্রম-সলফ**।—তরুণ রোগে ফিরম-ফস সহ পর্য্যায়ক্রমে। পুরাতন সন্ধিবাত। পদের সন্ধির তরুণ বা পুরাতন রোগ। ইহা এই রোগের প্রধান ঔষধ।

( রুমেটিজম দ্রষ্টব্য )।

# Hæmoptysis — হিমপ্টিসিস্, ফুসফুস হইতে রক্তস্রাব।

( রক্তস্রাব দ্রষ্টব্য )

---

# Headache — হেডেক, শিরঃপীড়া—মাথাধরা।

শিরঃপীড়া অপর কোনও রোগের একটী লক্ষণ মাত্র। সাধারণতঃ নিম্নলিখিত কয়েক প্রকারের শিরঃপীড়া দেখা যায়। যথা:—(১) মস্তিষ্কে রক্তসঞ্চয় জনিত ( কঞ্জেষ্টিভ হেডেক ), (২) আমাশয়িক বা সবমন

শিরঃপীড়া ( গ্যাষ্ট্রীক হেডেক ) (৩) গুল্মবায়ু জনিত শিরঃপীড়া ( হিষ্টিরিক হেডেক ), (৪) স্নায়বিক শিরঃপীড়া বা অর্দ্ধ শিরঃশূল ( হেমিক্রেনিয়া, নার্ভাস্ হেডেক ), (৫) আমবাতিক শিরঃপীড়া ( রুমেটিক হেডেক ), (৬) সর্দ্দিজনিত শিরঃপীড়া ( ক্যাটারেল হেডেক ) এবং (৭) মনোবিকার জনিত শিরঃপীড়া ( ইমোশন্যাল হেডেক )।

## চিকিৎসা।

**কালী-ফস**।—অতিরিক্ত মানসিক শক্তির পরিচালনা জনিত শিরঃপীড়া। মলিন, ক্রোধপ্রবণ ব্যক্তিদিগের শিরঃপীড়া। শিরপীড়ার আবেশের পর অতিশয় দুর্ব্বলতা। ছাত্র ও ক্লান্ত ব্যক্তিদিগের শিরঃপীড়ায় পরিপাকের বিশৃঙ্খলা না থাকিলে। বাসি সরিষা গোলার ন্যায় কপিশাভ পীতবর্ণের লেপাবৃত জিহ্বা। দুর্গন্ধি-শ্বাস-প্রশ্বাস। অতিশয় দুর্ব্বলতা ও ক্লান্তি সহকারে মস্তক-পৃষ্ঠে বেদনা এবং গুরুত্ব ( ফিরম-ফসের পরে )। স্নায়বীয় শিরঃপীড়া সহকারে চিন্তা করিতে অসমর্থতা, বলক্ষয় ও নিদ্রাহীনতা; সামান্য সঞ্চালনে উপশম। আমাশয়-প্রদেশে ক্লান্তি ও শূন্যতানুভব সহকারে শিরঃপীড়া ও তৎসহকারে পৈত্তিক লক্ষণের বিদ্যমানতা। শিরঃশূল সহকারে কর্ণে গুণ্ গুণ্ ও নানাপ্রকার স্নায়বিক লক্ষণের বিদ্যমানতা।

**ফিরম-ফস**।—মস্তকে রক্তের প্রধাবন বশতঃ শিরঃপীড়া। সূচবৎ, প্রচাপনবৎ বা চিড়িকমারাবৎ বেদনাবিশিষ্ট শিরঃপীড়া। সঞ্চালনে বা সম্মুখদিকে অবনত হইলে এই বেদনার বৃদ্ধি। মুখমণ্ডল ও চক্ষুর আরক্ততা। মস্তকে রক্তের প্রধাবন বশতঃ দপ্ দপ্ কর শিরঃপীড়া, শীতলতায় উহার উপশম। শিরঃপীড়া সহকারে অপরিপাচিত ভুক্তদ্রব্য বমন। মস্তক-ত্বকে স্পর্শ সহ্য হয় না। সন্ধির প্রদাহ বা

বাত সংযোগে শিরঃপীড়া ( পর্য্যায়ক্রমে নেট্রম্ সলফ ) সূর্য্যোত্তাপের বা ঠাণ্ডা লাগিবার কুফলে উৎপন্ন মাথাধরা। শিরঃপীড়া সহকারে কোনও ঔষধের বিশেষত্ব জ্ঞাপক মলাবৃত জিহ্বা থাকিলে পর্য্যায়ক্রমে সেই ঔষধ ব্যবহার করিবে।

**কালী-মিউর্।**—যকৃতের ক্রিয়ার বিশৃঙ্খলা সহকারে মাথাধরা, পাংশুটে শ্বেত লেপাবৃত জিহ্বা। দুগ্ধের ন্যায় শ্বেতবর্ণের শ্লেষ্মা বমন বা কাসিয়া তুলিয়া ফেলা।

**নেট্রম-মিউর্।**—মস্তকে গুরুত্ব সহকারে প্রভূত অশ্রুস্রাব। নাসিকা ও চক্ষু হইতে জলবৎ স্রাব নিঃসরণ। প্রচুর লালাস্রাব ও তৎসহকারে কোষ্ঠকাঠিন্য। শিরাপীড়া সহকারে নিদ্রালুতা, অতৃপ্তিকর নিদ্রা, জলবৎ স্বচ্ছ পদার্থ বমন। যৌবনোন্মুখ বালিকাদিগের অথবা এই ঔষধের পূর্ব্বোক্ত প্রকার বিশেষত্ব জ্ঞাপক লক্ষণ সংযুক্ত অনিয়মিত ঋতুকালীন শিরঃপীড়া। প্রাতঃকালীন শিরঃপীড়া, সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে এই বেদনার ক্রমে ক্রমে হ্রাস প্রাপ্তি।

**কালী-সলফ।**—উত্তপ্ত গৃহে বা সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি, ও শীতল বিমুক্ত বায়ুতে উপশম প্রাপ্ত হয় এরূপ শিরঃপীড়া।

**ম্যাগ্নেশিয়া ফস।**—হস্তকরণের ন্যায়, হুলবেধবৎ, তিরবিদ্ধবৎ অথবা খোঁচা মারার ন্যায় বেদনাবিশিষ্ট শিরঃশূল। এই প্রকার বেদনা থাকিয়া থাকিয়া উঠে। উত্তাপে উপশমিত ও শীতলতায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এরূপ শিরঃপীড়া। আমবাতিক শিরঃপীড়া। স্নায়বিক শিরঃপীড়া সহকারে চক্ষুর সম্মুখে স্ফুলিঙ্গ দর্শন। আক্ষেপিক বেদনা সহকারে শিরঃপীড়া, শীতল বাতাসে উহার বৃদ্ধি।

**ক্যাল্ক-ফস**।—মস্তকে শীতলতানুভব এবং স্পর্শেও উহার শীতলতা সংযুক্ত শিরঃপীড়া ( পর্য্যায়ক্রমে ফিরম ফস )। শীতল বা উষ্ণ বায়ু প্রয়োগে এই প্রকার বেদনার বৃদ্ধি। মস্তকে অবশতা ও শীতল সুড় সুড়ি সংযুক্ত শিরঃপীড়া। মস্তকের স্নায়ুশূলে ম্যাগ্নেশিয়া-ফস বিফল হইলে ইহা প্রয়োগ করিবে। প্রাপ্ত যৌবনাদিগের শিরঃপীড়া।

**নেট্রম-সলফ**।—পিত্ত বমন, মুখের তিক্তাস্বাদ, সবুজাভ কটাবর্ণের লেপাবৃত জিহ্বা প্রভৃতি পৈত্তিক লক্ষণসংযুক্ত শিরঃপীড়া। শিরঃপীড়া সহকারে উদর বেদনা ও পৈত্তিক মলস্রাববিশিষ্ট অতিসার, শিরোঘূর্ণন, মস্তকে গুরুত্ব। মস্তকশিখরে বা মস্তিষ্কের ভূমিদেশে প্রবল বেদনা।

**নেট্রম-ফস**।—গাঢ়, অম্ল দুগ্ধ গ্রহণের পরবর্ত্তী শিরঃপীড়া। প্রাতে নিদ্রা হইতে উঠিবার পরই মস্তক-শিখরে বেদনা ও তৎসহ জিহ্বার পশ্চাদ্ভাগে ও উপর তালুতে সরের ন্যায় পীতবর্ণের লেপ। অম্ল ঢেকুর বা অম্ল, জলবৎ স্বচ্ছ পদার্থ বমন। কপালে বা মস্তকপৃষ্ঠে বেদনা বিশিষ্ট শিরঃপীড়া। মস্তকে অতিশয় পূর্ণতানুভব। ফিরম-ফসের পর ব্যবহার্য্য।

**সিলিশিয়া**।—মস্তকত্বকে মটরের ন্যায় আকার বিশিষ্ট পীড়কা বা গুটিকা সহযোগে শিরঃপীড়া।

## চিকিৎসিত রোগী

(১) জনৈক ৫৫ বৎসর বয়স্কা রমণীর এরূপ তীব্র রন্ধ্র করণের ন্যায় বেদনা বিশিষ্ট শিরঃপীড়া জন্মিয়াছিল যে, তাহাতে সে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছিল। সে বলিত যে তাহার মস্তিষ্ক বিদীর্ণ হইয়াছে এবং যেন চক্ষুর ভিতরদিয়া উহা বাহির হইতেছে। এক প্রকার পীতাভ-কটা ( Yellowish brown ) পদার্থও তাহার চক্ষু হইতে ক্ষরিত হইতেছিল। কালী-ফস ৩x একমাত্রা দেওয়ার ম্যাজিকের ন্যায় ফল দর্শে। উহার ২ ঘণ্টা পর

আর একমাত্রা দেওয়ায় বেদনা সম্পূর্ণরূপে উপশমিত হয়। ইহার প্রায় ২ সপ্তাহ পর রোগিণীর এরূপ ব্যথা পুনঃ প্রকাশিত হয় কিন্তু এবার বেদনার তীব্রতা তত উগ্র ছিলনা। এখন আবার কালী ফস ৬× একমাত্র দেওয়া হয়। ঔষধ সেবন করার কিছুক্ষণ পর রোগিণী বলেন যে "এবার তাঁহাকে পূর্ব্বের ঔষধ নিশ্চয়ই দেওয়া হয় নাই। কেননা এবারকার ঔষধের ফল প্রায় অনুভবযোগ্যই নহে।" ইহা শুনিয়া অমনি কালী-ফল ৩× একমাত্রা দেওয়া হয়। রোগিণী তৎক্ষণাৎ উপশম বোধ করেন। ইহা হইতে এই শিক্ষা লাভ হইল যে, উচ্চতর বা উচ্চতম-শক্তির ঔষধই যে বেশী কার্য্যকরী তাহা নহে, বিশেষ বিশেষ ধাতুর রোগীর পক্ষে বিভিন্ন ক্রম উপযোগী হইয়া থাকে।

(২) ১৬ বৎসর বয়স্কা এক যুবতীর মধ্যে মধ্যে মাথা ধরিত। শিরঃপীড়া উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে পাকস্থলী-প্রদেশে জ্বালাকর বেদনা, মুখে তিক্তাস্বাদ ও দুর্ব্বলতা অনুভব হইত। এই সব পূর্ব্ববর্ত্তী লক্ষণ সাধারণতঃ রাত্রে বা প্রাতে প্রকাশ পাইত। শিরঃপীড়ার ভোগকালে রোগিণী কোন প্রকার কাজ কর্ম্মই করিতে সমর্থ হইত না। রোগের ভোগকালে কিছু পিত্ত বমন হইয়া পড়িলে তবে যাতনার শান্তি জন্মিতে থাকিত। নেট্রম-সলফ পুনঃ পুনঃ জলের সহিত মিশাইয়া কয়েকদিন সেবন করাইলে রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছিল।

(১) এক যুবতীর প্রতি মাসিক ঋতুকালেই ঋতুর দ্বিতীয় দিনে এক প্রকার ভেদনবৎ বেদনা বিশিষ্ট স্নায়বিক শিরঃপীড়া উপস্থিত হইত। মাথা-ধরার সময় তাঁহার কোন প্রকার শব্দ ( গোলমাল ) সহ্য হইতনা। কালী-ফস ব্যবস্থা করা হয়। ঔষধ সেবনের অব্যবহিত পরই প্রভূত পরিমাণ ঋতুস্রাব হইয়া মস্তকের যাতনার উপশম জন্মে।

(৫) ডাঃ Hawkins যখন কলেজে অধ্যয়ন করিতেন তখন প্রায়ই

তাঁহার শিরঃপীড়া জন্মিত। পৈত্তিক গোলযোগ এবং অতিরিক্ত অধ্যয়নই তাঁহার রোগের কারণ ছিল। বেদনার স্নায়ুশূলের ন্যায় প্রকৃতি ছিল এবং রোগের ভোগ কালে কর্ণে নানা প্রকার শব্দ শ্রুত হইত, দৃষ্টি দৌর্ব্বল্য জন্মিত, চক্ষুর সম্মুখে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দু দৃষ্ট হইত, কোন বিষয়ে স্থিররূপে মনঃসংযোগ করিতে পারিতেন না, সকলই এলোমেলো বোধ হইত; এতদ্ব্যতীত জিহ্বায় পীতাভ পিঙ্গল বর্ণের লেপ ও মুখের বিস্বাদ ছিল। কালী-ফস ৩ ঘণ্টান্তর সেবনের ব্যবস্থা করা হয়। ঔষধ সেবনের পর হইতেই বিশেষ উপশম বোধ করিতে থাকেন।

---

# Heart affections—হার্ট য়্যাফেক্‌সনস্

## হৃৎপিণ্ডের রোগ।

### চিকিৎসা।

**কালী-ফস**।—হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াবিকারজনিত সবিরাম দপ্ দপ্। স্নায়বীয়তা, দুর্ব্বলতা ও সহজে উত্তেজনশীলতাসংযুক্ত হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার সবিরামতা। আমবাতিক জ্বরের পর হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার দুর্ব্বলতা ও দপ্ দপ্। সকল প্রকার ক্ষয়কর জ্বরের পরবর্ত্তী দুর্ব্বলতায় ও নাড়ীর ক্ষীণতায় ইহা আর্সেনিক বা ডিজিটেলিসের সমকক্ষ। হৃৎপিণ্ডের দপ্ দপ্ সহকারে অস্থিরতা, বিষণ্ণতা, নিদ্রাহীনতা ও স্নায়ুমণ্ডলের অবসাদ। যে কোন কারণে সমুৎপন্ন মূর্চ্ছায় ইহা অতিশয় উপকারী।

**ফিরম-ফস**।—হৃৎপিণ্ডের বা রক্তবহানাড়ীর প্রসারণে এই রোগের প্রধান ঔষধ ক্যাল্ক-ফ্লোরের সহিত পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য। হৃৎপিণ্ডের দপ্ দপে কালী ফস সহ পর্য্যায়ক্রমে।

**ক্যাল্ক-ফ্লোর**।—হৃৎপিণ্ডের রক্তবহানাড়ীর প্রসারণ। ফিরম-ফস সহ পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য। হৃৎপিণ্ডে প্রভূত রক্তের প্রধাবন বশতঃ দুর্ব্বলতা।

**কালী-মিউর**।—শিরা বা ধমনীতে রক্ত সংযত হইবার আশঙ্কা ( ফিরম-ফস সহ পর্য্যায়ক্রমে )। হৃৎপিণ্ডে রক্তের অতিশয় প্রধাবন বশতঃ উহার দপ্ দপ্ ও দুর্ব্বলতা। হৃৎপিণ্ডের অস্বাভাবিক বিবর্দ্ধন ( পর্য্যায়ক্রমে ক্যাল্ক-ফোর )।

**ক্যাল্ক ফস**।—হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার দুর্ব্বলতায় অপর ব্যবস্থের ঔষধের সহিত মধ্যে মধ্যে দেওয়া কর্ত্তব্য।

**কালী-সলফ**।—দ্রুত নাড়ী, তৎসহ কট্যস্থির শিখর-দেশে ধীর দপ দপকর ও খননবৎ বেদনা। কথা বলিতে অনিচ্ছা ও পাণ্ডুর মুখমণ্ডল ( পর্য্যায়ক্রমে ফির-ফস )।

**ম্যাগ্নেশিয়া-ফস**।—হৃৎপিণ্ডের আক্ষেপিকা দপ্ দপ্। হৃৎপিণ্ডে বা হৃৎপ্রদেশে তীব্র, তীরবিদ্ধবৎ বা খোঁচা মারার ন্যায় বেদনা।

**নেট্রম-মিউর**।—রক্তহীন ব্যক্তিদিগের হৃৎপিণ্ডের দপ দপ, জলবৎ পাতলা রক্ত, শোথ ইত্যাদি।

# Hœmorrhage—হেমরেজ, রক্তস্রাব।

## ( চিকিৎসা )

**ফিরম-ফস।**—শরীরের যে কোন স্থানের রক্তস্রাবে রক্তের উজ্জ্বল লোহিত বর্ণ থাকিলে এবং সেই রক্ত শীঘ্র শীঘ্র জমাট হইলে ইহা প্রধান ঔষধ। যে কোন কারণে নাসিকা হইতে রক্তপাত হইলে ইহা ব্যবস্থেয়। যেখানে বাহ্য প্রয়োগ সম্ভবপর সেখানে বাহ্যিক প্রয়োগ অতিশয় উপকারী। রক্তস্রাবী শিরার উপর এই ঔষধের চূর্ণ ছড়াইয়া দিতে হয়। ফুসফুস হইতে রক্তস্রাব। উজ্জ্বল লোহিত রক্ত বমন। নাসিকা হইতে রক্তস্রাব-প্রবণতা, বিশেষতঃ নিরক্ত ব্যক্তিদিগের ( ক্যাল্ক-ফস এবং কালী-ফস সহ পর্য্যায়ক্রমে )।

**কালী-ফস।**—দুর্ব্বল প্রকৃতির লোকদিগের দৌর্ব্বল্য নিবন্ধন রক্তস্রাব। পাতলা, কৃষ্ণাভ লোহিত রক্তস্রাব। এই রক্ত সংযত হয় না। রক্তহীন ব্যক্তিদিগের রক্তস্রাবপ্রবণতা ( পর্য্যায়ক্রমে ফির-ফস ও ক্যাল্ক-ফস )। পচা রক্তস্রাব। জরায়ুর রক্তস্রাব।

**কালী-মিউর।**—মলিন, কৃষ্ণ বা সংযত রক্তস্রাব।

**নেট্রম-মিউর।**—পাতলা, মলিন-লোহিত, জলবৎ রক্তস্রাব। এই রক্ত সহজে জমাট হয় না।

**ক্যাল্ক-ফ্লোর।**—জরায়ুর রক্তস্রাবে কালী-ফস সহ পর্য্যায়ক্রমে।

# Hemorrhoids—হেমরয়েড্‌স, রক্তস্রাবী অর্শ।

এই রোগে গুহ্যদ্বারের পার্শ্বের বা ভিতরের শিরাগুলি স্ফীত হইয়া বর্দ্ধিত হয়। এই বর্দ্ধিত শিরাগুলিকে অর্শের 'বলি" বলে। বলি মলদ্বারের ভিতরে থাকিলে "অন্তর্ব্বলি" ও বাহিরে থাকিলে "বহির্ব্বলি" বলে। অন্তর্ব্বলি হইতে সচরাচর রক্তস্রাব হইয়া থাকে। আর এক প্রকার বলি আছে তাহা হইতে রক্তস্রাব হয় না, তাহাকে "অন্ধবলি" বা ব্লাইণ্ড পাইলস্‌ বলে। এই রোগে গুহ্যদ্বারে চোঁচ ফুটার ন্যায় বেদনা, জ্বালা, বারংবার মলত্যাগের ইচ্ছা, কোষ্ঠবদ্ধ প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকে। কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকিলে রোগী অনেকটা ভাল থাকে। সুতরাং যাহাতে রোগীর কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকে সেইরূপ পথ্যাপথ্য ও ঔষধ ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

( চিকিৎসা )

**ক্যাল্ক ফ্লোর।**—ইহা এই রোগের সর্ব্বপ্রধান ঔষধ। রক্তের বর্ণ ও জিহ্বার লেপ দৃষ্টে অপর যে ঔষধ ব্যবস্থেয় হয় তাহার সহিত পর্য্যায়-ক্রমে ব্যবহার্য্য। মস্তকে রক্তের প্রধাবন সহকারে অর্শ হইতে রক্ত স্রাব। আভ্যন্তরিক বলি বিশিষ্ট, অথবা কটিবেদনা সংযুক্ত অস্রাবী অর্শ। জিহ্বার বর্ণও দ্রষ্টব্য। পুরাতন কোষ্ঠকাঠিন্য সংযুক্ত অর্শ। এই ঔষধ ভেসিলিনের সহিত মিশ্রিত করিয়া বাহ্য প্রয়োগও উপকারী।

**ফিরম-ফস।**—উজ্জ্বল লোহিত ও সহজে জমাট হয় এরূপ রক্তস্রাবী অর্শ। এই ঔষধ স্থানিক প্রয়োগ করিলে প্রদাহ ও বেদনায় বিশেষ উপকার হয়।

**কালী-মিউর**।—গাঢ়, মলিন রক্তস্রাবী অর্শে ক্যাল্ক-ফ্লোরের সহিত পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য।

**কালী-সলফ**।—জিহ্বায় আঠা আঠা পীতবর্ণের লেপ থাকিলে প্রায়শঃই ক্যাল্ক-ফ্লোরের সহিত পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

**নেট্রম সলফ**।—নিম্নোদরে উত্তাপ ও পৈত্তিক লক্ষণ বিশিষ্ট অর্শ। জিহ্বার বর্ণ দ্রষ্টব্য। ক্যাল্ক-ফ্লোরের সহিত পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

**ক্যাল্ক-ফস**।—রক্তহীন ব্যক্তিদিগের রোগে অন্তর্ব্বর্ত্তী ঔষধ স্বরূপ ব্যবহৃত হয়।

**নেট্রম-মিউর**।—অন্ত্র-লক্ষণের সহিত মিলিলে ক্যাল্ক-ফ্লোরের সহিত পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহৃত হয়। শুষ্ক, কঠিন ও কষ্টে নিঃসারিত মল; মুখে প্রভূত লালা সঞ্চয়।

**ম্যাগ্নেশিয়া-ফস**।—বাহ্যবলিবিশিষ্ট অর্শে কর্ত্তনবৎ, খোঁচামারার ন্যায় বা বিদ্যুতের ন্যায় তীব্র চিড়িকমারা বেদনা।

**পথ্যাপথ্য**।—এই রোগে কফি, চা মরিচাদি উত্তেজক দ্রব্য; গুরুপাক দ্রব্য, সুরা, অধিক মৎস্য, মাংস, দধি, মাসকালাই, লাউ, পূঁইশাক ও অশ্বারোহণ পরিত্যজ্য। পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, পটোল, ওল মাখন, ঘোল, রসুন, এলাচি, আমরুল, আমলকী প্রভৃতি সুপথ্য। আহারান্তে বীরাসনে উপবেশন করিলে এই রোগের বিশেষ উপশম জন্মে।

## ( চিকিৎসিত রোগী )

(১) এক ব্যক্তির বাহ্যবলি বিশিষ্ট অর্শ ক্যাল্ক-ফ্লোর ৩× প্রতি রাত্রে এক এক মাত্রা সেবনে আরোগ্য হইয়াছিল। এই রোগী পূর্ব্বে বহু প্রকার ঔষধ স্থানিক প্রয়োগ করিয়া কোনই ফল পাইয়াছিলনা।

(২) যদিও রক্তে ক্যাল্ক-ফ্লোরের অভাব বশতঃই এই রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে তথাপি যেখানেই রক্তস্রাবী অর্শের স্রাবিত রক্ত কৃষ্ণ বর্ণ ও গাঢ় ( thick ) দৃষ্ট হইয়াছে সেই সব স্থলে ক্যাল্ক-ফ্লোরের সহিত পর্য্যায়ক্রমে কালী-মিউর প্রয়োগ করিয়া অতি উত্তম ফল পাওয়া গিয়াছে।

(৩) ২৮ বৎসর বয়স্ক এক ব্যক্তি কয়েক বৎসর যাবৎ রক্তস্রাবী অর্শে ভুগিতে থাকেন। এই রোগের সহিত তাহার পুরাতন কোষ্ঠকাঠিন্য রোগও বর্ত্তমান ছিল। বাহ্যি করিবার সময় অতিশয় কুথিতে হইত, মস্তকে ভার বোধ ( মস্তকে রক্তের প্রধাবন জন্য ) এবং সময় সময় উত্তাপানুভব এবং জিহ্বায় কটাভ-শ্বেত বর্ণের লেপ ছিল। ক্যাল্ক-ফ্লোর ৩× এবং কালী-মিউর ৬× পর্য্যায়ক্রমে ৪ ঘণ্টান্তর ব্যবহার করায় এবং পথ্যাদির প্রতি বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করায় কয়েক সপ্তাহ মধ্যেই রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়, আর রোগের প্রবৃত্তি জন্মে নাই। পূর্ব্বোক্ত ঔষধ সেবন কালে অর্দ্ধ আউন্স ক্যাল্ক-ফ্লোর ২× এর সহিত ২ আউন্স ভেসিলিন মিশ্রিত করিয়া মলম প্রস্তুত করিয়া গুহ্যদ্বারে স্থানিক প্রয়োগ করাও হইয়াছিল। এই প্রকার মলম ব্যবহারে আভ্যন্তরিক ঔষধের ক্রিয়ার অনেক সাহায্য হইয়া থাকে।

## Hiccough—হিকঃফ—হিক্কা।

ডায়াফ্রাম বা বক্ষোদর-ব্যবচ্ছেদক পেশীর স্নায়ুর উপদাহ ( ইরিটেশন ) বশতঃ ডায়াফ্রাম ও গ্লটিস ( glottis ) যুগপৎ আক্রান্ত হইয়া হিক্কা উপস্থিত হইয়া থাকে। হিক্কা অতিশয় দুর্দ্দম্য ও বিপজ্জনক উপসর্গ। এলোপ্যাথিক মতে চিকিৎসিত রোগীদিগের মধ্যেই অধিকাংশ সময় হিক্কা দেখা যায়।

( চিকিৎসা )

**ম্যাগ্নেশিয়া ফস।**—ইহা এই রোগের প্রধান ঔষধ। গরম জলে গুলিয়া ঘন ঘন খাওয়াইলে শীঘ্র শীঘ্র ইহার ক্রিয়া দর্শে!

**নেট্রম মিউর।**—কুইনাইনের অপব্যবহার জনিত হিক্কায় ইহা সবিশেষ উপকারী।

**মন্তব্য।**—মাথায় জলপটী দিলে এবং বরফের জল, মুড়ি ভিজান জল, ডাবের জল, তাল শাঁসের জল, চুণের জল প্রভৃতি খাইতে দিলেও অনেক সময় হিক্কা নিবারিত হয়।

চিকিৎসিত রোগী।

(১) ডাঃ বার্ণেট কুইনাইন অপসেবনের ফলে উৎপন্ন এক ব্যক্তির বহুদিনের পূরাতন হিক্কা নেট্রম-মিউর প্রয়োগে আরোগ্য করিয়াছিলেন বলিয়া তাহার গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। এই রোগী যখনই কুইনাইন খাইত তাহার পরই তাহার হিক্কা উপস্থিত হইত। কুইনাইন প্রয়োগের কুফলে উৎপন্ন রোগে আমরাও ইহা প্রয়োগ করিয়া বহু স্থলে উপকার পাইয়াছি।

(২) এক ব্যক্তির টাইফয়েড জ্বরের ভোগকালে প্রবল ও দুর্দ্দম্য হিক্কা জন্মে। কোন ঔষধেই কিছু ফল না দর্শিলে অবশেষে ম্যাগ-ফস প্রয়োগ করা হয়। ঔষধ সেবনের পর ১ ঘণ্টার মধ্যেই অনেক উপশম জন্মে। পরে এই ঔষধ আরও ব্যবহার করায় উহা সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হয়।

# Hipjoint Disease—হিপজয়েণ্ট ডিজিজ

## উরুসন্ধির রোগ।

( চিকিৎসা )

**ফিরম-ফস।**—উরুসন্ধির রোগে জ্বর, দপদপকর বেদনা ও প্রদাহ বিদ্যমান থাকিলে প্রথমাবস্থায় ব্যবহৃত হয়। স্থানিকও ব্যবহার্য্য।

**কালী মিউর।**—দ্বিতীয় অবস্থায়, স্ফীততা অবশিষ্ট থাকিলে পুয জন্মিবার পূর্ব্বে।

**সিলিশিয়া।**—পূযস্রাব নিয়মিত বা নিবারণ করিবার নিমিত্ত বা শুকাইবার জন্য প্রযোজ্য। ইহা প্রয়োগ করিলে অস্থি আক্রান্ত হইতেই পারে না।

**ক্যাল্ক-সলফ।**—পূযস্রাব হইতে থাকিলে ফিরম-ফসের সহিত পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করিলে শীঘ্র শীঘ্র ক্ষত শুকাইয়া যায়।

# Hoarseness—হোর্সনেস্।

## স্বরভঙ্গ।

স্বরযন্ত্রের পেশীর পক্ষাঘাত বশতঃ স্বরভঙ্গ জন্মিয়া থাকে। গুল্মবায়ু শারীরিক দুর্ব্বলতা, অর্ব্বুদাদির চাপ, ঠাণ্ডালাগা এবং স্বর-যন্ত্রের অতিচালনা, যথা সঙ্গীত ও বক্তৃতাদির ফলেও স্বরভঙ্গ জন্মিয়া থাকে।

( চিকিৎসা )

**ফিরম ফস।**—বক্তা ও গায়কদিগের গলা-বেদনা সংযুক্ত স্বরভঙ্গ। স্বরনাশ।

**কালী মিউর।**—ঠাণ্ডা লাগার দরুণ স্বরভঙ্গ বা স্বরনাশ। এই ঔষধে উপকার না দর্শিলে কালী-সলফের সহিত পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য।

**কালী-ফস।**—দুর্ব্বলতা ও স্নায়বিক অবসাদ থাকিলে ফিরম-ফসের পর ব্যবহার্য্য।

**কালী-সলফ।**—কালী-মিউর ব্যবহারে কোন উপকার না দর্শিলে ইহাতে উপকার হইতে পারে।

## Hydrocele—হাইড্রোসিল-কুরণ্ড।

অণ্ডকোষের পর্দ্দার ভিতরে জল সঞ্চিত হইলে তাহাকে কুরণ্ড বলে। এই রোগে অণ্ডকোষের সেলুলার টিস্যুর বিবৃদ্ধি বশতঃ অণ্ডের অত্যন্ত স্ফীততা জন্মিয়া থাকে। রসবহা-নালী ও রসবহা-গ্রন্থি ( Lymphatic vessels and lymphatic gland ) সমূহের প্রদাহ বশতঃ উহাদের মুখ বন্ধ হইয়া গেলে ক্রমাগতঃ রসসঞ্চয় বশতঃ ঐ সকল স্ফীত হইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে। ইহার ফলে তত্রত্য পেশীসমূহ ক্রমশঃ শীর্ণ এবং রক্তবহানালী ও স্নায়ুসকল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে। সাধারণতঃ অমাবস্যা ও পূর্ণিমার প্রাকালে এই স্ফীততা বিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

### ( চিকিৎসা )

**নেট্রম-মিউর।**—পর্দ্দার ভিতর জলসঞ্চয় বিশিষ্ট কুরণ্ড।

**নেট্রম-সলফ।**—বিসর্পের আকার ধারণ করিলে নেট্রম-মিউর সহ পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য।

**ক্যাল্ক-ফস**।—অন্য ঔষধের সহিত অন্তর্ব্বর্ত্তী ঔষধ স্বরূপ বা নেট্রম-মিউর বিফল হইলে। শিরাসকল প্রসারিত হইয়া পড়িলে ইহা অতিশয় উপযোগী।

**ক্যাল্ক ফ্লোর**।—ইহা প্রয়োগ করিলে অণ্ডের শিথিলতা দূর হয় ও সঞ্চিত জল নিঃসারিত হয়।

**সিলিশিয়া**।—স্ক্রফিউলা ধাতুর ব্যক্তিদিগের এবং অসম্যক পরি-পোষিত বালক দিগের রোগে অন্তর্ব্বর্ত্তী ঔষধরূপে ব্যবহার্য্য। ইহা এই রোগের প্রধান ঔষধ। অমাবস্যা ও পূর্ণিমার প্রাক্কালে বৃদ্ধি। কালী মিউরের সহিত পর্য্যায়ক্রমে।

**মন্তব্য**।—ব্যবস্থেয় ঔষধ ধৈর্য্য সহকারে কিছু বেশী দিন ( ৩ ৪ মাস ) ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

## ( চিকিৎসিত রোগী )

(১) সিলিশিয়া ২০০X ব্যবহার করায় একটী ৪ দিনের শিশুর বাম অণ্ডের এবং আর এক ৪ বৎসর বয়স্ক শিশুর দক্ষিণ দিকের কুরণ্ড আরোগ্য হইয়াছিল।

(২) আর এক ব্যক্তির দদ্রু জন্মিয়াছিল। উহার জন্য সিলিশিয়া ব্যবস্থা করা হয়। এই ব্যক্তির ৪ বৎসরের পুরাতন হাইড্রোসিলও ছিল। দদ্রুর জন্য পূর্ব্বোক্ত সিলিশিয়া সেবনের পর দেখা গেল তাহার হাইড্রোসিল-টীও কমিয়া অণ্ড স্বাভাবিক আকার প্রাপ্ত হইয়াছে।

# Hysteria—হিষ্টিরিয়া – গুল্মবায়ু, মূর্চ্ছা বায়ু।

এই রোগে গলার ভিতর দিয়া গোলার ন্যায় কিছু উঠিতেছে রোগীর এরূপ বোধ হয় বলিয়া ইহাকে গুল্মবায়ু বলে। ইহা স্নায়ুমণ্ডলী বা নার্ভাস সিষ্টেমের ক্রিয়া-বিকার জনিত একপ্রকার রোগ। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোক দিগের এই রোগ অধিক জন্মে। এই রোগের আবেশ উপস্থিত হইলে রোগী চিৎকার পূর্ব্বক অচেতনের ন্যায় মাটীতে পড়িয়া যায়। ভাল করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে রোগীর সম্পূর্ণ অচৈতন্য জন্মে নাই। অপস্মার অর্থাৎ মৃগী রোগের ন্যায় এই রোগে মুখমণ্ডলের বিকৃতি জন্মে না, চক্ষু বিকসিত অর্থাৎ খোলা থাকে না এবং চক্ষুর তারা প্রসারিত থাকে না। কিন্তু চক্ষুর পাতার স্পন্দন লক্ষিত হয় এবং চক্ষু ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়। শ্বাসে শব্দ হয়, শ্বাসের অসমতা থাকে, কিন্তু শ্বাসরোধের সম্ভাবনা থাকে না। রোগীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আক্ষিপ্ত হয় এবং সে একবার হাসে ও একবার কাঁদে। সাধারণতঃ রোগের আবেশের পর প্রচুর পরিমাণ মূত্রনিঃসৃত হইয়া থাকে। মৃগী রোগে রোগের আবেশের পর রোগীর বেশ নিদ্রা জন্মে কিন্তু এই রোগে তাহা হয় না।

(চিকিৎসা)

**কালী-ফস**।—ইহা এই রোগের সর্ব্বপ্রধান ঔষধ। হঠাৎ মনো-বিকার বশতঃ রোগোৎপত্তি। স্নায়বিক প্রকৃতির ব্যক্তিদিগের রোগ। উচ্চ হাস্য বা ক্রন্দন। কণ্ঠ বাহিয়া একটী গোলা উঠিতেছে রোগীর এরূপ অনুভব। আক্ষেপিক লক্ষণের বিদ্যমানে ম্যাগ-ফস সহ ব্যবহার্য্য।

**নেট্রম-মিউর**।—বিষণ্ণতা ও অনিয়মিত ঋতুস্রাব সংযুক্ত রোগ। কালী-ফসের সহিত পর্য্যায়ক্রমে।

## ( চিকিৎসিত রোগী )

(১) ১৬ বৎসর বয়স্কা এক যুবতীর ১৩ বৎসর বয়ঃক্রম কালে একবার মাত্র ঋতু স্রাব হইয়াছিল, উহার পর তাহার আর ঋতু স্রাব হয় নাই। রোগিণীর চিকিৎসার্থ আমাকে আহ্বান করার ৩ মাস পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহার স্বাস্থ্যের কোনও ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইয়াছিল না, তাহার শরীর বেশ হৃষ্টপুষ্টই ছিল। উহার পর হইতেই তাহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতে আরম্ভ হয়। এখন হইতে তাহার শরীর শীর্ণ, মুখমণ্ডলের পাণ্ডুরতা, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও পাকস্থলীর ক্রিয়ার বৈষম্য জন্মে। যখন আমি তাহাকে প্রথম দেখি, তখন তাহার খাদ্যদ্রব্য পাকস্থলীতে ধারণের ক্ষমতা পর্য্যন্ত ছিলনা; যখনই খাইত, তখনি উহা বমি হইয়া উঠিয়া পড়িত। সামান্য কিছু আহার করিবামাত্রই পাকস্থলীতে ভয়ঙ্কর বেদনা জন্মিত। সময় সময় এই বেদনা এত অধিক হইত যে, তখন তাহার হিষ্টিরিয়ার ন্যায় আক্ষেপ অর্থাৎ খিচুনি উপস্থিত হইত। তাহার জিহ্বায় ঈষৎ শ্বেতাভ লেপ, কোষ্ঠকাঠিন্য, উদরের বায়ুসঞ্চয় জনিত স্ফীততা ও যৎসামান্য প্রচাপনেও অতিশয় ব্যথিততা লক্ষণ বিদ্যমান ছিল। জ্বর ছিলনা, কিন্তু পিপাসা অধিক ছিল। ভুক্তদ্রব্যের ন্যায় পানীয়ও পাকস্থলীতে নামিবামাত্র বমি হইয়া উঠিয়া পড়িত। রোগিণীকে প্রথম দেখিয়া তাহার রোগ ( nervous dyspepsia ) বা স্নায়বিক অগ্নিমান্দ্য বলিয়া ধারণা জন্মে কিন্তু শেষে জানা গেল যে ইহা সুস্পষ্ট হিষ্টিরিয়া। যখনই এই রোগিণীর মতের বিরুদ্ধে কোন কাজ করা যাইত বা কোন কথা বলা হইত তখনই তাহার "ফিট" উঠিত, কিন্তু তখনই যদি বলা হইত যে আবার যদি তাহার "ফিট" উঠে তবে তাহাকে ঠাণ্ডা জলের ভিতর ডুবাইয়া রাখা হইবে, তখন আর তাহার ফিটের আবেশ হইত না। এই রোগিণীকে প্রথম ১ সপ্তাহ ফিরম-ফস ১২ × দেওয়া যায়, তাহাতে পাকস্থলীর সকল লক্ষণ বিদূরিত হয় এবং পরে ২ সপ্তাহ কালী-ফস ১২ × দেওয়ায় সকল উপদ্রবেরই

শান্তি জন্মে। ইহার ২ মাস পর হইতেই রোগিণীর স্বাভাবিকরূপ রজস্রাব হইতে থাকে ও তাহার শারীরিক অবস্থারও উৎকর্ষ জন্মে।

(২) ৫০ বৎসর বয়স্কা জনৈক ক্ষীণকায়া শ্যামবর্ণা রমণী বহু বৎসর যাবৎ স্নায়বিক রোগে ভুগিতেছিলেন। সামান্য ক্রোধোদ্দীপক কারণেই তাঁহার হিষ্টিরিয়ার ন্যায় ফিটের আবেশ জন্মিত। সময় সময় মূত্রাশয়ের পেশীর আক্ষেপ ( spasm ) জন্য তাঁহার মূত্রস্তম্ভও জন্মিত; এজন্য ক্যাথিটার ব্যবহার করিতে হইত। একদিন রোগিণী চিকিৎসককে বলেন যে, তিনি ( রোগিণী ) যখন ক্যাথিটার ব্যবহার করিতেছিলেন তখন উহার অগ্রভাগ ভাঙ্গিয়া মূত্রাশয়ের ভিতর রহিয়া গিয়াছে এবং এপর্য্যন্ত উহা ঐ অবস্থায়ই আছে। ইহা শুনিয়া চিকিৎসক মূত্রনালীর অভ্যন্তরে অঙ্গুলী প্রবেশ করিয়া উহা বাস্তবিকই আছে দেখিতে পাইলেন। এই সময় মূত্রাশয় মূত্রে পূর্ণ ছিল। তখন বেদনার অতিশয় তীব্রতা দেখিয়া রোগিণীকে স্পর্শজ্ঞান বিলোপক ঔষধ ব্যবহার করিতে চিকিৎসক উপদেশ দিলেন কিন্তু রোগিণী তাহাতে সম্মত হইলেন না। সেই দিন সন্ধ্যার সময় ( ভগ্ন ক্যাথি-টার বাহির করিবার ৬ ঘণ্টা পর ) রোগিণীর ব্যথা এত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল যে, উহা সহ্য করিতে না পারিয়া রোগিণী চিকিৎসককে পুনরায় ডাকিয়া পাঠান। চিকিৎসক আসিয়া দেখেন রোগিণীর মূত্রাশয়ে ও উদরে অত্যন্ত ব্যথা জন্মিয়াছে এবং অতিশয় স্নায়বিক লক্ষণ ও অতিশয় মূত্রপ্রবৃত্তি বর্ত্তমান আছে। তখন বেলেডোনা ৩x এক মাত্রা দিয়া চিকিৎসক চলিয়া যান। পর দিন প্রাতে আবার আসেন; আসিয়া দেখেন রোগিণীর অবস্থা আরও খারাপ, কিন্তু জ্বর নাই; তখন মূত্র নিঃসরণ করিবার জন্য রবারের ক্যাথিটার ব্যবহার করেন, কিন্তু মূত্রনালীর এরূপ প্রবল সঙ্কোচন জন্মিয়াছিল যে, উহা প্রবেশ করাইতে সমর্থ হইলেন না; ইহার ২ ঘণ্টা পর রৌপ্যনির্ম্মিত ক্যাথিটার প্রবেশ করান হয়; তাহাতে কয়েক ফোটা

মাত্র মূত্র নিঃসৃত হইয়াছিল; তখন চিকিৎসক অনুমান করিলেন যে বোধ হয় জরায়ুর কোনরূপ বিশৃঙ্খলা বর্ত্তমান থাকিতে পারে; উহা পরীক্ষাদ্বারা নির্দ্ধারণের জন্য রোগিণীকে ক্লোরোফরম প্রয়োগ করিলেন (যেহেতু রোগিণী অতিশয় স্নায়বিক প্রকৃতির ছিলেন); সামান্য মাত্র ক্লোরোফরম নিঃশ্বসনের পরই উদরের স্ফীততা কমিয়া গেল; তখন সহজেই পরীক্ষাদ্বারা জানা গেল, তাহার জরায়ু বা মূত্রাশয়ের কোন অস্বাভাবিক অবস্থা ঘটে নাই এবং রোগিণীর ব্যারাম হিষ্টিরিয়া ব্যতীত আর কিছুই নহে; এইক্ষণ রোগিণীকে ম্যাগ-ফস ১২× দেওয়া গেল; ইহাতে শীঘ্রই তাহার মূত্রাশয়ের আপেক্ষ (spasm of the bladder) কমিয়া গেল এবং পরে কালী-ফস ১২× *দশ দিন* মাত্র ব্যবহার করায় তাহার হিষ্টিরিয়া ও যাবতীয় লক্ষণ বিদূরিত হইয়া গেল। রোগ আর প্রত্যাবৃত্ত হয় নাই।

# Insomnia—ইনসম্নিয়া – নিদ্রাহীনতা।

মস্তিষ্কে রক্তের আধিক্য হইলে অনিদ্রা উৎপন্ন হয়। মানসিক উৎকণ্ঠা অবসন্নতা প্রভৃতি কারণেও অনিদ্রা জন্মিতে পারে। অন্যান্য রোগের সহিতও অনিদ্রা লক্ষণ বিদ্যমান থাকে। কালী-ফস এই রোগের প্রধান ঔষধ।

# Jaundice—জণ্ডিস—কামলা, পাণ্ডু।

প্রাকৃতিক নিয়মে যকৃৎ রক্ত হইতে পিত্ত শোষণ করিয়া লয় এবং প্রাকৃতিক নিয়মেই এই পিত্ত আবার যকৃৎ হইতে অন্ত্রে স্রাবিত হইয়া পরিপাক ক্রিয়ার সাহায্য করিয়া থাকে। যকৃতের কোন প্রকার রোগ বশতঃ পিত্ত যকৃৎ কর্ত্তৃক আশোষিত না হইয়া রক্তে থাকিয়া গেলেই পাণ্ডু রোগ জন্মিয়া থাকে ও নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়। চক্ষুর শ্বেতাংশ, নখমূল ও গাত্রত্বক পীতবর্ণ (হরিদ্রাবর্ণ) ধারণ করে। দৃষ্ট বস্তু সকলই পীতবর্ণ দেখায়, কোষ্ঠবদ্ধ থাকে এবং অন্ত্রে পিত্তস্রাবের অভাব হেতু মল শুভ্র বা কদ্দম বর্ণ ধারণ করে। মূত্রেব সহিত প্রচুর পরিমাণ পিত্ত স্রাবিত হয় বলিয়া মূত্র পীতবর্ণ ধারণ করে। এই রোগে শরীর কণ্ডুয়ন, মুখে তিক্ত স্বাদ, জিহ্বায় শ্বেত বা পীতবর্ণের লেপ এবং বিবমিষা (গা বমি বমি করা) লক্ষণও বিদ্যমান থাকে। চক্ষু ও মূত্রের পীতবর্ণ এই রোগের বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ।

(চিকিৎসা)

যকৃদ্রোগ দ্রষ্টব্য।

# Kidneys Affections of—বৃক্কক রোগ।

(চিকিৎসা)

**ফিরম-ফস**।—বৃককের যে কোন রোগে প্রদাহ, জ্বর, উত্তাপ বা বেদনা থাকিলে। নিফ্রাইটিস, ব্রাইট্স ডিজিজ প্রভৃতি রোগের প্রাদাহিক অবস্থায়। মূত্রে রক্তকণিকা বা শ্লেষ্মার (মিউকাস্) বিদ্যমানতা।

**কালী-মিউর**—বৃক্কের প্রাদাহিক রোগের দ্বিতীয়াবস্থায় স্ফীততাদি বর্ত্তমান থাকিলে। মূত্রে এল্বুমেনের বিদ্যমানতা। মলিনপীত অধঃক্ষেপ বিশেষ্ট মূত্র।

**নেট্‌্রম মিউর**।—বৃক্ক-প্রদেশে উত্তাপ ও টন্‌টনানি। ইষ্টক চুর্ণের ন্যায় অধঃক্ষেপ যুক্ত মূত্র। রক্তমূত্র। ডাঃ Menninger বলেন এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে মূত্রের এল্বুমেন হ্রাস প্রাপ্ত এবং ইউরিয়া প্রবৰ্দ্ধিত হইয়া থাকে। ইহা প্রয়োগে সর্ব্বপ্রকার ক্লোরাইডও অধিক পরিমাণে স্রাবিত হইয়া থাকে বলিয়া তিনি প্রকাশ করেন। এজন্য ব্রাইটস্ ডিজিজে তিনি ইহা ব্যবহার করিতে সকলকে অনুরোধ করেন।

**কালী-ফস**—স্নায়ুমণ্ডলের ক্রিয়ার বিশৃঙ্খলায় ব্যবস্থেয় অপর কোনও ঔষধের সহিত পর্য্যায়ক্রমে। বহুমূত্র। মূত্রে এল্বুমেন থাকিলে ক্যাল্কফসের সহিত পর্য্যায়ক্রমে। ফুসফুসে জলসঞ্চয় সহ হৃৎপিণ্ডের সবিরাম স্পন্দন।

**ক্যাল্ক ফস**।—বৃক্ককরোগে মূত্রে অণ্ডলালের বিদ্যমানতায় এই ঔষধ অতিশয় ফলপ্রদ। স্নায়বিক লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে কালী-ফসের সহিত পর্য্যায়ক্রমে।

**ক্যাল্ক-সলফ**।—ইহা ব্যবহার করিয়া Nephritis scarlatinosa নামক রোগ আরোগ্য করা হইয়াছে।

**কালী-সলফ**।—স্কার্লেটফিভারের পরবর্ত্তী বৃক্ক রোগ। এল্বুমেন যুক্ত মূত্র।

**নেট্‌্রম-ফস**।—বৃক্কে মূত্রশিলার বিদ্যমানতা।

**নেট্‌্রম-সলফ**।—এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে মূত্র প্রবৰ্দ্ধিত করিয়া মূত্রশিলা ( gravel ) নিষ্কাশনে সাহায্য করে।

## চিকিৎসিত রোগী।

(১) ডাঃ Cailhol ৭০ বৎসর বয়স্ক এক বৃদ্ধের বৃক্করোগের চিকিৎসা করেন। রোগিটীর মূত্র অতিশয় স্বল্প ও আণ্ডলালিক ছিল। তাহার অতিশয় স্নায়বীয়তা ও বিস্মরণশীলতাও বিদ্যমান ছিল। প্রথমতঃ রোগীকে দেখিয়া চিকিৎসক তাহার জীবনের আশায় নিরাশ হন। এই রোগীকে ক্যাল্ক-ফস ৬× ও দুই ঘণ্টান্তর পর্য্যায়ক্রমে কালী-ফস ৬× ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ৬ সপ্তাহকাল এই ঔষধদ্বয় ব্যবহার করায় মূত্র স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল ও অন্যান্য উপসর্গও অন্তর্হত হইয়াছিল।

(২) স্কার্লেটিনার পরবর্ত্তী ২টী ব্রাইটস ডিজিজের রোগীর মূত্রে Tube casts ও এল্বুমেন দৃষ্ট হয়। তাহাদের সার্ব্বাঙ্গীন শোথ, রেটিনার প্রদাহ ও হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা ছিল। তাহাদের অন্যান্য টিশুর ধ্বংশের লক্ষণও বিদ্যমান ছিল। ক্যাল্ক-সলফ ৬× ব্যবস্থা করায় দুইটী রোগীই সত্বর আরোগ্য হয়।

# Labor and Pregnancy—লেবার এণ্ড প্রেগন্যান্সি—গর্ভ ও প্রসব বেদনা।

### (চিকিৎসা)

**কালী ফস।**—কালী-ফস গর্ভ ও প্রসব বেদনার অতি অমূল্য ঔষধ। প্রসবের মাস খানি পূর্ব্ব হইতে মধ্যে মধ্যে এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে অতি সহজে ও নিরাপদে প্রসব হইয়া থাকে। মৃদু, কষ্টদায়ক ও অসম্যক প্রসব-বেদনা। জরায়ু-মুখের কঠিনতা। রোগিণী বেদনায় অস্থির হইয়া পড়ে ও ক্রন্দন করিতে থাকে।

ডাঃ রোজাস্ বলেন তিনি প্রসববেদনা উত্তেজিত করিবার নিমিত্ত মটর পরিমাণ কালী-ফস ৪ × প্রতি ১০।১৫ মিনিট অন্তর দিয়া বিলক্ষণ ফল পাইয়াছেন। এই ঔষধ শুষ্কাকারে জিহ্বায় রাখিতে হয়। ইহা প্রয়োগ করিয়া তিনি কখনও বিফলমনোরথ হন নাই এবং দুই মাত্রার পরিবর্ত্তে কখনও তাঁহাকে তিন মাত্রা দিতে হয় নাই। সূতিকোন্মাদের ইহা প্রধান ঔষধ। এই রোগে কালী-সলফও ব্যবহৃত হয়। স্নায়বীয় প্রকৃতির স্ত্রীলোকদিগের গর্ভস্রাবাশঙ্কা।

**ফিরম ফস**।—প্রসবের পর প্রসবান্তিক বেদনার উপশমার্থ ও প্রদাহ নিবারণার্থ ব্যবস্থেয় ( আভ্যন্তরিক ও বাহ্য )। দুগ্ধ-জ্বর ও স্তন-প্রদাহের প্রথমাবস্থায়। গর্ভাবস্থায় আমাশয়ের গোলযোগ ও অপরিপাচিত ভুক্তদ্রব্য বমন। প্রসবের পর প্রতিদিন একমাত্রা করিয়া ফিরম-ফস দিলে প্রদাহ উৎপন্ন হইতে পারে না।

**ম্যাগ্নেশিয়া ফস**।—অতিশয় আক্ষেপিক বেদনা ও দ্রুত আক্ষেপ। প্রসবকালীন প্রলাপে উষ্ণজলের সহিত গুলিয়া পুনঃ পুনঃ দিবে।

**কালী মিউর**।—সূতিকাজ্বরের প্রারম্ভাবস্থায় ইহা প্রধান ঔষধ। স্তন-প্রদাহে পূয জন্মিবার পূর্ব্বে ব্যবহার করিলে স্ফীততা কমিয়া যায়। গর্ভিণীদিগের প্রাতঃকালীন বিবমিষা ও শ্বেত শ্লেস্মা বমন। স্তন-গ্রন্থির কঠিনতা।

**ক্যাল্ক ফস**।—প্রসবের পূর্ব্বে বা পরে শীর্ণতা ও দুর্ব্বলতা। স্তনদুগ্ধের নীলাক্ততা বা লবণাক্ততাবিশিষ্ট বিগুণতা, এজন্য শিশু উহা খাইতে চায় না। স্তন্য-দায়িনী মাতার ঋতুস্রাব। গর্ভাবস্থায় প্রতিদিন গর্ভিণীকে ইহার দুই একমাত্রা দিলে গর্ভিণীর ও ভ্রূণের বিশেষ উপকার হয়।

**ক্যাল্ক সলফ**।—স্তন-প্রদাহে পূয জন্মিলে সিলিশিয়ার পর ব্যবস্থেয়।

**সিলিশিয়া**।—স্তন-প্রদাহে কালী মিউরের পর। স্তনের বোঁটে ক্ষত। স্তন-গ্রন্থির কঠিনতা ( কালী-মিউর বিফল হইলে )।

**ক্যাল্ক ফ্লোর**।—প্রসবান্তিক বেদনার ও জরায়ুর সঙ্কোচনীশক্তির দুর্ব্বলতা। জরায়ুর স্থান-বিচ্যুতিতে এই ঔষধের ইঞ্জেকশন প্রদানে উহা দূর হয়। স্তন গ্রন্থির প্রস্তরের ন্যায় কঠিনতা। গর্ভস্রাবের পর প্রভূত রক্তস্রাব। স্তন-দুগ্ধের অতিশয় স্বল্পতা বা বিলোপে ইহা অতিশয় উপকারী।

**নেট্রম মিউর**।—গর্ভিণীদিগের প্রাতঃকালীন বিবমিষা এবং জলবৎ ফেণিল পদার্থ বমন।

**নেট্রম ফস**।—অল্প জলীয় পদার্থ বমন সংযুক্ত প্রাতঃকালীন বিবমিষা।

**নেট্রম-সলফ**।—গর্ভাবস্থায় তিক্ত পৈত্তিক পদার্থ বমন।

( চিকিৎসিত রোগী )

(১) ডাঃ হোলব্রুক বলেন, প্রসব বেদনার যতই মৃদুতা ও অনিয়মিততা থাকে কালী-ফস ৩× ততই দ্রুত ও কৃতকার্য্যতার সহিত ফল দর্শাইয়া থাকে। আক্ষেপিক বেদনায় ম্যাগ-ফস অমূল্য ঔষধ। প্রসবান্তে তিনি সর্ব্বদাই ফিরম-ফস ব্যবহার করিয়া থাকেন। প্রসবকালে যোনিদ্বারের কোন স্থান চিড়িয়া গেলে তিনি ফিরম-ফস ৩× বিচূর্ণ উষ্ণজলের সহিত মিশ্রিত করিয়া ( অবতরণিকা দ্রষ্টব্য ) উহাদ্বারা পিচকারী দেওয়ার ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। তাঁহার চিকিৎসাধীন রোগীতে পূর্ব্বোক্ত ঔষধ সমূহের চমৎকার ক্রিয়া দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়াছেন।

(২) গ্রন্থকার তাঁহার ৩০ বৎসরের অভিজ্ঞতায় জানিয়াছেন যে সুখ-প্রসবের পক্ষে কালী-ফসের ন্যায় অব্যর্থ ও দ্রুত ক্রিয়াশীল ঔষধ আর নাই। শত শত গর্ভিণীর প্রসব বেদনায় ১০।১৫ মিনিট পর পর কালী-ফস ৩× চারি গ্রেণ মাত্রায় উষ্ণ জলের সহিত গুলিয়া খাইতে দেওয়া হইয়াছিল। দুই মাত্রার বেশী কাহাকেও দিতে হয় নাই। সকলের পক্ষেই আশ্চর্য্য ফল দর্শিয়াছে। একটী রোগীতেও বিফল হন নাই। যাঁহারা ইহা দেখিয়াছেন সকলেই ঔষধের গুণে মুগ্ধ হইয়াছেন।

(৩) ঢাকার প্রধান উকিল স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্রবধূর প্রসব বেদনা উপস্থিত হইয়া ৩ দিন থাকিয়া ক্রমে উহা প্রায় বিলুপ্ত হয়। তৃতীয় দিন সন্ধ্যার পর গ্রন্থকারকে আহ্বান করা হয়। তিনি গিয়া দেখেন ব্যথা একেবারে পড়িয়া গিয়াছে—নাই বলিলেও চলে; মাঝে মাঝে একটু ২ ব্যথা হয় মাত্র। ইহা দেখিয়া কালী-ফস ৩× ট্যাবলেট ( ৪ গ্রেণ ) উষ্ণজলের সহিত গুলিয়া এক মাত্রা দেওয়া হয়। ঔষধ প্রয়োগের ২।৩ মিনিট পরই বেদনা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠে। ৫ মিনিট পর forcing pain দেখা দিল অর্থাৎ বেদনার সময় প্রসূতি কোঁথ দিতে আরম্ভ করিলেন। তখনই ( প্রথম মাত্রা দেওয়ার ৭ মিনিট পর ) আর একমাত্রা এই ঔষধ দেওয়া হইল। ইহার ঠিক ২ মিনিট পর ( অর্থাৎ ১ম ঔষধের ৯ মিনিট পর ) বধূটী অতি সহজে ১টী পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন। এই সময় ঢাকার গবর্ণমেণ্ট উকীল রায় বাহাদুর শশাঙ্ক কুমার ঘোষ মহাশয় তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি ঔষধের এইরূপ আশ্চর্য্য ও দ্রুত ক্রিয়াশক্তি দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন It takes no time to act? অর্থাৎ ইহা ক্রিয়া করিতে কি মোটেই সময় নেয় না?

(৪) ডাঃ Vogel বলেন "প্রসবকালীন বেদনায় ও প্রসবের পরবর্ত্তী উপসর্গ সমূহে টিসু ঔষধ ( বাইওকেমিক ঔষধ ) ব্যবহার করিয়া এবং উহার

ফল দেখিয়া আমি মোহিত হইয়াছি। কালী-ফস্ দিলে মৃদু বেদনা বর্দ্ধিত হইয়া অতি দ্রুত ও নিরুপদ্রবে প্রসব হইয়া থাকে। খাল ধরার ন্যায় বেদনা ( crampy pain ) থাকিলে ম্যাগ-ফস অতি সুন্দররূপে ক্রিয়া করিয়া থাকে এবং প্রসবের পর ফিরম-ফস প্রয়োগ করিলে প্রদাহ জন্মিতে পারে না বা উহা জন্মিয়া থাকিলে তাহাও আরোগ্য হয়।"

# Leucorrhœa—লিউকোরিয়া-শ্বেত-প্রদর।

জরায়ু হইতে শ্বেত, পীত ( হরিদ্রাবর্ণ ) দুগ্ধবৎ, মাংসধোয়া জলের ন্যায়, পূযের ন্যায় অথবা কাল আলকাতরার ন্যায় যে স্রাব হয়, তাহাকে প্রদর বলে। কিন্তু স্রাব সাধারণতঃ শ্বেতবর্ণেরই হইয়া থাকে। এজন্য ইহাকে শ্বেত প্রদর বলে। অতিরজঃ, শ্লেষ্মা প্রধান ধাতু, গণ্ডমালা দোষ, স্ক্রফিউলা, দৌর্ব্বল্য-কর রোগ, অতিমৈথুন, কৃত্রিম মৈথুন বা জরায়ু নামিয়া পড়া প্রভৃতি বহু কারণে যোনি বা জরায়ুর প্রদাহ বা উপদাহ বশতঃ এই রোগ জন্মিয়া থাকে। কোষ্ঠবদ্ধ, হৃৎকম্প শিরোঘূর্ণন ইত্যাদি এই রোগের আনুষঙ্গিক লক্ষণ।

## চিকিৎসা।

**ক্যাল্ক-ফস**।—এল্‌বুমেনের ন্যায় শ্লেষ্মাস্রাবী ( ডিম্বের শ্বেতাংশের ন্যায় ) শ্বেত-প্রদর। ঋতুর পরবর্ত্তী শ্বেত-প্রদর। জননেন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতা। সকল প্রকার শ্বেতপ্রদরেই ইহা অন্তবর্ত্তী ঔষধ স্বরূপ ব্যবহার করা উচিত।

**কালী-মিউর**।—দুগ্ধের ন্যায় শ্বেতবর্ণ, অবিদাহী ও প্রভূত স্রাব-বিশিষ্ট শ্বেত-প্রদর ; দীর্ঘকাল স্থায়ী রোগে বিশেষ উপকারী।

**কালী-ফস**।—স্রাব লাগিয়া ক্ষত জন্মিলে নেট্রম-মিউরের সহিত পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য।

**নেট্রম-মিউর**।—জলবৎ, বিদাহী ও জ্বালাকরস্রাব সংযুক্ত শ্বেত-প্রদর এবং তৎসহ শিরঃপীড়া ও যোনির কণ্ডুয়ন। নাইট্রেট অব সিলভার ব্যবহার করিয়া থাকিলে তাহার কুফল নিবারণার্থ ইহা ব্যবহৃত হয়।

**কালী-সলফ**।—পীত, সবুজাভ, আঠা আঠা অথবা জলবৎ স্রাবশীল শ্বেত-প্রদর।

**নেট্রম-ফস**।—মধু অথবা সরের ন্যায় বর্ণ ও জলবৎ স্রাববিশিষ্ট শ্বেত প্রদর।

এই রোগে আভ্যন্তরিক ঔষধ ব্যবহার কালে সেই ঔষধ গরম জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পিচকারী প্রদানও বিশেষ উপকারী।

## চিকিৎসিতরোগী।

(১) ১৭ বৎসর বয়স্কা এক যুবতীর দুর্দ্দম্য বিদাহী (ক্ষতকর) শ্বেত প্রদর ছিল। উহার জন্য বহুপ্রকারের ঔষধ ব্যবহার করা হইয়াছিল, কিন্তু কিছুতেই কোন ফল দর্শে নাই। অবশেষে কালী মিউর ৩× ব্যবস্থা করা হয়। উহাতেই অতি দ্রুত ফল দর্শে ও স্থায়ী আরোগ্য জন্মে।

(২) ১৭ বৎসর বয়স্কা আর এক যুবতীর আগুলালিক (albuminous) বিদাহী (ক্ষতকর) ও দুশ্ছেদ্য (tenacious) স্রাববিশিষ্ট শ্বেত প্রদর ছিল। এই স্রাব তারের ন্যায় লম্বা হইত। ঋতুর পরই স্রাব বিশেষভাবে প্রকাশ পাইত; ঋতুরও অনিয়মিততা ছিল। সাধারণতঃ চতুর্ব্বিংশ (২৪) দিবসে উহা প্রকাশ পাইত, কখন কখন বা উহার কিছু পূর্ব্বে বা পরেও প্রকাশ পাইত। কটিদেশে বেদনা, যেন জরায়ু নামিয়া যোনি-পথে বাহির হইয়া পড়িবে এরূপ আবেগ অনুভব, উৎসাহহীনতা, মুখ-

মণ্ডলের পাণ্ডুরতা ও সর্ব্বাঙ্গীন রক্তহীনতার লক্ষণও বর্ত্তমান ছিল। ক্যাল্ক-ফস ৩× চারি ঘণ্টান্তর সেবন এবং ২।৩ দিন পরপর ক্যালেণ্ডুলার লোশন দ্বারা ডুস দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। ঔষধ ব্যবহারের পর কয়েক দিনের মধ্যেই বিশেষ উপকার দেখা যায় এবং আরও কিছুদিন উক্ত ঔষধ ব্যবহারে স্রাব সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়। ইহার পর রক্তহীনতার জন্য ফিরমফস ব্যবহার করা হইয়াছিল।

(৩) গ্রন্থকার বহু শ্বেত-প্রদরের রোগিণীকে পর্য্যায়ক্রমে কালী-মিউর ৩× ও ক্যাল্ক-ফস ৬× প্রয়োগ করিয়া আরোগ্য করিয়াছেন। রক্ত হীনতা থাকিলে মধ্যে মধ্যে ফিরম-ফস ও নেট্রম-মিউর দেওয়া কর্ত্তব্য।

# Liver, Affections of—যকৃদ্রোগ।

## ( চিকিৎসা )

**ফিরম-ফস**।—যকৃতের প্রদাহ ও রক্তসঞ্চয়ে প্রথমাবস্থায় ব্যবহার্য্য।

**কালী-মিউর**।—যকৃতের ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য সহকারে শ্বেত অথবা পাংশুটে শ্বেত বর্ণের লেপাবৃত জিহ্বা ও ফেঁকাশে বর্ণের মল; যকৃৎ প্রদেশে ও দক্ষিণ স্ক্যাপিউলার নিম্নে বেদনা; পিত্তস্রাবের স্বল্পতা বশতঃ ফেঁকাশে বর্ণের মল ও কোষ্ঠ কাঠিন্য; কামলা।

**নেট্রম-সলফ**।—বিরক্তি জন্য উৎপন্ন কামলা ও তৎসহ পৈত্তিক সবুজবর্ণ মলস্রাব; সবুজাভ কটাবর্ণের লেপাবৃত জিহ্বা; চক্ষু ও ত্বকের পীতবর্ণ; পিত্তস্রাবের স্বল্পতা বশবঃ যে সকল লক্ষণ উৎপন্ন হয় তাহাতেই এই ঔষধ বিশেষরূপে উপযোগী; অতিশয় অধ্যয়ন বা মানসিক শক্তির

পরিচালনা বশতঃ যকৃতের ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য উৎপন্ন হইলে কালী-ফসের সহিত পর্য্যায়ক্রমে ব্যবস্থেয়। যকৃতের রক্তসঞ্চয় এবং তীব্র বেদনায় ফিরম-ফস সহ পর্য্যায়ক্রমে।

**কালী-ফস**।—স্নায়ুমণ্ডলের অবসন্নতা সহ যকৃতের ক্রিয়া বৈলক্ষণ্য। অতিশয় মানসিক পরিশ্রম বা মানসিক কষ্ট হইতে উৎপন্ন যকৃতের বিকৃতি (নেট্রম-সলফ)।

**নেট্রম-ফস**।—যকৃতের কাঠিন্য (Sclerosis) ও যকৃতের বিকৃতি হইতে উৎপন্ন বহুমূত্র। জিহ্বার বর্ণ দ্রষ্টব্য।

**নেট্রম-মিউর**।—আমাশয়ের প্রতিশ্যায় (Gastric catarrh) হইতে উৎপন্ন কামলা রোগ, নিদ্রালুতা, জলবৎ স্রাব। জিহ্বার লেপ দ্রষ্টব্য।

**কালী-সলফ**।—অপর কোনও ঔষধ ব্যবহারকালে এই ঔষধের লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে তাহার সহিত পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য।

**ক্যাল্ক-সলফ**।—যকৃতের স্ফোটকে বেদনা, দুর্ব্বলতা ও বিবমিষা থাকিলে পূয়স্রাব কমাইবার নিমিত্ত ব্যবহার্য্য।

## (চিকিৎসিত রোগী)

(১) ৪২ বৎসর বয়স্ক এক ব্যক্তির মস্তিষ্কের অতিরিক্ত ক্রিয়ার ফলে যকৃতের ক্রিয়াবৈষম্য জন্মিয়া তাহার ফলস্বরূপ ত্বকের হরিদ্রাবর্ণ ও মুখের বিস্বাদ জন্মে। ইহাকে প্রথম নেট্রম-সলফ দেওয়া হয় কিন্তু তাহাতে কোন ফল দর্শে না। কিন্তু পরে মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা এই রোগের কারণ বলিয়া নির্ণয় করিয়া কালী-ফস দেওয়া হয়। ২ সপ্তাহ কাল ঔষধ সেবনেই বিশেষ ফল দেখা যায়। কিন্তু ইহার পর রোগিটী স্থানান্তরে চলিয়া যাওয়ায় তাহার অবস্থা আর কিছুই জানা যায় নাই।

(২) একটী মেয়ের পৈত্তিক জ্বর হয়। এজন্য নেট্রম-সলফ দেওয়া যায়। কিন্তু এই ঔষধ সেবনকালে তাহার অবস্থা আরও খারাপ হইয়া উঠে ও

পাণ্ডু ( কামলা, জণ্ডিস্ ) দেখা দেয়। তখন ইহার পরিবর্ত্তে কালী-মিউর ব্যবস্থা করা হয়। এই ঔষধ সেবনের পরই উপকার দেখা যায় এবং কয়েক দিনের মধ্যেই রোগী আরোগ্য হয়।

(৬) গ্রন্থকার বহু পাণ্ডু রোগীকে নেটম সলফ ৩× অথবা লক্ষণ ভেদে কালী-মিউর ৩× ব্যবস্থা করিয়া আরোগ্য করিয়াছেন। পাণ্ডুসহ শোথ থাকিলে নেট্রম-মিউর মধ্যে মধ্যে প্রদান করা কর্ত্তব্য। যকৃতের রোগে ঔষধ ব্যবস্থা কালে রোগীর জিহ্বালক্ষণ বিশেষরূপে দ্রষ্টব্য।

# Lumbago — লাম্বেগো-কটীবাত।

( বেদনা দ্রষ্টব্য )

( চিকিৎসা )

**ক্যাল্ক-ফস**।—প্রাতে শয্যা হইতে উঠিবার পরই কটিদেশে বেদনা ( নেট্রম ফস )।

**নেট্রম-মিউর**।—কোন কঠিন বস্তুর উপর শয়ন করিলে বেদনার উপশম। অনেকক্ষণ সম্মুখদিকে অবনত হইয়া থাকিলে ঘৃষ্টবৎ বেদনা। পৃষ্ঠে দুর্ব্বলতা অনুভব, প্রাতে উহার বৃদ্ধি।

# Measles — মিজেলস্, হাম, ফেরা লুন্তি।

এই রোগ স্পর্শসংক্রামক। শিশুদিগের এই রোগ বেশী হইয়া থাকে। যুবকদিগের এই রোগ জন্মিলে উৎকট আকার ধারণ করে। শীত ও বসন্ত কালে ইহার প্রাদুর্ভাব জন্মে। হামের বিষ শরীরে প্রবিষ্ট হইবার ৮ দিবস

পর প্রথমে সামান্য সর্দ্দির লক্ষণ প্রকাশ পায়। অনন্তর পৃষ্ঠ বেদনা, কপাল বেদনা, স্বরভঙ্গ, কাসি এবং জ্বর প্রকাশ পায়। জ্বর প্রকাশ পাইবার পর চতুর্থ দিবসে প্রথমে মুখমণ্ডল ও গলায় এবং তৎপর সর্ব্বাঙ্গে রক্ত বর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীড়কা প্রকাশ পায়। চারি পাঁচ দিন পর জ্বর কম পড়ে ও হাম মিশিয়া যায়। হাম উৎকট আকারের হইলে উহার সহিত ব্রঙ্কাইটিস বা নিউমোনিয়া প্রভৃতি গুরুতর উপসর্গ সকল উপস্থিত হইতে পারে। কাহারও কাহারও বা উদরাময়, রক্তাতিসার, চক্ষুপ্রদাহ, কর্ণপ্রদাহ প্রভৃতি জন্মে। হাম বসিয়া যাওয়া বা উহার পীড়কাগুলির কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করা সুলক্ষণ নহে।

## হাম ও বসন্তের প্রভেদ।

(১) হামের প্রথমাবস্থায় সর্দ্দির ভাব থাকে, বসন্তে উহা থাকে না কিন্তু বসন্তের প্রারম্ভে উহার পরিবর্ত্তে বমন ও কোমর বেদনা থাকে। (২) বসন্তের পীড়কাগুলিতে হাত বুলাইলে ছিটাগুলির ন্যায় দানা দানা অনুভূত হয়, কিন্তু হামে তাহা হয় না।

## চিকিৎসা

**ফিরম ফস**।--হামের সকল অবস্থায়ই জ্বর চক্ষুর আরক্ততা, বক্ষে রক্ত সঞ্চয় ও প্রদাহের নিমিত্ত। প্রারম্ভাবস্থায় বিশেষ উপকারী।

**কালী-মিউর**।—হামের দ্বিতীয়াবস্থায়। স্বরভঙ্গ বিশিষ্ট কাস, গ্রন্থির স্ফীততা ইত্যাদি। জিহ্বায় শ্বেত অথবা পাংশুটে শ্বেতবর্ণের লেপ। হামের কুফল জনিত রোগ, যথা—বধিরতা, কণ্ঠের স্ফীততা, ফেঁকাশে বর্ণের পাতলা মল বিশিষ্ট অতিসার। প্রথম হইতে দৃঢ়তার সহিত ফিরম-ফস ও কালী-মিউর ব্যবহার করিলে হাম জনিত কোনও কুফলের আশঙ্কা থাকে না।

**কালী-সলফ**।—হাম অথবা অপর কোনও উদ্ভেদ (গুটিকা) বিশিষ্ট রোগ বসিয়া গিয়া চর্ম্মের শুষ্কতা ও রুক্ষতা জন্মিলে এই ঔষধ ঘর্ম্মস্রাব

জন্মাইয়া উদ্ভেদগুলি পুনঃ প্রকাশে সাহায্য করে। উষ্ণ বস্ত্রেগাত্র ঢাকিয়া রাখা কর্ত্তব্য।

**নেট্রম-মিউর।**—প্রভূত অশ্রু বা অন্য কোনও প্রকার জলবৎ স্রাব বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ মধ্যে মধ্যে দেওয়া কর্ত্তব্য।

## পথ্যাপথ্য।

জ্বরকালীন শটীর পালো এরোরূট, বার্লি। জ্বর ছাড়িয়া গেলে এরোরূট বা বার্লির সহিত দুগ্ধ মিশাইয়া ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। পেটের অসুখ বা রক্তাতিসার বিদ্যমান থাকিলে দুগ্ধ দিবে না। এই রোগে ঈষৎ উষ্ণজলে গামছা ভিজাইয়া রোগীর গা মুছাইয়া তখনই শুষ্ক বস্ত্রাদি দ্বারা ভাল করিয়া মুছিয়া ফেলিলে উপকার দর্শে ( হামগুলি ভালরূপে প্রকাশিত হয় )।

## ( চিকিৎসিত রোগী )

(১) ডাঃ কক্ উল্লেখ করিয়াছেন যে তাঁহার চিকিৎসাধীন ৩৫টী হামের রোগীর প্রথমে সামান্য মস্তকের প্রতিশ্যায় ( কোরাইজা ) ও বায়ুভূজনলীর প্রতিশ্যায় জন্মিয়াছিল। এই সকল রোগীর চক্ষুর শ্বেতমণ্ডলের প্রদাহ ও আলোক-দ্বেষ বিশেষরূপে বর্ত্তমান ছিল। কিছুদিন পর হামের গুটিকা (rash) বাহির হয় এবং ৫।৬ দিন থাকিয়া বিলুপ্ত হয়। প্রায় সকল রোগীরই গুটিকা প্রকাশাবস্থায় বা উহা বিলুপ্ত হইবার পর কর্ণ-মূল-গ্রন্থির ( এক বা উভয় দিকের ) বিবৃদ্ধি জন্মে। এই অবস্থায় শিশুগুলি বেদনা বশতঃ দিন রাত কাঁদিতে থাকিত। সকল রোগীকেই ফিরম-ফস দেওয়া হইয়াছিল। জ্বরের উগ্রতা বা অনুগ্রতা বুঝিয়া এক বা দুই ঘণ্টা অন্তর ঔষধ দেওয়া হইত। ইহাতে সকল রোগীই ভাল হইয়াছিল।

(২) গ্রন্থকার এ পর্য্যন্ত শত শত হামের রোগী ফিরম-ফস ও কালী-মিউর পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করিয়া আরোগ্য করিয়াছেন। একটী রোগীতেও

অকৃতকার্য্য হয়েন নাই। হামের গুটিকা বসিয়া গিয়া কুফল স্বরূপ কোন উপসর্গ উপস্থিত হইলে কালী-মিউরের ন্যায় ঔষধ আর নাই। ইহা প্রয়োগ করিলে অধিকাংশ স্থলেই প্রচুর গুটিকা পুনঃ প্রকাশিত হইয়া পড়ে ও তখন গুরুতর লক্ষণগুলিও অন্তর্হত হইয়া থাকে। হাম বিলুপ্ত হইয়া অতিসার বা আমরক্ত জন্মিলে পর্য্যায়ক্রমে ফিরম-ফস ও কালী-মিউর প্রয়োগ করিলে অতি উৎকৃষ্ট ফল দর্শে।

# Meningitis — মিনিঞ্জাইটিস-মস্তিষ্ক-ঝিল্লীর প্রদাহ।

মস্তিষ্ক অর্থাৎ ব্রেইন তিন স্তর আবরণ দ্বারা বেষ্টিত। এই আবরণকে মস্তিষ্কের ঝিল্লী (meninges) বলে। এই আবরণ-ঝিল্লীর প্রদাহের নাম মিনিঞ্জাইটিস। জ্বর, মস্তকে বেদনা, প্রবল প্রলাপ, মুখমণ্ডলের আরক্ত বর্ণ ও তৎপর পাণ্ডুরতা, নাড়ীর দ্রুততা, পেশীর আক্ষেপ অবসন্নতা ও সংজ্ঞাশূন্যতা এই রোগের লক্ষণ। নবজাত শিশুদিগের এই রোগ অধিক হয়।

আঘাত, পতন ও উপদংশ দোষাদি এই রোগের প্রধান কারণ।

( চিকিৎসা )

**ফিরম-ফস**।—এই রোগের প্রারম্ভাবস্থায় জ্বর, দ্রুত নাড়ী, প্রলাপ, ইত্যাদি থাকিলে।

**কালী মিউর**।—ঝিল্লীর রসক্ষরণে (এফিউসন) ইহা ফিরম-ফসের পর অথবা তৎসহকারে পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য।

**ন্যাট্রম-সলফ।**—মস্তিষ্কের ভূমি-দেশে প্রবল বেদনা (কালী-ফস এবং ফিরম ফসও ব্যবহৃত হয়)। ডাঃ কেণ্ট বলেন মেটিরিয়া মেডিকার আর সমস্ত ঔষধ বাদ দিয়া কেবল মাত্র একটী ঔষধ দ্বারা এই রোগের চিকিৎসা করিতে হইলে তিনি এই ঔষধই মনোনীত করিবেন। ইহা প্রয়োগ করিলে আশ্চর্য্যরূপে রোগের বিকাশ প্রতিরুদ্ধ হয়।

**ক্যাল্ক-ফস।**—শিশুদিগের মস্তিষ্ক-বিকারের ইহা প্রথম ও প্রধান ঔষধ। কোনও পরিবারে অনেকের এই রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা থাকিলে ইহা প্রতিষেধকরূপে কার্য্য করে।

## Menorrhagia, মেনরেজিয়া—রজসাধিক্য, রক্তপ্রদর।

(চিকিৎসা)

**ফিরম-ফস।**—মুখমণ্ডলের আরক্ততা সহকারে কষ্টরজঃ; দ্রুতনাড়ী, উজ্জ্বল-লোহিত ও সহজে জমাট হয় এরূপ রক্তস্রাব, ঋতুকালে অপরিপাচিত দ্রব্য বমন। প্রতি ঋতুকালে এরূপ জন্মিলে ঋতুর পূর্ব্বে ব্যবহার করিলে প্রতিষেধকরূপে কার্য্য করে।

**কালী-ফস।**—ইহা অনিয়মিত ঋতুর বিশেষতঃ দুর্ব্বল, ক্রোধী ও সহজে অশ্রুস্রাবশালা রমণীগণের রোগে বিশেষরূপে উপযোগী। অতিশয় বিলম্বে প্রত্যাগত, অত্যল্প বা অত্যধিক রক্তস্রাব। গাঢ় লাল বা কৃষ্ণাভ লাল, ও কখন কখন (সকল সময় নহে) অতিশয় দুর্গন্ধবিশিষ্ট রক্ত-

স্রাব। এই রক্ত বহুক্ষণ থাকিলেও জমাট হয় না। শীর্ণা ও স্নায়বিক প্রকৃতির স্ত্রীলোকদিগের প্রতি ঋতুকালে, অতিশয় উদরবেদনা। মনের অতিশয় অপ্রফুল্লতা ও স্নায়বিক দুর্ব্বলতা সহকারে বিলম্বিত ঋতু।

**কালী-মিউর।**—অতিশয় বিলম্বে প্রত্যাগত অথবা ঠাণ্ডালাগার দরুণ অবরুদ্ধ ঋতু। জিহ্বায় শ্বেত বা পাংশুটে শ্বেত বর্ণের লেপ। অতি শীঘ্র ও ঘন ঘন প্রত্যাগত; আলকাতরার ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ; জমাট; ঋতুস্রাব। দীর্ঘকালস্থায়ী বা শীঘ্র প্রত্যাগত ঋতু (কালী-ফস)।

**নেট্রমমিউর।**—পাতলা; জলবৎ ও মলিন ঋতুস্রাব (পর্য্যায়ক্রমে কালী-ফস)। অল্প বয়স্কা ও রক্তহীনা বালিকাদিগের এই রোগকালে অতি-শয় নিদ্রালুতা, বিষণ্ণতা ও প্রাতঃকালে মস্তকে অতিশয় গুরুত্ব সংযুক্ত শিরঃপীড়া থাকিলে এই ঔষধ ব্যবস্থেয়।

**ম্যাগ্নেশিয়া ফস।**—ঋতুকালীন উদর বেদনার সর্ব্বপ্রধান ঔষধ। ঋতুকালে বা তৎপূর্ব্বে উদর বেদনা। উদরে আকুঞ্চক বেদনা। উত্তাপে এই বেদনার উপশম। স্বল্প স্রাব ও অতিশয় উদর বেদনায় এই ঔষধ ঘন ঘন দিলে প্রভূত স্রাব নিঃসারিত হইয়া থাকে।

**ক্যাল্ক-ফস।**—ম্যাগ্নেশিয়া-ফস বিফল হইলে অল্প বয়স্কা বালিকা ও রক্তহীনা স্ত্রীলোকদিগের অনিয়মিত ঋতুস্রাবে ইহা ব্যবহার করিলে জরায়ুর দোষ সংশোধিত হয়। স্তন্যদায়িনী স্ত্রীলোকদিগের ঋতু। অল্প বয়স্কা বালিকাদিগের নিয়মিত কালের বহু পূর্ব্বে ঋতুস্রাব। জননেন্দ্রিয়ে দপ্ দপ্ ও অতিশয় সঙ্গমেচ্ছা।

**ক্যাল্ক ফ্লোর।**—প্রভূত রক্তস্রাব সহকারে উরু পর্য্যন্ত সম্প্রসারণ-শীল বেদনা। প্রভূত ঋতুস্রাব হইলে এই ঔষধ জরায়ুর দোষ সংশোধন করিতে বিলক্ষণ সমর্থ (কালী-ফস)।

**কালী-সলফ**।—উদরে পূর্ণতা ও গুরুত্বসংযুক্ত অতিশয় স্বল্প ও বিলম্বিত ঋতুস্রাব। পীত-লেপাবৃত জিহ্বা।

**নেট্রম-ফস**।—অম্লগন্ধি বা বিদাহী (অর্থাৎ কোনও স্থানে লাগিলে সে স্থানে ক্ষতোৎপাদনকর) রজস্রাব; সরের ন্যায় লেপাবৃত জিহ্বা; অম্ললক্ষণের বিদ্যমানতা।

**সিলিশিয়া**।—কোষ্ঠকাঠিন্য সহকারে উগ্রগন্ধি রজঃস্রাব; ঋতুকালে শরীরের বরফের ন্যায় শীতলতা; শীতল জলে কাজ করার ফলে রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকিলে; অতিশয় কামোন্মাদ।

---

## চিকিৎসিত রোগী।

(১) এক রমণীর প্রভূত রজঃস্রাব হইত; অতিরিক্ত স্রাব বশতঃ রোগিণী অতিশয় নীরক্ত হইয়া পড়েন। নীরক্ততা ব্যতীত, উদর বেদনা প্রভৃতি কোনও উপসর্গ ছিল না; ফিরম-ফস ৩X ব্যবহার করা হয়; উহাতে রোগিণী আরোগ্য লাভ করেন।

(২) আর এক রমণী মাত্র একটী সন্তান প্রসব করিয়াছিলেন; তাঁহার প্রভূত রজঃস্রাব হইত; দুইবার তাঁহার এত অধিক রজস্রাব হয় যে মৃত্যু ঘটিবে বলিয়া ভয় হইয়াছিল। পরীক্ষা করিয়া জানা গেল যে, জরায়ু স্ফীত ও ভগ-পথে অনেকটা নামিয়া পড়িয়াছে। জরায়ুর মুখের আরক্ততা ও স্পর্শানুভবতা এবং প্রায় অর্দ্ধ ইঞ্চি পরিমাণ খোলাছিল। জরায়ুর অভ্যন্তর পূর্ণ ও বহির্ভাগ শক্ত হইয়া পড়িয়াছিল; দিনে ৩।৪ বার করিয়া ম্যাগ ফস ৬X দেওয়া হয়; ৩ মাসে জরায়ু স্বাভাবিক আকার ধারণ করে ও তিনি ভাল হন।

(৩) ৩৪ বৎসর বয়স্কা জনৈকা রমণীর সাধারণতঃ ২।৩ সপ্তাহ পর পরই প্রভূত উজ্জল লোহিত রক্তস্রাব হইত এবং উহা ৬ দিন স্থায়ী হইত।

রোগিণীর চেহারা অতিশয় শীর্ণ ও রক্তহীন এবং মুখমণ্ডলের পাণ্ডুরতা (ফেঁকাশে) ছিল। কিন্তু ঋতুকালে এতদ্বিপরীত ঘটিত অর্থাৎ ঋতুকালে মুখমণ্ডল আরক্তিম হইত ও তৎসহকারে উত্তাপ ও জ্বালা বোধ হইত। রক্ত স্রাবিত হওয়া মাত্র যোনি পথেই সংযত (জমাট) হইত। এতৎসহ আহার করা মাত্রই ভুক্তদ্রব্য বমন হইয়া উঠিয়া পড়িত ও অতিশয় দুর্ব্বলতা ছিল। ঋতুস্রাব যে পর্য্যন্ত অন্তর্হৃত না হইত তাবৎকাল পর্য্যন্ত ফিরম-ফস ৩× বিচূর্ণ প্রতি ২ ঘণ্টান্তর এবং তৎপর ১ সপ্তাহ কাল প্রত্যহ প্রাতে ও রাত্রিতে এক এক মাত্রা সেবনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। এইভাবে ৩ মাস পর্য্যন্ত ঔষধ ব্যবহারের ফলে রোগিণীর ঋতু ক্রমে স্বাভাবিক আকার ধারণ করে ও সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটে।

(৪) জনৈক রমণীর অতিশয় অধিক পরিমাণ ঋতুস্রাব হইয়া মৃত্যু ঘটিবার সম্ভাবনা জন্মায় ডাঃ ডেভিসকে আহ্বান করা হয়। যখনই তাহার ঋতুস্রাব হইত তখনই এইরূপ জীবনের আশা থাকিত না। চিকিৎসক পরীক্ষান্তে রোগিণীর জরায়ু অতিশয় কঠিন ও স্ফীত হইয়াছে জানিতে পারিলেন। ৬ বৎসর পূর্ব্বে রোগিণীর ১টী সন্তান জন্মে। তাহার পর হইতেই তিনি পেটে গুরুত্ব অনুভব করিতে থাকেন। জরায়ু ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া বর্ত্তমান আকার ধারণ করে। ডাক্তার যখন তাঁহাকে দেখেন তখন তাঁহার জরায়ু বর্দ্ধিত হইয়া যোনিপথে নামিয়া পড়িয়াছিল। ইহা দেখিয়া চিকিৎসক প্রতি ৪ ঘণ্টান্তর এক এক মাত্রা ক্যাল্ক-ফ্লোর প্রদান করেন। এই ভাবে ঔষধ ব্যবহার করায় ৪—৬ সপ্তাহ মধ্যেই তাঁহার জরায়ু ক্রমশঃ ছোট হইয়া স্বাভাবিক আকার প্রাপ্ত হইয়াছিল।

# Mental Conditions—মেণ্টাল কণ্ডিসন্স, মানসিকভাব বা অবস্থা।

## চিকিৎসা

**কালী-ফস।**—ইহা মস্তিষ্কের ক্রিয়া-বিকারের সর্ব্বপ্রধান ঔষধ। অতিশয় নিরুৎসাহিতা, সহজে ক্রোধের আবেশ ও অধৈর্য্য। নিদ্রাহীনতা বা স্মৃতিক্ষীণতা। অতিশয় অধ্যয়ন বা মানসিক শ্রম জনিত মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা। চিন্তা করিতে অক্ষমতা। স্নায়বীয়তা, লজ্জা, অস্থিরতা, ভয়, বুদ্ধিহীনতা ও গোলমালে বিরক্তি। অতিশয় দীর্ঘসুপ্রিতা, অতীত বিষয়ের চিন্তা, বিষণ্ণতা, দুর্ব্বলতা। মানসিক বিভ্রম, মিথ্যা ধারণা বা কল্পনা একাকী থাকিতে ইচ্ছা। হাঁইতোলা ও অবসাদ। প্রত্যেক বিষয়েরই মন্দ দিক দর্শন; নিদ্রিতাবস্থায় হাঁইতোলা ও বিলাপ করা; শিশুদিগের রাত্রিকালীন ভয়। সামান্য মনোবিকারে মুখমণ্ডলের আরক্ততা। সহজেই উত্তেজিত হয় বা শিহরিয়া উঠে। শিশুদিগের অতিশয় খিট্‌খিটে স্বভাব। শিশুদিগের ভয় বা চিৎকার করা। অশ্রুস্রাব প্রবণতা। উন্মত্ততা; যুক্তিপূর্ণ চিন্তা সংগ্রহে অসমর্থতা। বিভিন্ন প্রকারের উন্মত্ততা ও উহার বিভিন্ন অবস্থায় ইহা উপযোগী (ফিরম-ফসও ব্যবহার্য্য)। মদ্যপায়ীদিগের পানাত্যয়।

**ফিরম ফস।**—ক্রোধের মন্দফল। মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য বশতঃ উন্মত্ততা বা তদ্রূপ অবস্থা।

**নেট্রম-মিউর।**—হৃৎস্পন্দন সহকারে বিষণ্ণতা; ভবিষ্যৎ বিষয়ে আশঙ্কা। নিরুৎসাহিতা ও বিমর্ষতা সহকারে কোষ্ঠকাঠিন্য। অশ্রুস্রাব প্রবণতা। মদ্যপায়ীদিগের অনিদ্রা ও কম্পন সংযুক্ত প্রলাপ।

**ম্যাগ্নেশিয়া ফস** ।—দর্শনেন্দ্রিয়াদির বিভ্রম। মানসিক পরিশ্রমে অনিচ্ছা। চিন্তা করিতে অক্ষমতা।

**নেট্রম-সলফ** ।—আত্মহত্যার প্রবৃত্তি ( পিত্তস্রাবের বিশৃঙ্খলা হেতু )।

( চিকিৎসিত রোগী )

(১) ৪৪ বৎসর বয়স্ক একব্যক্তির ধর্ম্মোন্মাদ জন্মে। সে সর্ব্বদা বিলাপ করিত, চিৎকার করিত, হাত মোচড়াইত এবং পরিধেয় কাপড়, কাগজপত্র যাহা সম্মুখে পাইত তাহাই ছিড়িয়া টুক্‌ড়া টুক্‌ড়া করিত। তাঁহার চারিদিকের পরিচিত ব্যক্তিদিগকেও সে চিনিতে পারিত না এবং ঘুমাইতে পারিত না। সে চারিদিকে কেবল শূন্য-দৃষ্টিপাত করিত। দুই জনের কমে তাহাকে ধরিয়া বসাইতে পারা যাইত না। ঔষধ বা খাদ্যবস্তু খাওয়াইতে হইলে জোর করিয়া নাক চাপিয়া ধরিয়া তবে সামান্য কিছু খাওয়াইতে পারা যাইত। কালী-ফস ব্যবস্থা করা হয়। তাহাতেই সে ভাল হয়।

(২) ৮০ বৎসর বয়স্ক জনৈক বৃদ্ধের বিষাদ বায়ু ( মেলাঙ্কোলিয়া ) জন্মে। তাহার জীবনে বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছিল, কিন্তু মৃত্যুভয়ও ছিল; সকলকে দেখিলেই সন্দেহ জন্মিত; সর্ব্বদাই বিষণ্নভাবে বসিয়া থাকিত। প্রথমে বহু প্রকার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করা হয়। কিন্তু তাহাতে কোন ফল না দর্শিলে শেষে কালী-ফস ব্যবহার করা যায়। ইহাতেই রোগী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করে।

(৩) ২৬ বৎসর বয়স্ক এক যুবককে দেখিতে যদিও বলিষ্ঠ ছিল এবং তাহার উত্তম ক্ষুধা হইত, তথাপি তাহাকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে "হাঁ" বা "না" ব্যতীত অন্য কোন কথা বলিত না। এবং এই যে "হাঁ" বা 'না" বলিত তাহাও অতিশয় জড় বুদ্ধি ব্যঞ্জক ছিল। তাহার আচার ব্যবহারও নেহাৎ ছেলে-মানুষের মত ছিল। রোগীকে পরীক্ষা করায় তাহার সমুদায়

দন্ত ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে ও মস্তিষ্কের এক পার্শ্ব ( বাম ) অপর পার্শ্ব হইতে অপেক্ষাকৃত ছোট বলিয়া জানা যায়। সে অতিশয় স্নায়বীয় প্রকৃতির ছিল, কোথাও ৫ মিনিট কাল বসিয়া থাকিতে পারিত না। যখন তাহার স্নায়বীয় উত্তেজনা বাড়িত, তখন সে নিজের পরিধেয় কাপড় চোপড় ছিড়িয়া টুক্‌ড়া টুক্‌ড়া করিয়া চতুর্দ্দিকে উড়াইয়া দিত ও একেবারে উলঙ্গ হইয়া পড়িত। নিকটস্থ কাহাকেও চিনিতে পারিত না। লক্ষ্যশূন্য দৃষ্টিতে কট্‌মট করিয়া তাকাইত।

একমাত্র জননী ব্যতীত আর কাহাকেও বড় ভয় বা সম্মান করিত না। তাহার হস্ত-মৈথুনের অভ্যাসও ছিলনা, কোনও বিষয়েই তাহার চিত্ত আকৃষ্ট হইত বলিয়া মনে হইত না। এই যুবক ৭ম গর্ভজাত ছিল। কতিপয় বৎসরব্যাপী এলোপ্যাথিক চিকিৎসায় ইহার কোন উপকারই দেখা গিয়াছিল না। ইহার পিতামাতা ও অন্যান্য ভ্রাতাভগিনী সকলেই বেশ বলশালী ও সুস্থকায় ছিল। প্রশ্নের উত্তরে জানা, গেল এই যুবক যখন গর্ভে ছিল তখন তাহার মাতা কোন প্রকার ভয় বা মানসিক অশান্তি ভোগ করেন নাই, পক্ষান্তরে, তিনি ঐ সময় বেশ প্রফুল্লান্তঃকরণেই ছিলেন। তখন ইহার জন্য ম্যাগ-ফস ৩× ও ক্যাল্ক-ফস ৩× ( ৫ গ্রেণ মাত্রায় ) দিনে প্রতি ঘণ্টায় পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহারের উপদেশ দেওয়া গেল। ইহাতেই ক্রমশঃ তাহার অবস্থার উন্নতি দেখা যাইতে লাগিল। ৮ মাস ঔষধ ব্যবহার করার ফলে সে কাজকর্ম্ম করিয়া খাইতে সমর্থ হইয়াছিল।

# Metritis—মিট্রাইটিস।

## জরায়ুপ্রদাহ

প্রসবের বা গর্ভস্রাবের পর রক্ত দূষিত হওয়া, বা প্রসবের অল্পকাল পরে সর্দ্দি লাগা, আঘাত, পতন, ঋতুকালে অধিকক্ষণ দাঁড়ান বা বেড়ান এবং অতিরিক্ত মৈথুন প্রভৃতি কারণে এই রোগ জন্মে। প্রথমে কম্প এবং তৎপর দ্রুতনাড়ী ও জ্বর, নিম্নোদরে, কোমরে ও উরুতে বেদনা; জরায়ুতে গুরুত্ব ও স্ফীততা অনুভব, মূত্রত্যাগে কষ্ট এবং বিবমিষা ও বমন ইত্যাদি ইহার লক্ষণ।

### চিকিৎসা।

**ফিরম-ফস।**—প্রারম্ভ বা প্রাদাহিক অবস্থায় জ্বর, বেদনা ও রক্ত-সঞ্চয় হ্রাস করিবার নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়। জরায়ু-প্রদেশে উষ্ণ সেকও উপকারী।

**কালী-মিউর।**—প্রদাহের দ্বিতীয়াবস্থায় জরায়ু স্ফীত হইয়া উঠিলে। জরায়ুর পুরাতন রক্তসঞ্চয়।

---

# Mouth, Diseases of—মাউথ, ডিজিজেস অব—মুখের রোগ।

**ফিরম-ফস।**—মুখের যে কোন রোগে প্রাদাহিক অবস্থায় ইহা ব্যবস্থেয়। মাড়ির ক্ষত, আরক্ততা ও বেদনা।

**কালী-মিউর।**—শিশু বা স্তন্যদায়িনীদিগের মুখের শ্বেতবর্ণ ক্ষত। প্রভূত লালাস্রাব বিশিষ্ট মুখ ক্ষত ( নেট্রম-মিউর ); মাড়ির ক্ষতে পূয জন্মি-

বার পূর্ব্বে। মাড়ির অতিশয় স্ফীততা সহ গাঢ় শ্বেতাভ স্রাব নিঃসরণ।

**নেট্রম ফস**।—মুখের ক্ষতে সরের ন্যায় পীতবর্ণ স্রাব নিঃসৃত হইলে ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। অম্ল লক্ষণের বিদ্যমানতা।

**ক্যাল্ক-ফস**।—মাড়ির পাণ্ডুবর্ণ (রক্তহীনতার লক্ষণ) থাকিলে একটু দীর্ঘকাল এই ঔষধ ও তৎপর ফিরম-ফস ব্যবহার করিবে। দন্তোদ্গম কালে মাড়িতে বেদনা (ফিরম-ফস)।

**কালী-ফস**।—মুখের পচাক্ষত। স্কার্ভি রোগ। দুর্গন্ধি শ্বাস-প্রশ্বাস। মাড়ি হইতে রক্তপাত। উজ্জ্বল-আরক্ত প্রান্ত বিশিষ্ট মাড়ি।

**নেট্রম-মিউর**।—প্রভূত লালাস্রাব। মুখের চারিদিকে ফোস্কার ন্যায় পীড়কা।

**কালী-সলফ**।—নিম্নোষ্ঠের শ্লেষ্মা-স্রাবী ঝিল্লীর শুষ্কতা ও পতন (উঠিয়া যাওয়া)।

**ক্যাল্ক-ফ্লোর**।—হনু বা চোয়ালের কঠিন স্ফীততা ও তৎসহ স্ফোটক।

## Miscarriage—মিস্ক্যারেজ—গর্ভস্রাব।

(গর্ভ ও প্রসবেদনা দ্রষ্টব্য)।

# Morning Sickness—মর্ণিং সিকনেস্
# গর্ভিণীদিগের প্রাতঃকালীন বিবমিষা।

( চিকিৎসা )

**নেট ম মিউর।**—প্রাতঃকালীন বিবমিষা সহকারে জলবৎ ফেণিল শ্লেষ্মা বমন। পুনঃ পুনঃ মুখদিয়া প্রভূত জল বা লালাস্রাব। অতিশয় ক্ষুধা মনে হয় যেন পেটে কিছুই নাই, কিন্তু কোন জিনিষেই রুচি জন্মে না।

**নেট্‌ ম-ফস।**—অম্লপদার্থ বমন সংযুক্ত প্রাতঃকালীন বিবমিষা।

**ফিরম-ফস।**—আহারের পর ভুক্তদ্রব্য বমন। ইহাতে উপকার না হইলে পর্য্যায়ক্রমে ক্যাল্ক ফস দিবে।

**মন্তব্য।**—অনেক সময় খালিপেটে থাকার দরুণ গর্ভিণীদিগের বিবমিষা ও বমন জন্মে, এরূপাবস্থায় গর্ভিণীকে সকালে কিছু খাইতে দেওয়া কর্ত্তব্য। রোগিণীর বেশী নড়া চড়া কর্ত্তব্য নহে। লঘু ও বলকর পথ্য দেওয়া বিহিত।

---

# Mucous membranes—মিউকাস
# মেম্‌ব্রেন্‌স—শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর রোগ।

স্রাবের বিশেষ বিশেষ প্রকৃতি অনুসারে বিভিন্ন ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল। যথা:—

এল্ব মেনের ন্যায় শ্লেষ্মা—ক্যাল্ক-ফস।

তন্তুময় ( ফাইব্রিনঃস )—কালী-মিউর।

পীতাভ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুশ্ছেদ্য শ্লেষ্মাখণ্ড—ক্যাল্ক-ফোর

পীতবর্ণ, স্বর্ণের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট—নেট্রম-ফস।

সবুজাভ শ্লেষ্মা—কালী-সলফ।

পরিষ্কার, স্বচ্ছ—নেট্রম-মিউর।

পূযাক্ত শ্লেষ্মা—ক্যাল্ক-সলফ।

অতিশয় দুর্গন্ধ বিশিষ্ট—কালী-ফস।

ক্ষতকর—নেট্রম মিউর, ক্যালী-ফস।

## Mumps — মংম্পস,-কর্ণমূল-গ্রন্থির প্রদাহ।

লালাস্রাবী গ্রন্থি, বিশেষতঃ কর্ণমূলের প্রাদাহিক স্ফীততাকে কর্ণমূল-প্রদাহ বলে। এই রোগে সময় সময় সর্দ্দি লাগিয়া বা শীতল প্রয়োগ বশতঃ সহসা গ্রীবাদির স্ফীততা বিলীন হইয়া পুরুষের অণ্ডকোষ এবং স্ত্রীলোকের স্তন স্ফীত হইয়া উঠে। এই রোগ অতিশয় সংক্রামক, কিন্তু বিপজ্জনক নহে। এই রোগের প্রারম্ভাবস্থায় জ্বর থাকে।

( গ্রন্থির রোগ দ্রষ্টব্য )

( চিকিৎসা )

**ফিরম-ফস।**—রোগের প্রারম্ভাবস্থায় জ্বর লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে।

**কালী-মিউর**।—ইহা গ্রন্থির স্ফীততার প্রধান ঔষধ। অধিকাংশ স্থলে ইহা ফিরম-ফসের সহিত পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করিলে বিলক্ষণ উপকার দর্শে।

**নেট্রম-মিউর**।—প্রভূত লালাস্রাব অথবা অণ্ডের স্ফীততা সংযুক্ত রোগে অপর কোনও ব্যবস্থেয় ঔষধের সহিত পর্য্যায়ক্রমে বা অন্তর্ব্বর্ত্তী ঔষধ স্বরূপ ব্যবহৃত হয়।

**পথ্যাপথ্য**।—গিলিতে কষ্ট হয় বলিয়া অর্দ্ধ তরল পথ্য ব্যবস্থা করিবে। দিনে ৩।৪ বার উষ্ণ সেক দেওয়া ও রুগ্ন স্থান ফ্লানেল দিয়া জড়াইয়া রাখা কর্ত্তব্য।

# Neuralgia—নিউর্যালজিয়া—স্নায়ুশূল।

## (চিকিৎসা)

**ফিরম-ফস**।—প্রাদাহিক কারণ জনিত স্নায়ু-শূল। ঠাণ্ডা লাগার দরুণ প্রবল দপদপকর অথবা প্রেকবিদ্ধবৎ বেদনা। কোন এক চক্ষুর উপরে বা কপালে অর্দ্ধ শিরঃশূল। ইহাতে উপকার না হইলে ক্যাল্ক-ফস দিবে। স্নায়ু-শূল সহকারে মুখমণ্ডলের আরক্ততা, জ্বালাকর উত্তাপ, জ্বর ইত্যাদি।

**ম্যাগ্নেশিয়া ফস**।—সকল প্রকার স্নায়ু-শূলেই উত্তপ্ততায় উপশম ও শীতলতায় বৃদ্ধি লক্ষণ থাকিলে ইহা সুব্যবস্থেয়। তীব্র খোঁচা বা চিড়িক মারার ন্যায় বেদনা, বক্ষে আকুঞ্চক বেদনা; আক্ষেপিক বা খাল ধরার ন্যায় এবং ভেদন অথবা মোচড়ানবৎ বেদনা; থাকিয়া থাকিয়া বেদনা

উঠে। স্নায়ুর গতি অনুসারে বেদনার গতি। মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল; উষ্ণগৃহে উপশম, বিমুক্ত বায়ুতে বৃদ্ধি।

**কালী-ফস।**—রক্তহীন স্নায়বিক প্রকৃতির ব্যক্তিদিগের রোগে উপকারী; স্নায়ুশূল সহকারে ক্রোধপ্রবণতা ও খিটখিটে স্বভাব। আস্তে আস্তে নড়িলে চড়িলে উপশম। একাকা থাকিলে, উপবিষ্ট অবস্থা হইতে উত্থানকালে অথবা অতিরিক্ত পরিশ্রমে বৃদ্ধি। স্নায়ুশূল সহকারে অতিশয় দুর্ব্বলতা ও বলক্ষয়। আলোক ও গোলমালে বিদ্বেষ। শিরঃশূল সহকারে নিদ্রাহীনতা ও স্নায়বীয়তা, বেদনাকালে কর্ণে গুণ গুণ শব্দ।

**ক্যাল্ক ফস।**—কোন ব্যবস্থেয় ঔষধে সুফল প্রাপ্ত না হইলে। (পুরাতন রোগে অন্তর্ব্বর্ত্তী ঔষধ স্বরূপ) রাত্রিতে নির্দ্ধারিত সময়ে বেদনার উপস্থিতি। মনে হয় যেন হাড়ে বেদনা করে। অবশতা ও ঠাণ্ডা সুড়সুড়ির ন্যায় অনুভব সহকারে বেদনা। রাত্রিতে ও ঝড় বৃষ্টির দিনে বৃদ্ধি। গুহ্যদ্বারের স্নায়ুশূল, মলত্যাগের পর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বেদনার বিদ্যমানতা।

**নেট্রম-মিউর।**—লালা ও অশ্রুস্রাব সহকারে থাকিয়া থাকিয়া স্নায়ু-শূলের উপস্থিতি। খোঁচামারা বা তীরবিদ্ধবৎ বেদনা। নেট্রম-মিউর ও ম্যাগ্নেশিয়া-ফসের বেদনার প্রকৃতি ঠিক একই রকম। উভয়ের পার্থক্য এই যে, নেট্রম-মিউরে প্রচুর অশ্রু বা লালা স্রাব থাকে ম্যাগ্নেশিয়া-ফসে থাকে না। মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল।

**কালী-মিউর।**—প্রবল বেদনা সহকারে শ্বেত বা পাংশুটে শ্বেত বর্ণের লেপাবৃত জিহ্বা।

**কালী-ফস।**—সন্ধ্যাকালে বা উষ্ণ বায়ুতে বৃদ্ধি, শীতল বিমুক্ত বায়ুতে উপশম।

**সিলিশিয়া।**—অসম্যক পরিপোষিত ব্যক্তিদিগের দুর্দ্দম্য রোগ। মাঝে মাঝে দেওয়া কর্ত্তব্য।

---

# Ophthalmia—অপথ্যালিমিয়া—চক্ষুউঠা।

চক্ষুর শ্বেতাংশের লালবর্ণ, চক্ষে বালুকণা বা কণ্টকবেধের ন্যায় অনুভব, জল বা পূয পড়া, চক্ষু কুট্‌কুট্‌ করা, অনবরত চক্ষু মুছিবার প্রবৃত্তি ও আলোকাসহ্যতা এই রোগের প্রধান লক্ষণ।

রৌদ্র, হিম বা শীত লাগা এবং চক্ষে ধূলিকণা, ধূম বা বাতাস লাগিলে এই রোগ জন্মে। হাম ও প্রমেহ জনিতও চক্ষু প্রদাহ জন্মিয়া থাকে।

## চিকিৎসা।

**ফিরম-ফস** —সকল প্রকার প্রাদাহিক লক্ষণ সকল বিদ্যমান থাকিলে ইহা ব্যবস্থেয়।

**নেট্রম-ফস**।—শিশুদিগের চক্ষু উঠার ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। সদ্যজাত শিশুদিগের চক্ষু হইতে পূযাক্ত স্রাব নিঃসরণ। সরের ন্যায় পূযস্রাব।

**কালী সলফ**।— সবুজাভ পূযস্রাব।

**ক্যাল্ক-সলফ**।—গাঢ়, কখন কখন বা রক্তমিশ্রিত পূযবৎ স্রাব নিঃসরণ। গাঢ়, পীতবর্ণ স্রাব।

( চক্ষুরোগ দ্রষ্টব্য )

## Orchitis—অর্কাইটিস, অণ্ডকোষ-প্রদাহ, একশিরা

আঘাত, উপঘাত, প্রমেহ বা উপদংশজ বিষ এবং শীত ও ঠাণ্ডা লাগিয়া এইরোগ জন্মিতে পারে। এক বা উভয় অণ্ডই আক্রান্ত হইতে পারে। রোগাক্রান্ত অণ্ডের অতিশয় স্ফীততা ও বেদনা থাকে। হাত বা কোন প্রকারে চাপ লাগিলে অত্যন্ত বেদনা করে। স্ফীততা কখন কখন এত বাড়িয়া থাকে যে, অণ্ড স্বাভাবিক অবস্থা হইতে প্রায় চারি পাঁচগুণ বড় হইয়া পড়ে।

( চিকিৎসা )

**কালী মিউর।**—অণ্ডের প্রদাহ ও স্ফীততা। প্রমেহের স্রাব বিলোপের ফলে অণ্ডপ্রদাহ জন্মিলে ইহা প্রধান ঔষধ।

**ফিরম-ফস।**—প্রাদাহিক লক্ষণ, যথা—জ্বর, উত্তাপ ও বেদনা থাকিলে।

**ক্যাল্ক ফস।**—অন্তর্ব্বর্ত্তী ঔষধ স্বরূপ অথবা রোগ পুরাতন আকার ধারণ করিলে ইহা ব্যবহৃত হয়।

**ক্যাল্ক ফ্লোর।**—অণ্ডের কঠিন স্ফীততা।

## Pain—পেইন-বেদনা।

### [ শিরঃপীড়া ও স্নায়ুশূল দ্রষ্টব্য ]

চিকিৎসা

**ফিরম-ফস।**—শরীরের যে কোন স্থানের প্রাদাহিক বেদনায় ইহা ব্যবহার করা উচিত। স্নায়ুশূল, পৃষ্ঠবেদনা, কটি ও উরু প্রদেশের

বেদনা, বৃক্ক বেদনা। ফিরম-ফসের সকল স্থানের বেদনাই রোগাক্রান্ত স্থানে শীতল স্থানিক প্রয়োগে, এবং বেদনা গভীর স্থানে হইলে বাহ্য উষ্ণতায় উপশম হইয়া থাকে।

**ম্যাগ্নেশিয়া-ফস**।—তীব্র, তীরবিদ্ধবৎ, খোঁচামারার ন্যায় অথবা মোচড়ানবৎ বেদনায় ইহা অতিশয় ফলপ্রদ। এই বেদনা উষ্ণতায় উপশম ও শীতলতায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। খননবৎ, সবিরাম, স্নায়ুশূল।

**কালী মিউর**।—স্ফীতত। থাকিলে ফিরম-ফসের পর বা তৎসহ পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য।

**কালী-ফস**।—রোগাক্রান্ত স্থানের খঞ্জতা ও শক্তিশূন্যতা। যৎসামান্য সঞ্চলনে বেদনা ও আড়ষ্টতার উপশম কিন্তু অত্যধিক সঞ্চলনে উহার বৃদ্ধি। রক্তহীন ও ক্রোধপ্রবণ ব্যক্তিদিগের স্নায়ু শূল। সঞ্চলনের প্রারম্ভে বেদনার বৃদ্ধি, কিন্তু আস্তে আস্তে নড়িলে চড়িলে উপশম। প্রফুল্লকর ঘটনায় বেদনার হ্রাস।

**ক্যাল্ক ফস**।—বেদনা সহকারে ব্যথিতস্থানে অবশতা ও সুড়সুড়ি অনুভব। রাত্রিকালে ও বৃষ্টি বাদলার দিন লক্ষণের বৃদ্ধি। ক্ষয়কর রোগের পরবর্ত্তী বেদনা। কটিবাতে ফিরম-ফস সহ পর্য্যায়ক্রমে ব্যবস্থেয়।

**ন্যাট্রম-মিউর**।—অতিরিক্ত লালা বা অশ্রুস্রাব সহকারে বেদনা। ফেণিল লালা দ্বারা লেপাবৃত জিহ্বা। মস্তকে মৃদু গুরুত্ব সহকারে অশ্রুস্রাব। ম্যাগ্নেশিয়া ফসের বেদনার ন্যায় বেদনা সহকারে অশ্রুস্রাব থাকিলে এই ঔষধ ব্যবহার্য্য। সাধারণতঃ প্রাতঃকালে বেদনার বৃদ্ধি।

**কালী-সলফ**।—একস্থান হইতে অন্যস্থানে সঞ্চরণশীল বেদনা। সাধারণতঃ সন্ধ্যাকালে, উষ্ণগৃহে অথবা উষ্ণ বায়ুতে বেদনার বৃদ্ধি এবং শীতল বিমুক্ত বায়ুতে উপশম।

**ন্যাট্রম-ফস**।—বেদনা, বিশেষতঃ আমবাতিক বেদনা সহকারে সরের ন্যায় পীতবর্ণ লেপাবৃত জিহ্বা। আহারের পরবর্ত্তী বেদনায়, বিশেষতঃ অম্ল লক্ষণ-বিদ্যমান থাকিলে ইহা সবিশেষ উপযোগী।

**ক্যাল্ক ফ্লোর**।—পৃষ্ঠ-বেদনা: কটি-বেদনা। বেদনা সহকারে কোষ্ঠবদ্ধতা। অর্শ অথবা জরায়ুর নিমগ্নতা বশতঃ বেদনা।

## Paralysis—প্যারালিসিস্, পক্ষাঘাত।

কোন অঙ্গের বা শরীরের অর্দ্ধাংশের গতিশক্তির বিলোপকে পক্ষাঘাত বলে। এই রোগে সময়ে সময়ে সঞ্চলন শক্তির সঙ্গে সঙ্গে আক্রান্ত অঙ্গের স্পর্শজ্ঞানও বিলুপ্ত হইয়া থাকে।

( চিকিৎসা )

**কালী-ফস**।—হঠাৎ বা ক্রমে ক্রমে এই রোগ উপস্থিত হইলে প্রথমেই এই ঔষধের বিষয় চিন্তা করা উচিত। স্বর-রজ্জুর পক্ষাঘাত বশতঃ স্বর-নাশ। গতি শক্তির বিলোপ সহকারে জীবনী শক্তির ক্ষীণতা ও মলের পচা গন্ধ। মুখমণ্ডলের পক্ষাঘাত, অর্দ্ধাঙ্গের পক্ষাঘাত বা শিশুদিগের পক্ষাঘাতে ইহা প্রধান ঔষধ।

**ম্যাগ্নেশিয়া-ফস**।—হস্ত বা মস্তকের অনৈচ্ছিক কম্পন (ক্যাল্ক ফস)। পেশীর পক্ষাঘাতে কালী-ফস সহ পর্য্যায়ক্রমে।

**ক্যাল্ক ফস**।—নিম্নাঙ্গে শীতলতা, অবশতা ও সুড়সুড়ি অনুভব।

**সিলিশিয়া।**—টেবিস ডর্সেলিস রোগজনিত পক্ষাঘাত। পক্ষাঘাত জন্য সন্ধির দুর্ব্বলতা।

## (চিকিৎসিত রোগী)

(১) জনৈক যুবতী প্রেমভঙ্গে নিরাশ হইয়া আত্ম হত্যার জন্য এক-প্রকার বিষ সেবন করেন। তাহাতে তাঁহার মৃত্যু না ঘটিয়া হাত ও পায়ের পক্ষাঘাত জন্মে। ১২ পুরিয়া মাত্র ক্যাল্ক-ফস সেবনেই তাঁহার পক্ষাঘাত সম্পূর্ণরূপে দূরীকৃত হয়।

(২) ২৪ বৎসর বয়স্ক এক যুবকের দক্ষিণ গণ্ডের ( গালের ) পক্ষাঘাত জন্মে। রোগাক্রান্ত স্থানের অবশতা ও স্পর্শজ্ঞান বিলুপ্ত ছিল। মুখ বামদিকে একটু বক্রও ছিল। এজন্য কথা একটু অস্পষ্ট হইত এবং

হাঁটিবার কালে পদ-বিক্ষেপেরও একটু ব্যতিক্রম জন্মিত (shuffling gait) চলৎ-শক্তির এইরূপ ব্যতিক্রম দেখিয়া লোকোমোটর এটাক্সিয়া জন্মিবে বলিয়া আশঙ্কা হয়। জলে কাজকরার ফলে, অথবা হস্তমৈথুনাদি কিংবা অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় পরিচালনার ফলে রোগোৎপত্তি হইয়াছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলে তাহাতে অস্বীকার করে। যাহা হউক, কালী-ফস ৩x ও ক্যাল্ক ফস ৩x প্রতি ৩ ঘণ্টান্তর পর্য্যায়ক্রমে সেবনের ব্যবস্থা করা যায়। ২ সপ্তাহ এইরূপ ঔষধ ব্যবহারের পর কেবল মাত্র কালী-ফসই সেবনের উপদেশ দেওয়া হয়। উহাতে ক্রমে ক্রমে তাহার যাবতীয় উপসর্গ দূরীভূত হইয়াছিল। পরে রোগী তাহার হস্ত-মৈথুনের অভ্যাস ছিল বলিয়া স্বীকার করে।

## Pthisis Pulmonalis—যক্ষ্মাকাশ

( কনজম্পশন দ্রষ্টব্য )

## Pleurisy—প্লুরিসি—ফুসফুসবেষ্ট-প্রদাহ।

ফুসফুসের আবরণ ঝিল্লীর প্রদাহকে ফুসফুসবেষ্ট প্রদাহ বলে। ইহার লক্ষণ প্রায়ই ফুসফুস-প্রদাহের ন্যায়।

**ফিরম ফস।**—এই রোগের প্রারম্ভাবস্থায় জ্বর, পার্শ্বে সূচিবিদ্ধবৎ বা চিড়িক মারা বেদনা, হ্রস্ব কাস এবং শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট থাকিলে ইহা অতিশয় ফলপ্রদ। বুকে উষ্ণ সেক দেওয়া কর্ত্তব্য।

**কালী মিউর।**—রোগের দ্বিতীয়াবস্থায় যখন ফুসফুস-বেষ্টদ্বয়ের মধ্যে চটচটে স্রাব ক্ষরিত হয় তখন ইহা ব্যবহার্য্য। শ্বেত বা পাংশুটে শ্বেত লেপাবৃত জিহ্বা।

**নেট্ম মিউর**—ফুসফুস-বেষ্টদ্বয়ের মধ্যে জলবৎ স্রাব ক্ষরিত হইলে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। রোগের পরও যদি এরূপ রসক্ষরণ জন্মে, তখনও ইহা ব্যবহার্য্য।

**ক্যাল্ক সল্ফ।**—ফুসফুস-বেষ্টদ্বয়ের মধ্যে পূয সঞ্চিত হইলে ইহা ব্যবহার্য্য।

**ক্যাল্ক ফস।**—পুরাতন রোগী। প্রতি শ্বাসেই বুকে বেদনা অনুভব।

( নিউমোনিয়া দ্রষ্টব্য )

——— –

# Pneumonia — নিউমোনিয়া, ফুসফুস প্রদাহ।

ফুসফুসের মূল উপাদানের প্রদাহকে নিউমোনিয়া বলে। ইহাতে এক বা উভয় ফুসফুসই আক্রান্ত হইতে পারে। নিউমোনিয়ার তিন অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ শীত বোধ পূর্ব্বক জ্বর হইয়া এই রোগের আরম্ভ হয়। জ্বর ১০৩ ডিগ্রী হইতে ১০৬ বা ৭ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠিয়া থাকে। প্রথমতঃ জ্বর সহকারে বুকে বেদনা ও কাসি থাকে এবং অল্প অল্প আঠা আঠা শ্লেষ্মা স্রাবিত হয়। অনন্তর এই শ্লেষ্মা মরিচার বা ইষ্টক চূর্ণের বর্ণ ধারণ করে। কাসিবার কালে বুকে আকুঞ্চন অনুভব, দ্রুত শ্বাস, মাথাধরা ও নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট থাকে। পরে দ্বিতীয় অবস্থা প্রকাশ পায়। এই অবস্থায় বেদনা হ্রাস পড়ে, কাসে তত কষ্ট হয় না, শ্লেষ্মা সহজে উঠে এবং উহার দুশ্ছেদ্যতা ও আরক্ততা দূর হয় কিন্তু শ্বাসের দ্রুততা তখনও বর্ত্তমান থাকে। ইহার পর তৃতীয় অবস্থা প্রকাশ পায়। এই অবস্থায় রোগ আরোগ্যের দিকে গেলে জ্বর কম পড়ে, শ্বাসের দ্রুততা হ্রাস প্রাপ্ত হয়, কাস ও শ্লেষ্মাস্রাবের লাঘব জন্মে, ক্ষুধা প্রত্যাবৃত্ত হয় ও রোগী ক্রমশঃ সুস্থ বোধ করে। কিন্তু পক্ষান্তরে ফুসফুসে পূয উৎপন্ন হইলে নাড়ী দ্রুততর ও স্ফীততর, শ্বাস দ্রুততর, শ্লেষ্মা পূযাক্ত ও প্রচুর ঘর্ম্ম হয় এবং অবশেষে দুর্ব্বলতা বশতঃ রোগীর মৃত্যু ঘটে। কখন কখন পূয তুলিবার অক্ষমতা নিবন্ধন শ্বাস-রোধবশতঃ রোগীর মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

## ( চিকিৎসা )

**ফিরম-ফস**।—ফুসফুস-প্রদাহের প্রারম্ভ অর্থাৎ রক্তসঞ্চিতাবস্থায় ইহা প্রধান ঔষধ। উচ্চ গাত্রোত্তাপ, ঘন ও আয়াসিত শ্বাস-প্রশ্বাস, অস্থি-

রতা, উদাসীনতা ও সময় সময় তন্দ্রালুতা। যে পর্য্যন্ত প্রচুর ঘর্ম্মস্রাব হইয়া রোগী একটু সুস্থ বোধ না করে, সে পর্য্যন্ত ইহা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। প্রাদাহিক অবস্থার পর ফুসফুসে শ্লেষ্মা সঞ্চিত হইলে ইহা দ্বারা আর কোনও উপকার দর্শে না। শিশু ও বৃদ্ধদিগের ফুসফুস-প্রদাহে ইহা বিশেষ উপযোগী। পরিষ্কার রক্ত নিষ্ঠীবন। ডাঃ গরেন্সি বলেন যে ফুসফুস-প্রদাহের প্রারম্ভাবস্থায় রক্ত নিষ্ঠীবিত হইলে ইহা অতিশয় নির্ভরযোগ্য ঔষধ। ফুসফুসের শিখর-দেশ যকৃতের ন্যায় নিরেট অবস্থা ধারণ করিলেও ইহা ব্যবহার্য্য। অস্থিরতা ও নড়িলে চড়িলে বিশেষরূপে বেদনা অনুভব না করিলেও (একোনাইট ও জেলসিমিয়মের মাঝামাঝি অবস্থা . ইহা ব্যবহৃত হয়। ষ্টেথস্কোপ দ্বারা পরীক্ষা কালে বুকে চিড়চিড় শব্দ ( crepitant rales ) শ্রুত হইলে। মরিচার ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন। ডাঃ লরেন্স বলেন, "এই রোগের চিকিৎসায় ভিরেট্রম-ভিরিডি ও এই ঔষধ দ্বারা যেরূপ ফল প্রাপ্ত হইয়াছি অপর কোনও ঔষধ দ্বারা তদ্রূপ সুফল প্রাপ্ত হই নাই।"

**কালী মিউর**।—তন্তুময় পদার্থ বিশিষ্ট নিষ্ঠীবন। শ্বেত লেপাবৃত জিহ্বা শ্বেতবর্ণ, দুশ্ছেদ্য ( আঠা আঠা ) শ্লেষ্মা। ফুসফুস-প্রদাহের সহিত কণ্ঠ নাসিকা ও কর্ণে প্রতিশ্যায়ের ( সর্দ্দি ) ভাব লক্ষিত হইলে এবং এই রোগের ভোগকালে হৃদ্ লক্ষণ বা শোথের ভাব বিদ্যমান থাকিলেও, ইহা বিশিষ্টরূপে উপযোগী।

**ম্যাগ-ফস**।—শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন ব্যতীত সময় সময় আক্ষেপিক কাসের উপস্থিতি। বুকে সঙ্কোচন অর্থাৎ এটেধরার ন্যায় অনুভব। রাত্রিকালে এবং শয়িতাবস্থায় কাসের বৃদ্ধি।

**কালী ফস**।—সান্নিপাতিক অবস্থা। স্নায়ুমণ্ডলের অবসন্নতা, নিদ্রাহীনতা, অতিশয় দুর্ব্বলতা, ঘন শ্বাস, দুর্গন্ধি শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন, স্বরভঙ্গ, গাঢ়,

হরিদ্রাবর্ণ, লবণাক্ত নিষ্ঠীবন। আক্ষেপিক কাস সহকারে প্রভূত, ফেণিল ও রক্তাক্ত শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন, মনে হয় রোগীর শ্বাস রোধ বশতঃ মৃত্যু ঘটিবে।

**সিলিশিয়া।**—পুরাতন ও উপেক্ষিত রোগের পূযসঞ্চিতাবস্থা। চিৎ হইয়া শুইলে শ্বাসকষ্ট। ফুসফুসের গভীর-প্রদেশে বেদনা, শিথিল ঘড় ঘড় শব্দ বিশিষ্ট শ্লেষ্মা। নৈশজ্বর, প্রভূত নৈশঘর্ম্ম এবং দুর্ব্বলতা।

**ক্যাল্ক-ফস।**—শিশুদিগের রোগে বিশেষ ফলপ্রদ। কাসিতে কাসিতে হরিদ্রা বর্ণের শ্লেষ্মা উঠে। প্রাতে বৃদ্ধি, বুকে চিড়িক মারা বা সূচিবিদ্ধবৎ অথবা ক্ষতবৎ বেদনা।

**কালী-সলফ।**—ফিরম-ফস ব্যবহার করিয়াও যদি পর্য্যাপ্তরূপে ঘর্ম্মস্রাব না হয়, তবে তৎ সহকারে পর্য্যায়ক্রমে এই ঔষধ ব্যবহার করিবে। গলায় সাঁই সাঁই বা ঘড়্ ঘড়্ শব্দ সহকারে পীতবর্ণ, তরল অথবা জলবৎ পীতবর্ণ শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন পরিত্যক্ত হইলে ইহা সবিশেষ উপযোগী। কাসিবার কালে শ্লেষ্মা কতকটা উঠিয়া পুনরায় পশ্চাদ্দিকে সরিয়া পড়ে ও উহা গিলিয়া ফেলিতে হয়। শ্বাস রোধের ন্যায় অনুভব। ঠাণ্ডা বাতাস পাইবার ইচ্ছা। কাসিবার কালে হাতদ্বারা বুক ধরিতে হয়। সন্ধ্যাকালে তাপের বৃদ্ধি। পূয নিষ্ঠীবন বিশিষ্ট ফুসফুস প্রদাহ।

**নেট্রম-মিউর।**—ফুসফুস প্রদাহে পরিষ্কার, ফেণিল, ও ঘড়্ ঘড়্ শব্দ বিশিষ্ট তরল শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন এই ঔষধের পরিচালক লক্ষণ। জিহ্বার উভয় পার্শ্বে লালার বুদ্বুদের বিদ্যমানতা। বিরক্তিকর কাস সহকারে গুরুত্ব ও আঘাতিতবৎ বেদনাবিশিষ্ট শিরঃপীড়া।

## মন্তব্য।

এই রোগে রোগীর গৃহ উষ্ণ ও শরীর উষ্ণ বস্ত্রাবৃত রাখা উচিৎ। বক্ষঃস্থলের সকল প্রকার প্রাদাহিক রোগেই উচ্চ বালিশে ঠেকা দিয়া বুক

উচু করিয়া রাখা উপকারী। দীর্ঘ ও পুরু মসিনার পোল্টিসদ্বারা অবিরত বক্ষঃস্থল ও পৃষ্ঠ আবৃত রাখিলে অতিশয় উপকার দর্শে। রোগীর চুপ করিয়া থাকা উচিত। সাগু, এরারুট, বালি প্রভৃতি এই রোগে পথ্য।

কতিপয় লাবণিক পদার্থের অভাবই এই রোগের কারণ। সুতরাং লক্ষণদৃষ্টে উহার অভাব পরিপূরণ করিতে পারিলেই রোগ আরোগ্য প্রাপ্ত হয়। প্রথম বা প্রাদাহিক অবস্থায় ফিরম ফসের সহিত পর্য্যায়ক্রমে কালী-মিউর দিলে স্থানিক প্রদাহ ও জ্বর প্রভৃতির বিরাম এবং দেহ হইতে আগুলালিক পদার্থের নিস্রব প্রতিরুদ্ধ হয়। ফেণিল শ্লেষ্মা নেট্রম-মিউর জ্ঞাপক। ঐ লক্ষণে ইহা দিলে অতিশয় উপকার দর্শে। রোগের দ্বিতীয়াবস্থায় ত্বক যখন অতিশয় শুষ্ক থাকে তখন কালী সলফ ব্যবহার করা উচিৎ। উষ্ণ জলের সহিত ইহার কতিপয় মাত্রা দিলে নিশ্চয়ই ঘর্ম্মস্রাব হইয়া অতিশয় উপকার দর্শে। মধ্যে মধ্যে গরম জল খাইতে দেওয়া এবং গরম জলে পরিষ্কার নেকড়া কিম্বা গামছা ভিজাইয়া উত্তমরূপে নিংড়াইয়া উহা দ্বারা দিনে দুইবার করিয়া রোগীর গা উত্তমরূপে মুছিয়া ফেলাও অতিশয় উপকারী। অতিশয় আস্তে আস্তে বুক ও পিঠ মুছিয়া ফেলা উচিৎ, যেন উহাতে রোগীর বুকে বেদনা বা কষ্ট না হয়।

# Rheumatism — রিউমেটিজম্ — বাত, আমবাত।

ইহাকে সাধারণতঃ বাতের ব্যারাম বলে। শরীরে ল্যাক্টিক এসিডের আধিক্য হইলে এই রোগ জন্মিয়া থাকে। রোগের প্রারম্ভে জ্বর হয় এবং জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সন্ধিস্থল ( গাইট, জয়েণ্টস্ ) স্ফীত. আরক্ত ও বেদনাযুক্ত হইয়া উঠে। নড়িলে চড়িলে এই বেদনা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। কখন কখন বা সমস্ত সন্ধিই পূর্ব্বোক্তরূপে স্ফীত ও ব্যথিত হইয়া উঠে। এই রোগে ত্বক অতিশয় উত্তপ্ত ও দুর্গন্ধি অম্ল গন্ধযুক্ত ঘর্ম্মে আবৃত ; কোষ্ঠবদ্ধ ; জিহ্বা ময়লাবৃত ; নাড়ী পূর্ণ ও কঠিন, এবং মূত্র আরক্ত থাকে। সময় সময় বেদনা এক সন্ধি হইতে অন্য সন্ধিতে নড়িয়া চড়িয়া বেড়ায়। এই রোগ ২।৩ সপ্তাহ পর আরোগ্য হয়, নতুবা পুরাতন আকার ধারণ করে। আমবাতে জ্বর ১০৪।৫ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠিয়া থাকে। ১০৪ ডিগ্রী পর্য্যন্ত জ্বর উঠিলে হৃৎপিণ্ড আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা থাকে। এই রোগে হৃৎপিণ্ড আক্রান্ত হইলে অতিশয় উৎকট আকার ধারণ করে। হৃৎপিণ্ড আক্রান্ত হইলে বামপার্শ্বে বেদনা, বুকে বেদনা, শ্বাস-কষ্ট ও হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার বিশৃঙ্খলা বা বৈষম্য উপস্থিত হয়।

আম শব্দের অর্থ তরুণ, অর্থাৎ অপক। বাতের ব্যারাম তরুণ অবস্থায় থাকিলে আমবাত বলে। আর আরোগ্য না হইয়া পুরাতন অবস্থা প্রাপ্ত হইলে তাহাকে পুরাতন বাত বলে। পুরাতন বাতে কোমরের পেশী আক্রান্ত হইলে তাহাকে কটিবাত বলে। এই কটিবাতে উরু-পৃষ্ঠের বৃহৎ স্নায়ুর ( সায়েটিক নার্ভ ) বেদনা জন্মিলে তাহাকে গৃধ্রসী বা সায়েটিকা বলে।

গৃধ্রসী বা সায়েটিকায় বেদনা কোমর হইতে নিম্নাভিমুখে নামিয়া উরু পর্য্যন্ত প্রসারিত হয় এবং নড়িতে চড়িতে অত্যন্ত বেদনা জন্মে।

ঠাণ্ডালাগা অধিকক্ষণ ভিজা কাপড়ে থাকা, অধিক পরিমাণ মাংস, টক্ দ্রব্য বা ঠাণ্ডা দ্রব্য আহার হঠাৎ ঘর্ম্মরোধ প্রভৃতি কারণে বাতরোগ জন্মিয়া থাকে।

( চিকিৎসা )

**ফিরম-ফস**।—প্রথম বা আক্রমণাবস্থায়, ও জ্বর থাকিলে ইহা প্রধান ঔষধ। প্রারম্ভাবস্থায় পুনঃ পুনঃ এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে রোগ সূচনায়ই আরোগ্য হয়। সন্ধির তরুণ বাতে অতিশয় বেদনা থাকিলে ও নড়িলে চড়িলে এই বেদনার বৃদ্ধি হইলে ইহা দ্বারা চমৎকার ফল দর্শে। সমস্ত শরীরে বিশেষতঃ সন্ধিস্থলে আড়ষ্টতা ও ক্ষতবৎ বেদনা। কটিবাত। ঠাণ্ডা লাগার দরুণ গ্রীবার অনম্যতা। সকল প্রকার বাতের বেদনারই সঞ্চলনে বৃদ্ধি। বেদনার প্রাবল্য জন্য অনিদ্রা। বিশ্রামের পর সামান্য সঞ্চলনে আড়ষ্টতানুভব। নড়িলে চড়িলে বা নড়িবার কথা মনে হইলেই বেদনার বৃদ্ধি।

**কালী-মিউর**।—আমবাতিক জ্বরের দ্বিতীয়াবস্থায় সন্ধিস্থলে মস্ত (serum) সঞ্চিত হইলে। রোগাক্রান্ত অঙ্গের স্ফীততা।

**ম্যাগ্নেশিয়া-ফস**।—সন্ধিতে তীব্র চিড়িক মারাবৎ বেদনা। আম বাতিক জ্বর ও তৎসহ খননবৎ বেদনা থাকিলে অপর কোন প্রধান ঔষধের সহিত পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য। উষ্ণতায় ও দৃঢ়চাপে উপশম, সঞ্চলনে ও মৃদুচাপে বৃদ্ধি।

**কালী সলফ**।—স্থানবিচরণশীল আমবাতিক বেদনা। উত্তপ্ত গৃহে বা সন্ধ্যাকালে বেদনার বৃদ্ধি, শীতল বিমুক্ত বায়ুতে উপশম। সন্ধির তরুণ বা পুরাতন স্থানবিকল্পশীল বেদনা; আমবাতিক শিরঃপীড়ার সন্ধ্যা-

কালে বা উষ্ণ বায়ুতে বৃদ্ধি। উপরোক্ত লক্ষণাপন্ন পৃষ্ঠ, গ্রীবা বা হস্ত-পদের আমবাতিক বেদনা।

**কালী-ফস**।—রোগাক্রান্ত স্থানের আড়ষ্টতা সহ তরুণ বা পুরাতন বাতের বেদনায় ইহা অতিশয় ফলপ্রদ। সঞ্চলনের প্রারম্ভে বেদনার বৃদ্ধি কিন্তু অল্প অল্প হাঁটিতে থাকিলে উহার উপশম। প্রাতে অথবা উপবিষ্ট অবস্থা হইতে উত্থান কালে বেদনার বৃদ্ধি। আস্তে আস্তে নড়িলে বেদনার উপশম, কিন্তু অতিরিক্ত নড়িলে চড়িলে বা ক্লান্তিতে উহার বৃদ্ধি।

**নেট্রম-ফস**।—ডাঃ সুসলার কতিপয় ব্যক্তির আমবাতের প্রাদাহিক অবস্থায় এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া অতি দ্রুত সুফল প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। জিহ্বায় হরিদ্রাবর্ণের লেপ, অম্ল-লক্ষণের বিদ্যমানতা এবং স্ক্রফিউলাগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের রোগ ইহার প্রধান প্রয়োগস্থল। সন্ধির বেদনা সহকারে প্রভূত অম্লগন্ধি ঘর্ম্ম। কি তরুণ কি পুরাতন, সর্ব্ব প্রকারের রোগেই ইহা অতিশয় ফলপ্রদ। কোষের ( cell ) অভ্যন্তরস্থ ইউরিক এসিডের উপর এই পদার্থের ক্রিয়া থাকা বিধায় ইহা প্রয়োগে উহার দোষ দূরীভূত হয়। সন্ধির অতিশয় স্ফীততা, স্তব্ধতা ও বিদরণশীলতা।

**ক্যাল্ক-ফস**।—রাত্রিতে বা ঝড় বৃষ্টির দিনে বেদনার বৃদ্ধিতে ফিরম-ফস সহ পর্য্যায়ক্রমে। শীতলতায় বা উষ্ণতায় এবং প্রত্যেক ঋতুর পরিবর্ত্তনে বেদনার উপচয়। সন্ধির বাতে রোগাক্রান্ত স্থানের শীতলতা ও অবশতা-অনুভব। শীতলতা ও আর্দ্রতা হইতে উৎপন্ন গ্রীবার স্তব্ধতায় ফিরম-ফস সহ পর্য্যায়ক্রমে দিবে। গ্রীবা-পৃষ্ঠে প্রবল বেদনা; রাত্রিতে উহার বৃদ্ধি। কটিবাত ( ফিরম-ফস )। হাঁটু বা উরু সন্ধির শোথের ন্যায় স্ফীততা। যখনই ঠাণ্ডা লাগে তখনই সন্ধিতে বেদনা জন্মে।

**নেট্রম-সলফ**।—গাউট রোগের (গ্রন্থি বা গেটেবাত) তরুণাবস্থায় এই ঔষধ ফিরম-ফস সহ পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য। পুরাতন গ্রন্থিবাতের ইহা প্রধান ঔষধ। রোগীর সর্ব্বপ্রকার মদ্য পান নিষিদ্ধ। আমবাত সহকারে পৈত্তিক লক্ষণের বিদ্যমানতা। আর্দ্র ঋতুতে বৃদ্ধি।

**নেট্রম-মিউর**।—সন্ধির বিদারণ সংযুক্ত পুরাতন আমবাত। জলীয় স্রাবের বিদ্যমানতা। আমবাতিক জ্বরে কালী-মিউরের পর ব্যবহার্য্য।

**ক্যাল্ক-ফ্লোর**।—বাত জন্য সন্ধির বিবৃদ্ধি (স্ফীততা)। নেট্রম-সলফ সহ পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য।

**ক্যাল্ক-সলফ**।—সন্ধিতে পূয সঞ্চয় ( সিলিসিয়া )।

**পথ্যাপথ্য**।—রোগের প্রারম্ভাবস্থায় জ্বর থাকিলে সাগু, এরোরুট বা বার্লি উষ্ণ উষ্ণ দেওয়া যাইতে পারে। রোগাক্রান্ত স্থানে ঠাণ্ডা লাগিতে না পারে এজন্য তুলা বা ফ্লানেল দিয়া বাঁধিয়া রাখা কর্ত্তব্য। বেদনার অতিশয় তীব্রতা ও রোগীর পক্ষে উহা অসহ্য হইয়া থাকিলে শীঘ্র শীঘ্র বেদনা কমে এজন্য আদার সেক দিবে। (আদা ছেঁচিয়া একখানি নেকড়ায় আলগা করিয়া বাঁধিয়া আগুনে গরম করিয়া সেক দিতে হয় )। জ্বর না থাকিলে এবং বেদনা হ্রাস প্রাপ্ত হইলে রুটি বা অন্ন পথ্য দেওয়া কর্ত্তব্য। এই রোগের প্রারম্ভাবস্থায় কখনও দুগ্ধ দেওয়া কর্ত্তব্য নহে।

# Rachitis---রেকাইটিস, বালাস্থি বিকৃতি, অস্থির কোমলতা।

এই রোগে অস্থির কোমলতা ও নমনীয়তা জন্মে। অস্থিতে ফস্‌ফেট-অব-লাইম প্রভৃতি পদার্থের স্বল্পতা নিবন্ধন এই প্রকার অবস্থা উৎপন্ন হয়। এল্‌বুমেন ও ফস্‌ফেট-অব লাইম একত্র মিলিত হইয়া অস্থি নির্ম্মিত হইয়া থাকে। ক্যাল্ক-ফস বা ফস্‌ফেট-অব লাইমের স্বল্পতা এই রোগের মুখ্য কারণ। অস্থিতে যখন এল্‌বুমেনের আধিক্য ও ফস্‌ফেট-অব লাইমের স্বল্পতা ঘটে, তখনই অস্থির কোমলতা জন্মে। গণ্ডমালা বা ক্ষীণধাতু শিশুদিগেরই প্রায়ই এই রোগ জন্মিয়া থাকে।

( চিকিৎসা )

**ক্যাল্ক-ফস।** ইহা এই রোগের সর্ব্ব প্রধান ঔষধ। অধিকাংশ স্থলেই এই ঔষধে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। শীর্ণ ও দুর্ব্বল বালক, পাণ্ডুর, মৃদ্বর্ণ মুখাকৃতি, বিমুক্ত ব্রহ্মরন্ধ্র, দন্তোদ্গমে বিলম্ব ইত্যাদি। মেরুদণ্ডের বক্রতা, মাথার খুলি পাতলা ও কোমল। ফসফেট অব লইমের অপ্রচুরতা নিবন্ধন মস্তকোত্তোলনে অসমর্থতা। রেকাইটিস গ্রস্ত বালক-বালিকাগণের অতিসার। যে সকল স্ত্রীলোক রেকাইটিস ধাতুর সন্তান প্রসব করে, তাহাদের গর্ভাবস্থায় ক্যাল্ক-ফস খাইতে দিলে এই দোষ বিদূরিত হয়।

**নেট্রম-ফস।**—ভুক্ত দ্রব্য উত্তমরূপে পরিপাচিত না হওয়ার দরুণ রেকাইটিস দোষ জন্মিলে ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। অম্ললক্ষণের বিদ্যমানতা।

**সিলিশিয়া।**—মস্তকে প্রচুর ঘর্ম্ম এবং অতিশয় দুর্গন্ধি মল বিশিষ্ট অতিসার থাকিলে এই রোগের প্রধান ঔষধ ক্যাল্ক-ফসের সহিত মাঝে মাঝে ব্যবহার করিলে উত্তম ফল দর্শে।

**কালী-ফস।**—শরীরের শীর্ণতা বা ক্ষয়, অতিশয় দুর্গন্ধি মল বিশিষ্ট অতিসার। এই ঔষধ অপর কোনও ব্যবস্থেয় ঔষধের সহিত পর্য্যায়ক্রমে মধ্যে মধ্যে দিতে হয়।

## Scarlatina---স্কার্লেটিনা, আরক্ত জ্বর।

ইহা সর্ব্বাঙ্গে গাঢ় রক্তবর্ণ পীড়কা ও গল-কোষের প্রদাহ বিশিষ্ট এক প্রকার সস্ফোট জ্বর। ইহাকে স্কার্লেট ফিভারও বলে

( চিকিৎসা )

**ফিরম-ফস।**—প্রথম বা আক্রমণাবস্থায় জ্বর, দ্রুত নাড়ী প্রভৃতি লক্ষণে কালী-মিউরের সহিত পর্য্যায়ক্রমে।

**কালী-মিউর।**—সাধারণ রোগে কেবল মাত্র এই ঔষধেই রোগারোগ্য জন্মে। প্রাদাহিক লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে ফিরম-ফসের সহিত পর্য্যায়ক্রমে।

**কালী-সলফ।**—ইহা ব্যবহার করিলে পীড়কা বা গুটিকাগুলি শীঘ্র শীঘ্র প্রকাশ পায় এবং উহা শুকাইয়া গেলে শীঘ্র শীঘ্র উহা শল্ক বা আঁইস উঠিয়া যায়। হঠাৎ পীড়কাগুলি বসিয়া গেলে ইহা দ্বারা উহার পুনঃ প্রকাশের সহায়তা হয়। উচ্চ-গাত্রোত্তাপ। শুষ্ক খস্‌খসে ত্বক।

**কালী-ফস।**—গলার ভিতর পচনের লক্ষণ বুঝিতে পারিলে এবং অতিশয় দুর্ব্বলতা ও অচৈতন্য প্রভৃতি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে ইহা ব্যবহার্য্য।

**নেট্রম-মিউর।**—জলবৎ তরল পদার্থ বমন, নিদ্রালুতা বা তন্দ্রা, অঙ্গের উৎক্ষেপণ প্রভৃতি বিকারের লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে ইহা ব্যবহার্য্য। জিহ্বার লক্ষণ দ্রষ্টব্য।

এই রোগের কুফলে স্ফোটক ব্রণশোথ প্রভৃতি জন্মিলে তাহার চিকিৎসা সেই সেই রোগে দ্রষ্টব্য।

## Sciatica—সায়েটিকা—কটিবাত, গৃধ্রসী।

( রিউমেটিজম্ দ্রষ্টব্য )

( চিকিৎসা )

**কালী-ফস।** প্রধান ঔষধ। উরুর পশ্চাৎদিয়া হাটু পর্য্যন্ত আকর্ষণবৎ বেদনা, আড়ষ্টতা, উরুর গতিশক্তিহীনতা এবং অতিশয় অস্থিরতা ও স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য থাকিলে এই ঔষধে অতিশয় উপকার দর্শে। কিছুক্ষণ আস্তে আস্তে নড়িলে চড়িলে বেদনার উপশম।

**ম্যাগ্নেশিয়া ফস।**—আক্ষেপিক ও খননবৎ বেদনা থাকিলে উষ্ণ জলের সহিত পুনঃ পুনঃ গুলিয়া খাওয়াইলে বিশেষ ফল দর্শে। প্রধান ঔষধের সহিত পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য।

**নেট্রম সলফ।**—গাউট রোগের লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ কালী-ফসের সহিত পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য।

**ক্যাল্ক ফস।**—এই রোগে অন্তর্ব্বর্ত্তী ঔষধ রূপে ব্যবহৃত হয়। ম্যাগ্নেশিয়া-ফস বিফল হইলে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

**নেট্রম-মিউর।**—দক্ষিণ উরু-সন্ধিতে আকর্ষণবৎ ( tensive ) বেদনা; মনে হয় সায়েটিক-নার্ভ ছোট হইয়াছে, উহাতে খিঁচে ধরার ন্যায় বেদনা। পদের শীর্ণতা ও ব্যথিততা। পুরাতন রোগ ও কুইনাইন সেবনের পরবর্ত্তী রোগ।

**সিলিশিয়া** ।—পুরাতন গৃধ্রসী। সঞ্চলনে বেদনার বৃদ্ধি। উরু-সন্ধিতে বেদনা। হাঁটিবার সময় পায়ের ডিমের হ্রস্বতানুভব ( calves feel too short )

## Self-abuse—সেলফ্ এবিউস, হস্তমৈথুন।

**ক্যাল্ক ফস** ।—ইহা হস্তমৈথুন জনিত সর্ব্বপ্রকার কুফল নিবারণের প্রধান ঔষধ। শুক্রক্ষয়ের প্রধান ঔষধ।

**কালী ফস** ।—স্নায়ুর দুর্ব্বলতা জনিত স্নায়বিক লক্ষণে ক্যাল্ক-ফস সহ পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য।

**নেট্রম ফস** ।—অতিরিক্ত শুক্রক্ষয় জন্য পরিপাক যন্ত্রের দুর্ব্বলতা। অজীর্ণ ও অম্ল রোগাদি থাকিলে ইহা অবশ্য দিবে। শুক্রের অতিশয় তারল্য, কাপড়ে লাগিলে উহাতে দাগ লাগে না। অজ্ঞাতসারে রেতঃস্রাব।

এই রোগে কোনও প্রকার উত্তেজক খাদ্য, লঙ্কা, পেঁয়াজ, গরম মসলা ও মদ্যাদি সেবন একেবারে দূষণীয়। হবিষ্যান্ন আহার ও ব্রহ্মচর্য্য পালন অতিশয় উপকারী। মাছ কাম বর্দ্ধিত করে, এজন্য মাছ খাওয়া অতিশয় অপকারী।

# Skin, Affections of the.

## স্কিন য়্যাফেক্‌সন্স অব্ দি=চর্ম্মরোগ।

### ( চিকিৎসা )

**ফিরম ফস**।—সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগের প্রথমাবস্থায় জ্বর, বেদনা ও রক্ত সঞ্চয়ের জন্য ইহা ব্যবহার্য্য।

**কালী মিউর**।—চর্ম্মরোগের দ্বিতীয়াবস্থায়, ফিরম-ফসের পর। শ্বেত, গাঢ় স্রাবশীল অথবা আমাশয়ের ( ষ্টমাক ) গোলযোগ সহকারে চর্ম্ম-রোগের প্রকাশ এবং জিহ্বায় শ্বেতবর্ণ লেপ থাকিলে ইহা ব্যবহার্য্য। উল্লিখিত লক্ষণ সংযুক্ত ব্রণ বা ফুস্কুড়ি। মূত্র-যন্ত্রের বিশৃঙ্খলা সংযুক্ত মুখমণ্ডলের উদ্ভেদ ( ইরপ্‌সন )। বৃদ্ধাঙ্গুলির সন্ধির বিবর্দ্ধন ও স্ফীততা, সাইকোসিস, আঁচিল ইত্যাদি। লুপস্ (নাসিকা ও মুখমণ্ডলের প্রসারণশীল রক্তবর্ণ একপ্রকার পাড়কা) রোগের ইহা প্রধান ঔষধ। চুলকুণি, শিশুদিগের শিরোদদ্রু। খারাপ গো-বীজে টিকা দেওয়ার দরুণ অথবা মূত্র-যন্ত্রের ক্রিয়ার বিশৃঙ্খলা নিবন্ধন চুলকুণির প্রকাশ। পূর্ব্বোক্ত সকল রোগেই এই ঔষধের লোশন স্থানিক প্রয়োগ উপকারী।

**নেট্রম-মিউর**।—কণ্ডু হইতে জলবৎ, পীতবর্ণ ও দুর্গন্ধি স্রাব নিঃসরণ। উল্লিখিত প্রকারের স্রাব বিশিষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভেদ বা ফোস্কা। অতিরিক্ত লবণ খাওয়ার কুফলে ত্বকে শল্ক বিশিষ্ট ও জলবৎ স্রাবশীল কণ্ডুর প্রকাশ। শিশুর সর্ব্বশরীরে ক্ষত ও উহা হইতে জলবৎ স্রাব ক্ষরণ (আভ্য-ন্তরিক ও বাহ্য)। কীটাদির দংশন বা হুলভেদে ব্যথিত স্থানে যত শীঘ্র সম্ভব এই ঔষধের লোশন লাগাইলে তৎক্ষণাৎ বেদনা বিদূরিত হয়। কোন পীড়ার ভোগকালে দদ্রুর প্রকাশ ও উহা হইতে জলবৎ স্রাব ক্ষরণ।

**নেট্রম-ফস**।—যে কোন প্রকারের চর্ম্মরোগে সরের ন্যায়, মধুর বর্ণ অথবা স্বর্ণের ন্যায় পীতবর্ণ মামড়ি অথবা স্রাব নিঃসৃত হইলে এই ঔষধ উপকারী। চর্ম্মরোগ সহকারে অম্ল লক্ষণের বিদ্যমানতা। শিশুদিগের শিরোদদ্রু। কীটাদির দংশনের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গে দুর্দ্দম্য কণ্ডুয়ন।

**কালী-ফস**।—অতিশয় দুর্দ্দম্য ও দুর্গন্ধ বিশিষ্ট একজিমা বা কণ্ডুতে ইহা সবিশেষ উপযোগী। অতিশয় দুর্ব্বলতা ও স্নায়বীয়তা। ক্ষতের উপর বসার ন্যায় মামড়ি পড়িলে এবং উহাতে অতিশয় দুর্গন্ধ থাকিলে। স্রাব লাগিলে ত্বকের কণ্ডুয়ন ও ক্ষত। রোগাক্রান্ত স্থানের উত্তপ্ততা। রক্তাক্ত জলবৎ স্রাব নিঃসরণ। ত্বকের সুড় সুড়ি অনুভব সহ কণ্ডুয়ন। শীতস্ফোটে কণ্ডুয়নযুক্ত বেদনা।

**ক্যাল্ক ফস**।—উদ্ভেদ, বিশেষতঃ মুখমণ্ডলের উদ্ভেদ হইতে আণুলালিক রক্তস্রাব। পীতাভ শ্বেতবর্ণের মামড়ি। একজিমা বা কণ্ডু সহ রক্তহীনতা। অতিশয় কণ্ডুয়ন বিশিষ্ট চর্ম্মরোগে মধ্যে মধ্যে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। ফুড়ুর, মেচেতা ( freckles ) প্রভৃতি এই ঔষধে আরোগ্য প্রাপ্ত হয়। বৃদ্ধদিগের ত্বকের বিরক্তিকর কণ্ডুয়ন ( কালী-ফস সহ পর্য্যায়ক্রমে )। প্রচুর ও পুনঃ পুনঃ ঘর্ম্ম-স্রাব, বিশেষতঃ মুখমণ্ডল হইতে। যৌবনোন্মুখ বা রক্তহীন ব্যক্তিদিগের বয়োব্রণ।

**ক্যাল্কসলফ**।—চর্ম্মরোগে গাঢ় পীতবর্ণ স্রাব নিঃসৃত হইলে বা পীতবর্ণের মামড়ি পড়িলে কালী-মিউরের পর ব্যবহার্য্য। প্রদাহের পর পূযোৎপত্তি হইলে স্রাব হ্রাস করিবার নিমিত্ত। ব্রণে পূয জন্মিলে ও শিশুদিগের মস্তক-ক্ষতে পীতবর্ণের মামড়ি পড়িলে।

**ক্যাল্কফ্লোর**।—চর্ম্ম বিদারণ ; হাত ফাঁটিলে সাবান দ্বারা হস্ত উত্তম রূপে পরিষ্কার করিয়া ভেসিলিনের সহিত কিঞ্চিৎ এই ঔষধ মিশ্রিত করিয়া

স্থানিক প্রয়োগ করিবে। কঠিন ও অসম প্রান্তবিশিষ্ট ক্ষতে পূযোৎপত্তি। গুহ্যদ্বার বিদারণ।

**সিলিশিয়া**।—ত্বকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্রাবী স্ফোটক। যে কোন প্রকারের চর্ম্মরোগে পূয অথবা রক্তমিশ্রিত পূয নিঃসৃত হইলে। প্রচুর, অথবা অতিশয় দুর্গন্ধ যুক্ত পাদ-ঘর্ম্ম। ঠাণ্ডা লাগিয়া ঘর্ম্ম রোধ হইলেও ইহা ব্যবহার্য্য; শিশুদিগের শিরোঘর্ম্ম।

**নেট্রম-ফস**।—পীতাভ জলবৎ স্রাব বিশিষ্ট উদ্ভেদ (ইরঃপশন)। পৈত্তিক লক্ষণ সহকারে ক্ষতের উপর পীতাভ মামড়ি।

# Sleep – শ্লীপ—নিদ্রা।

(কালী-ফস দ্রষ্টব্য)

**কালী-ফস**।—অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম, উত্তেজনা, কাজকর্ম্মে ব্যস্ত সমস্ততা; শারীরিক ক্লান্তি অথবা স্নায়বিক কারণ জনিত নিদ্রাহীনতায় ইহা বিশেষ ফলপ্রদ।

**ফিরম-ফস**।—মস্তিষ্কের কৈশিকানাড়ীতে (capillary) অস্বাভাবিক রক্ত সঞ্চয় জনিত নিদ্রাহীনতায় কালী-ফস সহ পর্য্যায়ক্রমে।

**নেট্রম মিউর**।—অতিরিক্ত নিদ্রা, সর্ব্বদাই নিদ্রা যাইবার অস্বাভাবিক প্রবৃত্তি; নিদ্রিতাবস্থায় মুখ হইতে লালা নিঃসরণ, কোষ্ঠকাঠিন্য। যথোপযুক্তকাল নিদ্রা গেলেও অপরিতৃপ্তি। প্রাতে নিদ্রা হইতে উঠিলে ক্লান্তি ও অপরিতৃপ্তি। সামান্য জ্বরকালেও অতিশয় নিদ্রালুতা ও অচৈতন্যকর নিদ্রা।

**নেট্রম-সলফ।**—পৈত্তিক লক্ষণ সহকারে বা কামলা রোগের পূর্ব্বে অতিশয় নিদ্রালুতা। জিহ্বায় পাংশুটে বা কটাবর্ণের লেপ সহকারে নিদ্রালুতা। মুখে তিক্তস্বাদ।

# Small Pox—স্মলপক্স-বসন্ত।

বসন্ত অতিশয় সংক্রামক বা ছোঁয়াচে রোগ। ইহা সাধারণতঃ দুই প্রকার। যথা সংশ্লিষ্ট ও বিশ্লিষ্ট। গুটিগুলি পরস্পর গায় গায় লাগিয়া থাকিলে তাহাকে সংশ্লিষ্ট ও পৃথক পৃথক থাকিলে তাহাকে বিশ্লিষ্ট বলে। এই রোগের বিষ শরীরে প্রবেশ করিবার ১২ দিন পর জ্বর হয়। বসন্তের জ্বরে শীত, দাহ, মাথাধরা শ্বেতবর্ণের লেপ বিশিষ্ট জিহ্বা, বমন, সর্ব্বশরীরে বিশেষতঃ পৃষ্ঠে ও কোমরে অত্যন্ত বেদনা জন্মে। জ্বর হইবার দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিনে গুটিকা প্রকাশ পায়। প্রকৃত বসন্তের গুটিকা প্রথমে হাত বা পায়ের তলায় প্রকাশ পায়, জলবসন্তের গুটিকা প্রথমে মুখমণ্ডলে প্রকাশ পায়। গুটিগুলি স্পষ্ট প্রকাশ না পাইলেও হাত বা পায়ের তলায় মশক দংশনের চিহ্নের ন্যায় লাল চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। একটু জল দিয়া হাত বা পায়ের তলা ধুইয়া ফেলিলেই এই চিহ্ন স্পষ্টরূপে দেখা যায়। গুটি প্রকাশ পাইবার ৫।৬ দিন মধ্যেই উহাতে জল সঞ্চয় হয়। গুটিতে জলসঞ্চয় হইলেই উহার অগ্রভাগ অবনত অর্থাৎ নাভীর ন্যায় কিছু নিম্ন হইয়া পড়ে। গুটিগুলির এই নাভীবৎ আকৃতি বসন্তের গুটিকার একটী বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ ৬ষ্ঠ হইতে ৮ম দিবসের মধ্যে গুটির ভিতরে পূয জন্মে। এইক্ষণ রোগীর গাত্র হইতে একপ্রকার বিশেষ দুর্গন্ধ বাহির হয়। সাধারণতঃ ১০ম দিবসেই গুটিগুলি শুকাইতে আরম্ভ করে ও উহার উপর একপ্রকার মামড়ি

পড়ে। একবিংশতি ( ২১ ) দিবসের মধ্যেই এই মামড়ি পড়িয়া যায়। রোগ উৎকট আকারের হইলে শুকাইবার কালেই অনেক রোগীর প্রাণ বিয়োগ হয়। বাইওকেমিক চিকিৎসায় এই রোগে অতি আশ্চর্য্য ফল দর্শে। ১০।১১ দিনের মধ্যেই রোগী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইয়া কাজ কর্ম্ম করিতে সমর্থ হইয়া থাকে, অভিজ্ঞতায় ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। কালী-মিউর ৩× এই রোগের অব্যর্থ প্রতিষেধক। বসন্তের প্রাদুর্ভাব-কালে প্রত্যহ এই ঔষধ সেবন করিলে রোগের আক্রমণের ভয় দূর হয়। ৪০ বৎসরের অভিজ্ঞতায় দেখিয়াছি, যাহারা এই ঔষধ প্রতিষেধকরূপে সেবন করিয়াছে তাহারা কেহই এই রোগে আক্রান্ত হন নাই।

( চিকিৎসা )

**ফিরম-ফস**।—বসন্তের প্রথমাবস্থায় জ্বর, উচ্চ গাত্রোত্তাপ, দ্রুত নাড়ী প্রভৃতি লক্ষণে প্রধান ঔষধের সহিত পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য।

**কালী-মিউর**।—ইহা এই রোগের প্রধান ঔষধ। রোগের প্রারম্ভাবস্থায় ফির ফসের সহিত ঘন ঘন পর্য্যায় ক্রমে ব্যবহার করিলে রোগের তীব্রতা কমিয়া যায় এবং ইহা ব্যবহার করিবার পর আর নূতন গুটী বাহির হয় না। কখন কখন দেখা গিয়াছে যে, সামান্য কিছু গুটী বাহির হইবার পর ইহা ( ফির-ফস ও কালী-মিউর ) ব্যবহার করায় গুটীগুলি অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে এবং কোন কু-ফল দর্শে নাই।

**কালী-ফস**।—রক্তের বিগলিত অবস্থায় এই ঔষধ ব্যবহার্য্য। গুটিকাগুলি পচিলে, সংজ্ঞাহীনতা ও অতিশয় দৌর্ব্বল্য বা অবসাদ পরি-লক্ষিত হইলে ইহা ব্যবহারে সুন্দর ফল পাওয়া যায়।

**কালী-সলফ**।—ইহা পুরাতন ত্বক উঠাইয়া নূতন ত্বকোৎপাদনে সাহায্য করে; সুতরাং গুটিগুলি শুকাইবার সময় ইহা ব্যবহার্য্য।

**নেট্‌্রম-মিউর।**—মৃদু প্রকৃতির রোগ। নিদ্রালুতা, অচৈতন্য ও প্রচুর লালাস্রাবাদি থাকিলে। ঘন সন্নিবিষ্ট গুটিকা। এই প্রকার রোগ অতিশয় মারাত্মক। ইহাতে এই ঔষধ প্রয়োগ করিয়া চমৎকার ফল পাওয়া গিয়াছে।

**ক্যাল্ক সলফ।**—গুটিকা পাকিলে ও উহা হইতে পূযস্রাব হইতে থাকিলে ইহা ব্যবহার্য্য। এই সময় কালী-সলফের সহিত পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য।

## পথ্যাপথ্য

রোগের ভোগকালে বার্লি, এরারুট, বা সাগুর পাতলা মণ্ড, মুগ মটর মসূরীর যূষ ও ঘোল; দ্রাক্ষা দাড়িমাদি ফল এবং পানার্থে শীতল জল বা ডাবের জল দিবে। অনন্তর ক্রমে ক্রমে দুগ্ধ মাংসাদি পুষ্টিকর পথ্য ব্যবস্থা করিবে। উপসর্গবিহীন রোগে আমরা গুটী বাহির হইবার পর হইতেই কাঁচা মুগের ডাইল সহ পুরাতন অন্ন পথ্য দিয়া থাকি। বসন্তের রোগীকে প্রত্যহ কাঁচা হলুদের রস এবং হেলেঞ্চা (হিঞ্চে) ও কবলা সিদ্ধ খাইতে দিবে। ভাতের সহিত মাখনও দিবে। বসন্তের গুটী কখনও গালিবেনা। গুটীগুলি শুষ্ক হইলে খোসা পড়িয়া গিয়া সত্বর আরোগ্য ঘটে। এই সময় গাঢ় তিল তৈল মাখা যাইতে পারে। গুটী শুকাইয়া খোসা পড়িয়া গেলে, গায় নিমহলুদ মাখিয়া স্নান করিবে।

# Sore throat সোর-থ্রোট—গলক্ষত।

( ডিপথিরিয়া ক্রুপ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য )

( চিকিৎসা )

**ফিরম-ফস।**—গলার যে কোন প্রকারের প্রদাহেই এই ঔষধ ঘন ঘন ব্যবহার্য্য। ইহার কুলিও অতিশয় ফলপ্রদ। গলক্ষত সহকারে উচ্চ গাত্রোত্তাপ ও অতিশয় বেদনা। স্বর-যন্ত্রের তরুণ প্রদাহ। গায়ক ও বক্তাদিগের গলক্ষত।

**কালী-মিউর।**—প্রদাহের দ্বিতীয়াবস্থায় গ্রন্থি বা টন্সিলের স্ফীততা জন্মিলে। ডিপথিরিয়া। এই ঔষধ গরম জলে মিশ্রিত করিয়া কুলি করিবে।

**কালী-ফস।**—গলক্ষতের নালীক্ষতে পরিণতি।

**ক্যাল্ক-ফস।**—সর্ব্বদা কাসিয়া স্বর-যন্ত্র পরিষ্কার করিতে হয়, কাসিতে কাসিতে আঙুলাকৃতি শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবিত হয়।

**ক্যাল্ক-ফ্লোর।**—স্বরযন্ত্রে তুড়-তুড়ি। শুইয়া থাকিলে গলকণ্ডুয়ন সংযুক্ত কাসির উদ্রেক।

**নেট্রম-মিউর।**—স্বচ্ছ, ফেণিল শ্লেষ্মা দ্বারা টন্সিলের আবৃততা সহ কণ্ঠ-প্রদাহ। গল-প্রদাহ সহ জলীয় লক্ষণের বিদ্যমানতা।

**ম্যাগ্নেশিয়া ফস।**—কণ্ঠের আক্ষেপ ও তৎসহ গিলিবার কালে শ্বাসরোধানুভব।

**নেট্রম ফস।**—কণ্ঠ-প্রদাহ সহকারে জিহ্বায় সরের বা স্বর্ণের ন্যায় পীতবর্ণের লেপ। প্রাতে গলায় ক্ষতবৎ অনুভব।

**ক্যাল্ক-সলফ**।—গল ক্ষতের ও টন্সিলাইটিসের শেষাবস্থায় গাঢ় পীতবর্ণ কখন কখন বা রক্তমিশ্রিত পূয নিঃসৃত হইলে ইহা উপযোগী।

**নেট্রম-সলফ**।—গলক্ষত সহকারে গিলিবার বা ঢোক গিলিবার কালে গলায় গোলার ন্যায় কোনও পদার্থের বিদ্যমানতানুভব।

# Spasms, Convulsions, etc.

# স্প্যাজম্স, কনভংলসন্—আক্ষেপ খেঁচুনি ইত্যাদি।

(চিকিৎসা)

**ম্যাগ্নেশিয়া ফস**।—শরীরের যে কোন স্থানের এবং যে কোন প্রকারের আক্ষেপেই হউক না কেন এই ঔষধ অতিশয় উপকারী। আক্ষেপ, খল্লী, (হাত পা ইত্যাদি স্থানে খাল বা টাস ধরা) প্রভৃতিতে গরম জলের সহিত গুলিয়া ঘন ঘন খাইতে দিলে অতি সত্বর ফল দর্শে।

**ক্যাল্ক ফস**।—আক্ষেপ ও মূর্চ্ছায় ম্যাগ্নেশিয়া-ফসের পর ব্যবহার্য্য। শিশুদিগের দন্তোদ্গমকালীন আক্ষেপে ব্যবহার করিলে আক্ষেপের পুনরুপস্থিতি স্থগিত হয়। রক্তহীন, পাণ্ডুবর্ণ ব্যক্তিদিগের আক্ষেপে বিশেষ ফলপ্রদ।

**কালী ফস**।—ভয়জনিত আক্ষেপ, মূর্চ্ছায় মুখের পাণ্ডুরতা থাকিলে।

**কালী মিউর**।—ইহা মৃগীরোগের প্রায় অমোঘ ঔষধ। ইহা ব্যবহার করিলে পুনরাক্রমণ প্রতিরুদ্ধ হয়। আক্ষেপের সময় ম্যাগ্নেশিয়া ফস দিবে।

**ফিরম ফস**।—শিশুদিগের দন্তোদ্গমকালীন আক্ষেপে জ্বর থাকিলে ইহা ব্যবহার্য্য।

---

## Spermatorrhœa—স্পার্ম্মাটোরিয়া
## শুক্রমেহ, অনৈচ্ছিক রেতস্রাব।

নিদ্রাকালে বা অন্যান্য অবস্থায় অনিচ্ছায় শুক্রস্রাবকে শুক্রমেহ বলে। প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন পূর্ব্বক হস্তমৈথুনাদি কৃত্রিম উপায়ে ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তি এই রোগের প্রধান কারণ।

### চিকিৎসা

**নেট্রম ফস**।—অম্ল লক্ষণ সহকারে শুক্রস্রাব। অতিশয় পাতলা, জলবৎ ও পচা গন্ধ বিশিষ্ট শুক্রপাত। শুক্রস্রাবের পর অতিশয় দুর্ব্বলতা ও কম্পন।

**কালী ফস**।—ইন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত উত্তেজনা বা জননেন্দ্রিয়ের অপর কোনও প্রকারের বিশৃঙ্খলা হইতে উৎপন্ন স্নায়বিক লক্ষণে ইহা অতিশয় ফলপ্রদ।

**ক্যাল্ক ফস**।—শুক্রস্রাব ও তজ্জন্য সর্ব্বাঙ্গীন দুর্ব্বলতা। ইহা ব্যবহার করিলে জননেন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতা দূরীভূত হইয়া সতেজতা প্রাপ্ত হয়। যুবকদিগের হস্তমৈথুনের প্রবৃত্তি।

এই রোগে বিশুদ্ধ বায়ুতে প্রাতে ও সায়াহ্নে ভ্রমণ, কঠিন শয্যায় শয়ন ও সহ্য হইলে ত্রিসন্ধ্যা স্নান অতিশয় উপকারী। সর্ব্বপ্রকার উত্তেজক খাদ্য বর্জ্জনীয়; চিৎ হইয়া শুইবে না।

---

# Sunstroke—সন্‌ষ্ট্রোক— অর্কাঘাত ; সর্দ্দিগর্ম্মি।

## চিকিৎসা

**নেট্রম মিউর।**—ইহা এই রোগের প্রধান ঔষধ। মস্তিষ্কের লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে কালী-ফস সহ পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য।

# Syphilis—সিফিলিস, উপদংশ, গর্ম্মি

উপদংশ সংক্রামক রোগ। এই রোগগ্রস্ত ব্যক্তির সহিত সঙ্গমে ইহা উৎপন্ন হয়। কখন কখন বা উপদংশাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের বস্ত্র, হুকা ও পানপাত্রাদি ব্যবহারেও এই রোগ সংক্রামিত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ স্পর্শ সংক্রমণই এই রোগের উত্তেজক কারণ রূপে দেখা যায়। কিন্তু অতি প্রথম এই রোগ কোথা হইতে উৎপন্ন হইল ? এই রোগের প্রথমোৎপত্তি সম্বন্ধে জানিতে হইলে বুঝিতে হইবে অধিক পুরুষ কোনও একটি রমণীতে উপগত হওয়ায় নানাপ্রকার বীর্য্যদ্বারা তাহার জননাঙ্গে অথবা কোন পুরুষ বহু রমণীতে উপগত হওয়ায় তাহার পুরুষাঙ্গে একপ্রকার উত্তেজনা ( ইরিটেশন ) বশতঃই তথায় প্রদাহ ( Inflamation ) ও ক্ষত হইয়া অতি প্রথমে এই রোগের উৎপত্তি হইয়াছে। এই প্রদাহ বশতঃ শারীরিক রক্তে কোনও ইন্‌-অর্গানিক পদার্থের অভাব বশতঃই এই রোগের প্রথম উৎপত্তি হইয়া থাকে।

বাইওকেমিক প্যাথলজি মতে পূর্ব্বোক্ত প্রকারের সংসর্গই এই রোগের মুখ্য কারণ এবং তাহার ফলে শারীরিক রক্তে কালী-মিউরের অভাব এই রোগের গৌণ কারণ। এই কালী-মিউরের অভাব শীঘ্র পরিপূরিত না হইলে,

তাহার অভাব বশতঃ শীঘ্রই আবার অন্যান্য ইন-অর্গানিক পদার্থের অভাব ঘটিয়া বহুপ্রকারের লক্ষণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। যখন শরীরে যে দ্রব্যের অভাব হয়, লক্ষণ দৃষ্টে তখন সেই অভাব পূরণ করিয়া দিলেই রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে। শারীরিক রক্তে কোন দূষিত পদার্থের বিদ্যমানতাকে উপদংশ বলে না। রক্তে কোনও বস্তু বিশেষের অভাবই উপদংশনামে অভিহিত হইয়া থাকে।

## চিকিৎসা

বাইওকেমিক মতে ঠিক প্রতিশ্যায়ের (সর্দ্দি) ন্যায় এই রোগের চিকিৎসা হইয়া থাকে। শ্যাঙ্কার ও শ্বেতবর্ণের আস্রাবে কালী-মিউর; বাঘি সহকারে উত্তাপ, দপ্ দপ্ কর বেদনা, অতিশয় স্পর্শাসহ্যতা থাকিলে ফিরম-ফস ৬X ক্রম; ফ্যাজিডেনিক শ্যাঙ্কারে কালী-ফস, পূযস্রাব হইতে থাকিলে ক্যাল্ক সলফ, কঠিন ও অসম-প্রান্ত শ্যাঙ্কারে ক্যাল্ক-ফ্লোর এবং পুরাতন রোগে কালী-সলফ, নেট্রম-সলফ, নেট্রম-মিউর ও সিলিশিয়ার প্রয়োজন।

পূর্ব্বোক্ত লাবণিক পদার্থ সকলের আভ্যন্তরিক ও বাহ্য প্রয়োগ উপকারী। সাধারণ রোগে ৩X ক্রমের কালী-মিউরের লোশন বিশেষ উপকারী। এই লোশন দ্বারা পুনঃ পুনঃ ক্ষত ধুইয়া পরিষ্কার রাখা একান্ত কর্ত্তব্য।

### ( বিশেষ বিশেষ অবস্থায় চিকিৎসা )

**ফিরম-ফস**।—বাঘীতে উত্তাপ, স্পর্শাসহ্যতা, দপদপ কর বেদনা ও জ্বর লক্ষণ থাকিলে।

**কালী-মিউর**।—বাঘীর অতিশয় স্ফীততা; কোমল বাঘি, পুরাতন উপদংশ। ইহা এই রোগের প্রধান ঔষধ। আভ্যন্তরিক ও বাহ্য-প্রয়োগ উপকারী।

**নেট্রম সলফ।**—উপদংশ হইতে উৎপন্ন গুহ্যদ্বারের আঁচিল। আভ্যন্তরিক ও বাহ্য ব্যবহার্য্য।

**নেট্রম-মিউর।**—পুরাতন উপদংশ, ক্ষত হইলে জলবৎ রস ক্ষরণ।

**কালী-ফস।**—ফেজিডেনিক শ্যাঙ্কারে অর্থাৎ যে সকল উপদংশে ক্ষত শীঘ্র শীঘ্র বর্দ্ধিত হয় তাহাতে, বিশেষতঃ ক্ষতে অতিশয় দুর্গন্ধ থাকিলে ইহা অতিশয় উপকারী।

**কালী-সলফ।**—ক্ষত হইতে পীতাভ সবুজ বর্ণের স্রাব নিঃসৃত হইলে ও বৈকালে জ্বর হইলে।

**ক্যাল্ক-সলফ।**—ক্ষতে পূয জন্মিলে ক্ষত শীঘ্র শীঘ্র শুষ্ক হইবার জন্য। বাঘীতে পূয জন্মিলে ( সিলিশিয়ার সহিত পর্য্যায়ক্রমে )।

**সিলিশিয়া।**—বাঘীতে পূয জন্মিলে; পুরাতন উপদংশজ ক্ষতে পূযোৎপত্তি বা উহার কঠিনতা। অতিরিক্ত পারদ ব্যবহারের ফলে ত্বকে ক্ষত জন্মিলে। অস্থিতে নোডস অর্থাৎ অর্ব্বুদ উৎপন্ন হইলে।

---

**ক্যাল্ক-ফ্লোর।**—ইহা হার্ডশ্যাঙ্কারের প্রধান ঔষধ। ক্ষতের প্রান্তের অসমতা ও কঠিনতা। বাঘীর অতিশয় কঠিনতা।

এই রোগের চিকিৎসা কালে মৎস্য ও মাংস বর্জ্জন করিবে। জ্বর থাকিলে সাগু, বার্লি প্রভৃতি লঘু পথ্য দিবে।

# Testicles, Diseases of—
# অণ্ডকোষের পীড়া।

( কুরণ্ড দ্রষ্টব্য )

**ফিরম-ফস**।—অণ্ডের যাবতীয় পীড়ায়ই প্রদাহ, বেদনা ইত্যাদি থাকিলে ইহা সুপ্রযোজ্য।

**কালী-মিউর**।—অণ্ড-প্রদাহের দ্বিতীয়াবস্থায় স্ফীততা থাকিলে ইহা ব্যবস্থেয়। প্রমেহ-স্রাবের বিলোপ জনিত অণ্ডের পীড়া।

**ক্যাল্ক-ফস**।—অণ্ড প্রদাহ; কুরণ্ড (নেট্রম মিউরের পর)। অন্ত্রবৃদ্ধি ( ক্যাল্ক-ফ্লোর সহ পর্য্যায়ক্রমে )।

**ক্যাল্ক-ফ্লোর**:—অণ্ডকোষের শোথ ( ক্যাল্ক ফস )। অন্ত্রবৃদ্ধি। কুরণ্ড।

**নেট্রম-মিউর**।—অণ্ডের শোথ বা উহাতে জল সঞ্চয়; অণ্ডকোষ ও রেতঃরজ্জুর অতিশয় স্পর্শানুভবতা; অণ্ডে অবিরাম মৃদু বেদনা; অণ্ডকোষে দুর্দম্য কণ্ডুয়ন। মণিপুরের ( নাভীর নিম্নবর্ত্তী রোমাবৃত স্থান ) রোম পতন।

# Tongue and Taste—জিহ্বা ও আস্বাদন।

( প্রধান প্রধান লক্ষণ )

**কালী-মিউর।**—জিহ্বার শুষ্কতা এবং উহাতে শ্বেত বা পাংশুটে শ্বেত বর্ণের লেপ, জিহ্বায় পুরু শ্বেতবর্ণের লেপ; জিহ্বার প্রদাহ ও স্ফীততা।

**ফিরম-ফস।**—মলিন লোহিতবর্ণ সহকারে জিহ্বার প্রদাহ ও স্ফীততা ( কালী মিউরের সহিত পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য ); ( জিহ্বার আরক্ততা শরীরের কোনও অংশের প্রদাহ জ্ঞাপক )।

**কালী-ফস।**—জিহ্বায় বাসি সরিষা বাটার ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট ময়লার লেপ; জিহ্বার অতিশয় শুষ্কতা, ( বিশেষতঃ প্রাতঃকালে ) এবং মুখের অতিশয় বিস্বাদ ও শ্বাসে অতিশয় দুর্গন্ধ। মৃদু প্রকৃতির ব্যাপক জ্বর কালে জিহ্বার অতিশয় শুষ্কতা ও প্রদাহ।

**নেট্রম-মিউর।**—পরিষ্কার আঠা আঠা বা জলবৎ শ্লেষ্মা দ্বারা আবৃত জিহ্বা। জিহ্বার প্রান্তভাগে ফেণিল শ্লেষ্মার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বুদ্বুদ। পরিষ্কার আর্দ্র জিহ্বা; প্রভূত লালাস্রাব।

**কালী-সলফ।**—পীতবর্ণ, আঠা আঠা শ্লেষ্মা দ্বারা আবৃত জিহ্বা; কখন কখন জিহ্বার প্রান্তভাগ শ্বেত বর্ণ ময়লাবৃত; মুখের বিস্বাদ।

**নেট্রম-ফস।**—জিহ্বার মূল দেশে এবং টন্সিলে সরের ন্যায় বা স্বর্ণের ন্যায় পীতবর্ণ, আর্দ্র ময়লার লেপ; কখন কখন মুখের অম্ল স্বাদ।

**নেট্রম-সলফ।**—জিহ্বায় অপরিষ্কার কটাশে সবুজ বা পাংশুটে-সবুজবর্ণের লেপ; জিহ্বা আঠা আঠা; মুখে প্রচুর গাঢ়, আঠা আঠা শ্লেষ্মা; পিত্তস্রাবের বিশৃঙ্খলাসূচক মুখের তিক্ত স্বাদ।

**ক্যাল্ক-ফস**।—পুরু, আড়ষ্ট ও অবশ জিহ্বা ( কালী-মিউর )।

**ক্যাল্ক-ফ্লোর**।—প্রদাহের পর জিহ্বার কঠিনতা ( সিলিশিয়া ) বেদনা বা বেদনাহীনতা সহকারে জিহ্বার অবদরণ।

**ক্যাল্ক-সলফ**।—প্রদাহের পর জিহ্বায় পূয সঞ্চয়।

**ম্যাগ্নেশিয়া-ফস**।—পীতবর্ণ, আঠা আঠা লেপাবৃত জিহ্বা, বিশেষতঃ উদর বেদনা অথবা আমাশয়ে ( ষ্টমাক ) গুরুভার বোধ সহকারে।

মন্তব্য।

সাধারণতঃ জিহ্বার ময়লার বর্ণ দৃষ্টেই ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে হয়; কিন্তু আমাশয়ের ( ষ্টমাক ) পুরাতন প্রতিশ্যায় কালে ( ক্যাটার ) কোনও নূতন রোগ উপস্থিত হইলে, জিহ্বার এই লেপ দৃষ্টে, উক্ত তরুণ রোগের ঔষধ ব্যবস্থা করা উচিত নহে।

# Tonsilitis—টন্সিলাইটিস—তালুমূল-প্রদাহ।

( ডিফথিরিয়া দ্রষ্টব্য )

তালুর উভয় পার্শ্বে বাদামের ন্যায় যে গ্রন্থি আছে তাহার বেদনা সংযুক্ত স্ফীততাকে টন্‌সিলাইটিস্ বলে। ভাল চিকিৎসা না হইলে প্রদাহিত টন্‌সিলে পূয জন্মিয়া থাকে। থাকিয়া থাকিয়া শীত করিলে এবং দপ্ দপ্ কর ও কর্ণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত বেদনা জন্মিলে টন্সিলে পূয জন্মিয়াছে বলিয়া জানিবে।

( চিকিৎসা )

**ফিরম-ফস**।—প্রদাহে জ্বর ও বেদনা থাকিলে প্রারম্ভাবস্থায় এই ঔষধ ঘন ঘন ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। উষ্ণ জলের সহিত কিঞ্চিৎ এই ঔষধ মিশ্রিত করিয়া উহার কুলি করাও বিশেষ উপকারী।

**কালী-মিউর।**—টন্সিলের স্ফীততা থাকিলে ফিরম-ফসের পর ব্যবহার্য্য। টন্সিলের উপর শ্বেত বা পাংশুটে বর্ণের দাগ। তরুণ বা পুরাতন তালুমূল-প্রদাহ। জিহ্বায় শ্বেত ময়লার লেপ।

**ক্যাল্ক সলফ।**—টন্সিলে পূয জন্মিলে এই ঔষধ ব্যবস্থেয়।

**ক্যাল্ক-ফস।**—টন্সিলের পুরাতন স্ফীততা সহকারে কখন কখন ঢোকগিলিতে অতিশয় কষ্ট। ব্যবস্থেয় অপর কোনও ঔষধের সহিত পর্য্যায়-ক্রমে ব্যবহার্য্য

**নেট্রম-ফস।**—টন্সিলের প্রাতিশ্যায় ( ক্যাটার ) সহকারে জিহ্বার মূলদেশে স্বর্ণের ন্যায় পীতবর্ণের লেপ।

**নেট্রম-মিউর।**—আলজিহ্বার প্রদাহ সহকারে এই ঔষধের বিশিষ্ট লেপাবৃত জিহ্বা ও জলীয় স্রাবের বিদ্যমানতা থাকিলে।

## Toothache—টুথেক, দন্তশূল।

( দন্তোদ্গম দ্রষ্টব্য )

**ম্যাগ্নেশিয়া ফস।**—দন্তশূল সহকারে খননবৎ বেদনা, উষ্ণ তরল পদার্থ মুখে করিলে বেদনার উপশম, শীতল পদার্থে বৃদ্ধি। অতিশয় অসহ্য বেদনা, স্নায়ু-পথে বেদনার গতি। প্রচাপনে অর্থাৎ চাপিয়া ধরিলে বেদনার উপশম, শীতল বাতাসে বৃদ্ধি।

**ফিরম-ফস।**—মাড়ির অথবা স্নায়ুর প্রদাহ জন্য দন্তশূল। শীতল তরল পদার্থে অথবা ঠাণ্ডা বিমুক্ত বায়ুতে বেদনার উপশম, উত্তাপে বৃদ্ধি। মাড়ির প্রদাহ, আরক্ততা ও ক্ষতবৎ বেদনা।

**কালী-মিউর**।—মাড়ির অথবা গালের স্ফীততা সহকারে দন্তশূল থাকিলে স্ফীততা হ্রাস করাইবার জন্য ( ফিরম-ফস সহ পর্য্যায়ক্রমে )।

**কালী-ফস**।—স্নায়বীয় পাণ্ডুর ও মানসিক পরিশ্রমে ক্লান্ত রোগীর দন্তশূল। প্রফুল্লকর ঘটনায় বেদনার উপশম। দন্তশূল সহকারে সহজেই মাড়ি হইতে রক্ত পাত অথবা মাড়িতে উজ্জ্বল লোহিত রেখা পরিদৃষ্ট হইলে।

**ক্যাল্ক-ফস**।—ক্ষয়প্রাপ্ত দন্তে দন্তশূল ; শীঘ্র শীঘ্র দন্তের প্রাপ্তি, দন্তোদ্গমে কষ্ট রাত্রিতে দন্তবেদনার বৃদ্ধি।

**কালী-সলফ**।—সন্ধ্যাকালে বা উষ্ণগৃহে দন্তবেদনার বৃদ্ধি ; শীতল বিমুক্ত বায়ুতে উপশম।

**নেট্রম-মিউর**।—দন্তশূল সহকারে অনৈচ্ছিক অশ্রুপাত বা প্রচুর লালাস্রাব।

**ক্যাল্ক ফ্লোর**।—দন্তের শিথিলতা সহকারে দন্ত বেদনা। আহার্য্য দ্রব্যের সংস্পর্শে দন্তে অতিশয় বেদনা জন্মে।

**সিলিশিয়া**—মাড়িতে স্ফোটক জন্মিবার কালে অতিশয় দন্তশূল। অতিশয় গভীর স্থানের বেদনা. দাঁত ধরিয়া টানিলে বেদনার কতকটা উপশম। রাত্রিতে বেদনার অতিশয় বৃদ্ধি। উষ্ণতা বা ঠাণ্ডা কিছুতেই বেদনার শান্তি জন্মে না।

**ক্যাল্ক-সলফ**।—মাড়ি হইতে পূযস্রাব ও বেদনা নিবারণে ইহা অব্যর্থ মহৌষধ।

# Tumors and Cancer—টিউমার এণ্ড ক্যান্সার—অর্ব্বুদ ও দূষিত অর্ব্বুদ।

## ( চিকিৎসা )

**কালী-সলফ।**—উপত্বকের ( এপিথিলিয়্যাল ) অর্ব্বুদ। ত্বকের অর্ব্বুদে ক্ষত হইতে এই ঔষধের বিশেষত্ব জ্ঞাপক পাতলা পীতবর্ণ পূষস্রাব। আভ্যন্তরিক ও বাহ্য ব্যবহার্য্য।

**ক্যাল্‌ক ফ্লোর।**—স্তনের শক্ত, গ্রন্থিল অর্ব্বুদ। যে কোন স্থানের কঠিন স্ফীততা।

**কালী-ফস।**—অর্ব্বুদ হইতে দুর্গন্ধি ও বিবর্ণ স্রাব নিঃসরণ। এই ঔষধ ব্যবহার করিলে বেদনার অতিশয় শান্তি জন্মে।

**ন্যাট্রম-মিউর।**—জিহ্বার নিম্নে কোমল, জলপূর্ণ স্ফীততা। (রেণুলা)

**ফিরম-ফস।**—অর্ব্বুদের বেদনায় অপর কোনও ব্যবস্থেয় ঔষধের সহিত পর্য্যায়ক্রমে।

**ক্যাল্‌ক-ফস।**—গণ্ডমালা ধাতুর ব্যক্তিদিগের অর্ব্বুদ। গলগণ্ড ( ঘ্যাগ )।

**সিলিশিয়া।**—গ্রন্থির স্ফীততায় পূষজন্মিবার সম্ভাবনা হইলে। জরায়ুর অর্ব্বুদ।

**নেট্রম ফস।**—"জিহ্বার অর্ব্বুদে এই ঔষধে অতিশয় ফল দর্শে।" ( ডাঃ ওয়াকার )।

[ ক্যানসার দ্রষ্টব্য ]

# Ulcers and Ulcerations—অ্যালসার্স এণ্ড অ্যালসারেসন্স—ক্ষত ও পূযস্রাবী ক্ষত

( এবসেস ও একজুডেশন দ্রষ্টব্য )

**কালী মিউর্**।—ক্ষত হইতে গাঢ় শ্বেতবর্ণ ও তন্তুময় স্রাব নিঃসরণ, জরায়ুর গ্রীবা হইতে পূর্ব্বোক্ত প্রকারের স্রাব ক্ষরণ। স্রাবের অনুপদাহিতা। শ্বেত বা পাংশুটে শ্বেত লেপাবৃত জিহ্বা।

**ফিরম-ফস**।—ক্ষত সহকারে জ্বর, প্রদাহ ও বেদনা থাকিলে।

**সিলিশিয়া**।—হস্ত-পদের গভীর-মূল ক্ষতে অস্থিবেষ্ট আক্রান্ত হইলে। ক্ষত হইতে পাতলা, পীতবর্ণ দুর্গন্ধ পূযস্রাব। নালীক্ষত ; গ্রন্থির কঠিন স্ফীততা ও উহাতে পূয সঞ্চয় হইলে অধিক মাত্রায় এই ঔষধ ব্যবহার্য্য। আভ্যন্তরিক ও স্থানিক প্রয়োগও কর্ত্তব্য।

**ক্যাল্‌ক-সলফ**।—ক্ষত শুকাইয়া গেলেও উহা হইলে স্রাব ক্ষরণ। সিলিশিয়ার পর ব্যবহার্য্য। গ্রন্থির বা হস্ত পদের ক্ষত হইতে পীতবর্ণ পূযাক্ত স্রাব নিঃসরণ। কাঁটা ঘা, পোড়া ঘা প্রভৃতি হইতে পূযস্রাব।

**ক্যাল্‌ক-ফ্লোর্**।—অস্থির ক্ষত ; গাঢ় পীতবর্ণ ও অস্থির খণ্ড সংযুক্ত স্রাব নিঃসরণ।

**ক্যাল্‌ক-ফস**।—ক্ষতে বিশেষতঃ অস্থির ক্ষতে মধ্যে মধ্যে ব্যবহার করিবে।

**নেট্রম-ফস**।—পাকস্থলী ( ষ্টমাক ) বা অন্ত্রের ক্ষত সহকারে অম্ল জলীয় পদার্থ বা কফিচূর্ণের ন্যায় মলিন পদার্থ বমন। উপদংশজ ক্ষত, জিহ্বায় সরের ন্যায় পীত বর্ণের লেপ।

# Urinary disorders—মূত্রযন্ত্রের রোগ।

( বৃক্ক রোগ দ্রষ্টব্য )

( চিকিৎসা )

**ফিরম ফস**।—মূত্রাশয় (ব্লাডার) ও মূত্র-মার্গের সর্ব্বপ্রকার প্রদাহিক লক্ষণেই এই ঔষধ ব্যবহার্য্য। শিশুদিগের রাত্রিকালীন বিছানায় মূত্রত্যাগ। পেশীর দুর্ব্বলতা বশতঃ অবারিত মূত্রত্যাগ, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের কাসিবার কালে মূত্র নিঃসরণ; প্রদাহ বশতঃ মূত্র রোধ। অধিকক্ষণ মূত্রবেগ ধারণের ফলে সর্ব্বদা মূত্র প্রবৃত্তি; প্রচুর মূত্রস্রাব।

**কালীমিউর**।—মূত্রাশয় প্রদাহের দ্বিতীয়াবস্থায় স্ফীততা থাকিলে পুরাতন মূত্রাশয় প্রদাহের প্রধান ঔষধ। মূত্রের সহিত গাঢ় শ্বেতবর্ণ শ্লেষ্মা নিঃসরণ। মলিনবর্ণ মূত্রত্যাগ মূত্রের সহিত ইউরিক এসিড নিস্থত হয়। যকৃতের ক্রিয়ার স্তব্ধতা।

**ম্যাগ্নেশিয়া-ফস**।—পেশীর আক্ষেপ বশতঃ মূত্ররোধ। শলাকা বা ক্যাথিটার প্রয়োগের পর এরূপ অনুভব যেন পেশী আর সঙ্কুচিত হয় না। মূত্রশিলা অর্থাৎ পাথরী রোগে অতিশয় বেদনা থাকিলে ইহা অতিশয় ফলপ্রদ।

**কালী ফস**।—মূত্রাশয়-প্রদাহে অতিশয় দৌর্ব্বল্য থাকিলে। স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য বা পক্ষাঘাতবশতঃ প্রচুর মূত্রস্রাব; পুনঃ পুনঃ মূত্র প্রবৃত্তি। মূত্রবেগ ধারণে অসমর্থতা, মূত্র যে স্থানে লাগে সে স্থান হাঁজিয়া যায়। মূত্রমার্গ হইতে রক্তস্রাব। পেশীর দুর্ব্বলতা বশতঃ শয্যায় মূত্রত্যাগ।

**নেট্রম-সলফ।**—মূত্রে ইষ্টক চূর্ণের ন্যায় তলানি। যে পাত্রে মূত্রত্যাগ করা যায় তাহার পার্শ্বে ও তল-দেশে লিথিক এসিডের তলানি পরিদৃষ্ট হয়। বাত বা পৈত্তিক লক্ষণ সহকারে প্রগাঢ় বর্ণ মূত্রত্যাগ।

**ক্যাল্‌ক ফস।**—মূত্রাশ্মরী বা ফস্ফেটিক অধঃক্ষেপ (তলানি) বিশিষ্ট মূত্র। নেট্রম সলফের সহিত পর্য্যায়ক্রমে বা তৎপর ব্যবহার করিলে পাথরীর পুনরুৎপত্তি নিবারিত হয়। মূত্রে সূত্রবৎ অধঃক্ষেপ, মূত্রের সহিত শুক্রস্রাব (নেট্রম সলফও ব্যবহৃত হয়)। বৃদ্ধদিগের অবারিত মূত্রস্রাব।

**ক্যাল্‌ক সলফ।**—মূত্রাশয় প্রদাহে পূয নিঃসৃত হইলে।

**নেট্রম ফস।**—শিশুদিগের অবারিত মূত্রত্যাগ, বিশেষতঃ অম্ল বা কৃমির লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে। বৃক্ককে (কিড্‌নি) অশ্মরীর উৎপত্তি। আমবাত সহকারে মলিন লোহিত রক্তস্রাব।

**নেট্রম-মিউর।**—এই ঔষধের অন্যান্য লক্ষণের বিদ্যমানতা সহ প্রচুর মূত্রত্যাগ।

# Uterus, Diseases of—জরায়ুর রোগ।

[ ডিসমেনোরিয়া, লিউকোরিয়া, মিট্রাইটিস এবং গর্ভ ও প্রসব বেদনা দ্রষ্টব্য ]

**ফিরম ফস।**—জরায়ুর সর্ব্বপ্রকার প্রাদাহিক রোগের প্রথমাবস্থায় গাত্রোত্তাপ, বেদনা ও রক্তসঞ্চয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। রতিক্রিয়ার পর যোনিতে বেদনা। যোনির অতিশয় শুষ্কতা ও স্পর্শাসহ্যতা। উষ্ণ জলের সহিত কিঞ্চিৎ এই ঔষধ মিশ্রিত করিয়া পিচকারী প্রদানও উপকারী।

**কালী-মিউর।**—প্রদাহের দ্বিতীয়াবস্থায় রস সঞ্চিত হইলে। জরায়ু গ্রীবায় ক্ষত ও উহা হইতে গাঢ়, শ্বেত ও অনুপদাহকর স্রাব নিঃসরণ। জরায়ুর পুরাতন রক্ত সঞ্চয়। জরায়ুর বিবৃদ্ধি, কিন্তু উহার প্রস্তরের ন্যায় কঠিনতা না থাকিলে এই ঔষধ ব্যবস্থেয়।

**কালী-ফস।**—জরায়ু হইতে পাতলা, গাঢ় লোহিত বা কৃষ্ণাভ-লোহিত রক্তস্রাব। জরায়ুর স্থান-চ্যুতি ও তৎসহ স্নায়বীয় লক্ষণের বিদ্যমানতা।

**ক্যাল্‌ক-ফ্লোর।**—জরায়ুর স্থান চ্যুতির ইহা সর্ব্বপ্রধান ঔষধ। উরুতে, জরায়ু প্রদেশে এবং কটিতে আকর্ষণবৎ বেদনা। জনন-যন্ত্রের দুর্ব্বলতা সহ অতিশয় সঙ্গমেচ্ছা। জরায়ুর বিবৃদ্ধি ও প্রস্তরের ন্যায় কাঠিন্য (কালী-মিউরের সহিত পর্য্যায়ক্রমে)। জরায়ু গ্রীবায় ছিন্নতা ও নিমগ্নতা।

**ক্যাল্‌ক-ফস।**—জরায়ুর স্থানভ্রষ্টতা সহ দুর্ব্বলতা ও নিমগ্নতা অনুভব। আমবাতিক বেদনা সহ জরায়ুর স্থান-বিচ্যুতি। জরায়ু-প্রদেশে দুর্ব্বলতা ও অস্বচ্ছন্দতা। জরায়ুর সকল প্রকার রোগেই এই ঔষধ মধ্যে মধ্যে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

# Vaccination – ভ্যাক্‌সিনেশন, টিকা দেওয়া।

**খারাপ বীজে টিকা দেওয়ার জন্য যদি কোন প্রকার পীড়া, বিশেষতঃ একজিমা অর্থাৎ কণ্ডু জন্মে তবে কালী-মিউর ৩× প্রধান ও সুনিশ্চিত ঔষধ। ইহার পর প্রয়োজন বোধ করিলে সিলিশিয়া দিবে।**

# Vertigo — ভার্টিগো—শিরোঘূর্ণন।

স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, অগ্নিমান্দ্য ( ডিস্‌পেপশিয়া ) এবং মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড ও বৃক্ককের পীড়া হইতে শিরোঘূর্ণন উৎপন্ন হইয়া থাকে।

## ( চিকিৎসা )

**ফিরম-ফস।**—মস্তকে রক্তের প্রধাবনবশতঃ দপ দপ কর বেদনা ও মুখমণ্ডলের আরক্ততা সহ শিরোঘূর্ণন জন্মিলে এই ঔষধ ফলপ্রদ।

**কালী-ফস।**—দুর্ব্বলতা বা স্নায়বিক কারণে উৎপন্ন শিরোঘূর্ণন। উত্থানে এবং উপরেব দিকে তাকাইলে শিরোঘূর্ণনের বৃদ্ধি।

**নেট্রম-সলফ।**—পিত্তস্রাবের বিশৃঙ্খলা হেতু শিরোঘূর্ণন। পীত মলাবৃতজিহ্বা এবং মুখের তিক্তস্বাদ। অত্যধিক পিত্ত নিঃসরণ।

**নেট্রম-ফস।**—পরিপাকের বিশৃঙ্খলা সহকারে শিরোঘূর্ণন। অম্ল লক্ষণের বিদ্যমানতা।

# Vomitting—ভমিটিং—বমন।

অজীর্ণ, পচা বা গুরুপাক দ্রব্য ভোজন, অতিভোজন, গর্ভ, মস্তিষ্ক বা স্নায়ুমণ্ডলের পীড়া, পাকস্থলাতে ক্ষত, গর্ভ ও জ্বরাদি বমনের প্রধান কারণ। অনেক সময় বমন দ্বারা বিশেষ উপশমই জন্মে। কিন্তু বমন দ্বারা উপশম না জন্মিলে রোগ উৎকট বা উপসর্গ সংযুক্ত মনে করিবে।

( চিকিৎসা )

**ফিরম ফস**।—অপরিপাচিত ভুক্ত দ্রব্য, কখন কখন বা উহার সহিত অম্ল জলীয় পদার্থ বমন ( নেট্রমফস, নেট্রম মিউর ); উজ্জ্বল লোহিত রক্ত বমন, এই রক্ত সহজেই ও শীঘ্রই জমাট হয়।

**কালী-মিউর**।—গাঢ়, শ্বেত শ্লেষ্মা, অথবা মলিন বা প্রায় কৃষ্ণবর্ণ দুশ্ছেদ্য ও সংযত রক্ত বমন।

**নেট্রম-মিউর**।—অম্ল জলীয় পদার্থ বমন; স্বচ্ছ, জলবৎ শ্লেষ্মা বমন; মুখ হইতে জল উঠা ও উহার সহিত প্রায়ই কোষ্ঠকাঠিন্য।

**কালী ফস**।—কফিচূর্ণের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ বমন।

**নেট্রম-ফস**।—অম্ল জলবৎ পদার্থ, অথবা ছানা বা দধির ন্যায় পদার্থ বমন। জিহ্বার মূল-দেশের বর্ণ দ্রষ্টব্য।

**নেট্রম-সলফ**।—পিত্ত বা পিত্ত সংযুক্ত পদার্থ বমন এবং তৎসহ মুখের তিক্তস্বাদ।

**ক্যাল্ক-ফস**।—পরিপাচিত পদার্থের আচূষণের অভাব বশতঃ রাত্রির কোনও নির্দ্দিষ্ট ঘটিকায় বমন; শিশুদিগের প্রতিনিয়ত বমন, বিশেষতঃ শীতল পানীয় দ্রব্য গ্রহণের পর।

**ক্যাল্ক-ফ্লোর।**—অপরিপাচিত ভুক্তদ্রব্য বমন ( ফিরম ফসে কোন উপকার না হইলে )।

# Writers' cramp — রাইটার্স ক্র্যাম্প

অতি লেখকদিগের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর পেশীর আক্ষেপ।

( চিকিৎসা )

**নেট্রম-ফস।**—লিখিবার সময় হাত কাঁপে। হাতে খালধরার ন্যায় বেদনা ( crampy pain ). হস্তাঙ্গুলীর সন্ধিতে আমবাতিক বেদনা ; মণিবন্ধে কাল করিয়া নেয় ( aching pain ).

**কালী-মিউর।**—লিখিবার সময় হস্তের স্তব্ধতা ( hands get stiff ).

**ম্যাগ-ফস।**—ইহা ব্যবহার করিলে এই রোগে বিশেষ সুফল দর্শে। কালী-ফস ও ম্যাগ-ফস একত্র মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করায় অনেক রোগীতে সুফল পাওয়া গিয়াছে।

**ক্যাল্ক ফস।**—মণিবন্ধে ও হস্তাঙ্গুলীতে খালধরার ন্যায় বেদনা।

# Whooping cough—হুপিং কংফ হুপশব্দক কাসি।

ইহা একপ্রকার আক্ষেপিক কাস। বায়ুনলীভুজ (ব্রঙ্কিয়েল টিউব) এবং এপিগ্লোটিসের সংযোজক তন্তুর অভ্যন্তরে সৌত্রিক (ফাইব্রিণ) এবং অন্যান্য অর্গানিক পদার্থ সঞ্চিত হইলে উক্ত স্থানের স্ফীততা জন্মিয়া থাকে। এই স্ফীততা বশতঃ উক্ত স্থানের স্নায়ুর উপর চাপ লাগিয়া স্নায়ুর পরিপোষণের ব্যাঘাত জন্মাইয়া উহার ম্যাগ্নেশিয়া-ফস এবং ক্যাল্কেরিয়া ফস নামক উপাদান দ্বয়ের স্বল্পতা ঘটাইয়া থাকে। এই দুই পদার্থের স্বল্পতা নিবন্ধন তথাকার পেশী-সূত্র সকলের সঙ্কোচন জন্মিয়া আক্ষেপিক কাস উপস্থিত হইয়া থাকে।

শিশুদিগেরই এই রোগ সচরাচর জন্মিয়া থাকে। ইহা স্পর্শ-সংক্রামক ও বহুব্যাপক। কখন কখন সামান্যরূপে এবং কখন কখন বা গুরুতর ও মারাত্মকরূপে এই রোগ প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। সুস্থ ও সবল বালকদিগের পক্ষে সময়ে সময়ে সাংঘাতিক হইয়া উঠে। ইহাতে স্বরভঙ্গ ও আক্ষেপিক কাস থাকে। এক সপ্তাহের মধ্যে এই প্রকার কাসের তীব্রতা এত বৃদ্ধি পায় যে, কাসের আবেশ কালে বালকের মুখমণ্ডল রক্ত বা বেগুণী বর্ণ হইয়া উঠে। এবং মনে হয় যেন কাসিতে কাসিতে শ্বাসরোধ বশতঃ বালকের মৃত্যু ঘটিবে। এইরূপ কাসিতে কাসিতে ফুসফুসের অভ্যন্তরস্থ সমস্ত বায়ু বাহির হইয়া গেলে রোগী দীর্ঘ নিঃশ্বাস গ্রহণ করে ও তাহাতে "হুপ" এইরূপ শব্দ হয়। এজন্য এই কাসকে হুপ শব্দক বা হুপিং কাসি বলে।

(চিকিৎসা)

**কালী মিউর।**—শ্বেত লোবৃত জিহ্বাসহ গাঢ়, শ্বেতবর্ণ শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবিত হইলে ইহা প্রধান ঔষধ। হুপিং কংফের ন্যায় আক্ষেপিক কাসি।

**ম্যাগ্নেশিয়া ফস**।—হুপিং কাসের আবেশের পর ব্যবহার্য্য। তরুণ রোগে উষ্ণ জলের সহিত দৃঢ়তার সহিত এই ঔষধ কিছু দিন ব্যবহার করিলে চমৎকার ফল পাওয়া যায়। পুরাতন হুপিংকংফ ( কালী-মিউরের সহিত পর্য্যায়ক্রমে )।

**কালী ফস**।—অতিশয় দুর্ব্বলতা বা স্নায়বীয় লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ মধ্যে মধ্যে ব্যবহার্য্য।

**ফিরম-ফস**।—জ্বর থাকিলে বা কাসিতে কাসিতে রক্ত বমন হইলে এই ঔষধ ব্যবহার্য্য।

**কালী-সলফ**।—এই ঔষধের বিশেষত্ব জ্ঞাপক শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন সংযুক্ত হুপিংকফ।

**নেট্রম-মিউর**।—এই ঔষধের বিশেষত্ব জ্ঞাপক শ্লেষ্মা বিদ্যমান থাকিলে.

**ক্যাল্‌ক ফস**।—ম্যাগ্নেশিয়া-ফসের পর, অথবা দুরারোগ্য রোগে ব্যবহার্য্য।

# Worms—ওয়ারম্‌স, কৃমি।

## চিকিৎসা

**নেট্রম-ফস।**—সর্ব্বপ্রকার কৃমিরই ইহা প্রধান ঔষধ। শিশুদিগের অম্ল লক্ষণসহ উদর বেদনা, নাক খুঁটা, গুহ্যদ্বার কণ্ডুয়ন, অস্থির নিদ্রা বা নিদ্রাকালে দন্তে দন্তে সংঘর্ষণ প্রভৃতি কৃমি-লক্ষণের বিদ্যমানতা। এই ঔষধের ৩× ক্রমের বিচুর্ণন দৃঢ়তার সহিত ব্যবহার করিলে নিশ্চিতরূপে সুফল পাওয়া যায়। সূত্র কৃমিতে অর্দ্ধ পাইণ্ট গরম জলের সহিত কিছু অধিক পরিমাণ এই ঔষধ মিশ্রিত করিয়া পিকচারী দিবে।

**ক্যাল্ক ফ্লোর।**—অর্শবশতঃ গুহ্যদ্বার কণ্ডুয়ন। অনেক সময় এই প্রকার কণ্ডুয়ন ক্রিমি জন্য বলিয়া ভ্রম হয়। ছোট বড় সব রকম কৃমিতেই ইহা ফলপ্রদ। রাত্রে মলদ্বার কণ্ডুয়ন। দাঁত কড়মড়ি।

**কালীমিউর।**—ক্ষুদ্র, শ্বেতবর্ণ সূত্রকৃমি সহকারে গুহ্যদ্বার কণ্ডুয়ন। শ্বেত লেপাবৃত জিহ্বা। ন্যাট-ফসের সহিত পর্য্যায়ক্রমে।

**ফিরম-ফস।**—মলের সহিত অপরিপাচিত ভুক্ত দ্রব্য ও কৃমির বিদ্যমানতা। কৃমির লক্ষণের সহিত জ্বর থাকিলে। সূত্র-কৃমি।

**সমাপ্ত**

# পরিশিষ্ট

## এলোপ্যাথিক চিকিৎসার ফলাফল সম্বন্ধে
## কতিপয় অভিজ্ঞ চিকিৎসকের অভিমত

(বাবু রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল কৃত 'জল চিকিৎসা' গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত)

(1) I declare as my conscientious conviction, founded on long experience, that if there was not a single physician, surgeon, man-midwife, chemist, apothecary, druggist, nor drug on the face of the earth, there would be less sickness and less mortality, than now prevail"—James, Johnson M. D., F. R. S., Editor of Medico-Chirurgical Review. অর্থাৎ—"বহুদিনের অভিজ্ঞতার ফলে আমার বিবেক-প্রণোদিত এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, যদি পৃথিবীতে একটীও চিকিৎসক, সার্জ্জন (অস্ত্র বিদ্যা বিশারদ), ধাত্রী, রসায়ণ শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত, ঔষধ প্রস্তুতকারী এবং ঔষধ বিক্রেতা না থাকিত বা আদপেই ঔষধের সৃষ্টি না হইত, তাহা হইলে পৃথিবীতে বর্ত্তমান কালাপেক্ষা রোগও অনেক কম হইত এবং মৃত্যু সংখ্যাও এত বেশী হইত না।'—জেমস্ জনসন্ এম, ডি; এফ আর এস্ (মেডিকো চিরারজিক্যাল্ রিভিউ নামক সংবাদ পত্রের সম্পাদক)।

(2) "I can not answer to my conscience to withhold the acknowledgment to my firm belief, that the medical profession (with its prevailing mode of practice) is productive of vastly more evil than good, and were it

ab-olutely abolished, mankind would be infinitely gainer"—Francis Goggswell M. D. of Oston B. বঙ্গানুবাদ—"আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, বর্ত্তমান কালের প্রচলিত চিকিৎসা-পদ্ধতি জনসাধারণের উপকারাপেক্ষা প্রভূত পরিমাণে অপকারই সাধন করিতেছে। অধিকন্তু, এইরূপ চিকিৎসা-পদ্ধতি একেবারে না থাকিলেই মানব জাতির প্রভূত কল্যাণ হইত। আমার এই নিশ্চিত ধারণা জনসমাজে ব্যক্ত না করিলে আমি আমার বিবেকের নিকট নিশ্চয়ই অপরাধী হইতাম।" ফ্রানসিস্ গগ্স্ওয়েল এম্, ডি অব অসটন্ বি।

(3) "Our actual information or knowledge of disease does not increase in proportion to our experimental practice. Every dose of medicine given is a blind experiment on the vitality of the patient." Dr. Bosteck, Author of "The History of Medicine." —অর্থাৎ "আমাদের এই পরীক্ষা-মূলক চিকিৎসা-প্রণালীর পসার বৃদ্ধির অনুপাতে রোগ সম্বন্ধে আমাদের বাস্তব জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার বৃদ্ধি একেবারেই হয় না। প্রত্যেক ঔষধের মাত্রা,—যাহা আমরা রোগী বিশেষকে দিয়া থাকি—তাহা সেই রোগীর জীবনী-শক্তির উপর সম্পূর্ণ অন্ধভাবের পরীক্ষা ভিন্ন আর কিছুই নহে।' ডাঃ বোস্টক্, 'দি হিষ্টরি অব্ মেডিসিন' অর্থাৎ "ঔষধের ইতিহাস" নামক গ্রন্থের প্রণেতা।

(4) "Let us no longer wonder at the lamentable want of success which marks our practice, when there is scarcely a sound physiological principle among us. I hesitate not to declare, no matter how sorely I shall wound our vanity, that so gross is our ignorance of the real nature of the physiological disorder called disease, that it would purhaps be better to resign the complaint

into the hands of Nature, than to act, as we are frequently compelled to do, without knowing the why and wherefore of our conduct, at the obvious risk of hastening the end of the patient."—M Magendie, an eminent French Physiologist and Pathologist.—খ্যাতনামা ফরাসী শরীর-বিজ্ঞান তত্ত্ববিৎ ও নিদানতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত এম্, ম্যাগেণ্ডাই বলেন—'যে হেতু শরীর-বিজ্ঞান সম্বন্ধে আমাদের অভ্রান্ত জ্ঞান নাই বলিলেই চলে,—সে ক্ষেত্রে চিকিৎসা-ব্যবসায় ব্যাপারে আমাদের ঘোর অকৃতকার্য্যতা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। আমি ইহা নিঃসঙ্কোচে ব্যক্ত করিতেছি যে, শারীরিক বিকৃতি ও তাহার প্রকৃত তত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা এত বেশী (যদি ও এই স্বীকারোক্তি আমাদের বৃথাগর্ব্বের খর্ব্বতা সূচক) যে, রোগীকে আমাদের নিজ হস্তে না রাখিয়া স্বভাবের হস্তে ন্যস্ত করিলেই অনেকাংশে ভাল হয়। আমরা আমাদের কার্য্যের ভবিষ্যৎ ভালমন্দ কিছুমাত্র বিচার-বিবেচনা না করিয়া যে সমস্ত কার্য্য করিতে বাধ্য হই, তাহার অব্যবহিত ফল, খুবই সম্ভবতঃ, অপেক্ষাকৃত স্বল্প সময়ের মধ্যেই রোগীর প্রাণবায়ু বহির্গত করিয়া দেওয়া ভিন্ন আর কিছুই নহে।"

(5) Assuredly the uncertain and most unsatisfactory art, that we call medical science is no science at all, but a jumble of inconsistent opinions, of conclusions hastily and often incorrectly drawn, of facts misunderstood or perverted, of comparisons without analogy, of hypotheses without reason and theories not only useless but dangerous."—Dr. Frank, European author and practitioner.—ইউরোপের খ্যাতনাম চিকিৎসক ও গ্রন্থকার ডাক্তার ফ্র্যাঙ্ক বলেন,—"চিকিৎসা নামে যে এক অতীব অনিশ্চিত ও অতীব অসন্তোষজনক বিজ্ঞান আছে, তাহাকে কোনও প্রকারেই 'বিজ্ঞান' নামে অভিহিত

করা চলে না। যে হেতু ইহার মধ্যে আমরা দেখিতে পাই কতকগুলি অসামঞ্জস্য পূর্ণ মতের সমষ্টি, কতকগুলি অপরিণত ও ভ্রান্তিমূলক সিদ্ধান্ত, কতকগুলি ঘটনা যাহার সত্যতা উপলব্ধি হয় নাই, বা যাহার বিকৃতার্থ করা হইয়াছে এবং যাহাকে সাদৃশ্যশূন্য উপমা, প্রমাণবিহীন কল্পনা এবং অসার বিপদ সঙ্কুল মতবাদ ব্যতীত আর কোন নামে অভিহিত করা চলে না।"

(6) "It cannot be denied that the present system of medicine is a burning shame to its professors, if indeed a series of vague and uncertain incongruities deserves to be called by that name. How rarely do our medicine do good! How often do they make our patients really worse! I fearlessly assert that, in most cases the sufferer would be safer without a physician than with one." Dr. Ramage, Fellow of the Royal College, London—লণ্ডনের রয়েল কলেজের ফেলো ডাক্তার র্যামেজ বলেন :—অধুনাতন প্রচলিত চিকিৎসা-প্রণালীকে চিকিৎসা-প্রণালী বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে কিনা, সে বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ আছে। কারণ, এইরূপ চিকিৎসা পদ্ধতি কেবল মাত্র কতকগুলি অনিশ্চিত, অসম্ভব ও অনির্দ্দিষ্ট মতামতের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর যাঁহারা এইরূপ চিকিৎসা-প্রণালীর মতানুবর্ত্তী চিকিৎসা করেন, তাঁহাদের পক্ষেও ইহা এক মহা লজ্জাজনক ব্যাপার ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমরা যে সকল ঔষধ ব্যবহার করি, তদ্দ্বারা কদাচিৎ রোগীর উপকার হয়। বরং অধিকাংশ স্থলেই এই সমস্ত ঔষধ রোগীর অবস্থা অপেক্ষাকৃত খারাপ করিয়া তোলে। আমি সম্পূর্ণ নির্ভীকচিত্তে এ কথা বলিতে পারি যে, চিকিৎসকের সাহায্য ব্যতিরেকে বিনা চিকিৎসায়ই রোগীর অবস্থা অনেক নিরাপদ থাকে।"

(7) Dissections daily convince us of our ignorance of disease, and cause us to blush at our prescriptions.

What mischief have we not done, under the belief of false facts and false thories! We have assisted in multiplying diseases. We have done worse—we have increased their fatality."—Benjamin Rush M. D., Formerly Professor First Medical College, Philadelphia. ফিলাডেলফিয়ার ফাষ্ট' মেডিকেল কলেজের পূর্ব্বতন প্রফেসার বেঞ্জামিন রাশ্ এম, ডি বলেন :—"রোগের কারণ নির্ণয় সম্বন্ধে আমরা কতদূর অজ্ঞ, তাহা শব-ব্যবচ্ছেদ ক্রিয়া হইতে আমরা প্রত্যহ উপলব্ধি করিতে পারিতেছি। সেই অজ্ঞতার কথা ভাবিলে লজ্জায় আমাদের মস্তক অবনত হয়। কতকগুলি ভ্রান্ত ও অমূলক ভিত্তির উপর আস্থা স্থাপন করিয়া আমরা জগতের কতই না অনিষ্ট সাধন করিতেছি! রোগের সংখ্যাবৃদ্ধি ব্যাপারে আমরা সহায়তাই করিয়া থাকি। আর শুধু তাহাই নহে,—যে সমুদয় রোগ প্রাণ হানি করিয়া থাকে আমরা তাহারও সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছি।"

(8) "The medical practice of our day is at the best a most uncertain and unsatisfactory system; it has neither philosophy nor common sense to commend it to confidenc."—Prof. Evans, Fellow of the Royal College, London.—লণ্ডন রয়েল কলেজের ফেলো, প্রফেসার ইভান্‌স বলেন :—"বর্ত্তমান কালে আমাদের মধ্যে যে চিকিৎসা-পদ্ধতি প্রচলিত আছে তাহা অতীব অনিশ্চিত ও অসন্তোষজনক বৃত্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে। বিজ্ঞান বা সাধারণ জ্ঞান যাহাই কেন বলুন না, ইহার মধ্যে এমন কিছুই নাই যাহা লোকের মনে এই বিশ্বাস জন্মাইতে পারে।"

(9) "I have no faith whatever in medicine."—Dr. Baillie of London. লণ্ডনের ডাক্তার বেলি বলেন,—'ঔষধের উপর আমার কিছুমাত্র আস্থা নাই।"

(10) "The vital effects of medicine are very little understood. It is a term used to cover our ignorance. Prof. E. H. David M. D., New York Medical College. নিউ ইয়র্ক মেডিকেল কলেজের প্রফেসার ডাঃ ই, এইচ, ডেভিড বলেন —"ঔষধের জীবনী-শক্তি দিবার ক্ষমতা আছে কিনা, তাহা আমরা বুঝি না বলিলেই হয়। ঔষধ বলিয়া একটা নাম যে আমরা ব্যবহার করি তাহা কেবল আমাদের অজ্ঞতাকে লুকাইয়া রাখিবার জন্য।"

(11) In their zeal to do good, physicians have done much harm. They have hurried many to the grave, who would have recovered, if left to Nature. All our curative agents are poisons and as a consequence, every dose diminishes the patient's vitality."—Prof. Alonzo Clark M. D. —প্রফেসার এলোঞ্জো ক্লার্ক এম্, ডি বলেন,—'রোগারোগ্য করিতে গিয়া চিকিৎসকগণ অধিকতর অপকার সাধনই করিয়া থাকেন। অনেক সময় এমন সব রোগী থাকে, যাহাদিগকে স্বভাবের উপর ফেলিয়া রাখিলে বোধ হয় বাঁচিতে পারিত কিন্তু চিকিৎসকের হস্তে পড়িয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। রোগারোগ্যের উদ্দেশ্যে 'ঔষধ' বলিয়া আমরা যে সব জিনিষ ব্যবহার করি, সেগুলি সকলই 'বিষ' এবং তাহার প্রত্যেক মাত্রাই রোগীর জীবনী-শক্তি হ্রাস করাইয়া দেয়।"

(12) ......"It is also taught in all their books and schools, that disease is an entity, a thing foreign to the living organism and an enemy to the life-principle. The truth is exactly the contrary. Disease is the life-principle itself at war with an enemy. It is the defender and protector of the living organism. It is a process of

purification. It is an effort to remove foreign and offensive materials from the system and to repair the damages the vital machinery has sustained. It is a remedial effort. Disease is therefore, not a foe to be subdued or cured, or killed but a friendly office to be directed and regulated and every attempt to cure disease with drug poisons is nothing more nor less than a war on the human constitution. The treatment of disease with drugs, ever was, now is and always must be uncertain and dangerous experimentation. It never was and never can be reduced to reliable practical rules.'—(The Principle of Disease as curative crises—by Dr. Trall M. D., the well known Physiologist. —প্রসিদ্ধ শরীরতত্ত্ববিৎ ডাঃ ট্রল এম. ডি তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে,—……"সমুদয় ডাক্তারী পুস্তকে ও চিকিৎসা-বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হয় যে, 'রোগ' অর্থে এমন একটী জিনিষ, যাহা জীব-দেহ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং যাহা প্রাণী দেহের শত্রু বিশেষ। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এ কথা মোটেই সত্য নহে। রোগ অর্থে,—আমাদের শরীরের অভ্যান্তরস্থ এমন একটী আভ্যন্তরিক বৃত্তি যাহার কার্য্য অপর একটী শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। রোগই আমাদের এই জীব-দেহের রক্ষাকর্ত্তা ও পালনকর্ত্তা। শারীরিক বৃত্তিগুলিকে বিশুদ্ধ করাই হইল রোগের কার্য্য। রোগের কার্য্যই হইল আমাদের দেহ হইতে দূষিত অনাবশ্যক পদার্থকে বহির্গত করিয়া দেওয়া এবং আমাদের ভগ্ন স্বাস্থ্য মেরামত করা। রোগের অর্থ ই হইল দেহের ক্ষতি খেসারতের প্রতিকার। সুতরাং, ব্যাধি বলিলে আমাদের এরূপ বুঝা উচিৎ নয় যে, উহা আমাদের একটী পরম শত্রু যাহাকে হত্যা বা দমন করিতে হইবে। পক্ষান্তরে, রোগ আমাদের শরীরের বন্ধু বিশেষ, যাহার কার্য্যকলাপ সংযত ও ঠিকভাবে

পরিচালিত করিতে হইবে মাত্র। এজন্য বিষাক্ত ঔষধ দ্বারা রোগের প্রতিকার করিবার চেষ্টা মনুষ্য দেহের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া ব্যতীত আর কিছুই নহে। বিষাক্ত ঔষধ দ্বারা রোগোপশম করিবার উদ্যোগ ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানকালে একই প্রকার অনিশ্চিত বিপদ সঙ্কুল পরীক্ষার কার্য্য মাত্র। এরূপ চিকিৎসা-প্রণালী বিশ্বাস যোগ্য ও কার্য্যকরী নিয়মের দ্বারা কখনও বিধিবদ্ধ হয় নাই এবং ভবিষ্যতেও হইবার নহে।"

(১৩) অপর একজন বিশ্ববিখ্যাত ডাক্তার এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, বর্ত্তমানে প্রচলিত চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থগুলি যদি জলে ফেলিয়া দেওয়া যায় তবে মানবজাতির প্রভূত মঙ্গলই সাধিত হইবে সন্দেহ নাই কিন্তু ইহাতে হয় তো জলচর জন্তুগুলির ক্ষতি হইতে পারে।

অনাবশ্যক বোধে আমরা অপরাপর ডাক্তারগণের উক্তি উদ্ধৃত করিতে বিরত রহিলাম।

ডাঃ নৃপেন্দ্রচন্দ্র রায় এম-ডি, বি-এইচ্-এস্ কৃত

# পুস্তকাবলী

১। **হোমিওপ্যাথিক সরল গৃহ-চিকিৎসা**—( বহুলরূপে পরিবৰ্দ্ধিত ৩য় সংস্করণ ); এই সংস্করণের পরিশিষ্টে "ভৈষজ্য-রত্নাবলী" নামে ৬০টী সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য হোমিওপ্যাথিক ঔষধের প্রধান প্রধান ও পরিচালক লক্ষণ সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। ইহাতে ঔষধ নির্ব্বাচনে পাঠক-পাঠিকাগণের পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইবে। এই গ্রন্থে যাবতীয় রোগের কারণ, লক্ষণ, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা ও পথ্যাদি বহু জ্ঞাতব্য বিষয় বিষদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বহু রোগের টোট্কা-নাট্কা, মুষ্টিযোগ এবং বিনা ঔষধে রোগ আরোগ্যের কৌশলও এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে **প্রধান প্রধান সংবাদ পত্রের মন্তব্য** নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

**বঙ্গবাসী :**—গ্রন্থকারের নাম চিকিৎসা-জগতে সুপরিচিত। আলোচ্য গ্রন্থখানি হোমিওপ্যাথি সংক্রান্ত। ইহাতে নানা রোগের কারণ, লক্ষণ, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা ও পথ্যাদি এবং বহু জ্ঞাতব্য বিষয় বিশদভাবে বিবৃত করিবার প্রয়াস আছে। গ্রন্থকার ইহাতে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত, বহু টোট্কা-নাট্কা, মুষ্টিযোগ এবং বিনাঔষধে রোগ আরোগ্যের কৌশলও এই গ্রন্থে লিখিত আছে। পুস্তকের ভাষা সরল। এ গ্রন্থ চিকিৎসক ও গৃহস্থ উভয়েরই উপকারক।

**হিতবাদী :**—পুস্তকের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা নামেই প্রকাশ পাইতেছে। এ পুস্তক দ্বারা গৃহস্থগণ বিশেষ উপকার পাইবেন ; পুস্তকের ভাষা সরল।

**The Herald** :—We have seen a copy of the above book by Dr. Nripendra Chandra Roy, Lecturer of Materia Medica & Practice of Medecine at the Dacca Homœopathic College of Physicians & Surgeons. The book contains an exhaustive dealing of the cause, symptoms and treatment of female diseases & diseases of children. The book will no doubt be of good service to all householders. The price of the book is moderate. The get up is good & language lucid.

২। **পুরাতন রোগ** ( হানিম্যানের ক্রণিক ডিজিজের বঙ্গানুবাদ ) ( ২য় সংস্করণ ) যন্ত্রস্থ। মূল্য ॥০।

৩। **চিকিৎসা-দর্পণ** ( জন্‌সনের থিরাপিউটিক-কী নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ )। পকেট সাইজ ; প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠা। ২য় সংস্করণ যন্ত্রস্থ। মূল্য ১॥০।

৪। **কালাজ্বর ও উহার হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা** ( ২য় সংস্করণ ) ; মূল্য ॥০।

৫। **বাইওকেমিক রিপার্টরী** ( ২য় সংস্করণ ) ; মূল্য ১॥০।

৬। **বাইওকেমিক সরল গৃহ চিকিৎসা** ( ২য় সংস্করণ ) ; মূল্য ৸০ আনা।

৭। **বাইওকেমিক ভৈষজ্যতত্ত্ব ও চিকিৎসা প্রদর্শিকা** (৭ম সংস্করণ) প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠা; উৎকৃষ্ট বাঁধাই; মূল্য ৩৲ টাকা মাত্র। **এই গ্রন্থ সম্বন্ধে** The East Bengal Times বলেন—

That this book has already undergone half a dozen more editions is the proof positive of its popularity. Biochemic treatment has more votaries today than it had some years back and as such the need of a book like this which covers the entire range of Materia Medica as well as Practice of medicine can hardly be over estimated. The unique feature lies in the copious illustrations cited from vast and varied experience of the author as a Practitioner with a wide reputation throughout the province. The lucid and simple style of writing has made the book all the more interesting and accessible to all classes of people who would surely welcome the publication as a veritable 'Home Doctor'.

৮। **উপদেশ-সংগ্রহ** (২য় সংস্করণ); মূল্য ।০ চারি আনা।

৯। **সাধক-সহচর** (যন্ত্রস্থ) মূল্য ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান :—

হোমিও পাবলিশিং হাউস্

২নং ওয়্যার ষ্ট্রীট, পোঃ উয়ারী

(ঢাকা)